কার্য্যালয়—২৮।২ ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা।

৮ম ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। [২য় সংখ্যা।

পন্থা

যস্মিন্‌ জনো যেন গতঃ স

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি, এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্‌ এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিওসফিকাল সোসাইটী, হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ. বি, এল, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

Printed by B. C. Sanyal, at the Bengal Chemical Steam Printing Works,
91, Upper Circular Road, Calcutta

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

সপ্তম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ সাল। ২য় সংখ্যা।

ব্রহ্মবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই ব্রহ্মবিদ্যা মানুষের কল্পিত বা আবিষ্কৃত বস্তু নহে। ইহার প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥

[শ্বেতাশ্বতর—৬।১৮]

ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বেদ সমূহ প্রদান করেন। বেদ বিদ্যার নামান্তর। ভাগবত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্ সত্যং পরং ধীমহি॥

সেই সত্য স্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান করি, যিনি আদি কবির (ব্রহ্মার

হৃদয়ে বেদ সঞ্চারিত করেন (যে বেদ সুধীগণেরও দুর্ব্বোধ্য) এবং যিনি আপন স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করেন।' সেই জন্য ভগবান্‌কে "শাস্ত্রযোনি" বলে [শাস্ত্রযোনিত্বাৎ * ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩১]। সেই জন্য বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্, যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-২থর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।

[বৃহদারণ্যক ২।৪।১০]

অর্থাৎ 'যেমন বিনা প্রযত্নে প্রাণীগণের নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমস্ত বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান—সমস্ত বিদ্যাই সেই মহান্ ভূত (ব্রহ্ম) হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।' সেই জন্য পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।

[যোগসূত্র—১।২৫]

ঋষিরা বলেন বেদ নিত্য। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে বেদের শব্দ বা ভাষা চিরস্থায়ী। বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা চিরদিন থাকে না বা ছিল না। কিন্তু বেদের যাহা বক্তব্য (contents বা idea)—সেই বিদ্যা চিরদিনই আছে এবং চির দিনই থাকিবে। তাহা নিত্য ; তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই †। এই অশরীরী বিদ্যাকে শাস্ত্রকারেরা স্ফোট বলেন। এই স্ফোটবাদের সহিত প্লেটোর (Plato) প্রচারিত "idea" বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্ফোট রূপে যেমন বেদ নিত্য, idea রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য। প্রলয়কালে এই স্ফোট বা idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়।

---

* মহতো ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞ কল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।

[ঐ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য]

† সেই জন্য এই বিদ্যাকে The Ancient Wisdom" বলে।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।

লেভিরে তপসা পূর্ব্বং সমাদিষ্টা স্বয়ম্ভুবা॥

[শঙ্করোদ্ধৃত বচন]

'যুগান্তে বেদ ইতিহাস প্রভৃতি যে বিদ্যা অন্তর্হিত হইয়াছিল, মহর্ষিগণ ব্রহ্মার আদেশ ক্রমে, তপস্যা দ্বারা সেই বিদ্যা পুনঃ প্রাপ্ত হন।

এই মহর্ষিগণ পূর্ব্বকল্পের সিদ্ধ মহাপুরুষ। এখন যে সৃষ্টি প্রবাহ চলিতেছে, ইহার পূর্ব্বে অনেকবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত বিশ্ব, ভগবানে তিরোহিত হয়। সেই অবস্থায় পূর্ব্বতন সৃষ্টি-নাটকের অভিনেতা—সকল জীব, ভগবানে বিলীন হইয়া থাকেন; পরে প্রলয়ের অবসানে যখন আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সেই সমস্ত জীব, ভগবান হইতে পৃথক হইয়া আবার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্ব কল্পের অবসানে যে সকল জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণ ভগবানে একীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবার আবির্ভূত হন। কপিল, ঋষভদেব, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি—এইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত মহাপুরুষ। তাঁহারা জগতের হিতার্থে আবার দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রচার করেন।

কিন্তু ভগবান্ই ব্রহ্মবিদ্যার আদিপ্রবর্ত্তক। তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এ বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার নিকট হইতে শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে এই বিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়। সেই জন্য পতঞ্জলি ভগবান্‌কে বলিয়াছেন

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাঽনবচ্ছেদাৎ।

[যোগসূত্র ১।২৬]

"ভগবান্ কালের অতীত; সেই জন্য তিনি পুরাতন গুরুগণেরও গুরু।"

ব্রহ্মা হইতে কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইয়াছিল, মুণ্ডক উপনিষদে তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব

বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা
হথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্॥

[মুণ্ডক ১।১।১—২]

'বিশ্বস্রষ্টা, জগৎভর্ত্তা, আদিদেব ব্রহ্মা, সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বা পুরাকালে অঙ্গিরকে দান করেন। অঙ্গির সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন'। এবং অঙ্গিরা ঋষিই ব্রহ্মবিদ্যার ঐ অংশ ভারতবর্ষে প্রচার করেন। মুণ্ডক উপনিষদের শেষে কথিত হইয়াছে যে এই সত্য, ঋষি অঙ্গিরা পুরাকালে বলিয়াছিলেন (তদেতৎ সত্যম্ ঋষিরঙ্গিরা পুরোবাচ)। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে

এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ। প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।

[ছান্দোগ্য ৮।১৫।১-৪]

অর্থাৎ 'এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবগণকে।'

গীতাতেও দেখা যায় যে ভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগ তিনি প্রথমে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন; সূর্য্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করেন। পরে শিষ্য পরম্পরাক্রমে ইহা রাজর্ষি মণ্ডলে প্রচারিত হয়।

এইরূপ গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে "সম্প্রদায়" বলিত। যাহাতে সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে—বিদ্যা পরম্পরাক্রমে নির্ব্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। যে বিদ্যা বা জ্ঞান, সম্প্রদায় বর্জ্জিত, যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ভাবনা বা কল্পনা প্রসূত, তাহার প্রতি তাঁহারা বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না। সেই জন্য উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র

গ্রন্থে অনেকস্থলেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। ঈশ উপনিষদের ঋষি, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্ যে ন স্তদ্ বিচচক্ষিরে।

(ঈশ ১০)

'এইরূপ আমরা ধীর (জ্ঞানী) মহাজনগণের নিকট শুনিয়াছি।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সেই সেই অধ্যায়োক্ত বিদ্যা প্রচারক ঋষি পরম্পরার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে *।

এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাচীনকালে গ্রন্থে লিখিত হইত না। গুরুর মুখ হইতে শিষ্য পরম্পরায় উপদিষ্ট হইত। সেই জন্য ইহার নাম ছিল শ্রুতি। প্রাচীনেরা গুরু-মুখী বিদ্যার প্রভূত আদর করিতেন। তাঁহারা বলিতেন

---

* এইরূপে দেখা যায় যে আর্য্যভট্ট গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, যে জ্যোতিষ তত্ব তিনি তাঁহার গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরাশর হইতে পরম্পরা ক্রমে ৭ জন শিষ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাতে প্রবাহিত হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্যগণেরও ঠিক এই মত। এ সমন্ধে Edkins প্রণীত "Chinese Buddhism" গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে

"They all profess to derive their doctrines through a succession of teachers, each instructed personally by his predecessor, till the time of Bodhi-dharma, and so further up in the series to Shakyamuni himself and the earlier Buddhas."

এ বিষয়ে Sinnett সাহেব তাঁহার "Occult world" গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"Men of Science, in former ages, worked in secret and instead of publishing their discoveries, taught them in secret to carefully selected pupils. * * Their teaching has not been forgotten. It has been transmitted by secret initiation. * * A complete system of knowledge that had been cultivated in secret and handed down to initiates for ages."

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

[ছান্দোগ্য ৬।১৪।২]

'যিনি আচার্য্যকে আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ বিদ্যা লাভে সমর্থ হন

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যাবিদিতা স্বাধীষ্টম্ প্রাপয়তি।

[ছান্দোগ্য ৪।৯।৩]

'আচার্য্যের নিকট যে বিদ্যা অর্জ্জন করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম।'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পৌরাণিক কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাস পঞ্চাধ্যায়।

মন্মথ মন্থন।

মন্মথ মন্থনের প্রক্রিয়া বংশীশিক্ষা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি

মন্মথ মথনে মিলে মন্মথ মদন।
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা গায় ঋষিগণ॥
ইহার নিগূঢ় অর্থ শ্রীগুরু কৃপায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ জানিতে পারয়॥
চিল্লীলা যুগলতত্ত্ব জ্ঞান যার হয়।
মন্মথ মথন সেই করিল নিশ্চয়॥
মন্মথার্থে কামদেব মনোজ আখ্যান।
তাঁহার আশ্রয়স্থান কর অবধান॥
পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদে গুল্ফে দ্বিতীয়ায়।
ঊরুদেশে তৃতীয়ায় কহিনু তোমায়॥

চতুর্থীর উৎপত্তির স্থানেতে জানিবে।
নাভিদেশে পঞ্চমীতে শাস্ত্রেতে দেখিবে॥
দগ্ধা ষষ্ঠী দিনে কুচে, হৃদে সপ্তমীতে।
অষ্টমীতে কক্ষদেশে কহিনু নিশ্চিতে॥
নবমীতে কণ্ঠদেশে ওষ্ঠে দশমীতে॥
গণ্ডেতে বিরাজ করে গোবিন্দ তিথিতে॥
দ্বাদশীর দিনে কাম রহয়ে নয়নে।
ত্রয়োদশী দিনে কর্ণে কহে মুনিগণে॥
চতুর্দ্দশী দিনে রহে ললাট দেশেতে।
শিখামূলে পূর্ণিমায় জানিবে মনেতে॥
দক্ষে পুরুষের আর বামেতে নারীর।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষে বিপর্য্যয় স্থির॥
যেই দিন যথা কাম অধিষ্ঠান হন।
সেই দিনে তথা তাঁরে করিবে মথন॥

তথাহি স্মরদীপিকায়াং।

পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুলফকে।
ঊরু দেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ॥
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যান্তু কুচমণ্ডলে।
সপ্তম্যাং হৃদয়ে চৈব অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ॥
নবম্যাং কণ্ঠদেশে চ দশম্যাং চোষ্ঠদেশতঃ।
একাদশ্যাং গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যাং নয়নে তথা॥
শ্রবণে চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং ললাটকে।
পৌর্ণমাস্যাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যঞ্চ ইতি ক্রমাৎ॥
যত্র যত্র বসেৎ কামস্তত্ৰৈবেত্যাদিষু ক্রমাৎ॥ ৬॥

মথনের মন্ত্রক্রম গুরু সন্নিধানে।
অবশ্য পাইবে এই কহিনু সন্ধানে॥

মন্মথ মথন মন্ত্র ক্রম হয় যাহা।
রতি কোবিদের হয় শিক্ষণীয় তাহা॥

তথাহি তত্রৈব।

মন্ত্রেণানেন কর্ত্তব্যং জ্ঞাতব্যং রতিকোবিদৈঃ॥৭॥

রতি শব্দে রসরাজ কৃষ্ণ-শক্তি হয়।
শব্দ শাস্ত্রে এই কথা ফুকারিয়া কয়॥
মন্মথের পঞ্চশর অত্যাশ্চর্য্যময়।
যাহার আঘাতে বংশী সর্ব্বস্ব হরয়॥
সম্মোহন সমুদ্বেগ বীজ সুনিশ্চয়।
স্তম্ভন কারণোন্মত্ত বীজ চারি হয়॥
চৈতন্যহারক আর জ্বালন কীর্ত্তন।
মন্মথের পঞ্চবাণ এই নিরূপণ।
ভরতের মতে সম্মোহন উন্মাদন।
শোষণ তাপন আর স্তম্ভন পঞ্চম॥
ব্রজের নিগূঢ় রস শ্রীভরত জান।
অতএব তাঁর বাক্য সরব প্রধান॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে

সম্মোহনং সমুদ্বেগবীজং স্তম্ভনকারণং।
উন্মত্তবীজং জ্বলনং শশ্বচ্চেতনহারকং॥

শ্রীভরতোক্তৌ চ।

সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৮॥

কমল অশোক আর আম্রের মুকুল।
রকত উৎপল যার নাহি সমতুল॥
এই পঞ্চ পুষ্প পঞ্চ বাণের সায়ক।
সম্মোহন প্রভৃতির হয় নিয়ামক॥

তথাহি অলঙ্কারশাস্ত্রে।

অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥

পঞ্চ পুষ্প গুণ বাণে মনোজ মদন।
জীবের সকল বৃত্তি করয়ে হরণ॥
অতএব কামদেবে করিয়া মথন।
রসরাজপাদপদ্ম করিবে ভজন॥
কাম মথনের ক্রম যেইরূপ হয়।
শাস্ত্র মতে কহি তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
সবীজ গোবিন্দমন্ত্র আর তাঁর নামে।
মথন করিবে পাদাঙ্গুষ্ঠ স্থিত কামে॥
সবীজ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে।
মথিবে গুল্‌ফস্থ কামে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে॥
সবীজ কেশব মন্ত্র আর তাঁর নামে।
উরুস্থ মদনে মথ কহিনু সন্ধানে।
সবীজ শ্রীহরি মন্ত্র শ্রীহরি কীর্ত্তনে।
গুহ্যস্থান স্থিত কামে করিবে মথনে॥
সবীজ অচ্যুত মন্ত্র আর তার নামে।
মথন করিবে নাভিদেশস্থিত কামে॥
সবীজ মাধব মন্ত্র মাধব গানেতে।
মথিবে কুচস্থ কামে শাস্ত্রানুসারেতে॥
সবীজ গোপাল মন্ত্র শ্রীগোপাল গানে।
মথন করিবে কক্ষদেশস্থিত কামে॥
সবীজ শ্রীশ্যামলাঙ্গ মন্ত্র নাম করি।
মথিবে কণ্ঠস্থ কাম গুরুবাক্য ধরি॥
সবীজ শ্রীগোপীনাথ মন্ত্র আর নামে।
মথন করিবে ওষ্ঠ বিরাজিত কামে॥

সবীজ ব্রজবল্লভ মন্ত্র নাম গানে।
মথিবে গণ্ডস্থ কাম কহিনু সন্ধানে॥
বীজসহ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র নাম ধরি।
আঁখিস্থিত কামে মথ মন দৃঢ় করি॥
সবীজ শ্রীহৃষীকেশ মন্ত্র আর নামে।
মথন করিবে কর্ণ বিরাজিত কামে॥
সবীজ গরুড়ধ্বজ মন্ত্র নামে আর।
মথিবে ললাট স্থিত কাম দুনিবার॥
বীজসহ চক্রপাণি মন্ত্র আর নামে।
মথন করিবে শিখামূলস্থিত কামে॥
কিংবা স্বীয় মন্ত্র মন্ত্রদেব নাম গানে।
সর্ব্বস্থানস্থিত কামে মথ সুবিধানে॥
কেহ কেহ স্মরশাস্ত্র-উক্ত মন্ত্র দ্বারা।
মথন করয়ে কাম হয় দিশাহারা॥
পাদাঙ্গুষ্ঠ গুলফস্থিত মনোজ মথনে।
তথা তথা মন্ত্র নাম না কর স্মরণে॥
নিন্দ্যাঙ্গেতে মন্ত্র নাম স্মরণ নিষেধ।
ভক্তি হীনে এবাক্যের করে প্রতিষেধ॥
অরবিন্দ সায়কেতে সম্মোহন জানি।
অশোক সায়কে সমুদ্বেগোন্মাদি মানি॥
মুকুল সায়কে দেখি শোষণ স্তম্ভন।
নব মল্লিকার শরে তাপন জ্বালন॥
রক্ত উৎপল শরে চৈতন্য হরণ।
এই পঞ্চ পুষ্প শর কামের ধারণ॥
এই পঞ্চ শর কাম মায়িক জনার।
উপরে সজোরে দেখি হানে অনিবার॥
এ হেতু জীবের নিজবৃত্তি সমুদয়।
কামের শরণাগত হইবারে ধায়॥

হে নারি আত্মভূ যবে হইবে মথন।
তখন লভিবে জীব প্রেমময়ত্ব ধন॥
প্রেমময়ত্ব ধনে হইলে হৃদয় পূরণ।
অপ্রাকৃত মদনের হবে দরশন॥
প্রাকৃত কামের দেখি যৈছে ব্যবহার।
অপ্রাকৃত মদনের তৈছে আকার॥
দরশন প্রদানিয়া প্রকৃত মদন।
সম্মোহন সমুদ্বেগ উন্মাদ শোষণ॥
স্তম্ভন তাপন আদি চৈতন্য হরণ।
স্বাপ্রাকৃত পঞ্চশরে করে সর্ব্বক্ষণ॥
বদনারবিন্দ শরে করে সম্মোহন।
অঙ্গ গন্ধাশোক শরে করে উন্মাদন॥
সমুদ্বেগ আদি সেই সায়কে করয়।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয়॥
স্ববাক্যাদি রসরূপ মুকুল বাণীতে।
শোধন স্তম্ভন করে বহু প্রকারেতে॥
নিজাঙ্গভারূপ নব মল্লিকার শরে।
তাপন জ্বালন করে জানিহ অন্তরে॥
অনুরাগোৎপল শরে চৈতন্য হরণ।
অপ্রাকৃত মন্মথের এই ত লক্ষণ॥
সম্মোহন গুণে গৃহ আদি বিস্মারয়।
সমুদ্বেগোন্মাদ গুণ শুন সদাশয়॥
সমুদ্বেগ গুণে তার সঙ্গম কারণ।
স্পৃহান্বিত রসরাজ করে সর্ব্বক্ষণ॥
উন্মাদের গুণে কৃষ্ণ করে আত্মসাৎ।
কহিনু রহস্য কথা তোমার সাক্ষাৎ॥
শোষণের গুণে দেহস্থিত সর্ব্বরস।
শুষিয়া করয়ে দেহ সর্ব্বদা অবশ॥

স্তম্ভনের গুণে দেহ করয়ে জাড়ন।
তাপনাদি গুণে দেহ দগ্ধে অনুক্ষণ॥
চৈতন্য হরণ গুণে করেন অজ্ঞান।
সম্মোহনাদি গুণের এই ত সন্ধান॥
অত্যন্ত রহস্য কথা কহিনু তোমায়।
বেদাতীত তত্ত্ব এই বিজ্ঞজনে গায়॥
ইহার বিশেষ তত্ত্ব শ্রীগুরু প্রসাদে।
গুরু ভক্ত জনগণ পাইবে অবাধে॥

তথাহি শ্রীমচ্ছকড়ি দেবেনোক্তং।

শ্রীমদ্‌গুরুপ্রসাদেন মন্মথ মথনং মনুং।
লভন্তে মানবা নূনং শ্রুতিরেষা পুরাতনী॥
আগেতে গুরুর পদে লইবে শরণ।
তারপর তদাজ্ঞায় ধরম বর্জ্জন॥
ধর্ম্মার্থে আশ্রম বর্ণ ধর্ম্ম এই হয়।
যাহার চরম ফল মোক্ষ বেদে কয়॥
তাহা ছাড়ি গুরু কৃষ্ণ যুগল চরণে।
মন প্রাণ আদি সব করিবে অর্পণে॥
তবে ত মন্মথ বংশী হইবে মথন।
তবে স্বানুকুল্যে হবে কৃষ্ণানুশীলন॥
তবে ত নির্ব্বিঘ্নে নন্দে জোর ডঙ্কা মারি।
নিত্য বৃন্দাবন পাবে শ্রীহরি ফুকারি॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই লঙ্ঘন না হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
নিত্য বৃন্দাবনে নাই মন্মথ বিলাস।
প্রেমের বিলাস তথা জানিবে নির্য্যাস॥

মন্মথ মথন রসরাজ কৃষ্ণ হয়।
এ হেতু মন্মথ ক্রীড়া তাঁর কভু নয়॥"

মন্মথ শরে কাম। মন্মথ মথন করিলে প্রেম। যতক্ষণ কামের লেশ থাকে ততক্ষণ প্রেমের উদয় হয় না। মন্মথ মথিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় না এবং তাঁহার দর্শন হইলেই মন্মথ মথিত হইয়া যায়। কারণ তিনি সাক্ষাৎ "মন্মথ মন্মথ।" তাই গোপীর প্রণয়ে কামের লেশ নাই। সে প্রণয়কে প্রেম বলে।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লোহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোক ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম সুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন॥
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করয়ে করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি অন্য দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

তবে যে বলে "কামাৎ গোপ্যঃ" সেখানে কাম অর্থে প্রেম বুঝিতে হইবে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

গোপ রমণীগণের প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই জন্যই উদ্ধবাদি ভগবৎ প্রিয়গণ গোপীর কাম বাঞ্ছনা করেন।

কাম ও প্রেম এই দুইয়ের সাধারণ ধর্ম্ম অন্যের প্রতি প্রীতি এবং সেই প্রীতিবশে নিত্য আদরণীয় অন্য বন্ধন সকল ভুলিয়া যাওয়া। কামে ও প্রেমে উন্মত্ত হইলে মনুষ্য নিত্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম সকল ভুলিয়া যায়। আশ পাশ সকল ভুলিয়া যায়। পতি পুত্র দেহ সম্পত্তি কিছুই মনে থাকে না। মনে হয় কেবল ভালবাসার ধন। এই খানে সাম্যের বোধ। কাম নিজ সুখের জন্য। কামের 'আমিত্ব' প্রবল। অন্যের প্রতি প্রীতি, অন্যকে ভাবনা করা কেবল আপনার জন্য। কামে ভেদ জ্ঞান আছে। কামে আমি তুমি জ্ঞান আছে, কামে মমত্বের অপেক্ষা আছে। কামে ধর্ম্মত্যাগ এক উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি। প্রেমে 'আমিত্বের জ্ঞান নাই। প্রেমে নিজ ভাবনা নাই। প্রেমে আপনা ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, ভেদ ভুলিয়া, দ্বৈত ভুলিয়া কেবল একমাত্র প্রেমের বস্তুতে অবস্থিতি। প্রেমে উন্মত্ত হইলে তাহার আর ভেদের অপেক্ষা কি? তাহার আর ভেদের নিয়ামক বিধি নিষেধ কি?

পিরিতি পিরিতি, কি রীতি মুরতি, হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরিতি না ছাড়ে, পিরিতি গঢ়ল কে॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর, না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল, পরাণ পুতলি যথা॥
পিরিতি পিরিতি, পিরিতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিভাইল নহে, হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী, পিরিতি না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরিতি মিলয়ে তথা॥
বহুদিন বিধি, ভাবিতে ভাবিতে, তাহে উপজিল 'পি'।
সুখের সাগর, মথন করিয়া, তাহে উপজিল 'রি'॥
অমিয়া ছানিয়া, যে রস রহিল, তাহে উপজিল 'তি'।
এ হেন পিরিতি, লভিল যে জন, তার অবশেষ কি॥

যাহার অন্তরে, প্রবেশ করিল, এ তিন আখর সার।
করম ধরম, ভরম সরম, সে কিছু না মানে আর॥
ঐছন পিরিতি, জানিব কি রীতি, পরিণামে সুখ হয়।
এমন পিরিতি, স্বরূপ যে জন, সে জন হিয়ায় রয়॥
পিরিতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিনু তায়,
নাহিয়া উঠিতে, ফিরিয়া চাহিতে, লাগল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টল মল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটায়ে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরিতি, দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥

প্রেমের এই সার কথা চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—"সুখের লাগিয়া যে-করে পিরিতি, দুঃখ যায় তার ঠাঞি।" প্রেমে সুখের লালসা নাই, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা জ্ঞান নাই, কাম নাই, "আমি" নাই। প্রেম নিষ্কাম, প্রেম স্বার্থত্যাগ, প্রেম আত্মবলি।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল।

বিচার সাগর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

[টীকাঃ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে (অর্থাৎ ভিতরে) ও বাহির্দ্দেশে মহাকাশের ন্যায় ব্যাপক, সদা এক রস যে ভরপূর চৈতন্য রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি নিকটেও নহেন, দূরেও নহেন, কারণ যে বস্তু আপন হইতে ভিন্ন ও দেশরূপ

উপাধিযুক্ত, তাহাই নিকটে ও দূরে বলা যায়। সকলের আত্মা হইতে ব্রহ্ম পৃথক নহেন। তিনি দেশাদি উপাধি রহিত। সুতরাং, তিনি নিকটেও নহেন দূরেও নহেন এরূপ বলা যায়, যদিও ব্রহ্ম শব্দ সোপাধিবাচ্য। কারণ, ব্যাপক বস্তুর নাম ব্রহ্ম। ব্যাপকতা দ্বিবিধ (১) আপেক্ষিক ও (২) নিরপেক্ষিক। যে বস্তু কোন পদার্থ অপেক্ষা ব্যাপক ও কোন পদার্থ অপেক্ষা ব্যাপক নহে, তৎ-সম্বন্ধে আপেক্ষিক ব্যাপকতা বলা যায়। যেমন, পৃথ্বী আদি অপেক্ষা মায়া ব্যাপক, চৈতন্য অপেক্ষা নহে। সুতরাং মায়া সম্বন্ধে আপেক্ষিক ব্যাপকতা। যে বস্তু নিখিল পদার্থ অপেক্ষা ব্যাপক, তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষিক ব্যাপকতা কহে। চৈতন্য সম্বন্ধে সেই নিরপেক্ষিক ব্যাপকতা। কারণ, চৈতন্যের সমান, অথবা চৈতন্য হইতে অধিক ব্যাপক আর কিছুই নাই। পরন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা চৈতন্যই অধিক ব্যাপক। এই দ্বিবিধ ব্যাপকতাযুক্ত যে বস্তু তাহাই ব্রহ্মপদ বাচ্য। মায়া বিশিষ্ট চৈতন্য সম্বন্ধে এই দ্বিবিধ ব্যাপকতা বিদ্যমান। কারণ, বিশিষ্টে যে মায়া অংশ, তৎসম্বন্ধে আপেক্ষিক ব্যাপকতা; ও চৈতন্য অংশে নিরপেক্ষিক ব্যাপকতা। যদিও মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যে নিরপেক্ষিক ব্যাপকতা সম্ভবে না কারণ, মায়া চৈতন্যের একদেশ বিষয়ে অবস্থিত, সেই মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য হইতে শুদ্ধ চৈতন্যের ব্যাপকতা অধিক ; তথাপি পরমার্থ দৃষ্টিতে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু, শুদ্ধরূপই। সুতরাং মায়া বিশিষ্টেও যে চৈতন্য অংশ, তৎসম্বন্ধেও নিরপেক্ষ ব্যাপকতা। এই রীতিতে, মায়া বিশিষ্টই ব্রহ্মশব্দ বাচ্য, ও শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মশব্দ লক্ষ্য। সুতরাং, ঈশ্বর ও ব্রহ্মশব্দের একই অর্থ প্রতীতি হয়, ভিন্ন অর্থ নহে। তথাপি, ব্রহ্মশব্দ বহুস্থান ও কোনস্থান এই উভয় বাচ্য বা লক্ষ্য অর্থ বোধন করে, এবং ঈশ্বর শব্দ কেবল বহুস্থান বাচ্য অর্থ বোধন করে ; এই প্রভেদ। সুতরাং, লক্ষ্য অর্থ লইয়া ব্রহ্মশব্দের ভিন্ন অর্থ নিরূপিত হয়।]

কূটস্থ প্রকাশমান ও আভাস ভোক্তা।

চৈতন্য প্রকার চার ; মিথ্যা অংশে জীব।
পাপ পূণ্য ফল ভোগে কূটস্থ সে শিব ॥ ৯১ ॥

চতুর্ব্বিধ চৈতন্য বিষয়ে জীবের মিথ্যা বা আভাস অংশ পাপপূণ্য ফল ভোগ করে ; কূটস্থ চৈতন্য শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। ৯১ ॥

[টীকা ঃ—শিষ্য ! চারি প্রকার চৈতন্য যাহা বলিয়াছি, তদ্বিষয়ে জীব স্বরূপে যে মিথ্যা বা আভাস অংশ তাহাই পাপপুণ্য সঞ্চয় করে ও পাপপুণ্যের ফলভোগ করে। কূটস্থ চৈতন্য শিবরূপ মঙ্গলময়। সুতরাং তুমি যে শঙ্কা করিয়াছিলে যে "বুদ্ধিরূপী বৃক্ষে পরমাত্মা ও জীব দুইটি পক্ষী" তাহা নহে। পরন্তু, কূটস্থ ও আভাস এই দুইটি পক্ষী উক্ত হয়। কূটস্থ প্রকাশমান, আভাস ভোক্তা।]

আভাসই কর্ত্তা ও ফলদাতা, চৈতন্য নহে।

জীবের স্বরূপে ছায়া কর্ম্মের সংযোগ।
ঈশ্বর স্বরূপে ছায়া দেয় ফল ভোগ॥
চৈতন্য অসঙ্গ জ্ঞান একরূপ তার।
ইথে বিপরীত দেখে যেবা দুরাচার॥ ৯২॥

ছায়া আভাস কর্ম্মী ও ফলদাতা ; চৈতন্যে কর্ম্ম বা ফলের সংযোগ নাই। সেই চৈতন্য অসঙ্গ ও একরূপ ; মন্দ লোকে তাহাকে অন্যরূপ দেখে। ৯২॥

[টীকা ঃ—জীবের স্বরূপে যে চৈতন্যের ছায়া বা আভাস অংশ, তাহাই কর্ম্মী। ঈশ্বরস্বরূপ যে ছায়া বা আভাস অংশ, তাহা সেই কর্ম্মীর ফলদাতা। দেহলিদীপক-ন্যায়ে ছায়া শব্দের পূর্ব্ব উত্তর আর দুইটি সম্বন্ধ। যেরূপ দেহলির (চৌকাট) উপর ধৃত দীপ উভয়দিক আলোকিত করে। "ছায়া কর্ম্মী ও ছায়া ফলদাতা"; সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে জীবস্বরূপে যে আভাস অংশ তাহা পাপ পুণ্য করে ও পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে, এবং ঈশ্বরে যে আভাস অংশ তাহা ফল দেয়। জীব ও ঈশ্বরে যে চৈতন্য অংশ তাহাতে পুণ্য, পাপ, ফল প্রভৃতি কিছুরই সংযোগ নাই। অর্থাৎ জীব বিষয়ে যে চৈতন্য অংশ তাহাতে কর্ম্ম ও ফল সংযোগ নাই, এবং ঈশ্বর বিষয়ে যে চৈতন্য অংশ তাহাতে ফলদান যোগ নাই। চৈতন্যে এরূপ সংযোগ যে কহে, সে মূর্খ। জীব ও ঈশ্বর বিষয়ে চৈতন্য অসঙ্গ ও একরূপ চৈতন্যে ভেদ নাই। মন্দ লোকে জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য পৃথক দেখে। হে শিষ্য ! "জীব ও পরমাত্মার একতা স্বীকারে কর্ম্ম উপাসনা প্রতিপাদক বেদ নিষ্ফল হয়" এই যে শঙ্কা করিয়াছিলে, তাহার

সমাধান কহিলাম। জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্য ভাগের অভেদ, এবং আভাস অংশের ভেদ। সুতরাং, অভেদ ও ভেদ উভয়কথন সম্ভবে।]

জীব ব্রহ্ম লক্ষ্য অর্থের অভেদ।

জিজ্ঞাসিলে যাহ তুমি শিষ্য মতিমান।
তাহার উত্তর আমি করিনু প্রদান॥
এক বৃক্ষে দুটি পাখী করয়ে বসতি।
ভোক্তা একে সাথী তার স্পৃহাশূন্যমতি॥ ৯৩॥
সে ভোক্তা আভাস, শিষ্য নহেত চৈতন্য।
নভ ছায়া ঘটাকাশ হয় যথা ভিন্ন॥
ফল ভোক্তা ফলদাতা স্বতন্ত্র দুজন।
মতি মায়া ছায়া বৎস নহেত চেতন॥ ৯৪॥
জীব ও ঈশ্বরে যাহা চৈতন্য স্বরূপ।
ভেদ গন্ধ নাই তাতে অদ্বয় অনূপ॥
এই হেতু "আমি ব্রহ্ম" জ্ঞান সুনিশ্চয়।
"আমি শব্দ লক্ষ্য অর্থ কূটস্থ যে হয়॥ ৯৫॥
"ব্রহ্ম" শব্দ লক্ষ্য অর্থ মহাকাশ সম।
ইহাতে সংশয় কোন না বহে বিষম॥
"আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান নহে যতক্ষণ।
দুঃখী সেই জান ভেদে ভয়ের কারণ॥ ৯৬॥

হে শিষ্য! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার উত্তর দিলাম। তুমি যে বলিয়াছিলে "এক বৃক্ষে দুটি পাখী, একটি ভোক্তা ও একটি চেষ্টা বা ইচ্ছা রহিত" তাহার উত্তরে কহিলাম যে "ভোক্তা ও তাহার স্পৃহাশূন্য অবিক্রিয় সাথী আভাস ও চৈতন্য লক্ষ্য, ঘটাকাশ ও আকাশ প্রতিবিম্বের ন্যায় ভিন্ন।" ফল ভোক্তা ও ফলদাতা যাহা পৃথক বলিয়াছি, বৎস! তাহা বুদ্ধিস্থ (চৈতন্য) প্রতিবিম্ব ও মায়াস্থ (চৈতন্য) প্রতিবিম্ব জানিবে। জীবও ঈশ্বরে চৈতন্য অংশ ভেদ গন্ধ রহিত, অনূপ অদ্বয়। সুতরাং "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হয়। "অহং" শব্দ কূটস্থ লক্ষ্য, "ব্রহ্ম" শব্দ লক্ষ্য অর্থ মহাকাশ সম জানিবে। যত কাল

লোকের "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান না হয়, তত কাল লোকে অতি দীন ও দুঃখিত থাকে, এবং ভেদ জ্ঞান তাহার ভয়ের কারণ হয়। ৯৩--৯৬॥

[টীকা :—হে শিষ্য! "এক বৃক্ষে দুটী পাখী, একটি ফল ভোক্তা ও একটি ইচ্ছা রহিত ও বিশুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মের একতা সম্ভবে না", তোমার এই সংশয়ের সমাধানে কহিলাম যে ঐ স্থলে দুটি পক্ষী অর্থে জীব ব্রহ্ম বুঝিও না; পরন্তু, একটি বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্ব ও অপরটি কূটস্থ বুঝিও। তাহারা ঘটাকাশ ও আকাশ প্রতিবিম্বের ন্যায় পৃথক। আর তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে যে "জীব কর্ম্ম ও উপাসনা করে, এবং পরমাত্মা ফল দেন, সুতরাং তাহাদের একতা সম্ভবে না;" ইহার উত্তরে কহিলাম যে জীব কর্ম্মকর্ত্তা নহে, ও ঈশ্বরও ফলদাতা নহেন। পরন্তু, জীবে যে আভাস অংশ তাহাই কর্ম্ম করে, ও ঈশ্বরে যে আভাস অংশ তাহাই ফল দেয়। এবং জীব ও ঈশ্বরে যে চৈতন্য অংশ, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় লেশ মাত্র ও ভেদ রহিত। হে শিষ্য! এই রীতিতে জীব ব্রহ্মের একতা সম্ভবে। সুতরাং "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ তুমি জানিবে। "অহং" শব্দে কূটস্থ ও "ব্রহ্ম" শব্দে মহাকাশ সম লক্ষ্য অর্থ জানিবে। "অহং" শব্দ ও "ব্রহ্ম" শব্দের বাচ্য অর্থের প্রভেদ থাকিলেও, লক্ষ্য অর্থের অভেদ। হে শিষ্য! "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান যতদিন লোকের না হয়, ততদিন সে অতি দীন ও দুঃখী জানিবে, এবং ভেদজ্ঞান তাহার ভয়ের হেতু জানিবে। সুতরাং "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ স্থির নিশ্চয় হও।]

প্রশ্ন :—"অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান কাহার বিষয়ে হয়?

তত্ত্ব দৃষ্টি কহিলেন :—

কহ গুরু "অহং ব্রহ্ম" হয় কার জ্ঞান।
আপনার বাক্য বিনা না জানি সন্ধান॥ ৯৭॥

গুরুদেব! "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান কাহার সম্বন্ধে হয়, তাহা আপনি বলুন। আপনি না কহিলে আমি জানিব না। ৯৭॥

[টীকা :—এই প্রশ্নে শিষ্যের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান কূটস্থ বিষয়ে হয় অথবা আভাস বুদ্ধিবিষয়ে হয়? যদি কূটস্থে কহেন, তবে কূটস্থ বিকারযুক্ত হইয়া যান। আভাস সহিত বুদ্ধিতে বলিলে, "আমি ব্রহ্ম"

এই জ্ঞান ভ্রান্তিরূপ হইয়া যায়। কারণ, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে "কূটস্থ ও ব্রহ্ম এক, ও আভাস ভিন্ন।' সুতরাং, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে আভাস তাহা ব্রহ্মরূপ জ্ঞান ভ্রান্তি হইয়া যায়। যেমন সর্প হইতে ভিন্ন যে রজ্জু তাহার সর্প রূপ জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র। এই রীতিতে আভাস বুদ্ধিকে "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান যথার্থ নহে, পরন্তু ভ্রান্তিরূপ। যদি "অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞান ভ্রম স্বীকার করা যায়, তবে ভ্রম জ্ঞান হইতে মিথ্যা জগতের নিবৃত্তি হইতে পারে না। পরন্তু সত্য জ্ঞান হইতে মিথ্যার নিবৃত্তি হয়। যেরূপ রজ্জুর যথার্থ জ্ঞানে মিথ্যা সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি। সুতরাং, আভাস বুদ্ধিতে "অহং ব্রহ্ম' জ্ঞান সম্ভবে না।।

শ্রীগুরু কহিলেন

আভাস অবস্থা সাত, চৈতন্যে না পুনঃ।
"অহং ব্রহ্ম' জ্ঞান সাতে কহি শিষ্য শুন॥ ৯৮॥

হে শিষ্য। আভাসের সপ্ত অবস্থা কহিতেছি শুন। সেই সাত অবস্থার কোনটিও কূটস্থ চৈতন্যের নাই। "আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান সেই সপ্ত অবস্থার অন্তর্গত।

প্রথম অজ্ঞান বৎস আবরণ আর।
নিজরূপে ভ্রান্তি পুনঃ জ্ঞান দ্বিপ্রকার॥
শোক নাশ অতিহর্ষ আছয়ে অপার।
আভাস অবস্থা সাত এই সে নির্দ্ধার॥ ৯৯॥

অজ্ঞান ও আবরণ স্বরূপ বর্ণন।

"নাহি জানি ব্রহ্ম আমি, ব্রহ্ম কিবা রূপ
ইহাই জানহ শিষ্য অজ্ঞান স্বরূপ॥
"ব্রহ্ম নাই, আর নাই প্রতীতি তাহার।"
আবরণ নাম বৎস এই ব্যবহার॥ ১০০॥

"ব্রহ্ম আমি জানি না" ইহাকে অজ্ঞান কহে। "ব্রহ্ম নাই, তার প্রতীতি হয় না" ইহা আবরণ। ১০০

[টীকা :—হে শিষ্য। অজ্ঞান হেতু পুরুষে কহে "ব্রহ্মকে আমি জানি না"। "ব্রহ্ম নাই, তাঁহার প্রতীতিও হয় না" আবরণ হেতু পুরুষে এরূপ

কহে। কারণ, অজ্ঞান শক্তি দ্বিবিধঃ—(১) অসত্বা পাদক ও (২) অপ্রতীতি পাদক। এই উভয়কে আবরণ কহে। "বস্তু নাই" এরূপ প্রতীতিকারিণী শক্তিকে অসত্বাপাদক কহে, "বস্তু প্রতীতি হয় না" এইরূপ প্রতীতিকারিণী শক্তিকে অপ্রতীতিপাদক কহে। এই রীতিতে, অজ্ঞানের অসত্বাপাদক শক্তি "ব্রহ্ম নাই" এই ব্যবহারের হেতু, এবং অপ্রতীতিপাদক শক্তি "ব্রহ্ম প্রতীতি হয় না" এই ব্যবহারের হেতু। এই উভয়ের নাম আবরণ।]

ভ্রান্তিবর্ণন।

জন্ম মৃত্যু গতাগতি আদি যে সংসার।
পুণ্য পাপ সুখ দুঃখ ভোগ অনিবার॥
আপন স্বরূপে এই হয় যে প্রতীতি।
বেদ কহে শুন শিষ্য ভ্রমের এ রীতি॥ ১০১॥

জন্ম মরণ, গমনাগমন, পুণ্যপাপ, সুখদুঃখ নিজস্বরূপে অর্থাৎ কূটস্থে প্রতীতি হয়। বেদ এই সকলকে ভ্রান্তি * কহে। ১০১॥

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দ্বিবিধ জ্ঞান বর্ণন।

যে পরোক্ষ অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বিপ্রকার।
"অস্তি ব্রহ্ম" "অহম্ ব্রহ্ম" দৃষ্টান্ত তাহার॥ ১০২॥
"নাস্তি ব্রহ্ম" এ আশঙ্কা পরোক্ষ বিনাশে।
সকল অবিদ্যাজাল অপরোক্ষ নাশে॥ ১০৩॥

জ্ঞান দ্বিবিধ :—(১ পরোক্ষ, ২) অপরোক্ষ। "ব্রহ্ম আছেন" ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। "আমি ব্রহ্ম" ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান। "ব্রহ্ম নাই" এই সংশয় পরোক্ষ জ্ঞানে বিনষ্ট হয়। এবং অপরোক্ষ জ্ঞান সকল অবিদ্যা জাল ছেদন করে। ১০২, ১০৩॥

---

* আত্মায় দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সহিত চিদাভাসের জন্মাদি ধর্ম্মমাত্র বা ধর্ম্মী সহিত ধর্ম্মের অথবা সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্টের আপন বিষয় সহিত প্রতীতি; ও অনাত্মায় আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অথবা সত্ত্বাদি ধর্ম্ম সম্বন্ধের আপন বিষয় সহিত প্রতীতিকে অধ্যাস কহে। সেই অধ্যাসকেই ভ্রান্তি, বিক্ষেপ ও শোক কহে।

[টীকা ঃ—"ব্রহ্ম নাই" এই আবরণ অংশ, "ব্রহ্ম আছেন" এই পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। কারণ, "সত্য জ্ঞান অনন্তরূপ † ব্রহ্ম" এই জ্ঞানের নাম পরোক্ষ জ্ঞান। সেই পরোক্ষ জ্ঞান, "ব্রহ্ম নাই" এইরূপ প্রতীতির বিরোধী। এবং "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান সকল অবিদ্যাজালের বিরোধী। "আমি ব্রহ্মকে জানি না" এই অজ্ঞান, "ব্রহ্ম নাই ও তাঁহার প্রতীতি হয় না" এই আবরণ, এবং "আমি ব্রহ্ম নহি, কিন্তু পুণ্য পাপ কর্ত্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তা জীব" এই ভ্রম প্রভৃতি যে অবিদ্যাজাল তাহা অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হয়।]

ভ্রান্তি নাশ বর্ণন।

জন্ম মৃত্যু নাই মোতে সুখ দুঃখ লেশ।
অজন্ম কূটস্থ আমি—ইহা ভ্রান্তি শেষ॥ ১০৪॥

জন্ম মরণ ও সুখ দুঃখ লেশ আমাতে নাই, পরন্তু আমি জন্মরহিত, কূটস্থ; ইহাই ভ্রান্তি নাশের স্বরূপ। ১০৪॥

[টীকা ঃ—"আমার বিষয়ে জন্ম মরণ নাই, সুখ দুঃখের কণা মাত্র নাই, কোনই সংসার ধর্ম্ম আমাতে নাই; আমি জন্ম রহিত কূটস্থ"—এই রীতিতে সর্ব্ব অনর্থের নিষেধকে ভ্রান্তি নাশ কহে। এ স্থলে কূটস্থে জন্মের নিষেধ করণে সকলের নিষেধ জানিবে। কারণ জন্ম প্রতীতি অনন্তর অন্য অনর্থ প্রতীত হয়। সুতরাং, জন্মের নিষেধে সর্ব্ব অনর্থের নিষেধ হয়। এই ভ্রান্তি নাশকে শোকনাশ কহে।]

---

† যাহার দেশ কাল ও বস্তুগত অন্ত বা পরিচ্ছেদ নাই, এইরূপ সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্ববস্তু ব্যাপক বস্তুকে অনন্ত কহে; তাহাকেই ভূমা ও বিভু কহে। ব্রহ্ম ব্যাপক, উৎপত্তিনাশ রহিত ও আপন স্বরূপে অধ্যস্ত সর্ব্ব কার্য্যের আত্মা। এই হেতু শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অনন্ত কহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে সনক নারদকে কহিয়াছেন "যিনি ভূমা (অর্থাৎ পরিপূর্ণ), তিনি সুখ স্বরূপ। অল্প (অর্থাৎ, পরিচ্ছিন্ন) বিষয়ে সুখ নাই" সুতরাং যিনি অনন্তরূপ, তিনি ভূমা। যিনি ভূমা, তিনি আনন্দরূপ।

হর্ষ স্বরূপ বর্ণন।

"আমি সে অদ্বয় ব্রহ্ম"—না রবে সংশয়।
তবে যে আনন্দ হ্লাদ, হর্ষ তারে কয়॥ ১০৫॥

তোমার স্বরূপে যখন সংশয় শূন্য এইরূপ জ্ঞান হইবে যে "আমি সেই অদ্বয় ব্রহ্ম", তখন তোমার হৃদয়ে যে আনন্দ হইবে, তাহা হর্ষ বলিয়া জানিবে।

[টীকা ঃ—"সোঽহম্" উপলব্ধি করিয়া সাধক যে অপার আনন্দ অনুভব করেন, তাহার নাম হর্ষ। পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপ বিষয়ে বিদ্যারণ্যস্বামী এই হর্ষকেই "নিরঙ্কুশা তৃপ্তি" কহিয়াছেন।]

আভাস অবস্থা সাত কহিনু তোমায়।
"অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান আভাসের হয়॥ ১০৬॥
জিজ্ঞাসিলে যেই বৎস "জ্ঞান হয় কার"
কহিনু উত্তর ; প্রশ্ন কিবা আছে আর ? ১০৭॥

প্রশ্ন ঃ—আভাস ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হেতু তাহার "অহংব্রহ্ম" এই সত্যজ্ঞান কিরূপে সম্ভবে ?)

"অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান কহ আভাসের হয়।
একটি সংশয় মনে হতেছে উদয়॥ ১০৮॥
ব্রহ্ম হতে ভিন্ন প্রভু কহিলে আভাস।
"অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান তার কেমনে বিশ্বাস॥ ১০৯॥
মিথ্যা জ্ঞান হয় তার শুন ভগবন্।
ভুজঙ্গের পরতীতি রজ্জুতে যেমন॥
এ সংশয় ভগবন্। করুন ভঞ্জন।
সযুক্তি আপন উক্তি করান শ্রবণ॥ ১০॥

ভগবন! আভাসের "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হয়, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা লক্ষ্য করিলাম। পুনঃ মনে এক সংশয় আসিতেছে। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন "ব্রহ্ম হইতে সেই আভাস ভিন্ন"। তবে সে আভাস "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান কিরূপে জানে ? উহা রজ্জুতে ভুজঙ্গবৎ মিথ্যা জ্ঞান। শ্রীগুরো! যুক্তিদ্বারা এই সংশয় ভঞ্জন করুন! ১০৮-১১০॥

[টীকা :—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন "কূটস্থ ও ব্রহ্ম উভয়ে এক, আভাস ব্রহ্ম হইতে পৃথক"। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আভাসের "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান সম্ভবেনা। "আমার অধিষ্ঠান কূটস্থই ব্রহ্মরূপ" আভাসের এইরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান তার যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, আপন স্বরূপের নাম "অহং", যাহাকে 'আমি" কহে। আভাসের স্বরূপ মিথ্যা, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। আভাসের সেই ভিন্ন স্বরূপে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান হইলে তাহা মিথ্যা জ্ঞান। যেমন সর্প হইতে ভিন্ন যে রজ্জু তাহাতে সর্প জ্ঞান মিথ্যা। মিথ্যা ভ্রান্তির নাম। সেই ব্রহ্ম জ্ঞানকে ভ্রান্তিরূপ কথন সম্ভবে না।]

(উত্তর :—"অহং" শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। ব্রহ্ম সহিত কূটস্থের সামানাধিকরণ্য, ও আভাসের বাধ সামানাধিকরণ্য।)

শুন শিষ্য "অহমের অর্থ সুবিচার।
যাবে দূরে তব শঙ্কা কলঙ্ক অপার॥ ১১১॥
আভাসের হয় যবে "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান।
কূটস্থে আপন লয় ছায়া অভিমান॥ ১১২॥
কূটস্থ চৈতন্যে বিভু অভেদ অনুপ।
বাধকালে ছায়া নিজ হেরে ব্রহ্মরূপ॥ ১১৩॥

শিষ্য! "অহম্" শব্দের অর্থ বিবেক শ্রবণ কর, ইহাতে তোমার হৃদয়ের অনেক শঙ্কা কলঙ্ক বিদূরিত হইবে। আভাসের 'অহংব্রহ্ম" জ্ঞান কালে, আভাস নিজরূপে কূটস্থের অভিমান হয়। বৎস। কূটস্থ ও ব্যাপক চৈতন্যে নিত্য অভেদ। বাধকালেই আভাস স্ব স্বরূপে ব্রহ্মরূপ দেখে। ১১১-১১৩॥

[টীকা :—বৎস! যখন বুদ্ধি সহিত আভাসের "অহংব্রহ্ম" জ্ঞান হয়, তখন আভাস কূটস্থ ও আপন স্বরূপকে আত্মারূপে জানে। "আমি" শব্দে সেই আত্মারই গ্রহণ হয়। তাহাই "অহং" শব্দের অর্থ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

শ্রীরামচন্দ্র।

ষষ্ঠ ভাগের ৪৭২ পৃষ্ঠার পর

রাবণ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, কাষায় বসন ধারণ পূর্ব্বক তাপসবেশে কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

অয়ি মনোহরে,
নারী কুল রত্ন তুমি ভুবন ভিতরে ;
অয়ি হেম বর্ণে, তুমি পদ্মহারধরা
পদ্মিনী সমান রূপে কামি মনোহরা।
হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তিমূর্ত্তিমতি হেন বোধ হয়,
কিম্বা ভাগ্য লক্ষ্মী, শোভা ভূতি মনে লয় ;
কিম্বা তুমি রতি স্বৈরচারিণী সুন্দরি,
বিধাতা সৃজিলা তোমা নারী শ্রেষ্ঠ করি।

এইরূপে তাপসজনের অযোগ্য ভাষায় জানকীর রূপের অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জানকী, তাপস ব্রাহ্মণকে অতিথি-রূপে অভ্যাগত দর্শন করিয়া, তাঁহার জন্য ফল জল আনয়ন পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন, রাবণের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল না। বিষয়ান্তরে মন ব্যাপৃত থাকিলে এই রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি ছদ্ম তাপস, যে কালকূট ভরা হৃদয় লইয়া তাঁহারই সর্ব্বনাশোদ্দেশে আসিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। যতদূর দৃষ্টি চলে অরণ্য বই আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। কোথায়ই বা তাঁহার স্বামী কোথায়ই বা তাঁহার দেবর। তিনি তাঁহাদেরই চিন্তায় মগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে পাছে তাপস রুষ্ট হন এই, ভয়ে তিনি তাপসকে বলিলেন—

মিথিলাধিপতি রাজা জনক সুজন
তাঁহার তনয়া আমি শুন মহাজন !
দশরথ ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম
তাঁর পত্নী আমি দেব, সীতা মোর নাম।

সত্যশীল পতি মোর পিতৃ সত্য তরে
এসেছেন বনবাসে দণ্ডক ভিতরে।
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁর বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
অতি ধীর আর ভ্রাতৃভক্তি পরায়ণ
আমাদের উভয়ের অরণ্য গমন
সেই বীরবর চক্ষে করি দরশন
ব্রহ্মচারী হয়ে করে শরাসন লয়ে
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছেন বহু কষ্ট সয়ে।
লক্ষ্মণ, শ্রীরাম বিনা কিছু নাহি চায়
আমরা পরম সুখী পাইয়া তাহায়।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর নিরাতঙ্ক চিতে
অবশ্য এখানে বাস পাইবে করিতে।
নানাবিধ পশু বধ করি মোর পতি
মাংস লয়ে আসিবেন হেথা শীঘ্র গতি।
হে বিপ্র, তুমিও মোরে কহ তব নাম.
কোন গোত্র কেবা পিতা কোথা তব ধাম ?

সীতার প্রশ্নে রাবণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিল ও তাহাকে আপনার সঙ্গে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাজরাণী হইয়া সুখে বাস করিতে অনুরোধ করিল। রাবণের বাক্যে সীতা রোষে ও ঘৃণায় অনাদর পূর্ব্বক কুপিতা সিংহিনীর ন্যায় বলিলেন—

শৃগাল হইয়া তুই রে দাসের দাস
দুর্লভা সিংহীরে নিতে কৈলি অভিলাষ ?
ক্ষুধাতুর সিংহ আর সর্প মুখ হোতে
দন্তোৎপাটন ইচ্ছা করিলিরে চিতে ?
ইচ্ছা কৈলি দুই হস্তে ধরিতে মন্দর ?
কালকূট পানে ইচ্ছা জুড়াতে অন্তর ?
তীক্ষ্ণধার সূচীমুখে নয়ন মার্জ্জন
করিতে পাপাত্মা তুই কৈলি আকিঞ্চন ?

খর ক্ষুর লেহিবারে নিরখি জিহ্বায়
অভিলাষ করেছিস্ মজি কু আশায়?
কণ্ঠে শিলা বান্ধি ইচ্ছা সিন্ধু সন্তরণ?
ক্ষুদ্র করে ধরিবি কি শশাঙ্ক তপন?
প্রজ্জলিত হুতাশন বান্ধিবি কি বাসে?
লৌহ শূল মধ্য দিয়া যাবি অনায়াসে?
সিংহ আর শৃগালেতে যেমন অন্তর
নদী আর সমুদ্রেতে যত দূরতর
সেরূপ অন্তর মূঢ়, কাঞ্জিক অমৃতে
সেরূপ অন্তর দুষ্ট স্বর্ণ লৌহেতে
হংস আর গৃধ্রে, পাপী অন্তর যেমন
তোতে আর শ্রীরামেতে অন্তর তেমন।
বিদ্যমানে সেই পূর্ণ রাম মহেশ্বর
যদিও আমারে তুই ধরে লয়ে যাস্
ঘৃত ভোজনের আশে মক্ষিকা মতন
নিশ্চয় হইবে তোর বিনষ্ট জীবন।"

কিন্তু রাবণ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে সহজে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব দেখিয়া কঠোর বাক্যে বলিল "আমি দশানন রাবণ, আমায় দেবগণও ভয় করে, বায়ু আমার নিকট প্রবল ভাবে বহন করে না, সূর্য্য আমায় দেখিলে স্বীয় তীব্রতর কিরণ কোমল করে। আমার ভয়ে নদী বহে না, অরণ্য বৃক্ষের পত্র নিস্তব্ধ হয়। রাম কে? সে সামান্য মনুষ্যমাত্র, আমি রাক্ষসের অধিপতি! আমার বলের ইয়ত্তা নাই। এই বলিয়া রাবণ সীতাকে ভীতি প্রদর্শন করিলেও বিন্দু মাত্রও বিচলিত করিতে পারিল না। সীতা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন

সুররাজ বাসবের শচীরে হরণ
করিয়া পারিস তুই ধরিতে জীবন।
কিন্তু দেখ ওরে মূঢ় রাম পত্নী আমি
আমারে ধরিস যদি হয়ে তুই কামী

তা হলে কুশলে তুই না রবি কখন,
কর্ম্মের মতন ফল পাবি রে রাবণ।

তখন রাবণ আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মায়াময় রথে আরোহন পূর্ব্বক দক্ষিণ মুখে প্রস্থান করিল। সীতার ক্রন্দনরোলে গগন তল পূর্ণ হইতে লাগিল। বৃথায় সীতা দেবর লক্ষ্মণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, বৃথা রামের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁরা কোথায়! সীতা নদী, বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষী, আরণ্য জন্তু, যারে দেখিতে পাইলেন সকলকেই নিজ বিপদ কাহিনী জ্ঞাপন করিয়া, রামচন্দ্রকে সংবাদ দিতে বলিতে লাগিলেন। অবশেষে পক্ষীরাজ জটায়ুকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে, রাম ও লক্ষ্মণ সমীপে নিজ বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন।

জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, তিনি রমণীর আর্ত্তনাদে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে। তিনি রাবণকে বলিলেন, সীতা রামের পরিণীতা পত্নী। অন্যের পত্নী হরণ করা গুরুতর পাপ। রাবণ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। তদ্দর্শনে বৃদ্ধ জটায়ু তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাবণকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া অবশেষে তাহার শরে ছিন্ন পক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তাহার মৃত্যুকাল আগত প্রায়।

জটায়ুকে আহত করিয়া রাবণ আবার শূন্য পথে চলিল। সীতা নিজের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে তিনটি শাখা মৃগ তাঁহার নয়ন গোচর হইল, তিনি তাহাদের সমক্ষে আপনার বস্ত্রালঙ্কার ও উত্তরীয় বস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। মনে করিলেন ইহারা হয়ত তাঁহার পতিকে সেই সমস্ত দেখাইবে ও তাঁহার গমন পথ নির্দ্দেশ করিবে। ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল।

ক্রমশঃ

ভগবদ্গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

(ষষ্ঠ ভাগের ২০৫ পৃষ্ঠার পর

জ্ঞান যোগ (১)

আবির্ভাব তিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরি।
তত্ত্বম্পদ বিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি॥

[জ্ঞান যোগতত্ত্ব এবে ইচ্ছি প্রপঞ্চিতে]
কহিলা শ্রীভগবান্ [পার্থে পুনরপি]
এই যে অব্যভিচারি ফলের আবহ
জ্ঞান যোগ, (২ [যা ইত্যগ্রে মোক্ষ হেতু বলি
কহিনু,] কহিনু ইহা [কল্পারম্ভে] আমি
[ক্ষত্রিয় কুলের বীজ দেব] বিবস্বতে ;
বিবস্বত [নিজ সুত] বৈবস্বতে [পরে]
কহিলা এ যোগ তত্ত্ব ; কহিলা [তৎপরে
স্বসুত] ইক্ষাকুরাজে মনু [বৈবস্বত] ॥ ১ ॥
এরূপে বংশানুক্রমে [গুরু শিষ্য ভাবে]
সংপ্রাপ্ত এ যোগ তত্ত্বে আছিলা দীক্ষিত
[নিমি আদি পূর্ব্বতন] রাজ-ঋষি যত
[ক্রমে] দীর্ঘকাল বশে [সম্প্রদায়চ্ছেদে] (৩)

---

(১) বিভিন্ন পুস্তকে অধ্যায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। আমার হস্ত লিখিত পুঁথীতে ১ম অধ্যায়ের 'সৈন্য দর্শন' এই নাম লিখিত আছে ; কিন্তু অন্য সকল পুস্তকে 'অর্জ্জুন বিষাদ' এই নাম এবং শ্রীমতী বেসেণ্টের অনুবাদে "Despondency of Arjuna." এই নাম লিখিত আছে ; অতএব আমরা

লুপ্ত ইহা, পরন্তপ, এ মানব লোকে। ॥ ২ ॥
হও তুমি ভক্ত মম, সখা, [সমবয়াঃ ;
তেঁই] আমি এ প্রাচীন যোগতত্ত্ব আজি
বিজ্ঞাপিনু তোমা [, তুমি যোগ্য পাত্র বলি];
যেহেতু এ যোগ তত্ত্ব রহস্য অতীব
গোপনীয় [, নহে দেয় অপাত্রে কুত্রাপি]। ॥ ৩ ॥
[শুনি অসম্ভব বোধে] পার্থ জিজ্ঞাসিলা,—
এ কালে জনম তব [বসুদেব গৃহে],
[কিন্তু দেব] বিবস্বত বহু পূর্ব্বে [তব]
লভিলা জনম ; [তবে,] কিরূপে জানিব,
অগ্রে বক্তা তুমি, ইহা [সম্ভাবিত বলি] ? ॥ ৪ ॥
উত্তরিলা ভগবান্ ; বহু জন্ম মম
অর্জ্জুন, অতীব [পূর্ব্বে], তোমারও [বহু
অতীত ; সূর্য্যের যথা অন্তরীক্ষ পথে
উদয়াস্ত প্রতি-অহ, জীবেরো তেমতি
আবির্ভাব তিরোভাব প্রতি নিয়তই] ;
জানি তা সকলি আমি [, জ্ঞান শক্তি মম
অনাবৃত] ; নহ [কিন্তু] তুমি, পরন্তপ,
সে বৃত্তান্ত অবগত [, অবিদ্যা কুহকী

১ম অধ্যায়ের 'অর্জ্জুন বিষাদ' এই নাম দিয়াছি। ৪র্থ অধ্যায়ের নাম উক্ত হস্ত লিখিত পুঁথীতে 'সংন্যাস যোগ,' লিখিত আছে ; কিন্তু কৈলাস সিংহের সংস্করণে 'জ্ঞান কর্ম্মন্যাস যোগ' মধুসূদন, সরস্বতীর টীকায় 'ব্রহ্মার্পণ যোগ' ও উক্ত অনুবাদে 'The yoga of wisdom.' লিখিত আছে। আমরা শেষোক্ত নামানুসারে এই অধ্যায়ের 'জ্ঞান যোগ' নাম দিলাম।

(২) "জ্ঞানযোগ"—কর্ম্মযোগোপায় লভ্য জ্ঞানযোগ যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। স্বামী ও মধুসূদন।

(৩) "সম্প্রদায়"—গুরু পরম্পরাগত সদুপদেশ।

(৪) "গ্লানি"—হানি। স্বামী।

রাখিছে আবৃত করি জ্ঞান শক্তি তব]। ॥ ৫ ॥
হই যদ্যপিও অজ [—জনম রহিত],
অব্যয় স্বভাব যদি [নহি মরধর্ম্মী]
[আব্রহ্মস্তম্বান্ত] ভূত সংঘাত উপরি
ঈশ্বর যদি ও আমি [কর্ম্ম পরতন্ত্র
নহি কভু], তবু নিজ [শুদ্ধ সত্ত্বময়ী]
যা প্রকৃতি, তা আশ্রয়ি, স্বীয় মায়াগুণে
লভি জন্ম [, ইচ্ছি যবে এ ভবে জন্মিতে]। ॥ ৬ ॥
যবে যবে ধর্ম্মে গ্লানি (৪) উপজে, ভারত !
অধর্ম্ম উদ্দামভাব ধরে [ধরাতলে],
তখন শরীর ধরি অবতরি (ভবে]। ॥ ৭ ॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীমহেশ চন্দ্র বসু।

ও

আনন্দ গীতা।

(প্রথম সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার পর)

৬। আহার ও ব্যবহারে, শরীর ও মনের পরিবর্ত্তন ঘটিবেই ঘটবে; সুতরাং শরীর ও মনের সহিত ভাবের পরিবর্ত্তনও সুনিশ্চিত।

৭। কেহই নিজ নিজ উপাদানের বিপরীত প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিষয় বা বৃত্তি ধারণ করিতে পারে না।

৮। যে এক বালুকা কণার সমস্ত ক্রিয়া জানে, সে সমস্ত জগৎ জানে।

৯। ধনী, দরিদ্র, সর্ব্বপ্রাণী, বায়ু বৃষ্টি রৌদ্র সমানাংশে উপভোগ করিতেছে, সুতরাং "সর্ব্ব জীবে সমান দয়া" তাঁহার অভিপ্রেত।

১০। দেহীর দেহ এবং সুখ দুঃখ বোধ যতদিন আছে, ততদিন সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহার বিকার প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

১১। প্রকৃতি একই অবস্থায় চিরদিন থাকিবার নয়, যে হেতু অভাবমূলে 'অভাবই' উৎপন্ন হয়।

১২। সৃষ্টির প্রথমে জীবের যেরূপ ভগবৎ জ্ঞান ছিল, ক্রমেই তাহার অভাব ঘটিয়াছে, কারণ, অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ জ্ঞানেরও অভাব হইতেছে।

১৩। প্রত্যক্ষ ফলে ধাবিত জীব অপ্রত্যক্ষ ফলে ধাবিত হইতে পারে না, ইহা স্বাভাবিক; ভগবান সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন প্রত্যক্ষ ফল আছে বা কেহ পাইয়াছে, এই জন্যই 'ভগবানের জন্য' জীবকে ধর্ম্ম-পথে চালিত করে।

১৪। বালককে যেমন মিষ্টান্নের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তিক্ত কটু কষায় প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইয়া রোগ নিবৃত্তি করা হয় সেইরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রত্যাশায় ধাবিত হইয়া জীবের ঈশ্বর উপাসনা দ্বারায় 'নিষ্কাম কর্ম্মে' প্রবৃত্তি জন্মে।

১৫। বিক্ষেপণের মূলেই আকর্ষণের জন্ম, আবার যেখানেই 'আকর্ষণ-বিক্ষেপণ' আছে, সেই খানেই 'সাম্যাবস্থা' আছে।

১৬। সমস্ত জগতই অভাব পুরণ করে, সুতরাং অভাব পুরণ দ্বারা মাত্র অভাবই পূর্ণ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ণ পদার্থের সর্ব্বথা অভাবই ঘটে; সুতরাং অভাব পূরণ দ্বারা অভাবের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১৭। 'প্রকৃতি' সৃষ্টি পর্য্যন্ত আছে, সুতরাং সৃষ্টি থাকা পর্য্যন্ত প্রকৃতির ধ্বংস নাই। (ধ্বংস, 'বিকারের')। মনুষ্য প্রকৃত প্রকৃতিস্থ হইলে, তাহার আর ধ্বংস নাই।

১৮। 'ভগবান' ভিন্ন অন্য অভাব আত্মায় আসিয়া তদ্‌ভাবের অভাব বোধ করাইতেছে; বিশুদ্ধ ভগবৎ ভাব লাভ করিতে হইলে, অন্য ভাব ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে আত্মায় উপলব্ধি না করিলে কখনই উক্ত ভাবের উদ্রেক হইবে না।

[ক্রমশঃ]

স্বামী কেশবানন্দ।

যশোহর—বিনোদপুরস্থ বসন্ত যোগাশ্রম।

নাদ অনাহত।

প্রথম নির্ঘোষ।

অধম সিদ্ধি সমূহ (১) হইতে আপৎ পাত (২) বিষয়ে যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহাদের নিমিত্ত এই উপদেশগুলি প্রদত্ত হইল।

[টীকাঃ—১ আশ্রয় ভেদে সিদ্ধি দ্বিবিধ—অধম ও উত্তম—উক্ত হইয়া থাকে। অধম সিদ্ধি দশটি ও উত্তম সিদ্ধি আটটি। নিম্নস্তরের ঐ দশটি সিদ্ধি সত্ত্বাদিগুণ সম্ভূত সুতরাং মায়াজ। উচ্চস্তরের সিদ্ধিগুলি ঈশ্বরাশ্রিত, সুতরাং মায়া বর্জ্জিত।

ক্ষুৎ-পিপাসাদি রাহিত্য ঃ সুদূর দৃষ্টি ও শ্রুতি ঃ মনোবেগে দেহের গতি ঃ ইচ্ছামত রূপধারণ ঃ পরদেহ প্রবেশ ঃ স্বেচ্ছামৃত্যু ঃ অপ্সরা সহ দেবগণের ক্রীড়া দর্শন ঃ সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্তি ঃ অপ্রতিহতগতি ঃ অপ্রতিহত আজ্ঞা এই দশটি গুণাশ্রিত সিদ্ধি।

অণিমা, মহিমা, লঘিমা এই ত্রিবিধ দেহ সিদ্ধি ঃ প্রাপ্তি (ইন্দ্রিয়ের সহিত স্ব স্ব অধিষ্ঠাতৃ দেবতার দর্শন ঃ প্রাকাম্য (দৃষ্ট বা শ্রুত পদার্থ সমূহের ভোগ দর্শন সামর্থ্য ঃ ঈশিতা মায়া বা তদংশের উপর শক্তি প্রেরণা ঃ বশিতা (বিষয় সঙ্গ হীনতা ঃ কামাবসায়িতা (অভিলষিত সুখ প্রাপ্তি)—এই আটটি ঈশ্বরের স্বাভাবিক সিদ্ধি।

যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিষয় পথ হইতে মনোগতি ফিরাইয়া যিনি ঈশ্বরে সংযোগ করেন, ভগবানে ধৃত-চিত্ত সেই যোগীর কোন সিদ্ধিই দুর্লভ থাকে না।

মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধি সুদুর্ল্লভা

(শ্রীমদ্ভাগবত)।

সেই যোগীর নিকট সকল সিদ্ধিই আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতাশ্বাসস্য যোগিনঃ।

ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥ শ্রীঃ ভাঃ

(২) স্বার্থ প্রেরণায় নিকৃষ্ট সিদ্ধিগুলির পরিচালন বড়ই ভয়ঙ্কর। ইহাতে পরিচালকের বিনাশ পর্য্যন্তও সংঘটিত হয়। সিদ্ধি মাত্রই সাধকের কাল-ক্ষেপের কারণ ও ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায়। ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগ মুত্তমম্।
ময়া সম্পাদ্যমানস্য কাল ক্ষেপণ হেতব॥

শ্রীঃ ভাঃ।

'উত্তম যোগযুক্ত মদ্ভক্তের এই সিদ্ধি গুলি কালক্ষেপণের কারণ, এই হেতু যোগীগণ উহাদিগকে (মৎ প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া থাকেন।'

সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সাধক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন এবং গম্যস্থান সুদূর হইয়া পড়ে।]

যিনি অনাহত ধ্বনি (১) শুনিতে এবং শুনিয়া উহা অবধারণা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ধারণার (২) গূঢ় তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।

[টীকাঃ—১ এই অনাহত ধ্বনি বা অনাদ নাদ বাহ্য ধ্বনির ন্যায় সংঘাতোত্থ নহে (ভোক্তা জীব) ও সাক্ষীর সম্মিলন ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বক্ষণেই এই ধ্বনি সাধকের দিব্য শ্রুতির বিষয় হয় এই সম্মিলন ঘনীভূত হইলে, পুরুষ জীবন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অবস্থিত হন।

(২) ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতার নাম ধারণা।]

হৃদয় যখন বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং ইন্দ্রিয় নিচয় চেষ্টাহীন হইবে, তখন সাধক ইন্দ্রিয় সমূহের রাজা মনকে অন্বেষণ করিবে (১)—যেহেতু মনই চিন্তার প্রবর্ত্তক এবং তাঁহারই কুহকে সমস্ত মানব সংসারমুগ্ধ। (২)

মনই সত্যের ঘাতক। (৩)

সাধক সেই ঘাতককে বধ করুক। (৪)

[টীকাঃ—মনের অন্বেষণে কোথায় ফিরিবে? কোন পথে যাইবে? বিষয় পথ অন্বেষণ কর, সাধক তোমার মন মিলিবে। বিবেক চক্ষে সেই পথে চাহিয়া দেখ, মনের সাক্ষাৎ পাইবে। কিন্তু সাক্ষাৎ পাইলেই তো হইবে না। মন পলকে আবার অদৃশ্য হইবে। মন বড়ই চঞ্চল, স্থির থাকিবার পাত্র নহে।

চঞ্চলং হি মনোধর্ম্মঃ বহ্নেঃ ধর্ম্মো যথোষ্ণতা।

(যোগবাশিষ্ঠ।)

বহ্নির ধর্ম্ম যেমন উষ্ণতা, মনের ধর্ম্ম তেমনই চঞ্চলতা। আপন বাসনা তাড়নায় মন নিয়তই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতেছে। বিষয় সংলগ্নে তাহার চিন্ময়ত্ব তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যাস দোষে মন জড়ত্বে পরিণত হইতেছে। সৎ ও অসৎ, চিন্ময়ত্ব ও জড়ত্ব উভয়ের মধ্যস্থানে মন অবস্থিত। উভয়ের মধ্য অবস্থারই নাম মন।

যত্তৎ সদসতোর্মধ্যং যন্মধ্যং চিত্তজাড্যয়োঃ।

তন্মনঃ প্রোচ্যতে রাম দ্বয়োর্দোলায়িতাকৃতিঃ॥ (যোঃ বাঃ)

মন এই সৎ ও অসতের মধ্যে দোলায়মান। যে দিকে তাহারে লইয়া যাইবে, মন সেই দিকেই ধাবিত হইবে। যাহাতে উপনীত করিবে মন, তাহাই প্রাপ্ত হইবে

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

(অমৃতবিন্দুপনিষৎ।

মনই মানুষের বন্ধ মোক্ষের হেতু। বিষয়াসক্ত (অশুদ্ধ) মন বন্ধের, ও বিষয় সঙ্গ-রহিত (বিশুদ্ধ) মন মুক্তির কারণ। এই হেতু মন দ্বিবিধ উক্ত হয়—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ (Higher and Lower):—

মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেবচ।

অশুদ্ধং কাম সঙ্কল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জ্জিতম্॥

(অঃ বিঃ)

বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, মনের চঞ্চলতা দূর হয়। মন তখন বশ্যভাব ধারণ করে।

এই মনের নিরোধ কে করিবে? বিষয় হইতে মনের উদ্ধার কে সাধিবে? মনকে বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে মন আপনিই সমর্থ।

মন এবহিসমর্থং বো মনসো দৃঢ নিগ্রহে।

যোঃ বাঃ)

মনই মনের নিগ্রহ করিতে সক্ষম। মন ব্যতীত মন পরাজয়ে আর কেহই সমর্থ নহে। বিবেক-নির্ম্মল মনই অভ্যাস বলে ভব-ভাবনা-মগ্ন মনকে তরাইতে পারে। মন নিগ্রহের অন্য উপায় নাই।

(২) মন মননাত্মক. অনন্ত কুকল্পনার আধার। তিল মধ্যে তৈলের ন্যায় মনেই সুখ দুঃখ অবস্থিত। আপন কল্পনা বলেই মন সেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। আবার বলে—

"জানি আমি এ ভব মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ।" (মেঘনাদ বধ কাব্য ১ম স্বর্গ

(৩) মনের অসাধ্য কিছুই নাই। মন দূরকে নিকট নিকটকে দূর; সাদাকে কালো, কালোকে সাদা; ছোটকে বড, বড়কে ছোট, পরকে আপন, আপনকে পর; সুখকে দুঃখ, দুঃখকে সুখ নিয়তই করিতেছে। মনই এই মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চের কারণ। এই মায়াময় জগৎ অসত্য হইলেও মনের প্রভাবেই সত্য বলিয়া বোধ হয়।

মনসা তন্যতে সর্ব্বমসদেবেদমাততম্। (যোঃ বাঃ)

(৪) যিনি বিষয়ে মনের প্রসর দেন না, তিনি সহজেই চিত্তজয় করিতে পারেন। বিষয় রাগ চপলতা বিদূরিত হইলে, মন এক বিষয়গামী হইতে শিখে। তখন চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়। চিত্ত নিবৃত্তি বিনা সাধন পথে অগ্রসর হইবার অন্য উপায় নাই।

যাবন্নাপি কিলোপায় বিচাত্তাপ সমনাদৃতে। (যোঃ বাঃ

বিষয় লালসা ত্যাগ করিয়া, সাধক! মনকে একরসে আসক্ত কর। নির্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনে চিদাকাশে শোভমান হও। চিন্মাত্রে ভাবনাযুক্ত হও।

পরে সেই ভাবনা সুদৃঢ় করিতে অবহিত হও। তবে সেই অনাহত ধ্বনি তোমার অন্তর্বৃত্তির গোচর হইবে।]

[ক্রমশঃ]

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

বীজকের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে সপ্তষষ্ট্যাধিক শততম সর্গে (মহৎ স্বরূপ পরিকীর্ত্তনে) কথিত আছে যে উল্লিখিত যোগী যে কোন বস্ত্র পরিধান, যে কোন বস্তু ভোজন বা যে কোন স্থানে শয়ন করুন সম্রাটের ন্যায় বিরাজমান হন। বর্ণ ধর্ম্ম, আশ্রমাচার ও শাস্ত্রযন্ত্রণা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি সংসার পিঞ্জর হইতে নির্গত বিষয়াশা বিবর্জ্জিত হইয়া শরৎকালীন আকাশের ন্যায় পরম শোভা ধারণ এবং সর্ব্বথা পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া আত্মাতেই রমণ করেন। নিত্য তৃপ্তি বশতঃ পাপ পূণ্য কিছুতেই লিপ্ত হন না। তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব প্রযুক্ত তদীয় অন্তঃকরণ কর্ম্মফলে রঞ্জিত হয় না। তিনি সর্ব্বদা নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থিত করেন। কি মনুষ্য কি বনজন্তু যেমন তাঁহা হইতে ভীত হয় না, তিনিও তেমনি তাহাদের হইতে ভীত হন না। তীর্থে, চণ্ডালগৃহে অথবা অন্য যে কোন স্থানে তিনি দেহ ত্যাগ করুন না কেন তিনি মুক্ত। কেন না তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানময় হইয়াছেন, অতএব তিনিই ধন্য, তিনিই পূজ্য, তিনিই নমস্য, তিনিই দর্শনীয় এবং তিনিই অভিবাদ্য, অধিক আর বলিবার কি আছে তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

প্রিয় দর্শন। যোগ যাগ, জপ তপ, সাধন ভজন জ্ঞান ধ্যান তীর্থ ব্রত, উপাসনা ও সৎসঙ্গ যাহা কিছু শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত এই উপরোক্ত অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত; ইহাই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ইহাই গম্য স্থান। আমি কায়মনোবাক্যে তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অভ্যাস যোগদ্বারা এই সত্য, যাহা আজ অবগত হইলে, তাহা অহর্নিশি সাধনে প্রকৃতিস্থ করিয়া সম্পূর্ণভাবে তন্ময় হইয়া যাও।

বৎস! এবংপ্রকার আশীর্ব্বাদ দয়াল গুরুর মুখারবিন্দ হইতে শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দ সাগরে ভাসিয়া গেলাম, আমার সুখের আর সীমা রহিল না। আমি গদ গদ স্বরে করযোড়ে কহিলাম, দেব! যদি আপনার অতুল দয়ার প্রতাপে এ দাসের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইল, তাহা হইলে নাথ! সেই অভ্যাস যোগের সাধনটী এই অভাজনকে শিক্ষা দিয়া ভব কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হউক।

আমার কাতর উক্তি শুনিয়া দয়াল গুরু মৃদুস্বরে কহিলেন, পুত্র! ইহা গুহ্যাতিগুহ্য অতি আবশ্যকীয় গুরু লক্ষিত সার সাধন, ইহাকে বীজক বলা যায়, যেহেতু ইহা জানিলে সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। এখন এই সার ও শেষ অভ্যাস-যোগ সাধনটী কীর্ত্তন করিতেছি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

অভ্যাসযোগ সাধন।

হে তাত! এই যে উপদেশ, যাহা আজ তোমায় প্রদান করিলাম, তাহা গুরুর শ্রীমুখাৎ অবগত হওয়াকে সামান্য জ্ঞান কহে, এবং অভ্যাস যোগদ্বারা সাধিত হইলে ইহাকেই বিশেষ জ্ঞান বলা যায়। যে অবধি বিশেষ জ্ঞান না হয়, তাবৎকালপর্য্যন্ত প্রকৃতি, যাহাকে সাধারণে মায়া বলিয়া জানে, তাহার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব থাকে, কিন্তু জানিও তাহাও জীবের হিতের নিমিত্ত। কারণ প্রকৃতি মাতা; মা সন্তানকে তাহার মঙ্গল কামনার্থে ভয় দেখাইয়া থাকেন। মাতা দেখি-লেন, তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা পিড়িং অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলায় মত্ত রহিয়াছে, খেলিতে খেলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি বিশ্রামার্থে মার নিকট আসিতেছে না, তখন প্রেমময়ী জননী কৌশল অবলম্বন করিয়া বলিলেন, 'আয় তে, রে জুজু, পিড়িংকে ধরে নিয়ে যা,'' আবার নিজেই জুজু সাজিয়া বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন " যাই যাই এই যাচ্ছি"। অমনি পিড়িং ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল, সাধের খেলা ভুলিয়া গেল, আর তাহার খেলার প্রতি তিলার্দ্ধ মন রহিল না; সমস্ত খেলা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে আসিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল, মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইল, ও মায়ের বুকের মধ্যে আপ-নার দেহ সংলগ্ন করিয়া মায়ের অস্তিত্বে বিলীন হইয়া তন্ময় হইয়া গেল; তখন অজ্ঞ দাস দাসীরা বলিল "মা! আমাদের খুকী ঘুমাইয়া পড়িল।" কিন্তু মা

জানেন যে খুকী ঘুমায় নাই সে বিশ্রাম করিতেছে, যেহেতু সে মায়ের অস্তিত্বে বিলীন হইয়া স্ব-স্বরূপে স্থিতি করিতেছে। তাহাকে দ্বৈত মিথ্যা হইতে কল্পিত জুজুর ভয় না দেখাইলে সে এত শীঘ্র বিশ্রাম লাভ করিতে পারিত না। অথচ, এইরূপ জুজু দ্বারা লাভ ভিন্ন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কারণ সেই যে কল্পিত জুজু, সেও মা ছাড়া আর কিছুই নহে। এখন পিড়িং জুজু—মা = ও পিড়িংকে এই ত্রিবিধ সম্বন্ধ ভুলিয়া একমাত্র স্ব স্বরূপে বিশ্রাম করিতেছে।

তদ্রূপ হে অনঘ! সুখ, দুঃখ, আপদ সম্পদ, স্বর্গ নরক, বারম্বার মৃত্যু যন্ত্রণা ও গর্ভবাস যন্ত্রণা—এ সমস্তই জীবকে সাধন পথে আনিয়া অভ্যাস যোগ দ্বারা স্ব স্বরূপে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত প্রযোজিত রহিয়াছে।

এই সংসার বিষম স্থান, এখানে পদে পদে পদস্খলিত হইয়া থাকে যে সকল উপদেশ গুরু যত্নপূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহাও বারম্বার ভুলিয়া যাওয়া যায়, দ্বৈতরূপী দানব বারম্বার আক্রমণ করিতে থাকে। সাধক যতই সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই বাধা বিঘ্ন অধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে। বৎস! সেই জন্যই অভ্যাস যোগের সাধন অতি আবশ্যক। সেই অভ্যাসটী এইরূপে সাধন করিবে। প্রথমে "শিবোহহং" এই মহামন্ত্রটী অহরহঃ অবিরাম অন্তরে উত্থিত হইতে থাকিবে; শব্দের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না ইহাকে অজপা জপ কহে। কিছু দিন ইহা সাবধান হইয়া অভ্যাস করিলে আপনা আপনি অন্তঃকরণ মধ্যে উচ্চারিত হইতে থাকে। তখন যদি তুমি গান করিতে থাক, কথা কহিতে থাক, বা ঘুমাইয়া থাক, অধিক আর কি বলিব সুষুপ্তিকালেও ইহার বিরাম থাকে না, এই অবস্থাতে স্থিত হইতে পারিলেই অজপা সাধিত হইল।

তৎপরে চিন্তা। এই প্রকার প্রথম প্রথম চিন্তা করিতে অভ্যাস করিবে—আমি মৃতও নহি অথবা জীবিতও নহি; আমি আত্মারাম, আমি কিছুই নহি, আমি কিছুতেই লিপ্ত নহি, আমি অজর, অমর ও অমল চিৎস্বরূপ। আমি আদি, অন্ত ও মধ্য সকলেরই বহির্ভূত; আকাশে, সূর্য্যে, অনলে, পবনে, সলিলে পৃথ্বীতে, অমরে, নরে, নারীতে, নাগে, বনস্পতিতে, ওষধিতে, ক্রমে ও তৃণাগ্রে—ফলতঃ সর্ব্বত্র যে সৎ বিরাজ করেন, আমি সেই সৎস্বরূপ। এই প্রকার ভাবনা অভ্যাস হইলে সহজে সমাধিলাভ হয়।

কিন্তু বৎস। ইহা ভালরূপে জানিও, যে সমাধিকালেও অজপা বিদ্যমান থাকে, তবে "শিবোহহং" শব্দটীর হং শব্দটি লুপ্ত হইয়া যায় তখন কেবল মাত্র শিব শিব শব্দটী থাকে। ঐ শব্দ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অবিরাম প্রবাহিত হইতে থাকে। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে তৎকালে সাধকের অত্যন্ত সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। কারণ এ অবস্থায় যাহা চাহিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। এ অবস্থায় যাহাকে ভাবনা করিবে সে যদি সাত সমুদ্র পরপারে থাকে বা মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে তথাপি সে মূর্তিমান হইয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব এ অবস্থাটি অতিশয় কঠিন অবস্থা; এখানে অতিশয় সাবধানে পদ বিক্ষেপ করা প্রয়োজন। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে কি ভাল কি মন্দ কি শুভ কি অশুভ—কোনরূপ কামনা কোনরূপ চিন্তাকে মনের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিও না। কারণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, অবধান কর উপরোক্ত প্রকারে সমাধিলাভ হইলে শুভ বা অশুভ যাহা কামনা করিবে তাহাই তোমার আয়ত্তাধীন হইবে। এই কালে যদি তোমার অন্তঃকরণে অশুভ বাসনার উদ্রেক হয় অর্থাৎ কোন প্রকার হেয় জঘন্য ক্ষমতা লাভ করিবার স্পৃহা জন্মে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে চিরদিনের জন্য ঐরূপ কাম পূর্ণার্থে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া আপনার সাধন লাভে বঞ্চিত হইয়া ঘোরতর নিরানন্দে মগ্ন থাকিয়া যাইবে, যাহার জন্য এত পরিশ্রম এত চেষ্টা, এত যত্ন, করিয়া আসিলে তাহা তোমার নিকট হইতে সুদূরপরাহত হইয়া রহিবে, আর হয়ত তোমাকে সেই বাসনানুরূপ তমসী নিশাতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নিমগ্ন থাকিতে হইবে। ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সুখের আশায় যাহা লাভ করিবে তাহা চিরদিনের জন্য কদাচ তোমার ভোগে আসিবে না, এ সকলের পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ ও দুঃখপ্রদ। ভবিষ্যতে ঐ সকল দ্বৈত ও মিথ্যা বুদ্ধিদ্বারা যে গরল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার জ্বালা অসহনীয়, সে দুঃখ মর্ম্ম-বিদারক, এই জন্য তোমার মঙ্গলের জন্য পুনরায় বলিতেছি যে অজপা সিদ্ধিকালে ভাল মন্দ শুভাশুভ কোন প্রকার কামনাকেই মনোমন্দিরে একক্ষণের স্থান দিবে না।

আষাঢ়, ১৩১০ । [৩য় সংখ্যা ।

পন্থা কার্য্যালয়—২৮।২ ঝাঁমাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত ।

কলিকাতা থিওসফিকাল সোসাইটী, হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, দ্বারা প্রকাশিত ।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ মাত্র ।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। | আসাঢ় ১৩১০ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

ব্রহ্মবিদ্যা।

৩)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই ব্রহ্মবিদ্য গুপ্ত রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গুরু, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে এবিদ্যা প্রদান করিতেন না। সাধারণ নিয়মই এই ছিল যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে কেহ এইাবদ্যার অধিকারী হইতে পারিতেন না। সাধন চতুষ্টয় কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান) এবং মুমুক্ষুত্ব। এই সকল চিত্তসম্পদ্ অর্জ্জন কারতে পারিলে তবেই শিষ্য, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইত। ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, তাহার উপদেশের অধিকারী হইবার জন্য আরও উচ্চ ও কঠোর সাধনার আবশ্যক হইত কথিত আছে যে শ্বেতাশ্বতর ঋষি পরম

পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া "অত্যাশ্রমী" দিগকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন।

তপঃ প্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্মহ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্॥ [শ্বেতাশ্বতর ৬।২১]

এখানে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঋষিসঙ্ঘজুষ্টি বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে এ জ্ঞান ঋষি সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ ছিল যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের পরপারে গিয়াছেন, তাঁহারাই "অত্যাশ্রমী"। তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী——অপরে নহে। কারণ,

যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতাঃ কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মনীষিণঃ॥
[শ্বেতাশ্বতর]

"যিনি ঈশ্বরে পরাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে পরম ভক্তিমান্, সেই মনীষি ব্যক্তিই এই উচ্চতত্ত্ব সমূহের উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ।"

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইদং বাচ তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রুয়াৎ।
প্রণায্যায় ব্যন্তে বাসীনে।
নান্যস্মৈ কস্মৈ চ ন যদ্যপ্যস্মা ইমাং অদ্ভিঃ॥
পরিগৃহীতাম্ ধনস্য পূর্ণাম্ দদ্যাৎ।
এতদেব ততোভূয়ঃ ইত্যেতদেব ততোভূয়ঃ ইতি॥

"এই ব্রহ্মজ্ঞান পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অথবা অধিকারী শিষ্যকে উপদেশ দিবেন; অন্য কাহাকেও দিবেন না। যদি ও তাঁহাকে বিত্তপূর্ণা সাগরাম্বরা বসুন্ধরা উপহার দেয়, তথাপি বলিবেন না। কারণ এ জ্ঞান, তাহা অপেক্ষাও অনেক মহৎ—অনেক মহৎ।"

তবে কি ব্রহ্মবিদ্যা কেবল অপরের উপদেশ সাপেক্ষ পরোক্ষ বস্তু ছিল? এ সম্বন্ধে কি কাহারও প্রত্যক্ষ বোধ হইত না? তাহা নহে। ঋষিরা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতেন। ঋষি নামের সার্থকতা তাহাই। ঋষি অর্থে দ্রষ্টা; যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান পরোক্ষ মাত্র নহে, অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তিনিই ঋষি ব্রহ্মবিদ্যায় যে সকল অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টির গোচর নহে সে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মেষ আবশ্যক। যোগের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মেষ হয় ঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ; তাহার ফলে তাহারা সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেন। বিশ্ব রহস্যের সমস্ত আবরণ তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে উন্মুক্ত হইত। সে তীক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট কোন কিছুই লুক্কায়িত থাকিত না। সেই জন্য ঋষিবাক্যকে আপ্তবাক্য বলিত আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ। ইনি দিব্যদৃষ্টি বলে যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের হিতার্থে প্রচারিত করিতেন তাহা অভ্রান্ত হইবার বিচিত্র কি? এইরূপ দেখা যায় যে শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান প্রাচীন ঋষি সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি বোধি-দ্রুম তলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া আর্য্যসত্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন।

তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক, সাধারণতঃ যে প্রণালীর অনুসরণ করেন, ব্রহ্মবিদ্যা সাক্ষাৎকারের প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগদ্ ব্যাপারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ সেইজন্য তিনি নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অতিদূরবর্ত্তী বস্তু তাঁহার নিকটস্থ হয়; অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতিক্ষুদ্র বস্তুও বৃহৎ দেখায় এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও দেখা যায়। সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় শক্তির বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যে কত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন,

তাহার গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু জগতে এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থ আছে যে অণুবীক্ষণ দশসহস্র গুণ প্রখর করিতে পারিলেও মানব-নয়ন কখনও তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। সৃষ্টি এতই অসীম ও বহুবিস্তৃত যে শতসহস্র দূরবীক্ষণ সংযুক্ত করিলেও অতি দূরবর্ত্তী বস্তু কোন মতেই ইন্দ্রিয় গোচর হইবে না। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হইলে জিজ্ঞাসুকে ধ্যান যোগ অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সমূহকে বিকশিত করিতে হয়। বাহ্য বিষয় বাহিরে রাখিয়া, মনের গতি অন্তর্মুখী করিয়া চিত্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তির একাগ্র করিতে হয়। এইরূপে ধ্যান যোগ যতই আয়ত্ত করা যায়, তত্ত্বজ্ঞান ততই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে থাকে। অনেক স্থলে গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রদানের পূর্ব্বে তাহার চিত্তকে তত্ত্ববীজ রোপণের উপযোগী করিয়া লয়েন। পরে তাহার অধিকার বুঝিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন প্রশ্ন উপনিষদে দেখা যায় যে সুকেশ, প্রভৃতি কয়েকটী তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিযুবক মহর্ষি পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে, পিপ্পলাদ সে সকলের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা সম্বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া আইস। পরে ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করিও, যথোচিত উত্তর পাইবে। এইরূপ শুদ্ধচিত্ত অধিকারী শিষ্যকে যদি বা গুরু ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিতে বিলম্ব করেন, তবে সে বিদ্যা অন্য উপায়ে তাহার অধিগত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে সত্যকাম জাবাল বহুদিন গুরু শুশ্রূষা করিলেও গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন নাই। তাহাতে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা শরীরী হইয়া জাবালকে যথোচিত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন।

আর অনেকস্থলে ইহাও দেখা যায় যে গুরু শিষ্যকে মৌখিক উপদেশ না দিয়া, শিষ্য যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং

উপলব্ধি করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেন। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা পরপ্রত্যয়সিদ্ধ না হইয়া নিজের অববোধ জনিত হয়। সেইজন্য গুরুশিষ্যসম্বন্ধে প্রাচীনের বলিতেন

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্।
শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥

'গুরু মৌখিক যদিও কিছু উপদেশ দেন না; কিন্তু, শিষ্যদিগের সংশয় তিরোহিত হয়।' এইরূপ আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই যে ভৃগু তত্ত্বজ্ঞানী পিতা বরুণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলে "অধিহি মে ভগবন্ ব্রহ্মেতি" বরুণ তাঁহার প্রশ্নের সাক্ষাৎ কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই এই বিষয়ে একাগ্রভাবে চিন্তা ধ্যান করিতে বলেন। ভৃগুও তাঁহার উপদেশ মত তৎসম্বন্ধে ধ্যান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "অন্নই ব্রহ্ম" বরুণ তাঁহার এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় ধ্যান করিতে বলেন; ধ্যানান্তর ভৃগু বুঝিতে পারেন যে "প্রাণই ব্রহ্ম" বরুণ তাঁহাকে পুনরপি ধ্যান করিতে বলেন এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে ভৃগুর হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। তিনি তখন উপলব্ধি করেন যে ব্রহ্ম "সচ্চিদানন্দ"।

ক্রমশঃ

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

আত্মারাম।

"আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন"। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য কি প্রয়োজন আছে! তাঁহার প্রাণে জগৎ অনুপ্রাণিত। তাঁহার সত্তায় জীবের সত্তা, তাঁহার জ্ঞানে জীবের জ্ঞান তাঁহার আনন্দে জীবের আনন্দ। তাঁহার আবার কার কাছে কি প্রয়োজন? "নানবাপ্তমবাপ্তব্যং ত্রিষু

লোকেষু কিঞ্চন"। তিনিই জগৎ পালন করিতেছেন। তিনিই শাস্ত্রযোনি। বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম তাঁহা হইতে। তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে জগৎকে উপদেশ দেন। তাঁহার আবার কামনা কি? রমণইচ্ছা——প্রাকৃত, মায়িক? তিনি অপ্রাকৃত। তিনিই মায়ার অধীশ্বর। তাঁহার আবার রমণ কি? তিনি আনন্দের স্বরূপ। নিজের আনন্দে নিত্য অবস্থিত। তিনি আত্মারাম। তাঁহার আবার বহিরঙ্গ বৃত্তি কি?

তিন ব্যক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বরূপ ব্যক্তি বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি জীব শক্তি বা তটস্থ শক্তি, মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গ শক্তি। স্বরূপ শক্তি ও মায়াশক্তি এই দুই শক্তির মধ্যে জীবশক্তি ব্যবস্থিত। মায়াশক্তিতে হাবুডুবু খাইয়া বহির্ম্মুখ জীব, ক্রমশঃ স্বরূপশক্তি আশ্রয় করিতে শিখে। দুঃখের তাড়নায়, ত্রিতাপের ঝঞ্ঝাবাতে, সংসারের পীড়নে, জীব একে একে অন্তর্ম্মুখ হয়। করুণাময় ভগবান্ মায়ার অতীত হইলেও মায়া আশ্রয় করিয়া মায়ার জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়িক জীবকে শিক্ষা দেন্। তিনি মায়া আশ্রয় না করিলে মায়ায় ভাসমান জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে জীব মায়াব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" জীব যাহাতে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে, সেই জন্য তিনি নিজেমায়া অবলম্বন করিয়া জীবের রূপ ধারণ করেন এই জন্যই তিনি মানুষ হইয়া মানুষের কাছে গিয়া দাঁড়ান। মানুষ মানুষকে ভাল বাসিতে পারে। মানুষ মানুষকে আশ্রয় করিতে পারে। মানুষ মানুষের কথা শুনে। মানুষ মানুষকে বুঝিতে পারে। মানুষই মানুষের আদর্শ হইতে পারে।

এই জন্যই রামচন্দ্র মানুষ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মানুষ। তাঁহারা নিজ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। উপাসনার পথ সহজ করিয়াছেন। এবং জ্ঞানের নির্ম্মল আলোক বিস্তার করিয়াছেন। অবতারের প্রয়োজন এই যে যাহাতে জীব ক্ষেত্রস্থ শক্তি অতিক্রম করিতে পারে। যাহাতে তাহার মিশ্রভাব দূর হইতে পারে। যাহাতে সে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বরকে ঈশ্বর জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ভাবনা করিয়া, অকপট ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ হইতে পারে। কত ভক্ত এইরূপে ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিয়া মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ হইয়া বিশ্বপালন কার্য্যে সহায়তা করেন। সেই শুদ্ধসত্ব বৈকুণ্ঠধামে রজোগুণ নাই, তমোগুণ নাই এবং রজোগুণ তমোগুণ মিশ্রিত সত্বগুণ নাই।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরে
রনুব্রতা যত্রসুরাসুরার্চ্চিতঃ॥

ভাগবত। ২-৯-১০

সেখানে সকল ভক্ত অত্যন্ত তেজস্বী এবং বৈকুণ্ঠেশ্বর যেরূপ চতুর্ব্বাহু সেইরূপ তাঁহারা সকলেও চতুর্ব্বাহু। কারণ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্ম্মের স্থাপন এ সকল কার্য্যে তাঁহারা ভগবানের সহকারী।

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিসঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচং সুপেশাসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি
প্রবেক নিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥

২-৯-১১

বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশ্বপালনের জন্য লক্ষ্মী দেবীকে মুখ্যা নিজ শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। যজ্ঞেশ্বর হরি এইরূপে নিজ শক্তি ও নিজ পারিষদে পরিবৃত হইয়া জগৎ পালন করেন।

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।

স্বনন্দনন্দপ্রবলার্হনাদিভিঃ

স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥

২-৯-১৫

এই রূপ বিশ্ব কার্য্যে ব্রতী হইলেও, তিনি

"স্বএব ধামন্নমমানমীশ্বরম্"

২-৯-১৭

"স্বএব ধামন্ স্বস্বরূপ এব রমমাণং অতএব ঈশ্বরম্"। শ্রীধর।

তিনি আপনার স্বরূপেই রমমান। এই জন্যই তিনি ঈশ্বর।

বৈদান্তিক ভাষায় জাগ্রত, স্থূলদর্শী বিরাট পুরুষ বাহ্য জগতে অবস্থিত। সূক্ষ্মদর্শী হিরণ্যগর্ভ অন্তর্জগতে অবস্থিত। আর কারণোপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর স্বরূপে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ মায়ার অতীত, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত। তিনি বৈদান্তিক ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভাষায় ব্রহ্ম ও ভগবান্ এক ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ভগবান্ সবিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের প্রভা মাত্র।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি

কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতমং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মসংহিতা

যেমন বৈদান্তিক ঈশ্বর আপনার স্বরূপে রমমান, সেইরূপ বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবান ও আপনার স্বরূপে রমমান, বিশ্বপালনাদি কার্য্য দ্বারা স্বরূপচ্যুত হন্ না। তিনি সকল কালেই আত্মারাম। তবে ভক্তের মিলনে তিনি আত্মহারা কেন হইবেন?

ভগবান্ বৈকুণ্ঠাধিপতি শঙ্খচক্রাদিধারী মূল নারায়ণ আপন ভক্তদিগকে লইয় ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছেন। কখনও তাঁহাকে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইতেছে, কখনও কোমল মূর্ত্তি। কখনও তিনি দণ্ডপরায়ণ, কখন ও মধুর ভাষী। তিনি ঈশ্বর হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু ভক্তের

কাছে আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইতে তিনি কুণ্ঠিত ভক্তের কাছে ঈশ্বর ভাবে থাকিতে তাঁহার ভাল লাগেনা। ভক্তের কাছে আমি ঈশ্বর হইয়া কি করিব? এই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত তাহাদের জন্য নহে এ রাজমুকুট, এ রাজবেশ, এ অস্ত্রধারণ, এ সকল লইয়া ভক্তের সহিত সমানে সমানে মিলিতে পারি না। ভক্তের সহিত গলাগলি করিব, ভক্তের সহিত কোলাকুলি করিব, ভক্তকে কাঁধে করিব, ভক্ত আমার কাঁধে করিবে আমি তাহাদের উপর মান করিব, তাহারা আমার উপর মান করিবে এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ত ইহার কিছুই হইতে পারেনা ভক্তকে লইয়া আমাকে অন্য দেশে থাকিতে হইল। এই বৈকুণ্ঠের ও বাহিরে আমাকে থাকিতে হইল। সেখানে ভেদ থাকিবেনা। সেখানে ঐশ্বর্য্য থাকিবে না সেখানে সম্ভ্রম থাকিবেন, সেখানে বাধাবাধি থাকিবে না, সেখানে উচ্চনীচ থাকিবে না। সেখানে আমি ভক্তের সর্ব্বস্ব ভক্ত আমার সর্ব্বস্ব। সেখানে সকলই মধুর, সকলই আমার আমি সকলের সেখানে আমি ভক্তের সহিত রমণ করিব, ভক্ত আমার সহিত রমণ করিবে। এ রমণ কেবল ভগবান্ ও ভক্তের সম্পূর্ণ মিলন যে যে ভাবে আমার সহিত মিলিত হইবে, আমি তাহার সহিত সেই ভাবে মিলিত হইব আমাদের এ মিলন, জগৎ জানিবেনা, ব্রহ্মাণ্ড জানিবেনা, দেবতারা জানিবেনা, বৈকুণ্ঠের লোক জানিবেনা এমন কি আমার নিজ প্রকৃতি লক্ষ্মীদেবীও জানিবেনা। এই ভক্তধাম গোলোক ধামে আমার ভক্তগণই আমার প্রকৃতি হইবে। সেই আনন্দময় ধামে, তাহারা আমার আনন্দময়ীহ্লাদিনী-শক্তি হইবে। তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় নিজ শক্তি হইবে। আর গোলোকধামে ভক্তের সহিত আমি যে রমণ করিব, সেই রমণের ধারা বিশ্বে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে অপরূপ ভাবে মধুর করিবে। সেই মধুরতা বিস্তীর্ণ হইলে আর আমাকে ঈশ্বর হইয়া ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে হইবেনা। তখন আমি জগতের মাঝে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ত্যাগ করিয়া, দুই হাতে জগতের নর নারীকে কোলে করিব, তাহাদের সহিত খেলা করিব, তাহাদের সকল ভার আমার উপর লইয়া তাহাদিগের সহিত আনন্দে নৃত্য করিব। আমার হ্লাদিনী-শক্তিগণই এ বিষয়ে সহকারিণী হইবেন তাহারা নিজের রমণ ইচ্ছা করেন না, আমিও নিজের জন্য রমণ ইচ্ছা করিনা। আমি তাঁহাদিগকে

উত্তমরূপে জানি, তাঁহারাও আমাকে উত্তম রূপে জানেন। তবে যে আমাদের রমণ, আমাদের মধুর আলিঙ্গন—এত অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়, ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমরা পরস্পর দর্শনেই মিলিয়া যাই, এক হইয়া যাই,—থাকে আমার ভক্ত কিম্বা আমি। এই যে আমাদের স্বভাবগত মিলন, স্বরূপগত মিলন, স্বরূপে স্বরূপে মিলন, অভেদাত্মক মিলন, এই মিলনে ঝলকে, ঝলকে আনন্দ উদ্ভূত হইবে, প্রতি মিলনেই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইবে, আনন্দ উথলিয়া পড়িবে ও সেই আনন্দে ত্রিলোকের সকল ভক্তের পোষণ হইবে, মধুরতার বিকাশ হইবে, ভালবাসার স্রোতে স্বার্থ ভাসিয়া যাইবে, কঠোর ভাব তিরোহিত হইবে, মনুষ্য জীবন মধুর হইবে। দণ্ড দেওয়া কি আমার সাধ, মায়ার তাড়ন কি আমার ভাললাগে? কি করি, দণ্ড ও তাড়নই জীবের প্রধান শিক্ষা। কিন্তু মায়াবশ জীবে যেমন আমি দণ্ড করি, মায়াতীত, আমার নিজভাবাপন্ন ঐশ্বরিক জীবকে প্রেমালিঙ্গন করা কি আমার তেমনি কর্ত্তব্য নয়? আমি চক্রাদি হস্তে যেমন ভয়ের কারণ, বেণুহস্তে সেইরূপ মনোমোহন হইব? যে হস্তে আমি ভক্তকে দণ্ড দিয়াছি, সেই হস্তে আমি তাহাকে গভীর আলিঙ্গন করিব। আমি প্রিয় হইতে প্রিয় হইব, মধুর হইতে মধুর হইব। এবং এই মধুরতা দ্বারা কালে জগৎ মধুর করিব।

এই গোলোক ধাম, এই গোলক ধামের শিক্ষা জগতে কিরূপে প্রকট করিব? ত্রিভুবনের লোক কিরূপে এই শুদ্ধ গোলোক ভাব জানিতে পারিবে? কিরূপে এই মহান্ আদর্শ জগতে প্রত্যক্ষ করাইব? কিরূপে আমি জগতের মধ্যে ভক্তের সহিত রমণ করিব? এখনও জগতে বিষম বৈষম্য। এখনও আসুর ভাবের প্রবল প্রাধান্য। অতি গোপনে, অতি সাবধানে আমাকে এই আদর্শ দেখাইতে হইবে।

আমি বৃন্দাবনকে গোলোকের ন্যায় শুদ্ধ সত্ব করিব। সেই শুদ্ধ সত্ব বৃন্দাবনে কেবল মাত্র আমার শুদ্ধ সত্ব প্রধান ভেদজ্ঞানরহিত ভক্তগণ থাকিবে। তাহাদিগকে লইয়া আমি গোপনে লীলা করিব। আমি সখাদের সহিত বনরমণ করিব। সখীদের সহিত অতি নিভৃতে রমণ করিব। কেবল আমার একান্ত ভক্তগণ ইহার রহস্য চিরকাল জানিতে পারিবেন। তাঁহারা চিরকাল হৃদয় মধ্যে নিত্য বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিবেন।

কিন্তু গোলোকে রমণ ত কেবল নিজশক্তি লইয়া। মায়ার জগতে মায়া রচিত শরীর লইয়া, ভেদের জগতে ভিন্ন দেহ লইয়া, কিরূপে সেই অমায়িক লীলা দেখাইব? অমায়িক প্রেম, মায়ার ভাষায় ব্যভিচার। আমাদের মিলন ত কেবল আত্মায় আত্মায়। কিন্তু মায়ার জগতে মায়ারচিত শরীর ভিন্ন আত্মারও মিলন হইতে পারে না। এই অপরিহার্য্য ভেদের কি ব্যবস্থা করিব? এই জন্যই ঋষিদিগের নিকট অন্নভিক্ষা। এই জন্যই গোবর্দ্ধন-ধারণ। এই জন্যই প্রকট ভগবান্। এই জন্যই গোবিন্দত্ব। এই জন্যই ভেদের মধ্যে অভেদাত্মক ধর্ম্ম।

জ্ঞান মার্গে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিধি, নিষেধ ত্যাগ করিয়া "শিবোহহং" বলিলে লোকের নিকট তত দূষণীয় মনে হয় না। জ্ঞানী যদি ভেদের মস্তকে পদাঘাত করে, তবে সে মহাপুরুষ। ভক্ত যদি ভেদের ধর্ম্ম দূরে রাখিয়া ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করে, তবে সে কলঙ্কিণী। বস্তুতঃ দুয়ের এক উদ্দেশ্য। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"। কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে আলিঙ্গন করে। কেহ সবিশেষ ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করে।

মায়ার জগতে মায়ারচিত দেহ লইয়া "ব্রহ্মাস্মি" বলা যেরূপ ব্যভিচার, শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাও সেইরূপ ব্যাভিচার।

যতদিন জীব মায়াবশ, ততদিন জীবের ধাঁধাঁ লাগিতে পারে, ততদিন সে কলুষিত নেত্রে পবিত্র ব্রজলীলা দর্শন করিতে পারে। মায়ার ফাঁস ক্রমে শিথিল হইবে। ভক্তির চক্ষু ক্রমে নির্ম্মল হইবে। ক্রমে ব্রজলীলার মাহাত্ম্য শুদ্ধ-ভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণ অবতারের সময় উত্তীর্ণ হইলে আর তিনি অবতীর্ণ হইবেন না। আর জগতে এ মধুর শিক্ষা দিবার কেহ অধিকারী হইবে না। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, কেহই এ শিক্ষা দিবার অধিকারী নহেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন। এ রমণে যে কিছু পার্থিবাংশ, যে কিছু মায়ার ব্যবহার, তাহা কেবল যোগমায়া রচিত। সে অংশ, সে ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণও জানেন না, গোপীরাও জানেন না।

যে৷ বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এইসব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

ভাগবত ১০-৩৩-৩৬

এতদীশানমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

১-১১-৩৯

এইত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তিনি প্রাকৃতিক গুণের সহিত সংযুক্ত হন না। যাহাদের ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি, তাঁহারাও এই রূপ প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা বিচলিত হন না।

পরমভাগবত গোপীগণ ও মায়াদ্বারা বিচলিত হন নাই, আত্মারাম, মায়ার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা বিমোহিত হন নাই।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বিচারসাগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই "অহং" শব্দে প্রতীত কূটস্থের ব্রহ্মসহিত নিত্য অভেদ। যেমন, ঘটাকাশ ও মহাকাশের নিত্য অভেদ। এই হেতু বেদান্তশাস্ত্রে কূটস্থ ব্রহ্মে "মুখ্য সমানাধিকরণ সম্বন্ধ"* উক্ত হইয়াছে। যে বস্তু সহিত যে বস্তুর সদা অভেদ, সেই উভয় বস্তু সম্বন্ধ "মুখ্য সামানাধিকরণ্য" কহে; যেমন, ঘটাকাশ ও মহাকাশ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও মহাকাশে সদা অভেদ, সুতরাং ঘটাকাশ মহাকাশই বটে। এই রীতিতে কূটস্থ ব্রহ্মে মুখ্য সমানাধিকরণ সম্বন্ধ। কারণ, কূটস্থ ও ব্রহ্মে সদা অভেদ। সুতরাং "অহং" শব্দে প্রতীত কূটস্থের ব্রহ্ম সহিত সদা অভেদ।

"অহং" শব্দে প্রতীত আভাস স্বরূপের ব্রহ্ম সহিত সবাধ অভেদ। যেমন, বিম্বরূপ মুখের সহিত, মুখপ্রতিবিম্বের সবাধ অভেদ। এই হেতু বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্ম সহিত আভাসের "বাধসামানাধিকরণ্য" উক্ত হইয়াছে। বাধ হইয়া যে বস্তুর যে বস্তুসহিত অভেদ হয়, সেই উভয় বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধকে বাধ„-সামানাধিকরণ্য" কহে। যেমন মুখ ও মুখপ্রতিবিম্বে সবাধ অভেদ। সুতরাং, প্রতিবিম্বই মুখ বটে, ভিন্ন নহে। অথবা, যেমন স্থাণুতে পুরুষভ্রম স্থলে স্থাণুজ্ঞানের বাধ হইয়া পুরুষ ও স্থাণুতে সবাধ অভেদ, সেইরূপ আভাস ও ব্রহ্মে সবাধ অভেদ। সুতরাং, "অহং" শব্দে প্রতীত আভাসই ব্রহ্ম, পৃথক নহে।

---

* সমান অর্থাৎ এক, অধিকরণ অর্থাৎ অর্থরূপ আশ্রয় যাহার এইরূপ দুইশব্দ বা পদকে "সমানাধিকরণ" কহে। সেই দুই শব্দের পরস্পর সম্বন্ধকে "সামানাধিকরণ্য" কহে। একসত্তা ও স্বরূপবান প্রকৃতভেদরহিত স্বার্থ বোধক বাক্যগত দুইপদকে "মুখ্য সামানাধিকরণ্য" কহে; যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ, কূটস্থ ব্রহ্ম। পৃথক সত্তাবাণ সমান অর্থবোধক বাক্যগত দুইপদকে "বাধসামানাধিকরণ্য" কহে। যেমন জগৎব্রহ্ম স্থাণুপুরুষ, বিম্বপ্রতিবিম্ব ইত্যাদি।

এই রীতিতে 'অহং" শব্দে প্রতীত কূটস্থের ব্রহ্ম সহিত মুখ্য অভেদ,ও আভাসের সবাধ অভেদ।

(প্রশ্নঃ—"অহং" বৃত্তিতে কূটস্থ ও আভাসের প্রতীতি সমকালে অথবা ভিন্নকালে হয় ?)

এক কিম্বা ভিন্নকালে সাক্ষী ছায়াভান।
"অহম্" বৃত্তিতে হয় কহ ভগবান॥ ১১৪॥

ভগবন্! "অহং" বৃত্তিতে সাক্ষী ও আভাসের প্রতীতি এক অথবা ভিন্ন কালে হয়, তাহা বলুন। ১১৪॥

(উত্তরঃ—একইকালে উভয়ের প্রতীতি হয়।)

শুন শিষ্য কহি তার উত্তরের সার।
জ্ঞানভানু নাশে যাহে অজ্ঞান আঁধার॥ ১১৫
সমকালে হয় ভান সাক্ষী ও আভাস
চৈতন্য বিষয় ছায়া সাক্ষী স্বপ্রকাশ॥ ১১৬॥

হে শিষ্য! তোমার প্রশ্নের সার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর, ইহাতে জ্ঞান সূর্য্য উদয় হইয়া তোমার অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিবে। অহং বৃত্তিতে সাক্ষী ও আভাসের প্রতীতি একই সময়ে হয়; আভাস চৈতন্তের বিষয়, সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশ।

(টীকাঃ—হেশিষ্য "অহং" বৃত্তি বিষয়ে একই সময়ে সাক্ষী ও আভাসের প্রতীতি হয়। "আভাস" শব্দে অন্তঃকরণ সহিত আভাসের গ্রহণ। সুতরাং, অন্তঃকরণ সহিত আভাস সাক্ষী চৈতন্তের বিষয় হইয়া প্রতীত হয়। সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশরূপে প্রতীত হয়। সাক্ষী অন্তঃকণের আভাস বৃত্তির বিষয় নহে। ঘটাদি বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে এই রীতি, যে যখন ইন্দ্রিয় ও ঘটের সংযোগ হয়, তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরবৃণত্তি বহির্গত হইয়া ঘটের সমানাকার প্রাপ্ত হয়। যেমন মূষে (মুচীতে) গলিত তাম্র, মূষের সমানাকর প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ঘটের আকার প্রাপ্ত হয়। সে বৃত্তি আভাসরহিত নহে, পরন্তু সাভাস। কারণ, বৃত্তি অন্তঃকরণের পরিণাম। অন্তঃকরণের পরিণামকে

বৃত্তি কহে *। সত্ত্বগুণের কার্য্য হইলে অন্তঃকরণ স্বচ্ছ বা বিমল হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ বিষয়ে চৈতন্যের আভাস পড়ে। সেইরূপ বৃত্তিও স্বচ্ছ অন্তঃকরণের কার্য্য। সুতরাং, বৃত্তিবিষয়ে চৈতন্যের আভাস পড়ে। বৃত্তি যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আভাস অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। এই হেতুই বৃত্তি আভাস সহিত হয়।

এবং চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়।

বিষয় যে ঘট তাহা তমোগুণের কার্য্য, সুতরাং, স্বরূপত জড়। সেই জড় ঘট বিষয়ে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের আবরণ আছে এসম্বন্ধে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, বিচার দৃষ্টিতে অজ্ঞান ও তাহার আবরণ চৈতন্য বিষয়ে আছে, ঘট বিষয়ে নহে। কারণ, অজ্ঞান চৈতন্যের আশ্রিত ও চৈতন্যকেই বিষয় করে। ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। আভাসের সপ্ত অবস্থা প্রসঙ্গে অজ্ঞানের আশ্রয় যে অন্তঃকরণ সহিত আভাস বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানের অভিমানী। "আমি অজ্ঞান বা জ্ঞানহীন" এইরূপ অভিমান অন্তঃকরণ সহিত আভাসের হয়। এই হেতু, অজ্ঞানের আশ্রয় উক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানের মুখ্য † আশ্রয় চৈতন্য, সাভাস অন্তঃকরণ নহে। কারণ, আভাস সহিত অন্তঃকরণ অজ্ঞানের কার্য্য। যে যাহার কার্য্য, সে তাহার আশ্রয় হইতে পারেনা। সুতরাং, চৈতন্যই অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয়, এবং চৈতন্যকেই অজ্ঞান বিষয় করে। স্বরূপের আবরণ করণই অজ্ঞানের বিষয় করণ। সেই অজ্ঞানকৃত আবরণ জড় বস্তুতে সম্ভবে না। কারণ; জড়বস্তু স্বরূপতই আবৃত। জড়বস্তু বিষয়ে অজ্ঞানকৃত আবরণের কিছুমাত্র উপযোগ নাই। এই রীতিতে, চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয়

---

* বিষয় প্রকাশক অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানের পরিনামকে বৃত্তি কহে। জ্ঞানরূপ পরিণামে যাহা প্রকাশ হয় তাহাকেই বৃত্তি কহে। বৃত্তিজ্ঞান দ্বিবিধ প্রমারূপ ও অপ্রমারূপ।

† যেমন কোশ ধনের মুখ্য আশ্রয়। "আমি ধনী" এইরূপ ধনের অভিমানীরূপ আশ্রয়, পুরুষ। সেইরূপ অজ্ঞানের মুখ্য আশ্রয় চৈতন্য, ও অভিমানীরূপ সাশ্রয়, আভাস অন্তঃকরণ।

ও বিষয়। যেমন, গৃহাভ্যন্তরে অন্ধকার গৃহমধ্যকে আবরণ করে। সুতরাং, ঘটবিষয়ে অজ্ঞান ও তার আবরণ সম্ভবে না।

বাহ্য পদার্থ বিষয়ে বৃত্তি ও আভাস উভয়ের উপযোগ। অজ্ঞান আবৃতঘট দৃষ্টান্ত।

ঐ সংশয়ের সমাধান এই ঃ—যেরূপ চৈতন্যের স্বরূপ হইতে ভিন্ন সদসৎ বিলক্ষণ অজ্ঞান, চৈতন্যের আশ্রিত, এবং সেই অজ্ঞানদ্বারা চৈতন্য আবৃত হয়, সেইরূপ ঘটের স্বরূপ হইতে ভিন্ন অজ্ঞান ঘটের আশ্রিত না হইলেও অজ্ঞান, ঘটাদি রূপ হইতে অপ্রকাশ জড়স্বরূপ উৎপন্ন করে। সুতরাং, ঘটাদি সদাই অন্ধসমান আবৃত। সেই আবৃতস্বভাব ঘটাদি, অজ্ঞান দ্বারা কৃত। কারণ, তমোগুণ প্রধান অজ্ঞান হইতে ভূতের (Elements) উৎপত্তি দ্বারা ঘটাদির সৃষ্টি বা উৎপত্তি। সেই তমোগুণ আবরণ স্বভাবক না। সুতরাং ঘটাদি প্রকাশরহিত অন্ধই হয়। এই রীতিতে, অন্ধতারূপ আবরণ ঘটাদিতে অজ্ঞানকৃত স্বভাবসিদ্ধ এবং ঘটাদির অধিষ্ঠান চৈতন্য আশ্রিত অজ্ঞান, চৈতন্যকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বভাবতঃ আবৃতঘটাদিকে ও আবৃত করে। যদি ও স্বভাবতঃ আবৃত পদার্থের আবরণের প্রয়োজন হয় না, তথাপি আবরণ কারী পদার্থ প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া, নিরাবরণের ন্যায় সাবরণে আবরণ করে। ইহা লোক প্রসিদ্ধ। অজ্ঞানদ্বারা আবৃত ঘটকে ব্যাপ্ত অন্তঃকরণের আভাস ঘটাকার বৃত্তির বৃত্তিভাগ ঘটের স্বাভাবিক আবরণকে দূর করে, এবং বৃত্তির আভাস ভাগ ঘটের প্রকাশ করে। এই রীতিতে বাহ্য পদার্থ বিষয়ে বৃত্তি ও অভাস উভয়ের উপযোগ হয়।

দৃষ্টান্ত।

যেমন অন্ধকারে কলস মধ্যে মৃত্তিকা অথবা লৌহপাত্র আচ্ছাদিত রাখিলে, দণ্ড দ্বারা কলস ভঙ্গের পর দীপবিনা ঐ নিরাবরণ পাত্রের প্রকাশ হয় না, পরন্তু দীপদ্বারা প্রকাশ হয়। সেইরূপ বৃত্তি অজ্ঞানাবৃত ঘটের আবরণ ভঙ্গ করিলেও ঘটের প্রকাশ হয় না। কারণ, ঘটস্বরূপতঃ জড়; এবং বৃত্তি জড়। আবরণ ভঙ্গমাত্র বৃত্তির প্রয়োজন। বৃত্তি হইতে প্রকাশ হয় না। সুতরাং আভাস

ঘটের প্রকাশক। নেত্রগোচর বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই রীতি কহিলাম। শ্রবণাদির বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও এই রীতিই জানিবে।

বৃত্তি ও ঘট উভয়ে একদেশস্থিত হইলে ঘটের জ্ঞান প্রত্যক্ষ কহে। অন্তঃকরণের বৃত্তি ঘটাকার হয়, (এবং ঘটের সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ হয় না, পরন্তু বৃত্তি অন্তরেই থাকে) তাহাই ঘটের পরোক্ষজ্ঞান বলা যায় "ইহা ঘট" অপরোক্ষজ্ঞানের এইরূপ আকার। "ঘট আছে." "উহা ঘট" পরোক্ষজ্ঞানের এইরূপ আকার। স্মৃতিজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও উহা সংস্কারজন্য। অনুমিতি আদি পরোক্ষজ্ঞান প্রমাণজন্য। এইমাত্র প্রভেদ।

প্রমাণ প্রসঙ্গে প্রমাণ নিরূপণ করিতেছি। প্রমাণ ষড়বিধ :— ১ প্রত্যক্ষ, ২। অনুমান, (৩) শব্দ, (৪ উপমান, ৫) অর্থাপত্তি ও (৬) অনুপলব্ধি।

প্রত্যক্ষ* প্রমার কারণকে† প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। অনুমিতি প্রমার কারণকে অনুমান প্রমাণ কহে। শাব্দী প্রমার কারণকে শব্দ প্রমাণ কহে। উপমিতি প্রমার কারণকে উপমান প্রমাণ কহে। অর্থাপত্তি প্রমার কারণকে অর্থাপত্তি প্রমাণ কহে। অভাব প্রমার কারণকে অনুপলব্ধি প্রমাণ কহে।

চার্ব্বাক কেবল এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন। কণাদ ও সুগত [বুদ্ধ] প্রত্যক্ষ ও অনুমাণ, এই দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যকার কপিল প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। ন্যায়কার গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। পূর্ব্বমীমাংসা একদেশী ভট্টশিষ্য প্রভাকর প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ উপমান ও অর্থাপত্তি এই পঞ্চবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। ভট্ট ষড়বিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। বেদান্ত গ্রন্থেও ষট প্রমাণ উক্ত হয়

---

* প্রমাণ জন্য যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা। প্রত্যক্ষাদি ভেদে প্রমা ষড়বিধ। যথার্থ জ্ঞানের উপাদান কারণ অন্তঃকরণ এবং নিমিত্ত কারণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, তথা ইন্দ্রিয়সংযোগ আদি। অবিদ্যার পরিণাম ভ্রমজ্ঞানের উপাদান কারণ অবিদ্যা, এবং নিমিত্ত কারণ সজাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কার, প্রমাতৃদোষ প্রমাণদোষ, প্রমেয় দোষ, অধিষ্টানের সামান্য অংশের জ্ঞান, এবং তিমিরাদি।

† কারণ, অর্থাৎ অসাধারণ কারণ।

(১) অজ্ঞানের জ্ঞাপক বা প্রমার কারণকে প্রমান কহে। নেত্রাদি-ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। ইন্দ্রিয়জন্য যথার্থ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমা কহে। ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়ের সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষপ্রমার উদ্ভব হয়। প্রত্যক্ষপ্রমা দ্বিবিধ ঃ—(১) অভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ, (২) প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ। কেবল ইন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধজন্য জ্ঞান অভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ সামগ্রী সহকৃত সংস্কারজন্য জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ। ঐ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমার প্রত্যেকে আন্তর বাহ্য ভেদে দ্বিপ্রকার। আন্তরপ্রত্যক্ষপ্রমা ও দ্বিবিধ ঃ—(১) আত্মগোচর ও (২) অনাত্মগোচর। আত্মগোচরও দুই প্রকার ঃ—(১) শুদ্ধাত্মগোচর ও (২) বিশিষ্টাত্মগোচর। শুদ্ধাত্মগোচরও দুই প্রকার ঃ—(১) ব্রহ্ম অগোচর ও (২) ব্রহ্মগোচর।

বাহ্যপ্রত্যক্ষপ্রমা শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ জন্য যথার্থজ্ঞান ভেদে পাঁচ প্রকার।

(২) কণাদ ও সুগতমতে কেবল এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিলে, তৃপ্তির জন্য ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, অভুক্তভোজনবিষয়ে তৃপ্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। সুতরাং, ভুক্তভোজনে অনুভূত তৃপ্তি অভুক্তবিষয়ে অনুমানে জানিয়া অভুক্তভোজনে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং, অনুমান প্রমাণ স্বীকার্য্য। অনুমিতিপ্রমার কারণকে অনুমানপ্রমাণ কহে। লিঙ্গজ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। পর্ব্বতে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়া বহ্নির জ্ঞান হয়। সে স্থলে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে লিঙ্গজ্ঞান কহে। সেই লিঙ্গজ্ঞান হইতে বহ্নিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং, পর্ব্বতে বহ্নিজ্ঞান অনুমিতি। অনুমিতি জ্ঞানের বিষয়কে সাধ্য কহে, সুতরাং বহ্নি সাধ্য। ধূমজ্ঞান হইতে সাধ্য বহ্নির জ্ঞান হয়। সুতরাং ধূম লিঙ্গ। ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞান হয়, সুতরাং ব্যাপ্যকে লিঙ্গ ও ব্যাপককে সাধ্য কহে। ব্যাপ্তিযুক্তকে ব্যাপ্য ও ব্যাপ্তির নিরূপককে ব্যাপক কহে। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। তপ্তলৌহে ধূম বিনা বহ্নি থাকে। সুতরাং ধূমের ব্যাপ্য বহ্নি নহে, পরন্তু বহ্নির ব্যাপ্য ধূম। পর্ব্বতাদিতে ধূম প্রত্যক্ষ হয়। তৎপর সংস্কার উদ্ভব হইয়া ব্যাপ্তির স্মৃতি হয়। তৎপর "বহ্নিমান পর্ব্বত" এইরূপ অনুমিতি জ্ঞান হয়।

(৩) সাংখ্যকার কপিল কহেন যে দেশান্তরে যাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে তাহাকে যদি সত্যবাদী কোন পুরুষ আসিয়া কহে, "তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে," তবে (কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিলে) শ্রোতার পিতৃমরণ নিশ্চয় হওয়া উচিত নহে। সুতরাং, শব্দ প্রমাণ স্বীকার্য্য। শাব্দীপ্রমার কারণকে শব্দ প্রমা কহে। শাব্দীপ্রমা দ্বিবিধঃ— (১) ব্যবহারিক ও (২) পারমার্থিক। লৌকিক বাক্য ও বৈদিক বাক্য ভেদে ব্যবহারিক শাব্দীপ্রমা দ্বিবিধ। যেমন, "নীলঘট," বজহস্তঃ পুরন্দরঃ"। বৈদিকবাক্য দ্বিপ্রকারঃ— (১) ব্যবহারিক অর্থবোধক, (২) পরমার্থতত্ত্ববোধক। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সকলকে ব্যবহারিক অর্থ কহে। পরমার্থতত্ত্বকে ব্রহ্ম কহে। ব্রহ্মবোধক বাক্যও দ্বিবিধ—অবান্তর ও মহাবাক্য। অবান্তর বাক্য তৎপদ বা "ত্বম্" পদ অর্থের স্বরূপ বোধক। যেমন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "তৎ" পদ অর্থ বোধক, ও "য এষ হৃদ্যন্ত র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" "ত্বম্" পদ অর্থ বোধক। "তৎ" পদ অর্থ ও 'ত্বম্' পদ অর্থের অভেদবোধক "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য।

আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান, যোগ্যতা জ্ঞান, তাৎপর্য্য জ্ঞান ও আসত্তি* শব্দবোধের হেতু।

(৪) ন্যায়কার গৌতমমতে উপমান চতুর্থ প্রমাণ। "গো সদৃশ গবয়" এই পূর্ব্বশ্রুত বাক্য স্মরণ হইয়া "এই পশুগবয়" এই জ্ঞানের হেতু উপমান প্রমাণ। বেদান্তমতে গবয়ে গোসাদৃশ্য জ্ঞান উপমাণ প্রমাণ এবং গোতে গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান উপমিতি। সাদৃশ্যজ্ঞান জন্য জ্ঞান উপমিতি। সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান। অসঙ্গ, একরস আদি ধর্ম্মে আত্মা আকাশের সদৃশ। আকাশে আত্মার সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান এবং আত্মার আকাশের সাদৃশ্যজ্ঞান উপমিতি। উত্তম জিজ্ঞাসুর অনুকূল সিদ্ধান্তের নির্দ্দোষ উপমিতি উদাহরণ নাই। যখন গুরুবাক্য হইতে তাহার এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে "আকাশাদি সর্ব্বপ্রপঞ্চ গন্ধর্ব্বনগরবৎ দৃষ্ট নষ্ট স্বভাব এবং আত্মা তাহা হইতে বিলক্ষণ স্বভাব, তখন

---

* যোগ্যপদ সমূহের শক্তি বা লক্ষণাবৃত্তিরূপ সম্বন্ধ হইতে ব্যবধান রহিত পদ অর্থের স্মৃতিকে আসত্তি কহে।

আকাশ ও আত্মার তাহার সাদৃশ্য জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। তথাপি, সাদৃশ্য-জ্ঞান জন্য অথবা বৈধর্ম্ম্যজ্ঞানজন্য জ্ঞানকে উপমিতি কহে। যেমন সাদৃশ্য-জ্ঞান হইতে উপমিতি হয়, সেইরূপ বৈধর্ম্ম্যজ্ঞান হইতেও উপমিতি হয়। "দেহাদি বৈধর্ম্ম্যবান্ আত্মা" গুরুমুখে আত্মপদের এই অর্থ শুনিয়া "অনিত্য অশুচি দুঃখ স্বরূপ দেহাদি হইতে বিরুদ্ধ স্বভাব নিত্যশুদ্ধ আনন্দরূপ আত্মা" শিষ্যের এইরূপ উপমিতি জ্ঞান হয়। এই রীতিতে প্রপঞ্চে ব্রহ্মের বিধর্ম্ম বা বিরোধ জ্ঞান উপমান। "প্রপঞ্চ হইতে বিধর্ম্মী ব্রহ্ম" ইহা উপমানপ্রমাণ। সেই উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি জ্ঞান।

৫ প্রভাকরমতে অর্থাপত্তি পঞ্চম প্রমাণ। অর্থাপত্তিপ্রমার কারণকে অর্থাপত্তি প্রমাণ কহে। উপপাদককল্পনার হেতু উপপাদ্য জ্ঞানকে অর্থাপত্তি কহে। উপপাদক জ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমা কহে। উপপাদক, সম্পাদক ও উপপাদ্য, সম্পাদ্য পর্য্যায় শব্দ। যাহা বিনা যে বস্তু সম্ভবে না, তাহার সে বস্তু উপপাদ্য। যেমন রাত্রি ভোজন বিনা দিবা অভোজী পুরুষের স্থূলতা সম্ভবে না। সুতরাং স্থূলতা রাত্রি ভোজনের উপপাদ্য। যাহার অভাবে যে বস্তুর অভাব হয়, তাহা সেই বস্তুর উপপাদক। যেমন রাত্রিভোজনের অভাবে দিবা অভোজীর স্থূলতার অভাব। সুতরাং, রাত্রিভোজন স্থূলতার উপপাদক। অর্থ অর্থাৎ উপপাদক বস্তু, আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা। উপপাদ্য অর্থাৎ যাহাতে অর্থের কল্পনা হয়, তাহার অনুপপত্তি জ্ঞানরূপ প্রমাণ অর্থাপত্তি শব্দ অর্থ।

(৬) পূর্ব্বমীমাংসক ভট্ট মতে অনুপলব্ধি ষষ্ঠ প্রমাণ। অভাব প্রমার অসাধারণকারণকে অনুপলব্ধি প্রমাণ কহে। গৃহাদিতে ঘটাদির অভাব জ্ঞান হয়। সে স্থলে যে পদার্থের প্রতীতি হয় না, তাহার অভাব জ্ঞান হয়। অপ্রতীতিকে অনুপলব্ধি কহে। ঘটের অপ্রতীতি বা অনুপলব্ধি হইতে ঘটের অভাব নিশ্চয় হয়। সেই অভাব দ্বিবিধ :—(১) সংসর্গাভাব ও (২) অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব চতুর্ব্বিধ—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, সাময়িকাভাব ও অত্যন্তাভাব।

অভেদ নিষেধক অভাবকে অন্যোন্যাভাব কহে। অথবা, অত্যন্ত অভাব হইতে ভিন্ন, উৎপত্তিনাশশূন্য অভাবকে অন্যোন্যাভাব কহে। তাহাকেই ভেদ, ভিন্নতা, পার্থক্য কহে।

প্রাগভাব উৎপত্তিশূন্য কিন্তু নাশশূন্য নহে। অনাদি, সান্ত, অভাবকে প্রাগভাব কহে। বেদান্ত সিদ্ধান্তে মায়া অনাদি, সান্ত। পরন্তু মায়া অভাব নহে, সদসৎ হইতে বিলক্ষণ, অনির্ব্বচনীয়। প্রধ্বংশাভাব নাশশূন্য কিন্তু উৎপত্তিশূন্য নহে। সাদি, অনন্ত, অভাবকে প্রধ্বংশাভাব কহে। যেমন, মুদ্গর আদি দ্বারা ঘটাদির ধ্বংশ। মোক্ষ সাদি, অনন্ত। জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, সুতরাং মোক্ষ সাদি। মুক্ত পুনঃ সংসারে আসে না, সুতরাং মোক্ষ অনন্ত। পরন্তু মোক্ষ অভাব রূপ নহে, ভাবরূপ।

উৎপত্তি ও নাশযুক্ত অভাবকে সাময়িক অভাব কহে। অন্যোন্যোভাব হইতে ভিন্ন উৎপত্তি ও নাশশূন্য অভাবকে অত্যন্তাভাব কহে। যেমন বায়ুতে রূপ ও গন্ধের অত্যন্তাভাব। আত্মার রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের অত্যন্ত অভাব। আকাশাদির ন্যায় অত্যন্তাভাব অবিদ্যার কার্য্য ও বিনাশী। সুতরাং অভাব ও নিত্য নহে আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থের নিত্যতা সম্ভবে না।

প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ।

প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে প্রমাণ কহে। স্মৃতি হইতে ভিন্ন, অবাধিত অর্থ বিষয়করণক্ষম জ্ঞানকে প্রমা কহে। স্মৃতিজ্ঞান প্রমা নহে। কারণ প্রমাজ্ঞান প্রমাতার আশ্রিত। স্মৃতিপ্রমা প্রমাতার আশ্রিত নহে, পরন্তু সাক্ষীর আশ্রিত। অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ বৃত্তিরূপ জ্ঞান প্রমাতার আশ্রিত। তাহাকেই প্রমা কহে। স্মৃতি জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে, সুতরাং প্রমাতার আশ্রিত নহে ; এবং প্রমাও নহে। স্মৃতিজ্ঞান অবাধিত অর্থকে বিষয় করণক্ষম হয় বটে। পরন্তু, স্মৃতি হইতে স্মৃতজ্ঞান ভিন্ন নহে। সুতরাং স্মৃতি হইতে ভিন্ন অবাধিত অর্থকে বিষয় করণক্ষম জ্ঞানকে প্রমা কহে। এই লক্ষণে কোন দোষ নাই*।

* প্রমার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রমাণ জন্য যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা কহে। অথবা অবাধিত অর্থকে বিষয় করণক্ষম জ্ঞানকে প্রমা কহে। অথবা, অবাধিত অর্থকে বিষয় করণে স্মৃতি হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা কহে। অথবা যথার্থ অনুভবকে প্রমা কহে। তদ্ভিন্ন জ্ঞানকে অপ্রমা কহে। প্রথম লক্ষণ অনুসারে ঈশ্বর জ্ঞান, সুখাদি গোচর জ্ঞান, স্মৃতিজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান অপ্রমা। ঈশ্বর জ্ঞানাদি যথার্থ অপ্রমা, ও ভ্রমজ্ঞান অযথার্থ অপ্রমা। প্রত্যক্ষাদি ভেদে প্রমাজ্ঞান ষড়্‌বিধ।

স্মৃতি জ্ঞান ও ষট্ প্রমার বিচার পূর্ব্বক কারণ লক্ষণ।

কেহ কেহ স্মৃতিজ্ঞানকেও প্রমা কহেন। তাঁহাদের মতে প্রমা লক্ষণে স্মৃতি হইতে ভিন্ন এই পদ থাকা উচিত নহে; অবাধিত অর্থকে বিষয়করণক্ষম জ্ঞানকেই প্রমা কহে। ভ্রান্তিজ্ঞান অবাধিত অর্থকে বিষয় করে না। পরন্তু বাধিত অর্থকেই বিষয় করে। সুতরাং প্রমালক্ষণে ভ্রান্তিজ্ঞান আসে না। যাঁহারা স্মৃতিজ্ঞান বিষয়েও প্রমা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মতে স্মৃতিজ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি, অবিদ্যার বৃত্তি নহে এবং সাক্ষীর আশ্রিত নহে; পরন্তু প্রমাতার আশ্রিত। কারণ প্রমাতাই অন্তঃকরণ বৃত্তির আশ্রয় সম্ভবে, সাক্ষী নহে। এই রীতিতে কাহারও মতে স্মৃতিজ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি সুতরাং প্রমারূপ; ও কাহারও মতে অবিদ্যার বৃত্তি সুতরাং প্রমারূপ নহে। সকলেরই মতে ভ্রান্তি ও সংশয়জ্ঞান অবিদ্যার স্মৃতি এবং সাক্ষীর আশ্রিত। এ সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে স্মৃতিজ্ঞান ও অবিদ্যার বৃত্তি, এবং সাক্ষীর আশ্রিত; প্রমারূপ নহে কারণ, বেদান্তবেত্তাগণ যে ষট্‌প্রকার প্রমা কহিয়াছেন তাহার মধ্যে স্মৃতিবিজ্ঞান নাই, সুতরাং স্মৃতিজ্ঞান প্রমা নহে।

মধুসূদন স্বামী স্মৃতিজ্ঞান সাক্ষীর আশ্রিত কহিয়াছেন। ষট্‌বিধ প্রমা ও প্রমান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অসাধারণ কারণকে করণ কহে। কারণ দ্বিবিধ—সাধারণ ও অসাধারণ সর্ব্বকার্য্যের কারণকে সাধারণকারণ কহে, যেমন ধর্ম্ম অধর্ম্ম আদি সকল কার্য্যের কারণ। কোন কার্য্যের কারণকে অসাধারণ কারণ কহে। যেমন, দণ্ড ঘট আদি কার্য্য বিশেষের কারণ হেতু, অসাধারণ কারণ। ঈশ্বরও তাঁহার ইচ্ছা আদি- প্রত্যক্ষ প্রমার সাধারণ কারণ।

দ্বিতীয় লক্ষণে যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা কহে ও অযথার্থ জ্ঞানকে অপ্রমা কহে। এই মতে ঈশ্বর জ্ঞান সুখাদি গোচর জ্ঞান ও স্মৃতি জ্ঞান প্রমা এবং ভ্রমজ্ঞান অপ্রমা। পরন্তু প্রাচীন আচার্য্যগণ স্মৃতি হইতে ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা কহেন। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ লক্ষণ তাঁহাদের মতানুসার। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষাদি ষড়বিধ জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ও সুখাদি গোচর জ্ঞানই প্রমা, এবং তদ্ভিন্ন স্মৃতিজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান অপ্রমা।

শুক্তি রজতাদিজ্ঞান স্মৃতি হইতে ভিন্ন অবাধিত অর্থকে বিষয় করে না, পরন্তু বাধিত অর্থকে বিষয় করে, সুতরাং প্রমা নহে। অবাধিত অর্থকে বিষয়করণক্ষম স্মৃতিজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু স্মৃতি জ্ঞানে প্রমা ব্যবহার হয় না।

এ স্থলে আদি শব্দে ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরের প্রযত্ন, কাল, দিক, অদৃষ্ট প্রাগভাব, প্রতিবন্ধকাভাব, এই সাতটি বুঝিতে হইবে।

কারণ ঈশ্বর সকল কার্য্যের আদি কারণ। তিনি ও তাহার ইচ্ছাদি বিনা কোন কার্য্যই হয় না। সুতরাং ঈশ্বরাদি সাধারণ কারণ। নেত্রাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রত্যক্ষপ্রমার অসাধারণ কারণ। সুতরাং তাহারা প্রত্যক্ষপ্রমার কারণ। এই রীতিতে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে।

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

শ্রীরামচন্দ্র।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

অবশেষে রাবণ আপনার মৃত্যুরূপিণী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। সীতাকে লঙ্কায় আনিয়া রাবণ ভাবিলেন, এক্ষণে আর উদ্ধারের উপায় নাই বুঝিয়া সীতা অবশ্যই তাহাকে ভজনা করিবেন, কারণ সীতা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, এই সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কায় মনুষ্যের আসা সম্ভব নয়। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া রাবণ সীতাকে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার সুবর্ণ ও স্ফটিক নির্ম্মিত অট্টালিকাস্তবক হস্তিদন্ত ও রৌপ্য গঠিত গবাক্ষনিচয় অসংখ্য মনোরম উদ্যান এই সমস্ত সীতাকে প্রদর্শন করাইলেন, এবং তাহাকে সহস্র সহস্র দাসী, বহুমূল্য মনোহর অলঙ্কারনিচয় এবং বিশাল রাজ্য সমুদায়ই প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এমন কি রাবণ যে মস্তক দ্বারা কখনও কোনও রমণীর পদতল স্পর্শ করেন নাই সেই মস্তক পর্য্যন্ত জানকীর পদতলে স্থাপন করিলেন। কিন্তু সীতা কিছুতেই বিচলিতা নহেন। তাহার দেহ মাত্র লঙ্কায় আসিয়াছে, প্রাণ মন রামচন্দ্রের সমীপে রহিয়াছে। কেই বা এই সকল দেখে, কেই বা এ সকল শোনে?—বহুক্ষণ পরে তিনি রাবণকে বলিলেন—

"যদিও অবধ্য তুই দেব অসুরের
কিন্তু তুই বধ্য মূঢ়, বীর শ্রীরামের।
তাঁহার সহিত তুই করি বৈরাচার,
কিছুতেই এবে আর না পাবি নিস্তার।"

সীতার এইরূপ দৃঢ়তা ও এইরূপ বাক্য শ্রবণে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—

"শুন সীতে, আমি তব অপেক্ষা করিয়া
রহিব দ্বাদশ মাস কহি বিশেষিয়া।
যদি তুমি এতদিনে না চাও আমারে,
অনুকূল দৃষ্টি দানে, তাহলে তোমারে
খণ্ড খণ্ড করিবেক পাচকনিচয়—
প্রাতর্ভোজন তরে মম, সুনিশ্চয়।"

অনন্তর রাবণ, কতকগুলি রাক্ষসীর উপর সীতার রক্ষাভার অর্পণ পূর্ব্বক, তাহাকে অশোকবনে রক্ষা করিলেন, এবং রাক্ষসীগণকে ভয়, মৈত্র প্রদর্শন দ্বারা সীতাকে বশীভূত করিতে বলিলেন।

ব্রহ্মা জানকীর দুঃখ দর্শনে, ইন্দ্রকে তাহার সান্ত্বনার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রদত্ত স্বর্গীয় আহার্য্যে জানকী পুষ্টদেহে ছিলেন, অশোকবনে অনশন নিবন্ধন তাহার বিশেষ ক্লেশ হয় নাই।

এদিকে রামচন্দ্র মায়ামৃগ বধ করিয়া জানকীর জন্য চিন্তাকুলিতচিত্তে কুটীরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন, কারণ মারীচের মৃত্যু সময়ের হাসীতে 'হা! লক্ষণ" বাক্য তাহার হৃদয় চমকিত করিয়াছিল; এমন সময়ে পথিমধ্যে লক্ষণকে দর্শন করিয়া, তাহার হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত অস্থির হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি লক্ষণকে বলিলেন—

লক্ষণ সীতারে রাখি এখানে তোমার
আসা ভাল হয় নাই বিচারে আমার
না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবে
সীতারে ফেলিয়া এলে বল ও কি ভেবে?
বামচক্ষু হইতেছে স্পন্দিত সদাই
ইথে যেন বোধ হয় সীতা যেন নাই।"

লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন, রামচন্দ্র বুঝিলেন—সকলি নিয়তি! যখন তাঁহারা কুটীর সমীপে আগমন করিলেন তখনই রামচন্দ্রের প্রাণ বলিল সীতা নাই—রামচন্দ্র সীতা! সীতা! বলিয়া অনেক ডাকিলেন কিন্তু কে উত্তর দিবে?—সীতা নাই—কুটীর শূন্য—রামচন্দ্রের মৃণ্ময় কুটীর শূন্য—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কুটীর শূন্য—তিনি মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি যাহা সম্মুখে দেখিলেন সকলকেই জিজ্ঞাসিলেন সীতা কৈ?—সকলেই যেন প্রত্যুত্তরে বলিল সীতা কৈ?—রামচন্দ্র গোদাবরীতীরে গমন করিয়া কলনাদিনী গোদাবরীকে জিজ্ঞাসিলেন! "সীতা কৈ?"—কিন্তু গোদাবরী কিছুই স্পষ্ট বলিল না—তাহার কলতরঙ্গ যেন সবিনয়ে বলিল "সীতা কৈ? রামচন্দ্র আবার কানন মধ্যে আসিলেন, দেখিলেন একদল মৃগ বিচরণ করিতেছে—তাহাদের সমক্ষে কাতর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন "সীতা কৈ?"—তাহারা দক্ষিণাভিমুখে মুখ ফিরাইয়া যেন রামচন্দ্রকে গন্তব্য দিক দেখাইয়া দিল। রামচন্দ্র সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। কিয়ৎদূরে গমন করিয়া ভয়ানক যুদ্ধ চিহ্ন তাহার নয়নগোচর হইল। এই স্থানে রাবণ ও জটায়ুতে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই স্থানে রামচন্দ্র সীতার কণ্ঠস্থ মাল্য ও অলঙ্কার দর্শন করিয়া এতই অধীর হইলেন যে শরাসনে জ্যারোপন পূর্ব্বক শরযোজনা করিয়া বলিলেন—যে আমার সীতাকে হরণ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই এই ত্রিভুবনের কোনও স্থানে আছে, আজ এই সুতীক্ষ্ণ শরানলে জগৎ নষ্ট করিয়া সেই পাপাচারকে বিনষ্ট করিব। লক্ষণ রামচন্দ্রের উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—

"কোমল স্বভাব আর্য্য ছিলে তুমি আগে,
সবার শ্রেয়ার্থী ছিলে সরলানুরাগে,
কিন্তু এবে কেন হেন ঘটিল বিকার?
রোষে প্রকৃতিরে কেন কর পরিহার?
যেমন সূর্য্যের প্রভা, লাবণ্য শশীর,
যেমন বায়ুর গতি, ক্ষমা পৃথিবীর,
সেইরূপ যশঃ তব, হে যশোনিধান,

নিয়ত সুন্দররূপে আছে বিদ্যমান
এহেতু একের দোষে লোকবিনাশন
উচিত না হয় তব!”

লক্ষণের সান্ত্বনাবাক্যে রাম আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। পুনরায় উভয়ের সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎদূর গমন করিবার পর জটায়ু তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। পক্ষীরাজের দেহ রক্তাপ্লুত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র হঠাৎ তাঁহাকেই জানকীর বধ কর্ত্তা মনে করিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু জটায়ু, রাবণের সহিত স্বীয় যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তৎপরে তাহার প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করায়, দুই ভ্রাতায় তাহার দেহের সৎকারসাধন করিয়া পুনরায় সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে এক বিকট রাক্ষস তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় ভ্রাতায় তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিবামাত্র, সে পাপমুক্ত হইল। তাহার ইচ্ছানুসারে রামলক্ষণ তাহার রাক্ষস দেহ দগ্ধ করিয়া দিলেন। অগ্নি হইতে সে দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল।

“শ্রীদানব জনক আমার
দনু মোর নাম, রূপ সৌন্দর্য্য অপার
এক্ষণে তোমরা দেখ মোর যে আকার,
সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপে হল এ প্রকার।
হে রাম, সুগ্রীব নামে এক মহাবীর
বানর আছেন, আমি জানি তাহা স্থির।
সে সুগ্রীব ঋক্ষবজঃ কপির ক্ষেত্রজ
সূর্য্যের ঔরস পুত্র, বালির অনুজ,
ইন্দ্রের তনয় বালি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর
অতিশয় বলী তিনি জানে ত্রিসংসার
সে বালি রাজ্যের তরে হয়ে ক্রোধযুত
সুগ্রীবেরে করিয়াছে দূরে বিতাড়িত।

এক্ষণে সুগ্রীবকপি পম্পার কূলেতে
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপরি ভাগেতে
চারিটি কপির সনে করিছেন বাস
সদা তার মনে জাগে বালির সন্ত্রাস ;
সেখানে গমন করি অনিষ্ট ঘুচাতে
অগ্নি সাক্ষী করি তার হাতে তব হাতে
একত্র করিয়া কর মিত্রতা বন্ধন
তাহলেই হবে তব বিপদ মোচন।

এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক পথ বর্ণনা করিলেন। এবং পথে শবরী নামা একটি তাপসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। এবং বারবার সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে বলিয়া কবন্ধ দিব্য দেহে স্বর্গে প্রস্থান করিলে।

উভয় ভ্রাতার কিয়ৎদূর গমন পূর্ব্বক শবরীর সাক্ষাৎ পাইলেন, এবং তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন। শবরী অগ্নি প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, তাঁহারা আরও কিয়ৎদূরে গমন করিয়া পম্পাতীরে উপনীত হইলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়।

সতী সীতা।

যখন বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন অঙ্গীকার করেন সেই সময় দেবগণও ঋক্ষ প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন একথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল দিব্যদেহধারীগণ স্বেচ্ছায় স্ব স্ব দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহারা পশুদেহধারী হইলেও যে যথার্থও পশু ছিলেন না তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবেক। অন্যান্য জাতীয়গণের মত হিন্দুগণ পশু দেহকে হেয় জ্ঞান করেন না, নর দেহ ও পশু দেহ মধ্যে তাহাদের মতে অত্যন্ত পার্থক্যজনক সীমা নাই ; দেহ পঞ্চভূতাত্মকই জড়পিণ্ডবর্ত্ত আর কিছুই নয়, পশু দেহেও সময়ে দৈবীশক্তির সত্ত্বা অসম্ভব নহে। মনুষ্য, পশু উদ্ভিদ স্বতন্ত্র সীমায় চিহ্নিত রাজ্য নহে। এসমুদাই অনন্ত প্রাণের বিকাশ মাত্র। সুতরাং—

"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥"

এ মহাবাক্য তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থেই বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যই যে অধিকারী আর অপরে অধিকৃত একথা তাহারা কখনই বলেন না। সমস্ত বিশ্বই এক সূত্রে বাঁধা—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥"

ইহাই তাঁহাদের ভগবদ্বাক্য। আমি সকলের আশ্রয় সকলে আমার আশ্রয় ইহাই তাঁহাদের মহাশিক্ষা! ইহার ফল অতি মহৎ—সর্ব্বভূতে দয়া!—কিন্তু আজ এসকল সত্য হইতে ভারত অনেক দূরে আসিয়াছে বলিয়াই তাহাদের এই দুরবস্থা! তাই তাহাদের আর সে শক্তি নাই, তাই তাহারা এখন অধমকে উৎপীড়ন করাই পুরুষার্থ মনে করে। তাই তাহারা নিজেও প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

পম্পাতীরে উপনীত হইয়া পম্পার মনোহর শোভা—স্বচ্ছসলিল মৃদুল বায়ু, সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে আমোদিত দিকচয় দর্শনে রামচন্দ্রে সীতা শোক প্রবর্দ্ধিত হইল। এইরূপ দৃশ্যসকল যখন তিনি সীতার সহিত দর্শন করিতেন তখন তাহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত হইত। লক্ষ্মণ তাঁহাকে শোকাকুল দর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন—

"শোক সম্বরণ কর বুদ্ধিমান
মঙ্গল হইবে তব;
তোমা হেন জনে এত অধীরতা
কভু কি হয় সম্ভব!
পাপস্পর্শ নাহি থাকিলেও, আর্য্য
শোকার্ত্ত জনের জ্ঞান
হ্রাস হয়ে যায়, তা জেনেও তবে
কেন হেন মতিমান?
বিচ্ছেদের ভয় মনে আঁকি এবে
সুপ্রিয় জনের স্নেহে

হওগো বিরত স্থির কর চিত
কেন দুঃখ সহ দেহে ?
দীপবর্ত্তি আর্দ্র হইলেও তবু
অতিমাত্র তৈল পেলে
দগ্ধ হয়ে থাকে জান তাত তুমি
আজি কি ভুলি গেলে ?
উৎসাহ কেবল কার্য্য সাধনের
প্রধান উপায় বীর !
এর চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ বল নাই
জানি আমি মনে স্থির।
এই জীব লোকে উৎসাহী জনের
দুর্লভ কিছুই নয় ;
কোন বিষয়েই বিষন্ন তাঁহারে
হইবে কভু না হয়।
এক্ষণে আমরা উৎসাহেরে শুধু
যতনে আশ্রয় করি।
জানকীরে লাভ করিব করিব
অবশ্যই রক্ষ অরি।
শোক পরিহর হ'য়োনা অধীর
এসময়ে ধৈর্য্য চাই,
সুশিক্ষিত আর উদার হইয়া
মোহ তব সাজে নাই।"

রামচন্দ্র, লক্ষণের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, মন হইতে শোক ভার দূরীভূত করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নপর হইতে চেষ্টিত হইলেন।

এদিকে সুগ্রীব ও তাঁহার সহচরগণ দূর হইতে যোদ্ধৃবেশাধারী দুইজন বীরকে আগমন করিতে দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। সুগ্রীব তাঁহাদিগকে, বালীপ্রেরিত মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কারণ সুগ্রীব বড় সাহসী

ছিলেন না সুতরাং বিপদের আশঙ্কা ঘটিলেই তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু পবন পুত্র হনুমান, তাঁহার মন্ত্রীগণের মধ্যে সাহসী ও অত্যন্ত চতুর ছিলেন। তাহার তুল্য বলশালী, বানর দলের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল; তিনি বিজ্ঞোচিত সান্ত্বনা বাক্যে যূথপতিকে সুস্থ করিলেন, এবং নিজেই পরিচয় গ্রহণার্থ বীরদ্বয়ের সম্মুখে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর তিনি, তাপসবেশে, রামলক্ষণের সম্মুখে উপনীত হইয়া বিনীত বচনে, তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজের পরিচয়ও প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—

"বল মোরে কে তোমরা বীর দুইজন?
সুধীর তাপস সম ব্রত পরায়ণ
বল এবে কি কারণে আসিলে এখনে
চীরধারী ব্রহ্মচারী তোমরা দুজনে?
তোমরা সুরূপ আর বীর অতিশয়
তোমাদের রূপে এই গিরি শোভাময়।
দেখ এই ঋষ্যমুক পর্ব্বত উপর,
সুগ্রীব নামেতে কোন বীর কপিবর
করিয়া থাকেন বাস, ধার্ম্মিক সুজন
কপিগণ অধিপতি সত্য পরায়ণ;
এবে আমি তাঁহারই নিয়োগে কেবল
আসিলাম এই খানে, বীর মহাবল!
পবন তনয় আমি জাতিতে বানর,
হনুমান নাম মম, শুন বীরবর!
ধার্ম্মিক সুগ্রীব এবে তোমাদের সনে
মৈত্রীভাব স্থাপিবারে আশা কৈলা মনে।
আমি তার মন্ত্রী, মম গতি কোনখানে
প্রতিহত নাহি হয় জানে সর্ব্বজনে।

হনুমানের মধুর বচনে শ্রীরামচন্দ্র বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহার যে উদ্দেশ্যে ঋষ্যমুকে আগমন হনুমান তাহারই পূরণের সূচনা করিয়াছেন,

সুতরাং তিনি লক্ষ্মণকে, ইহার উপযুক্ত অভয় প্রদানের ভার অর্পণ করিলেন, এবং তাহাদের অধিপতির সৌভাগ্য উদয়ের যে আর বিলম্ব নাই তাহাও বলিতে বলিলেন　লক্ষ্মণ হনুমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—

"বিদ্বন্, মহাত্মা সুগ্রীবের গুণচয়
আমাদের অবিদিত নাহি সুনিশ্চয়।
আমরা দুজনে এবে তাঁরি অন্বেষণ,
করিতেছি বনে বনে করি পর্য্যটন।
তুমি তাঁর বাক্য ক্রমে কহিলা যে কথা,
আমরা অবশ্য তাহা করিব সর্ব্বথা।"

তৎপরে তিনি সীতা হরণ বার্ত্তা বলিয়া, রামচন্দ্র যে সুগ্রীবের সাহায্য প্রার্থী তাহা বিশেষ করিয়া বলিলেন। হনুমান লক্ষণের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন ইঁহারা সাহায্য করিলে, সুগ্রীব সহজেই কিষ্কিন্ধার সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর নিজ আকার পরিবর্ত্তিত করিয়া বিরাট কপিদেহ ধারণ পূর্ব্বক উভয় স্কন্ধে রাম ও লক্ষণকে গ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে সুগ্রীব সমীপে উপনীত করিলেন। তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীবকে তাঁহাদের বিবরণ জ্ঞাপন পূর্বক, বুঝাইয়াদিলেন, যে তাহাদের পরস্পরেরই পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীব পরস্পরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া বন্ধুতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। উভয়েই আপনাকে যথোচিত লাভবান মনে করিয়া, উপবেশন পূর্বক বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত হইলেন।

সুগ্রীব বলিলেন, সম্প্রতি রাবণ একটী সুরূপা কামিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই নারী কাতর স্বরে রাম ও লক্ষণের নাম গ্রহণ পূর্বক রোদন করিতেছিলেন। তিনি এই স্থানে তাহার অঙ্গের উত্তরীয় ও আভরণ ক্ষেপণ করিয়া ছিলেন, সেই সমুদায় অলঙ্কার আমরা গ্রহণ পূর্ব্বক যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। অনন্তর সুগ্রীবের আদেশে সেই অলঙ্কার, গুহা মধ্য হইতে আনীত হইলে, রামচন্দ্র সেই গুলি চিনিতে পারিয়া বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন তিনি অনর্গল নেত্রাসার বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—

প্রাণের লক্ষণ !
হরণ সময়ে হায়, জানকী আমার
দেহ হতে খুলি উত্তরীয় অলঙ্কার
ফেলিলা ভূতলে। এই কর নিরীক্ষণ
তৃণাবৃত ভূমে ইহা করিয়া ক্ষেপন।
তা নহিলে এই গুলি পূর্ব্বের মতন
অবিকৃত না থাকিত ভাই কদাচন।

লক্ষ্মণ বলিলেন "আর্য্য, আমি তাহার কেয়ূর কিম্বা কুণ্ডল চিনি না, কিন্তু প্রতিদিন তাহার চরণে প্রণাম করিতাম সেই জন্য এই নুপুর দ্বয় উত্তমরূপে চিনিতে পারিতেছি।" অতঃপর সুগ্রীব অঙ্গীকার করিলেন যে সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করিবেন রামচন্দ্রও সুগ্রীবকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অঙ্গীকার হইলেন।

পরদিন সুগ্রীব, আপনার বৃত্তান্ত, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সমীপে ব্যক্ত করিলেন। বালী জ্যেষ্ঠ, তিনি পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। একদা মায়াবী নামক একজন অসুর তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তিনি সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া মায়াবীর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন, মায়াবী এক গহ্বরে প্রবেশ করে; বালী ও সুগ্রীবকে প্রহরী রাখিয়া তাহার অনুগমন করেন। বালী গুহামধ্যে প্রবেশ করিবার পর একবৎসর পর্য্যন্ত সুগ্রীব গুহাদ্বারে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে ভ্রাতাকে মৃতজ্ঞান করিয়া গুহাদ্বারে একখণ্ড প্রস্তর ক্ষেপন পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করেন। যাহা হউক বালী অসুরকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যখন গহ্বরের মুখ প্রস্তর বদ্ধ দেখিলেন তখন অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন পূর্ব্বক, সুগ্রীবকে সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া তাহার রোষের আর ইয়ত্তা রহিল না। সুগ্রীবের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন এবং তাঁহার পত্নীকে নিজে গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি সুগ্রীব গৃহ শূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। এতদিনে বোধ হয় তিনি রামচন্দ্রের সাহায্যে ভ্রাতাকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যাধিকার করিতে সমর্থ হইবেন।

ক্রমশঃ।

ভারতীয় কথা

পূর্ব্বভাষ।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কহিলেন "হে ভগবন্! আমি এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, যাহাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের সার, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিরূপন, জরা ব্যাধি মৃত্যুভয় ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের এবং চতুর্বিবধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের নানাশাস্ত্রোক্ত আচার বিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও যুগচতুষ্টয়ের প্রমাণ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-বিবেক ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম্ম, এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্ব্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, দুর্গ, সেনা, ব্যূহরচনাদি যুদ্ধ কৌশল, বাক্য বিশেষ জাতি বিশেষ, লোকযাত্রা বিধান কথিত হইবে, অথচ যিনি এই অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন সেই পরম ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবেন"।

এই পরম পবিত্র মহাকাব্যই মহাভারত। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই মহাভারতসূর্য্য নিখিল মানবমণ্ডলীর তমোনাশ করিয়াছে, বেদব্যাস প্রণীত এই চতুর্ব্বেদার্থ প্রতিপাদিনী পুণ্য সংহিতা মহাপুরাণ স্বীয় শ্রুতি জ্যোৎস্নায় মানব বুদ্ধির বিকাশ করিতেছে—এই মহা ইতিহাস-প্রদীপের আভায় অখিল ভুবনগৃহের তমোরশ্মি বিদূরিত হইয়া উজ্জ্বলালোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমরা এই মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে যাইতেছি, আমরা মহাভারত মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইতেছি। সমুদ্র মন্থনের ফল সকলের সমান হয় নাই। মহাদেবের ভাগ্যে গরল উঠিয়াছিল। আমাদের বিশেষ সতর্ক হইয়া এই মহাসমুদ্র মন্থন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে।

মনের ভাব পবিত্র রাখিয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে। গ্রন্থ উত্তম রূপে ধারনা এবং উত্তমরূপে অধিগত করিতে চাহিলে মনোবৃত্তি গুলিকে শুদ্ধরাখা চাই। কারণ মনের গতির সহিত গ্রন্থ অধ্যয়নের সম্বন্ধ অতি সংশ্লিষ্ট। মন আবশ্যকমত প্রস্তুত থাকিলে গ্রন্থ অধিগমন অতিসহজ হইতে পারে, কিন্তু যদি মনের ভাব বিপরীত দিকে থাকে তাহা হইলে অধ্যয়ন পথ অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠে। কোন বস্তু দেখিতে হইলে আমরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই দেখিয়া থাকি, নয়ন নিমীলিত করিয়া দেখিলে কেবল অন্ধকারই বোধ হয়। আমাদের সম্মুখ দৃষ্টিই প্রয়োজন, পশ্চাৎ দৃষ্টিতে কোন ফলই হয় না। কিরূপে কোন প্রণালীতে অধ্যয়ন করা উচিত, এবং গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট স্বীকৃত বিষয়গুলি কি, এই সকল আমাদের প্রধানতঃ জানা আবশ্যক। এবম্বিধ জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তি গুলি প্রস্তুত হইয়া আসিবে এবং পরে তাহাদের গতি শুদ্ধমার্গে রাখিয়া আমরা সহজে অধ্যয়ন করিতে পারিব। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা এই গ্রন্থ অধ্যযন করিতে পারিব তাহা আমাদেব প্রথমতঃ নির্ব্বাচন প্রয়োজন। পরে একটী একটি করিয়া "পর্ব্ব" অধ্যয়ন করিব এবং তৎসন্নিবেশিত প্রধান প্রধান ঘটনা পুষ্প-গুলি চয়ন করিয়া একটি নিয়মিত কথাযুথিকা গাঁথিব। গ্রন্থ খানি বিস্তারিত ভাবে পাঠ করিতে হইবে, এই গ্রন্থে কি শিক্ষা দিতেছে, ইহাতে কোন্ প্রকার ব্যক্তিগণের উপাখ্যান কথিত হইতেছে, কোন্ কার্য্য করিতেই বা চেষ্টা করিতেছেন, দেবগণ তাঁহাদেব কার্য্যে কিরূপে সহায়তা করিতেছেন আর কিরূপে বা বাধা দিতেছেন ও লিপিবদ্ধ ঘটনা গুলিতে দেবতার ক্রিয়া কিরূপে বিকাশ পাইতেছে, এই সকল গূঢ়ার্থ আমাদের বিশেষ রূপে অবধান করিতে হইবে।

সংসারে আমরা নানা প্রকার ব্যক্তির সহবাসে নীত হই। অনেক লোক এমত দেখাযায় যাঁহারা দেবগণ কর্ত্তৃক ঘটনা চক্র নিরূপন এবং জগতের পরিচালন বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা রাখেন না, তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র পুরাণ ইত্যাদির ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সুতরাং তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার কিছুই আশ্চর্য্য

নহে। কিন্তু প্রতি হিন্দু বালকের মানসকুসুম এই সকল কীটের দংশন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যেন ইঁহাদের অত্যাচার বালকদের মনোবিকাশ ও বুদ্ধি বিকাশের ব্যতিক্রম না ঘটায়, যেন কুপথে পড়িয়া তাঁহারা কর্দ্দমাক্ত না হয়েন—যেন অকূলে পড়িয়া পথহারা না হয়েন। প্রতি হিন্দু বালকের নিজধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যায়ন এবং যথোচিত জ্ঞানার্জ্জন জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রথমতঃ চতুর্দ্দিকে জ্ঞানের ও বিশ্বাসের প্রাচীর দিলে, নিন্দুক, মূর্খগণের অন্যায় অভিযোগ কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়নে নিজে শাস্ত্রবলে বলী হইলে আর বৃথা গোলমালে বিচলিত হইবার ভয় থাকিবেনা; তখন উপরন্তু ঐ গোলমালে যদি কিছু অর্থ থাকে তাহা লইয়া অনর্থ গুলি বিষবৎ ত্যাগ করিবার ক্ষমতা হইবে। তখন বলিতে পারিবেন "গোলে মাল মিশাযে আছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ

মহাবিদ্যা।

মহৎ ও বিদ্যা এই দুইটি শব্দের যোগে মহাবিদ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ঈশ্বর অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,

মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানং ততো ভবতি ভারত।
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনি রহং বীজপ্রদ পিতা।

ভগবদ্গীতা ১৪ অ। ৩।৪

মহদ্ব্রহ্ম আমার বীজ নিষেক ক্ষেত্র, তাহাতে আমি গর্ভাধান করি; হে ভারত তাহা সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয় বিবিধ জীব যোনিতে যে

সমস্ত মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, মহদ্ব্রহ্ম সেই সকলেরই উদ্ভব স্থান এবং আমি বীজপ্রদ পিতা।

ভগবান গীতাশাস্ত্রে এই যে মহৎযোনির কথা বলিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্রে উঁহাকেই মহাকালী বলা হইয়াছে।

মহদ্‌যোনেরাদি শক্তে মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণং।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ; ১৩ উল্লাস।১।

সাংখ্য শাস্ত্রে এই মহদ্যোনির নাম মূল প্রকৃতি। এই মূল প্রকৃতি বা মহৎযোনি বা মহাকালী, অব্যক্ত অনাদি, অনন্ত ও নিরাকার। যে বিদ্যা দ্বারা ইহাঁকে জানা যায় উহার নাম মহাবিদ্যা। বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রে এই নিরাকারা প্রকৃতিকে তথাগত গর্ভ বলা হইয়াছে। এই ধর্ম্মকায়াই ঈশ্বরের বীজ নিষেক ক্ষেত্র এবং ইহাই তাঁহার কারণ শরীর। ঈশ্বর যে যোনিতে বীজ নিষেক করেন উহা তাঁহার আত্মযোনি।

* * স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্

আধত্তবীজং সাস্ত মহত্তত্বং হিরণ্ময়ং।

শ্রীমদ্ভাগবত ; কপিল দেহেতি।

মূল প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ এবং উহাই তাঁহার বীজনিষেক ক্ষেত্র ; এই যে বিদ্যা ইহারই নাম মহাবিদ্যা। ঈশ্বরের এই কারণ শরীরকে তন্ত্রে কারণবারি বলা হইয়া থাকে। এই কারণাবরি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধাতু। বৌদ্ধমহাযান শাস্ত্রে ইহাকে আদি ধর্ম্মধাতু বলা হয়। শ্রীমতী ব্লাভাট্‌স্ কি এই আদি ধর্ম্ম ধাতুকে seventh principle বলিয়াছেন। এই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আদি ধর্ম্মধাতু ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর পদার্থ। যোগী ধর্ম্মকায়া সমাধিলাভ করিয়া এই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ধাতুর স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে এই ধর্ম্মকায়া সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোগীর এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি অবস্থায়, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা স্বরূপ জগজ্জননীর যে প্রসান্ত সাগর সদৃশ রূপ, সেই রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। সমাধির পূর্ব্ব অবস্থায়, অর্থাৎ যোগীর ধ্যানের অবস্থায় ভগবতী কোন সাকার রূপ ধরিয়া তাঁহার হৃদ্‌পদ্মে অধিষ্ঠিত

হইয়া দেখা দেন। এই সমস্ত সাকার রূপ, জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া এই সমস্ত রূপকে দিব্যরূপ বলা হইয়া থাকে। ধ্যেয়রূপ যখন অরূপ সাগরে লয় হয় তখন যোগী তাঁহার সাকার ইষ্ট দেবতার রূপের লয় স্থানের সন্ধান পান এবং ঐরূপের সাহায্যে সমাধিগম্যা পরমা প্রকৃতিকে চিনিয়া থাকেন। ইষ্ট দেবতার রূপ নিজে লয় হইয়া অরূপা প্রকৃতিকে দেখাইয়া দেন এইজন্য ঐরূপকেই বিদ্যারূপ বলা হইয়া থাকে। যোগী জ্ঞাতা, প্রকৃতি জ্ঞেয় এবং যোগীর চিত্ত যে রশ্মি দ্বারা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত উহাই জ্ঞান রশ্মি। যোগী, প্রকৃতিতত্ত্ব চিন্তা করিতে গিয়া ধ্যানকালে ইষ্টদেবতার যেরূপ দেখেন, উহা এই একটি জ্ঞান রশ্মিকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হয়। এই জ্ঞান রশ্মিই বুদ্ধিতত্ত্ব; এই জ্ঞান রশ্মির বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ইষ্টদেবতার বর্ণভেদ হইয়া থাকে; এবং সাধকের কর্ম্মভেদে ইষ্টদেবতার ভেদ হইয়া থাকে। আমরা এই যে জ্ঞান রশ্মির কথা বলিলাম ইহারই নাম কুণ্ডলিনী শক্তি। শ্রীমতী ব্লাভাটস্কী এই কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন It is a ray of the Buddhic principle.

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ভগবদ্গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানযোগ

রক্ষিতে সুকৃত নরে, নাশিতে দুষ্কৃতে
ধর্ম্ম সংস্থাপিতে (ভবে), জন্মি যুগে যুগে। ॥ ৮ ॥
(লৌকিক কল্যান কল্পে) অলৌকিক মম
(স্বেচ্ছাকৃত) জন্ম, কর্ম্ম (ধর্ম্মরক্ষাহেতু),—
এতত্ত্ব নিগূঢ়রূপে যে পারে বুঝিতে,
সে জন, অর্জ্জুন! দেহ ত্যাগ অন্তে (কভু)

না লভে জনম পুনঃ, লভে সে আমারে। ॥ ৯ ॥
ত্যজি রাগ-ভয়-ক্রোধ, মজি একচিতে
আমাতে, আশ্রয় করি আমারে (অনিশ),
(আমার প্রসাদলব্ধ) জ্ঞানের প্রভাবে
তথা (নিজ ধর্ম্মচর্য্যারূপ) তপোবলে (৫)
লভি শুদ্ধি (৬) [পরিহরি অন্যরূপতপঃ],
অর্জ্জিলা অনেকে মম সাযুজ্য পদবী ;
(এ ভক্তি পদ্ধতি মম নহে আধুনিকী)। ॥১০॥
(কি কামী কি কাম ত্যাগী সর্ব্বে সম মম,
সকলের পক্ষে আমি সমভাব ধরি ;)
যে মোরে যে ভাবে (৭) ভজে, (৮) ভজি (৯) আমি তারে
সেই ভাবে (অপেক্ষিত ফল অনুগ্রহি,—
মুক্তি—অর্থীজনে মুক্তি, জ্ঞান জ্ঞানার্থিরে,
ভোগেচ্ছুরে ভোগ,—তথা আর্ত্ত—আর্ত্তিহরি)

---

(৫) জ্ঞানের প্রভাবে * * * * * * তপোবলে—জ্ঞানতপসা, জ্ঞান পরমাত্মবিষয়ক তাহাই তপঃ, (কর্ম্মধারয়) শঙ্কর। Fire of wisdom—A. B. স্বামী জ্ঞান ও তপঃ এই দুই শব্দের সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এস্থলে তাহাই অনুসৃত হইল।

(৬) শুদ্ধি,—"পূতা," অজ্ঞান ও তৎকার্য্য মলের অপগমে শুদ্ধি লাভ হয়। স্বামী।

(৭) যেভাবে—"যথা," যে প্রকারে সকাম বা নিষ্কামরূপে, স্বামী। যে প্রকারে, যে ফলের অর্থী হইয়া,—শঙ্কর।

(৮) ভজে—"প্রপদ্যন্তে"—ভজনা করে, (ভজন্তি), মধুসূদন ও স্বামী। Approach me—A. B.

(৯) ভজি—"ভজামি," অপেক্ষিত ফলপ্রদান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করি। স্বামী।

হে পার্থ! মানবকুল (দেবকুল সেবে
বিবিধ বিধানে, কিন্তু) সকল বিধানে
আমারি ভজন বর্ত্ম মাত্র অনুবর্ত্তে ;—
(যেহেতু দেবতারূপে মানবের সেব্য
আমিই (১০), বিশ্বাত্মা আমি—বিশ্বরূপ আমি)। ॥১১॥
(সকল মানুষে তবে বাঞ্ছি মুক্তিপদ
কেন নহে আমাসেবী? হেতু বলি শোন,)
কর্ম্মজ ফলের সিদ্ধি এ মানুষলোকে
অনতিবিলম্বে (১১) ঘটে (, না ঘটে তেমতি
জ্ঞানজ কৈবল্য সিদ্ধি অনতি বিলম্বে (১২) ;
তেঁই লোকে নরলোকে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
না সেবি আমারে,) সেবে (ইন্দ্র-অগ্নি-আদি)
দেবতা নিকরে, বাঞ্ছি কর্ম্মফল সিদ্ধি। ॥ ১২ ॥

---

(১০) ৭ অঃ ১৬।২২ শ্লোক, ৯ অঃ ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১১) অনতি বিলম্বে—"ক্ষিপ্রং" শীঘ্র। শঙ্কর।

ভগবান্ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন "ক্ষিপ্রংহি মানুষে লোকে ইতি বিশেষণাৎ অন্যেষ্বপি কর্ম্মফল সিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্, মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্মনীতি বিশেষঃ। তেষাঞ্চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি"। ইহার অর্থ এই, "এমানুষলোকে অনতি বিলম্বে" এই বিশেষণ দ্বারা ভগবান অন্য লোকেও কর্ম্মফলের সিদ্ধি হয় ইহা দেখাইয়াছেন ; মানুষ লোকে বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্ম সকল রহিয়াছে এই বিশেষ। সেই বর্ণাশ্রমাদির অধিকারী দিগের কর্ম্মের ফলসিদ্ধি, অনতি বিলম্বে ঘটে।

মধুসূদন লিখিয়াছেন, "মানুষে লোকে কর্ম্মফলং শীঘ্র ভবতীতি বিশেষণাৎ অন্যলোকেঽপি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কর্ম্মফল সিদ্ধি ভগবতা সূচিতা"। ইহার অর্থ এই, মানুষ লোকে কর্ম্মফল শীঘ্র হয় এই বিশেষণ দ্বারা অন্যলোকেও বর্ণাশ্রম ব্যতিরেকে কর্ম্মফল সিদ্ধি হয় ভগবান্ ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১২) "জ্ঞান ফল মন্তঃকরণ শুদ্ধি সাপেক্ষত্বাৎ ন ক্ষিপ্রং ভবতি" অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধি সাপেক্ষ বলিয়া জ্ঞানফল শীঘ্র ঘটেনা, মধুসূদন।

সৃজিনু (মানব লোকে) চারিবর্ণে আমি
গুণকর্ম্মভাগক্রমেঃ (যথা, সত্ত্বাধিক্যে
ব্রাহ্মণে, যাহার কর্ম্ম শম-দম-আদি ;
সত্ত্ব রজ উভয়ের বাহুল্যে বাহুজে,
তেজঃ শৌর্য্য বিগ্রহাদি যার পক্ষে কর্ম্ম ;
রজস্তম গুণ-দ্বয়-আধিক্যে উরুজে,
গোরক্ষা বাণিজ্য কৃষি যার করণীয় ;
তমোগুণাধিক্যে শূদ্রে, যার পক্ষে বৈধ
ত্রিবর্ণ সেবন রূপ একমাত্র কর্ম্ম (১৩):
তাসবা স্জনকর্ত্তা (মায়া ব্যবহারে (১৪)
হই যদ্যপিও আমি, তথাপি আমারে
জানিবা অকর্ত্তা বলি (পরমার্থ ভাবে),
অনাসক্ত কর্ম্মতন্ত্রে (১৫) (, উদাসীন সদা (১৬))।
মোরে কর্ম্ম নাহি লেপে (১৭), নাহি স্পৃহা মম
কর্ম্ম ফলে,—জানে যেবা আমারে এমতি,
কর্ম্মসূত্রে সে মানব নহে বদ্ধ (কভু)। ॥ ১৪ ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু।

---

(১৩) ক্ষত্রিয়েরা সত্ত্বোপসর্জ্জন রজঃ প্রধান, বৈশ্যেরা তম উপসর্জ্জন রজঃ প্রধান, শঙ্কর ও মধুসূদন।

(১৪) মায়া ব্যবহারে,—"মায়া সংব্যবহারেণ" শাঙ্কর ভাষ্য।

"When viewed from the Standpoint of Maya" M. Sastri.

(১৫) অনাশক্ত কর্ম্মতন্ত্রে,—"অব্যয়ং" আশক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং,—স্বামী। অসংসারিণং, শঙ্কর! নিরহঙ্কারত্বেনাক্ষীণ মহিমানং, মধুসূদন।

(১৬) ৯ম অধ্যায় ৯ শ্লোক দেখ।

(১৭) লেপে, লিপ্ত করে—"লিম্পন্তি" দেহ যোজনা করিয়া বদ্ধ করে। মধুসূদন। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মফলে স্পৃহা এতদুভয় দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মে বদ্ধ হয়।

পন্থা কার্য্যালয়—২৮।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

ওঁ

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত,
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী, হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, দ্বারা প্রকাশিত।

“পন্থার” অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত, ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। { শ্রাবণ ১৩১০ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

ব্রহ্মবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মবিদ্যা চিৎ, জড় ও ব্রহ্ম—জীব জগৎ ও ঈশ্বর—সম্বন্ধীয় অদৃষ্ট সত্যের উপদেশ করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ ও বিভাব, অস্তিত্ব ও প্রকাশ, শক্তি ও অভিব্যক্তি—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, প্রকৃতি বিকার ও পরিণতি—জীবের উন্নতি ও অবনতি, লক্ষ্য ও গতি, বিকাশ ও বিরাম, বন্ধ ও মোক্ষ এবং চিৎ ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ আর ঈশ্বরের সহিত জগতের ও জীবের সম্পর্ক বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যা অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত তত্ত্বজ্ঞান রাশি মানবের গোচর করেন। এ সকল তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়; সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধির বিষয় নহে। অথচ, মনুষ্য জীবনের শুভাশুভ এ সম্বন্ধে জ্ঞানা-

র্জ্জনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না? দেহান্তে তাহার গতি কি হয়? সে যেথানে গমন করে, তথা হইতে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে কি না? মানুষ স্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃতের জন্য দায়ী কি না? মানব জীবনের প্রয়োজন ও লক্ষ্য কি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তরের উপর জীবের আচরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অথচ, জীব নিজের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির সাহায্যে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ। এইরূপ ভগবান আছেন কি না? তিনি কি ন্যায়পর ও করুণাময়? অথবা জীবের সম্বন্ধে কঠোর বা উদাসীন? তিনি কি সগুণ না নির্গুণ, সাকার না নিরাকার মূর্ত্ত না অমূর্ত্ত, বিশ্বাতিগ না বিশ্বানুগ? জগৎ কি সত্য না মিথ্যা, বাস্তব না ভ্রম, পরিণাম না বিবর্ত্ত, অনাদি না সাদি, নিত্য না অনিত্য, সান্ত না অনন্ত? এই সকল দর্শন বিজ্ঞানের চরম প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য জীবের চিত্ত ও বুদ্ধি ব্যাকুল হয়। অথচ তাহার উৎকণ্ঠা নিবারণের কোন লৌকিক উপায় নাই। সেই জন্যই মনুষ্য সমাজে ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা ও প্রচারের প্রয়োজন হয়।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন। যুগের প্রয়োজনের ভেদ অনুসারে অবতারের ভিন্নতা। কিন্তু তাহা হইলেও যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি এক বই দুই নহেন। যিনি প্রলয়-পয়োধি-জলে মৎস্য-রূপে অবতীর্ণ হন, যিনি কঠোর কূর্ম্ম পৃষ্ঠে বিপুল ক্ষিতির ভার বহন করেন, যিনি অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধনরাকার হইয়া তীক্ষ্ণ দশনাঘাতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেন, তিনিই জগতে ক্ষত্রিয় নরপতির আদর্শ প্রচারের জন্য এবং 'সাধুদের পরিত্রাণ,' 'দুষ্কৃত দমন' করিয়া ধরার ভার হরণের জন্য রাম ও কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন। অতএব দেখা যায় যে অবতার অনেক হইলেও যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি একই :—কেবল দেশভেদে ও কালভেদে এবং যুগের প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন মাত্র। অতএব অবতার কোন জাতি বিশেষের বা দেশ বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহেন; তিনি সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজাতিক।

অবতার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। **ব্রহ্মবিদ্যাও কোন দেশ বিশেষের নিজস্ব নহে। ইহাও সার্ব্বভৌমিক, সাবর্বকালিক এবং সাবর্বজাতিক।** জগতের প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।* কারণ দেখা যায় যে কি তত্ত্বাংশে, কি সাধনাংশে, কি দর্শনাংশে, ঐ ঐ **ধর্ম্মানুমোদিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে।** এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু এখানে তাহার স্থান নাই। তবে দুইটী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি।

অনেকের ধারণা আছে যে ঈশ্বরেরও উপরে এক অজ্ঞেয়, অবাচ্য, অব্যক্ত অচিন্ত্য, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্মের উপদেশ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষত্ব। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। প্রাচীন চীন, মিসর, জুডিয়া, পারস্য, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশের এবং সকল যুগের তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন।*

---

* It is admitted on all hands that a survey of the great religions of the world shews that they hold in common many religious, ethical and philosophical ideas. * * The fact is universally granted. (Ancient Wisdom—page 2.)

* এ সম্বন্ধে Ancient Wisdom গ্রন্থে শ্রীমতী Annie Besant যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চীন দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "তাওতে চিং" গ্রন্থে সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়:—

The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name Having no name, it is the Originator of heaven and earth. Having a name it is the Mother of all things. * * * * Under these two aspects, it is really the same. * * The Tao produced one; one produced two; two produced three; three produced all things. All things eave behind them the Obscurity,

এইরূপ কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে এদেশে ঋষিরা যে ত্রিমূর্ত্তির প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষের নিজস্ব। অন্যান্ত ধর্ম্মের আলোচনা করিলে এ ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হয়। এ সম্বন্ধে "ঈশ্বরের সহিত

চৈনিক আচার্য্য চোয়াঙ্‌জি সেই পরব্রহ্মকে "তৎ" বলিয়া এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

It has Its root and ground in Itself. From it came the mysterious existence of spirits, from It the mysterious existence of God.

ইহুদীদিগের ধর্ম্ম রহস্য "ক্যাবালা" গ্রন্থে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায় :—

The Ancient of the ancients, of Unknown of the unknown, has a form, yet also has not any form. It has a form through which the universe is maintained It also has not any form, as It cannot be comprehended. * * It is the ancient of the ancients, the mystery of the mysteries, the unknown of the unknown. * But under that form by which It makes Itself known, it, however, still remains the unknown.

প্রাচীন মিশর বাসীরা "আমুন রা"র উদ্দেশে যে স্তোত্রের আবৃত্তি করিতেন, তাহাতেও পরব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায় :—

"Peace to all emanations from the unconscious Father of the conscious Fathers of the gods. Thou begetest us, O Thou unknown and we greet thee." এই Unconscious father, এই Unknown, আমাদের নির্গুণ ব্রহ্ম বই আর কি ?

পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "জেন্দ অবেস্তায়" দেখা যায় যে তাঁহাদের মহেশ্বর "অহুর মস্‌দের" পশ্চাতে এই পরব্রহ্মের ইঙ্গিত রহিয়াছে :—

Supreme in Omnicience and goodness and unrivalled in splendour ; the region of light is the place of Ahurmazd.

প্রাচীন গ্রীকেরা নামরূপবিহীন পরব্রহ্মকে "The ineffable thrice unknown darkness" এই নামে অভিহিত করিতেন :—

According to the theology of Orpheus, all things originate from an immense principle, to which through the imbecility and poverty of human conception we give a name, though it is perfectly ineffable, and in the reverential language of the Egyptians is a *thrice unknown Darkness* in contemplation of which all knowledge is refunded into ignorance. (Thomas Taylor, quoted in Orpheus page 93).

জীবের সম্বন্ধ” নামক গ্রন্থে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে ত্রিমূর্ত্তিবাদ যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

এইরূপ অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধেও বহুবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মসাদৃশ্য ও ঐক্য হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ একই ব্রহ্মবিদ্যা দেশ, কাল ও যুগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। যখন সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের ধর্ম্মশাস্ত্রের

---

* In *Hinduism* we have the Trinity under the names of Sat, Ananda and Chit or Siva, Vishnu, Brahma ; Siva the source of all existence ; Vishnu the preserver of all that is ; Brahma the creator who brought the worlds into manifested existence. In *Zoroastrianism*, we have Ahura-mazda, the great one, the one manifested god, the first ; then the twins, Spentos-Mainyush and Angro-Mainyush, as the second aspect is called Life and Form, Spirit and Matter, the two great opposites in the world ; and the third, Armaiti, Universal Wisdom. In Egypt we again find the Trinity. Ra the Supreme god, then Orisis double again in his character and joined with Isis and then Horus, the god of Wisdom. In Buddhism, we have, Amitabha, the first, the boundless Light, then the one who is ever the source of incarnations, He who "looks down from on high," Avalokitesvara and then the Universal Mind or Wisdom, Mandjusri, the Creator. In the inner writings of the *Jews*, we read of the Trinity, how there was first the Ancient, "the Ancient of days," represented as the crown, then from that the voice, from that Wisdom. In *Christianity* we see once more the proclammation in the outer faith of the Trinity. The First, the Supreme Father, the source and the end of life ; then from Him the Son, dual in His nature, and then the Holy spirit, the spirit of Wisdom. ('The Relation of Man to God' by A. Schwarz pages 5-6).

সমন্বয় করিলে চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহাদের উপদেশের ঐকমত্য দেখা যাইতেছে, তখন তাহারা যে সেই অনাদিনিধান ব্রহ্মবিদ্যারই রূপভেদ মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?*

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ঋষিরাই এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশেও যে এই বিদ্যার সময়ে সময়ে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে অপর দেশে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইল কিরূপে ? সহজেই বুঝা যায় যে যাঁহারা এই বিদ্যার ধারক, পালক ও রক্ষক, সেই ঋষি সম্প্রদায় ভিন্ন আর কে এই বিদ্যার প্রকাশ বা প্রচার করিতে পারেন। ফলতঃও দেখা যায় যে সিদ্ধমহাপুরুষগণই যুগে যুগে দেহ গ্রহণ করিয়া এই বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অথবর্বা, বশিষ্ঠ, বামদেব, পতঞ্জলি, কন্‌ফুসিয়াস্, প্লেটো, মহম্মদ, মোজেস, সেণ্টপল, হারমিস্ প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কখনও বা স্বয়ং ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করিয়া রাম বা কৃষ্ণ, বা বুদ্ধ বা খৃষ্টরূপে স্বয়ং কিম্বা কোনও মহাত্মাতে আবিষ্ট হইয়া, ব্যাসদেব বা পিথাগোরাস্ বা জোরোয়েষ্টার বা শঙ্করাচার্য্যের বা শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারা এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন।†

---

* When we find that these (Sacred) books contain teachings about God, man and the universe identical in substance under much Variety of outer appearance, it does not seem unreasonable to refer them to a central primary body of doctrine. To that body we give the name of the Divine Wisdom. (Ancient Wisdom—page 5).

† "The founders of the great religions are members of the one brotherhood (of great spiritual Teachers) and were aided in their mission by many other members, lower in degree than themselves, initiates and desciples of varions grades, emiment in spiritual insight in philosophic knowledge and impurity of ethical wisdom." (Ancient Wisdom—page 4).

এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। মিসর, জুডিয়া, গ্রীস্ এবং ইউরোপের ধর্ম্মের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যদিও জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী ধর্ম্মের স্থূল কথা সাধারণের অগোচর ছিল না, তথাপি ব্রহ্ম-বিদ্যার সূক্ষ্মতত্ত্বের উপদেশ সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ভেদ বরাবরই রক্ষিত হইত। বস্তুতঃ সেই সেই দেশে বহিরঙ্গ লোকের মধ্যে প্রচারিত ধর্ম্ম এবং অন্তরঙ্গ লোকের নিকট প্রকাশিত ধর্ম্ম রহস্যের (mystries) মধ্যে আকাশ পাতালের প্রভেদ লক্ষিত হইত। এমন কি, পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, মানব যে জন্মান্তর গ্রহণ করে, মানুষ যে স্বকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করে, এ সকল তত্ত্বও সাধারণে প্রচারিত ছিল না। এদেশে কিন্তু দেখা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই, ব্রহ্মবিদ্যার কিয়দংশ (কর্ম্মবাদ জন্মান্তর, দেবতত্ত্ব প্রভৃতি) জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়াছিল। অবশ্য ব্রহ্মবিদ্যার গুঢ়াংশ (জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি) রহস্য বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত; এবং গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ আচরণ করিয়া সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া অধিকারী না হইলে তাহাকে সে রহস্য নিবেদন করা হইত না। কিন্তু দেখা যায় যে যখন দ্বাপরের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে ব্যাসদেব সাধারণের জন্য পুরাণ শাস্ত্র সংকলন ও প্রচার করিয়া সেই গুপ্তবিদ্যার অধিকাংশ সকলের আয়ত্ত ও গোচর করিয়া দেন। সে প্রায় আজ ৫০০০ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে সাধনার গুহ্য রহস্য ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যার প্রায় অপর সকল অংশই ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের বিদিত হইয়াছে। পুরাণে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার; এবং যদিও বেদে বহুদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী ও শূদ্রদিগকে দ্বিজাতির সহিত তুল্য অধিকারে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল, তথাপি পুরাণে বেদের সারাংশ সঙ্কলিত হওয়ায়, সে বাধাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই। ইউরোপে কিন্তু দেখা যায় যে সত্যধর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্মের সংযোগ তন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাধারণ লোক ব্রহ্মবিদ্যার আলোকের সাক্ষাৎ না পাইয়া অজ্ঞান ও কুসংস্কারের

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহারা জীব জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক অন্ধ ও ভ্রান্ত ধারণার পোষণ করিত। এমন কি, তাহারা অনন্ত স্বর্গ নরক, অনাদি পাপ, অহৈতুকী মুক্তি প্রভৃতি অশ্রদ্ধেয় কথায়ও আস্থা স্থাপন করিত। আর যাঁহারা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্, যাঁহারা দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা এই লৌকিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া ধর্ম্ম মাত্রেরই শত্রু হইয়াছিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সখ্য ও সৌহার্দ্দ্য বিরাজিত না থাকিয়া, কলহ ও সংগ্রাম বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে দেখা যায় যে রোজার বেকন, কোপারনিকাশ, ব্রূণো, গেলিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবরগণ ধর্ম্মের রক্ষক ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে অশেষরূপে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকের নিকট ধর্ম্ম পরিহাসের বস্তু এবং ঘৃণার সামগ্রী ছিল। এবং ধর্ম্ম যাজকের নিকট বিজ্ঞান নাস্তিক্যের বিজৃম্ভণ এবং সয়তানের প্রলোভন বলিয়া বিবেচিত হইত।

অথচ নানাকারণে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকতা ও নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ইন্দ্রিয়-সুখ বাদ, স্বার্থপরতা ও নির্ম্মমতা প্রচার লাভ করিতেছিল। ধর্ম্মের এই গ্লানি নিবারণের জন্য এবং জগতে আধ্যাত্মিক আর্য্য সত্যের পুনঃ প্রচারের জন্য ব্রহ্মবিদ্যাকে আবার অবতার গ্রহণ করিতে হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার নামকরণ হইল—থিয়সফি (Theosophy)। 'থিয়সফি' ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার গ্রীক্ অনুবাদ—Theos = ব্রহ্ম; Sophia = বিদ্যা। এবং যুগের উপযোগী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করিয়া তিনি জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। যাহারা কেবল বাহিরের আকার দেখিল তাহারা ইঁহাকে নূতন পরিচ্ছদে আবৃত দেখিয়া চিনিতে পারিল

না। কিন্তু যাহারা প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোবন ক্ষেত্রে ইঁহার কাষায় পরিবৃতা লাবণ্যমণ্ডিতা সৌম্য শান্ত শুভ্রমূর্ত্তি মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, যে ইনিই সেই পুরাতন ঋষিকুমারী ভারতবাসীর চিরপরিচিতা চিরন্তনী ব্রহ্মবিদ্যা। ভারতবাসী যখন শুনিল যে ভারতের প্রাচীন সিদ্ধ মহর্ষিগণই ইঁহাকে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আর একবার পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহাদের এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে দ্বিধা হইল না। কারণ তাহারা চির দিনের সংস্কার বশে জানিত যে ব্রহ্মবিদ্যা পুরাতন ঋষি সম্প্রদায়ের পালিতা; তাই তাহারা মনে করিল, যে যাঁহারা যুগে যুগে, দেশে দেশে, কালে কালে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই যুগ প্রয়োজনে নূতন ভাবে, নূতন আকারে, নূতন পন্থায় সেই বিদ্যার পুনঃপ্রচার করিতেছেন।

থিয়সফি (Theosophy) কোন নূতন ধর্ম্মমত নহে। ইহা সেই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যার নূতন আকৃতি মাত্র। সকল ধর্ম্মই যখন সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন থিয়সফি কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী হইতে পারে না। ফলতঃ, দেখা যায় যে, যে দেশেই থিয়সফি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই ইহার সংসর্গে সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম নবজীবন লাভ করে। থিয়সফির সংস্রবে আসিলে খৃষ্টান্ খৃষ্টধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান্ হয়, পার্সী জোরোয়াষ্টারের ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের সারবত্তা উপলব্ধি করে এবং হিন্দু হিন্দুধর্ম্মের মহিমা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মবিদ্যা বা থিয়সফি সকল ধর্ম্মের সারময়ী (Synthesis) *। সেই জন্য সকল

---

* এই কথা বুঝাইবার জন্য বলা হয় যে "Theosoply is the pure Mathematics of Religion." আরও বলা হয় যে "Theosophy is the master-key of all Religions." ইহার মর্ম্ম এই যে, যেমন অমিশ্র গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে মিশ্র গণিত শাস্ত্র সার্থক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার আলোক ভিন্ন কোন ধর্ম্মেরই অন্ধকার দূর হয় না। আবার যেমন কয়েকটী তালার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাবি থাকে, একটার চাবিতে আর একটী তালা খোলা যায় না। কিন্তু যিনি সকল তালার মালিক তাঁহার নিকট এমন একটী শ্রেষ্ঠ চাবি থাকে, যাহার সাহায্যে সকল তালাই খুলিতে পারা যায়; ব্রহ্মবিদ্যাও সেইরূপ। ইহার সাহায্যে প্রত্যেক্ ধর্ম্মেরই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায়।

ধর্ম্মেরই রহস্যাংশ থিয়সফির সাহায্যে নবালোকে আলোকিত দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে যত নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য নিবদ্ধ আছে, সেরূপ বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মে নাই। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার পক্ষে থিয়সফি যে কতদূর সহায়তা করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে অনুভব করিতে পারিবেন না। যাঁহারা প্রচলিত ভাষ্য ও টীকার সাহায্যে এবং তথাকথিত আচার্য্যের উপদেশে ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ব করিবার বিপুল আযাস ও বিফল সময়ক্ষেপের মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া, পরে শুভাদৃষ্ট বশে থিয়সফির অরুণ রাগে আপনাদের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

আর ইহাও বক্তব্য যে যদিও কোনও প্রচলিত ধর্ম্ম সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি নহে, তথাপি হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মবিদ্যা যতটা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মে নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার ঐকদেশিক সংগ্রহ, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম উহার প্রায় সম্পূর্ণ আদর্শ। এই জন্য দেখা যায় যে অনেক স্থলে থিয়সফি যে সকল তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিতেছেন, তাহা ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা। প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু যে আকারে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে ঐ সকল তত্ত্ব কথা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিযা অন্তর্নিহিত সত্যের আবিষ্কার করিবার প্রণালী এ দেশ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যে সঙ্কেতে রহস্য-গৃহের দৃঢ় বদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হইবে তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। থিয়সফির সাহায্যে সেই সঙ্কেতের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। সেই জন্যই বর্ত্তমান যুগে থিয়সফির উপযোগীতা ও প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে থিয়সফি, দর্শন ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত, সর্ব্বজন বিদিত, চরম সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম মন্দির সুগঠিত করেন। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার বোধি-লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের সহিত সমঞ্জস হয়। এবং আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান, বস্তুতঃ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উচ্চস্তরে বিকাশ ও পরিণতি মাত্র। থিয়সফির এই বিশে-ষত্বকে লক্ষ্য করিয়া ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কি (Madame Blavatsky) বলিয়াছিলেন যে থিয়সফি দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সার সমন্বয় :—"the Synthesis of Re-

ligion, Philosophy and Science." এ কথাটি অতিশয় সত্য। এই এক কথায় তিনি ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখিলে থিয়সফি যে ব্রহ্ম বিদ্যার যুগাবতার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

মহাবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ঈশ্বর প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে বীজবপন করিয়াছেন সেই বীজের শক্তি হইতেই যাবতীয় মূর্ত্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই বীজের শক্তি হইতেই আবার যাবতীয় মূর্ত্ত পদার্থ অরূপে লয় হইয়া থাকে। এই শক্তিকে সেই জন্য দুইরূপে ভাবা যায় এবং উহার দ্বিবিধ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ব্যুত্থান শক্তি বা অবসর্পিণী শক্তি এবং লয় কারিণী শক্তির নাম নিরোধ শক্তি বা উৎসর্পিনী শক্তি। ব্রহ্মার মানস জাত পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা সৃষ্টি প্রসারণ জন্য নিযুক্ত হইয়া আছেন, ব্যুত্থান শক্তি তাঁহাদের বীজে আশ্রয় করিয়া আছে এবং যাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা হইয়া ধ্যান নিমগ্ন হইয়া আছেন নিরোধ শক্তি তাঁহাদের বীজ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যিনি প্রকৃতি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হন এলং সেই জন্য সতত যত্ন ও অভ্যাস করিতে থাকেন ঊর্দ্ধরেতা কোন মহাপুরুষ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে নিরোধশক্তি সমন্বিত বীজবপন করিয়া থাকে না। প্রকৃতি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাধকের বিশেষাখ্য অণ্ডে এই বীজ নিহিত হইয়া, এই উভয়ের মিলনে তাঁহার ইষ্ট দেবতার রূপের পরিণতি হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধলিঙ্গ মহাপুরুষের বীজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র বিন্দু। এই বিন্দু বুদ্ধিতত্ত্বের একটি জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিদ্বারা সেই মহাপুরুষের হৃদয় মধ্যস্থ ঊর্দ্ধলিঙ্গ শিখার সহিত সংযুক্ত। এই শিখা, বিন্দু ও রশ্মি সম্বন্ধে ব্লাভাটস্কি বলিয়াছেন 'The spark hangs from the flame by the finest thread of fohat' আমরা

যাহাকে বিশেষাখ্য অণ্ড বলিলাম পাতঞ্জল দর্শনে উহাকে বিশেষ লিঙ্গ বলা হইয়াছে। শ্রীমতী ব্লাভাট্স্কি উহাকে auric egg নাম দিয়াছেন। মহাবিদ্যা সাধক যে বিশেষার্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকেন, উহাতে কথিত বিশেষ লিঙ্গরই ন্যাস করা হইয়া থাকে। এই বিশেষ লিঙ্গই সাধকের সূক্ষ্ম শরীর। এই বিশেষাখ্য অণ্ডে ইষ্ট দেবতার যে রূপ প্রকাশ হয় সাধক ধ্যানের এক অবস্থায় উহাই নিজের রূপ বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। সমাধি অবস্থায় এই রূপ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়, তখন কেবল নির্ম্মল চিদাকাশরূপ এবং এই আকাশে জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র বিন্দুটি জ্বলিতে থাকে এবং এই বিন্দুর স্পন্দন রূপ যে মন্ত্রধ্বনি তাহাই হইতে থাকে। ছন্দে বদ্ধ এই মন্ত্রধ্বনি বড়ই আনন্দময়, যোগী ঐ আনন্দ অনুভব করিতে করিতে বুঁদ হইয়া পড়েন অর্থাৎ নিজে ঐ বিন্দু মাত্র, এই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। এই বিন্দু মাত্র রূপের নাম লিঙ্গমাত্র রূপ বা কারণরূপ। এই বিন্দুরূপে চিত্তের যে সমাধি হয় উহার নাম সবীজ সমাধি। উহার পরে আর এক সমাধির অবস্থা আছে উহার নাম নির্বীজ সমাধি। এই অবস্থায় লিঙ্গ মাত্র রূপও লয় হইয়া যায় এবং লিঙ্গ মাত্র রূপ যে অরূপ পদার্থে লয় হইয়া যায় উহাই সৎ, যোগী তখন এই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। এই অরূপ পদার্থের নমে অলিঙ্গ বা মহৎযোনি বা মাতৃযোনি। এই মহৎযোনি সম্বন্ধে যে জ্ঞান উহাই মহাবিদ্যা।

এই মহাবিদ্যার বীজ যে মহাপুরুষগণ ধরিয়া আছেন, তাঁহারা সকলেই উর্দ্ধরেতা। মহাবিদ্যা বুঝিতে গেলে এই মহাপুরুষগণকে বুঝিতে হইবে, জিজ্ঞাসু উপাসকের ক্ষেত্রে ইহাঁরা নিরোধশক্তি সমন্বিত বীজবপন করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে; সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত যে বিশেষাখ্য অণ্ডে, (auric egg) উপাসক বেষ্টিত আছেন ঐ অণ্ডই উক্ত বীজ নিষেকক্ষেত্র ইহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর এই অণ্ড হইতে সূক্ষ্ম রূপের উদ্ভব হইয়া উহা কিরূপে লিঙ্গমাত্ররূপে ও শেষে অলিঙ্গে লয় হয় ইহাই অনুভব সিদ্ধ করিতে হইবে। অলিঙ্গ মাতৃযোনিতে, লিঙ্গমাত্র রূপের লয় সাধনই মহাবিদ্যা সাধনা।

পুরাণ শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্রহ্মা প্রথমে সৃষ্টি ইচ্ছা করিলে তাঁহার মানসজাত কয়েকজন পুত্র জন্মেন। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা উপাসনা কালে এই মানস

পুত্রগণের প্রত্যহ তর্পণ করিয়া থাকেন। এই তর্পণ বিধিতে উঁহাদের যে নাম দেওয়া আছে তাহা এই :—

সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সাতজন মহর্ষি এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশজন প্রজাপতি। মহর্ষি সাতজন সকলেই উর্দ্ধরেতা ও নিষ্ক্রিয়। প্রজাপতিদের মধ্যে নারদ এবং আর দুইজন তাঁহারও উর্দ্ধরেতা এবং ভগবদ্ধ্যান পরায়ণ হইয়া সৃষ্টি করেন নাই। এই দশজন উর্দ্ধরেতার উর্দ্ধলিঙ্গ নিসৃত দশরশ্মিই দশমহাবিদ্যার বীজ।

শ্রীমতী ব্লাভাট্‌সকি তাঁহার Secret Doctrine গ্রন্থে সনকাদি সপ্তঋষির যে নাম দিয়াছেন তাহা এই :—সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার সন, কপিল সনৎসুজাত। সনৎকুমার সন ও সনৎসুজাতের নামান্তরই আসুরি বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে একটি শান্ত ত্রিকোণ ক্ষেত্র; উহাই শান্তিধাম, বা সমাধি মন্দির। ঐ মন্দিরের মধ্যে একটি শান্ত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ; উর্দ্ধরেতা দশ মহাপুরুষ এই লিঙ্গের রাক্ষাতে চন্দ্রকলার আকারে আসীন হইয়া ধ্যানে মগ্ন আছেন। সকলেরই শিরোপরি ছটাশালী জ্যোতির্শিখা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। এই দশটি শিখার মধ্যে দশটি রূপ। উঁহারাই দশ মহাবিদ্যা। শান্ত লিঙ্গের মধ্যে অরূপ চিদাকাশ ইহাই পরাবিদ্যার রূপ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

বিচার সাগর।

চৈতন্যভেদ—প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমিতি ও প্রমেয়।

যদিও বেদান্তমতে ইন্দ্রিয়কে প্রমাজ্ঞানের কারণ কখন সম্ভবে না। কারণ, চৈতন্যের ভেদ চারি প্রকার, প্রমাতা চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য, প্রমিতি চৈতন্য,

প্রমেয় চৈতন্য। এই প্রমেয় চৈতন্যকেই বিষয় চৈতন্য কহে। এই রীতিতে চৈতন্যের নাম প্রমা। প্রমা নিত্য ও ইন্দ্রিয় জন্য নহে। সুতরাং তাহার কারণ ইন্দ্রিয় নহে। তথাপি চৈতন্যে প্রমা ব্যবহারের সম্পাদক বৃত্তিকেও প্রমা কহে। তাহারই কারণ ইন্দ্রিয়।

দেহমধ্যস্থ অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমাতা কহে। সেই অন্তঃকরণ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হইয়া দূরস্থ ঘটাদি বিষয়ে অবস্থিত হয়। অন্তঃকরণের এই দীর্ঘ পরিণাম হয়। সম্মুখস্থ বিষয় ঘটাদিতে মিলিত হইয়া, অন্তঃকরণ ঘটাদির আকার ধারণ করে। যেমন, তুর্গমধ্যে সঞ্চিত জল, প্রণালী বহিয়া প্রণালী আকারে উদ্যান কেদারে যাইয়া কেদার-আকার ধারণ করে সেইরূপ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হইয়া বিষয়রূপ কেদারে যায় ও বিষয় আকার ধারণ করে। অন্তঃকরণ আশরীর ঘটাদি বিষয় পর্য্যন্ত প্রণালী সম পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই পরিণামকে বৃত্তিজ্ঞান কহে। এই বৃত্তিজ্ঞান অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমাণ চৈতন্য কহে; এবং বৃত্তিজ্ঞানরূপ অন্তঃকরণ পরিণামকে প্রমাণ কহে। ঘটাদি সমান আকার অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমা চৈতন্য কহে। জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বিষয় চৈতন্য কহে। উহাকে প্রমেয় চৈতন্যও কহে। ইহা বেদজ্ঞ আচার্য্যের সঙ্কেত।

অবচ্ছেদবাদ মতে প্রমাতা, সাক্ষী সহিত বিশেষণ ও উপাধি লক্ষণ।

অবচ্ছেদবাদ মতে অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রমাতা কহে। তিনিই কর্ত্তা ভোক্তা এবং সাক্ষী, অন্তঃকরণ উপহিত। একই অন্তঃকরণ প্রমাতার বিশেষণ ও সাক্ষীর উপাধি। স্বরূপ বিষয়ে যাহার প্রবেশ অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা সম্বন্ধ হয় এইরূপ ব্যবর্ত্তক বস্তুকে বিশেষণ কহে। অন্য পদার্থ হইতে প্রভেদ করিয়া যাহা বস্তুর স্বরূপ বোধন করে, তাহাকে ব্যাবর্ত্ত কহে। যেমন "নীলঘট," এস্থলে নীলতা ঘটের বিশেষণ, কারণ, নীলঘটে নীলত্বের প্রবেশ। এবং শ্বেত পীতাদি হইতে প্রভেদ করিয়া বোধন করে বলিয়া ব্যবর্ত্তক। এই রীতিতে নীলত্ব ঘটের বিশেষণ, এবং ঘট পরিচ্ছেদ্য। কারণ, শ্বেতপীতাদি হইতে পৃথক ভাবে জ্ঞাত হয়। পৃথকভাবে জ্ঞাতকে

পরিচ্ছেদ্য কহে, ব্যাবর্ত্ত ও বিশেষও কহে। "দণ্ডীপুরুষ" এস্থলেও দণ্ড পুরুষের বিশেষণ এই রীতিতে অন্তঃকরণ প্রমাতার বিশেষণ। কারণ প্রমাতার স্বরূপ বিষয়ে অন্তঃকরণে প্রবেশ।

প্রমেয় চৈতন্য হইতে পৃথক ভাবে স্বরূপকে জ্ঞাপন করে বলিয়া অন্তঃকরণ ব্যাবর্ত্তক। স্বরূপ বিষয়ে যাহার প্রবেশ হয় না, কিন্তু যাহা ব্যাবর্ত্তক তাহাকে উপাধি কহে। নৈয়ায়িক মতে কর্ণ শষ্কুলী (কর্ণবিবর অবচ্ছিন্ন আকাশকে শ্রোত্র কহে। এস্থলে কর্ণ শষ্কুলী শ্রোত্রের উপাধি। কারণ স্বরূপবিষয়ে কর্ণ শষ্কুলী প্রবিষ্ট নহে, পরন্তু বাহ্যাকাশ হইতে পৃথক ভাবে শ্রোত্রকে জ্ঞাপন করে। সুতরাং ব্যাবর্ত্তক। ঘটাকাশ মণপরিমাণ অন্নকে অবকাশ দেয়। এ স্থলেও আকাশ ঘটের উপাধি। কারণ, মণপরিমাণ অন্নকে অবকাশদাতা আকাশের স্বরূপ বিষয়ে ঘট প্রবিষ্ট নহে। ঘট পার্থিব, তদ্‌বিষয়ে অবকাশদান সম্ভবে না। সুতরাং, ঘটের প্রবেশ সম্ভবে না। ব্যাপক আকাশ হইতে পৃথক ভাবে জ্ঞাপন করে বলিয়া অবকাশদাতা আকাশ ঘটের উপাধি। সেইরূপ অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য সাক্ষী। এস্থলে অন্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি। কারণ, সাক্ষীর স্বরূপে অন্তঃকরণ প্রবিষ্ট নহে, এবং প্রমেয় চৈতন্য হইতে পৃথক-ভাবে সাক্ষীকে জ্ঞাপন করে। সুতরাং, একই অন্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি, এবং প্রমাতার বিশেষণ। এই রীতিতে অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য সাক্ষী ও অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাতা। উপাধিযুক্তকে উপহিত ও বিশেষণ যুক্তকে বিশিষ্ট কহে। অন্তঃকরণ বিশিষ্ট প্রমাতাই কর্ত্তা ভোক্তা, সুখদুঃখ ভোগী সংসারী জীব। ইহা অবচ্ছেদবাদের রীতি।

আভাসবাদ মতে জীব ও সাক্ষী আদির লক্ষণ।

আভাসবাদ মতে সাভাস অন্তঃকরণ জীবের বিশেষণ, ও সাক্ষীর উপাধি। সুতরাং, জীব সাভাস অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্য, এবং সাক্ষী, সাভাস অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য। যদিও দুই পক্ষে জীব বিশেষণ সহিত চৈতন্য ও সেই সংসারী, তথাপি বিশেষ্য ভাগ চৈতন্য বিষয়ে জন্ম মরণাদি সংসার সম্ভবে না। সুতরাং বিশেষণ মাত্রেই সংসার। সেই সংসার বিশিষ্ট চৈতন্যে প্রতীত হয়। কোথাও বিশিষ্টে বিশেষণ ধর্ম্মের কোথাও বিশেষ্য ধর্ম্মের ও কোথাও বিশেষ্য

বিশেষণ উভয় ধর্ম্মের ব্যবহার হয়। যেরূপ "দণ্ড দ্বারা ঘটাকাশের নাশ হয়।" এস্থলে বিশেষণ যে ঘট তাহার দণ্ড দ্বারা নাশ হয়, এবং বিশেষ্য যে আকাশ তাহার নাশ সম্ভবে না। পরন্তু বিশিষ্ট যে ঘটাকাশ তাহার নাশ প্রতীত হয়। "কুণ্ডলধারী পুরুষ শয়ন করিয়াছে"। এস্থলে কুণ্ডল বিশেষণ, পুরুষ বিশেষ্য। বিশেষণ যে কুণ্ডল তৎসম্বন্ধে শয়ন সম্ভবে না। পরন্তু বিশেষ্য পুরুষ সম্বন্ধে সম্ভবে। "কুণ্ডলধারী শয়ন করিয়াছে" এইরূপ বিশিষ্টে ব্যবহার হয়। "শস্ত্রধারী পুরুষ যুদ্ধে গিয়াছেন" এস্থলে শস্ত্র বিশেষণ ও পুরুষ বিশেষ্য। উভয়ে যুদ্ধে গিয়াছে, সুতরাং বিশিষ্টে উভয়ের ধর্ম্মের ব্যবহার হয়। অবচ্ছেদবাদমতে এস্থলে অন্তঃকরণ বিশেষণ, এবং আভাসবাদ মতে আভাস অন্তঃকরণ বিশেষণ। উভয়বাদ মতে চৈতন্য বিশেষ্য। সেই চৈতন্য বিষয়ে জন্মাদি সংসার সম্ভবে না। পরন্তু, বিশেষণ অন্তঃকরণ অথবা সাভাস অন্তঃকরণের ধর্ম্ম যে জন্মাদি সংসার, বিশিষ্ট চৈতন্যে তাহারই ব্যবহার করা হয়। প্রতীতি ও কথনের নাম ব্যবহার। আভাস ও অবচ্ছেদবাদের ইহাই প্রভেদ।

আভাস বাদের শ্রেষ্ঠতা।

আভাসবাদ মতে অন্তঃকরণ আভাসযুক্ত ও অবচ্ছেদবাদ মতে অন্তঃকরণ আভাস রহিত। আভাসবাদই শ্রেষ্ঠ। কারণ, ভাষ্যকারগণ আভাসবাদই স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য স্বামী অবচ্ছেদ বাদের দোষ কহিয়াছেন :— যদি আভাসরহিত অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমাতা কহ, তবে ঘট অবচ্ছিন্ন চৈতন্যও প্রমাতা হওয়া উচিত। কারণ অন্তঃকরণ যেরূপ ভূত সমূহের কার্য্য, ঘটও সেইরূপ ভূত সমূহের কার্য্য, এবং অন্তঃকরণ যেরূপ চৈতন্যের অবচ্ছেদক বা ব্যবর্ত্তক, ঘটও সেইরূপ চৈতন্যের অবচ্ছেদক। সুতরাং অন্তঃকরণ বিশিষ্টের ন্যায় ঘটবিশিষ্টও প্রমাতা হওয়া উচিত। অন্তঃকরণে আভাস স্বীকার করিলে এ দোষ ঘটে না। কারণ, অন্তঃকরণ ভূত সমূহের সত্ত্বগুণের কার্য্য, সুতরাং স্বচ্ছ। ঘটাদি ভূতগণের তমোগুণের কার্য্য, সুতরাং স্বচ্ছ নহে। স্বচ্ছপদার্থই আভাসের যোগ্য, মলিন পদার্থ নহে। দর্পণ ও তাহার আবরণ উভয়েই পৃথিবীর কার্য্য। পরন্তু, দর্পণ স্বচ্ছ তাহাও মুখ-প্রতিবিম্ব পড়ে; আবরণ স্বচ্ছ নহে, তাহাতে আভাস পড়ে না। সেইরূপ,

অন্তঃকরণ সত্বগুণের কার্য্য বলিয়া স্বচ্ছ, ও তাহাতে চৈতন্ত-আভাস পতিত হয়। শরীর আদি ও ঘটাদি তমোগুণের কার্য্য বলিয়া স্বচ্ছ নহে, সুতরাং তাহাতে চৈতন্য আভাস পড়ে না।

অন্তঃকরণে প্রকাশ দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধ প্রকাশ সহিত অন্তঃকরণ বিশিষ্টকে প্রমাতা চৈতন্য কহে।

এই রীতিতে অন্তঃকরণে দ্বিবিধ প্রকাশ। এক ব্যাপক চৈতন্যের প্রকাশ অপর আভাসের প্রকাশ। শরীর ও ঘটাদিতে এক ব্যাপাক চৈতন্যের প্রকাশ আছে, আভাসের প্রকাশ নাই। সুতরাং দ্বিবিধ প্রকাশ সহিত অন্তঃকরণ বিশিষ্টকেই প্রমাতা চৈতন্য কহে। এক প্রকাশ সহিত ঘটাদি সংযুক্ত প্রমাতা চৈতন্য নহে। যাহাদের মতে অন্তঃকরণে আভাস নাই, তাহাদের মতে অন্তঃকরণে ঘটাদির ন্যায় আভাসের প্রকাশ নাই। সুতরাং, অন্তঃকরণ বিশিষ্টের ন্যায় ঘট বিশিষ্ট বা শরীর বিশিষ্ট, বা ভূত বিশিষ্ট চৈতন্য ও প্রমাতা হওয়া উচিত। ঘট শরীরাদি হইতে অন্তঃকরণের এই বিলক্ষণতা যে অন্তঃকরণ সত্বগুণের কার্য্য সুতরাং স্বচ্ছহেতু চৈতন্য আভাস গ্রহণ করিতে সক্ষম। আভাসগ্রহণে সক্ষম অন্তঃকরণ সংযুক্তকেই চৈতন্য প্রমাতা কহে। ঘটাদি ও শরীরাদি আভাস গ্রহণে যোগ্য নহে, সুতরাং তৎসংযুক্ত চৈতন্য প্রমাতা নহে। এই রীতিতে আভাস বাদই অবচ্ছেদবাদ হইতে শ্রেষ্ঠ।

প্রমাতা আদি চারি চৈতন্যের স্বরূপ।

অন্তঃকরণ যেরূপ আভাস সহিত, অন্তঃকরণের বৃত্তিও সেইরূপ আভাস সহিত সাভাস বৃত্তি বিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রমাণ চৈতন্য কহে। অন্তঃকরণের ঘটাদি বিষয়াকার বৃত্তি আরূঢ় চৈতন্যকে প্রমা ও যথার্থ জ্ঞান কহে। সেই যথার্থ জ্ঞানের সাধন যে ইন্দ্রিয় তাহাকে প্রমাণ কহে। কারণ, বিষয়াকারবৃত্তি আরূঢ় চৈতন্যকে প্রমা কহে। সে স্থলে চৈতন্য যদি স্বরূপতঃ নিত্য হয়, তবে ইন্দ্রিয়জন্যতার অভাব হেতু প্রমা চৈতন্যের সাধন ইন্দ্রিয় নহে। তথাপি নিরূপাধিক চৈতন্যে প্রমা ব্যবহার হয় না। সুতরাং, বিষয়াকার বৃত্তি চৈতন্য বিষয়ে প্রমাপণার উপাধি। সেই বিষয়াকার বৃত্তি ইন্দ্রিয় জন্য। ইন্দ্রিয় তাহার সাধন।

প্রমাপণার উপাধি বৃত্তি ইন্দ্রিয় জন্য হেতু উপহিত প্রমাকেও ইন্দ্রিয় জন্য কহে। সুতরাং ইন্দ্রিয় প্রমার সাধন কহে। পরন্তু সকল অন্তঃকরণের পরিণামকে প্রমা কহে না। কেবল শরীর মধ্যে যে অন্তঃকরণ তাহার বিষয় ঘটাদির আবরণ ভঙ্গ পরিণামকে প্রমাণ কহে। বিষয়ে মিলিত হইয়া বিষয় সমান অন্তঃকরণ পরিণামকে প্রমা কহে। অন্তঃকরণের প্রমাণরূপ পরিণামে প্রমারূপ নিহিত, সুতরাং অন্তঃকরণ বৃত্তির প্রমা ও প্রমাণরূপে অধিক পার্থক্য নাই। এই রীতিতে যে স্থলে বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, সে স্থলে অন্তঃকরণ বৃত্তি বহির্গত হইয়া ঘটাদিবিষয়ের সমানাকার প্রাপ্ত হয়, এবং শরীর মধ্যস্থিত আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষকালে অন্তঃকরণ বৃত্তি বাহিরে আসে না, পরন্তু শরীর মধ্যেই বৃত্তি আত্মাকার হয়। সেই বৃত্তিদ্বারা আত্মার আশ্রিত আবরণ বিদূরিত হয় এবং আত্মা স্বপ্রকাশে সেই বৃত্তিতে প্রকাশ করে। এই হেতু আত্মা বৃত্তির বিষয় উক্ত হয়। আত্মা বৃত্তিতে চিদাভাস রূপ ফলের বিষয় নহে। এই প্রকারে সাক্ষী আত্মা স্বয়ং প্রকাশরূপ প্রতীত হয়।

(প্রশ্ন ঃ—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে ?)

তত্ত্বদৃষ্টি কহিলেন ;—

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান।
কিরূপে প্রত্যক্ষ হয় করহ বাখান ॥ ১১৭ ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

যোগমায়া।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ"। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আর গোপীগণ যোগমায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপী এই দুয়ের মধ্যে যোগমায়া।

মায়া আর যোগমায়া এক নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মায়া মলিন সত্বময়ী। যোগমায়া শুদ্ধ সত্বময়ী। মায়ার রজোগুণ, তমোগুণ, এবং রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত সত্বগুণ। যোগমায়ার কেবল বিশুদ্ধ সত্ব গুণ।

যোগমায়া স্বচ্ছ ও নিম্মল। যোগমায়ার প্রকাশে ছায়া নাই, আনন্দে তাপের রেখা নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই।

যোগমায়ার ভেদের দাগ নাই, রাগদ্বেষের কলুষ নাই, আমি তুমির কালিমা নাই, কাম ক্রোধের ঝঞ্ঝা নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যোগমায়া দূতী।

মায়ার জালে আবৃত থাকিলে, মায়ার জলে হাবুডুবু খাইলে, মায়ার ঝঞ্ঝায় ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয় না। মায়ায় আধ হাঁসি, আধ কান্না, আধ আলো আধ আঁধার। মায়ায় সন্ধ্যার ঝিকিমিকি, সত্য মিথ্যার মাথামাথি। মায়ায় থাকিয়া কি শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যায়?

যদি জলের মধ্যে সূর্য্য দেখিতে চাও, তবে জল নির্ম্মল হওয়া চাই, জল প্রশান্ত হওয়া চাই।

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল, রাগদ্বেষ দ্বারা অন্তঃকরণ সতত মলিন। সেই মলিন, বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই অসম্ভব। তাঁহার সহিত মিলন ত পরের কথা।

মায়ায় শ্রীকৃষ্ণকে চাই, চাই, চাইনা। পাই, পাই, পাইনা। যদি চাইত ভুলে। বিষয় ভাবি, বিষয় চাই, বিষয় পাই। আর যদি কৃষ্ণকে ভাবি, তাও বিষয়ের জন্য। যদি কৃষ্ণ চাই, তবে কৃষ্ণ পাই। আর যদি কৃষ্ণ পাই, তবে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"।

ব্রজে বিষয় নাই। যাহা আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া। বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সখা। সকল গোপই কৃষ্ণময়। গো সকল শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শুনিবার জন্য উর্দ্ধকর্ণ। তরু, লতা, গিরি উপত্যকা সকলই মধুর বেণুরবে পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মধুরতায় সকলই মধুর, সকলই সত্বমাখা। ভাবনা কেবল শ্রীকৃষ্ণ, নয়ন চায় কেবল শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ চায় শ্রীকৃষ্ণ, সকল ইন্দ্রিয়ই চায় শ্রীকৃষ্ণ। সয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে শ্রীকৃষ্ণ। এইত যোগমায়ার প্রভাব।

যোগমায়ার প্রভাবে নির্ম্মল অন্তঃকরণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং পূর্ণমাসীর নির্ম্মল আনন্দ। সেই আনন্দে ভগবতী কত্যায়নী আপনার উপাসককে মাতাইয়া তুলেন। সেই আনন্দে মাতিয়া ব্রজবালিকাগণ বিষয় ভুলিয়াছিল, আপনাকে ভুলিয়াছিল, এবং আনন্দময়ী হইয়া আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণে ঝাঁপ দিয়াছিল। যেখানে আনন্দময়ী সেইখানে আনন্দ। এই যোগমায়ার ঘটনা।

যেমন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ মায়া হইতে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ যোগমায়া হইতে। যেমন অবিদ্যা হইতে সংসারের সহিত সম্বন্ধ, যেমন বিদ্যা হইতে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, তেমনি মহামায়া, শুদ্ধসত্ত্বময়ী যোগমায়া হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ। বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইলেই কৃষ্ণ লাভ হয়।

সৎ, চিৎ, আনন্দ লইয়া, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি লইয়া মহামায়ার তিনরূপ প্রভাব। কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ববলে বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছেন। কেহ শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করিতেছেন। কেহ আনন্দের রাজ্যে প্রেমানন্দ দ্বারা আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতেছেন। এই আনন্দের রাজ্যে যোগমায়া দূতী। তিনি মধ্যস্থ না থাকিলে গোপীগণ কৃষ্ণলাভ করিতে পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সহিত মিলিত হইতে পারেন না।

তাই

বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥

১০-১-২৫

তাই

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগভীরলঙ্কৃতম্।

১০-২-৭

তাই

ততশ্চ গৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় সমৃতিকা গৃহাৎ।

যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াঽজনি নন্দজায়য়া ॥

তাই ১০-৩-৪৭

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

তাই অবশেষে ১০-২২-৪

ভগবানপি তা রাত্রীঃ সারদোৎ ফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

আর যোগমায়ার এই কায, যে তাঁহার আবরণে যে রাসলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, মায়ার আবরণে আবৃত জীব তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। যেমন তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া কংসের প্রহরীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম জানিতে পারেন নাই, যেমন সেই মায়ায় মোহিত হইয়া যশোদা নিজকন্যাকে জানিতে পারেন নাই, তেমনি সেই যোগমায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসী গণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীর মিলন জানিতে পারেন নাই। এবং সেই মায়ায় মোহিত হইয়া আজও শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলন কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন, তিনি গোপীদের মনোরথ সফল করিলেন, তিনি যোগমায়ার অর্চ্চনা সার্থক করিলেন, অথচ ভেদের জগৎ জানিতে পারিল না, সেই জগতে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল না, মথুরায়, দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে কেহ তাহার উল্লেখ করিল না। জানিলেন কেবল নারদাদি ঋষিগণ, জানিলেন কেবল ব্রহ্মাদি দেবগণ। যাঁহারা জানিলেন তাঁহারা পবিত্র বৃন্দাবন লীলা হৃদয় মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু সে লীলা কাহারও নিজস্ব নয়। সে লীলা ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন। জগতের শেষ অবলম্বন। সে লীলা লুকাইয়া রাখিতে ঋষির অধিকার নাই; দেবের অধিকার নাই। যে যা বলে বলুক্। সে কতদিন! আঁধারে থাকিয়াই আলোকের জ্ঞান হয়। কামের জগতেই প্রেমের জ্ঞান হইবে।

যখন ঋষিপত্নীরা গৃহে গমন করিলেন, তখন যোগমায়ার প্রভাবে—

"পতয়োনাভ্যস্থ্য়েরন্ পিতৃ ভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥"

১০-২৩-৩১

আবার যখন রাসলীলার অবসানে ব্রজবালিকাগণ গৃহে গমন করিলেন, তখন যোগমায়ার প্রভাবে, তাঁহাদের পতি, পুত্র, সুহৃৎ, বান্ধব কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজোকথঃ॥

১০-৩৩-৩৭

শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই। মায়া মোহিত হইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদেরই পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন।

এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যোগমাযাকে আশ্রয় করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ।

অথ সটীক পঞ্চীকরণ প্রারম্ভ।

আত্মজ্ঞান ও মোক্ষানুসন্ধান।

অবতরণিকা।

"কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্তাত্মানং পশ্যহি কোঽহং।
আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়াঃ,
তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ॥—মোহমুদ্গর।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি কে'

আত্মাকে এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞান বিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকগামী হইয়া থাকে। শাস্ত্রের বচন এইরূপ। অতএব যে মায়াময় সংসার রজ্জুতে প্রণীদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, যেখানে শতশত প্রলোভন তাহাদিগকে সর্ব্বদা অসৎ পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, যে অবিদ্যারূপ মায়ার প্রভাবে প্রাণীগণ অনিত্যকে নিত্য বলিয়া নিশ্চয় করে, সেই সকল পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে আত্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে ও কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভকরা যায়, তদ্বিষয়ে ইহা সদ্‌গুরুর সন্নিধানে প্রথমে শিক্ষার আবশ্যক; কারণ ইহা অনায়াস সিদ্ধ নহে। ইহাতে অধিকারী হইতে হয়। শ্রুতিতে এইরূপ কথিত যে, গুরূপদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ফলতঃ উপদেশ ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, এবং আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে *মোক্ষেচ্ছুগণ* অতি সহজেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাউক, যে আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে। নিজের অন্তরস্থিত আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে জানাকে আত্মজ্ঞান বলে। কিন্তু অজ্ঞানতা হেতু আত্মা কি, তাহা কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না; কারণ অবিদ্যা জ্ঞানদৃষ্টির পথ আবরণ কবিয়া রাখিয়াছে। অবিদ্যা আর কিছুই নয়, কেবল অন্তঃকবণের ভ্রান্তি মূলক দীর্ঘ সংস্কার প্রবাহ মাত্র। আর ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ তুলসী দাস বলিয়াছেন।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।

তও কয়লাকি ময়লা ছোটে
যও আগ্ করে পর্‌বেশ॥ দোহাবলী।

অগ্নি প্রবেশ দ্বারা যেরূপ কয়লার সমস্ত মলিনত্ব বিনাশ পায়, তদ্রূপ সদ্‌গুরু লাভ হইলে এবং সেইগুরু নিখিল কার্য্যাকার্য্যের ভেদ বলিয়া দিয়া শিষ্যকে সুপাত্র করণানন্তর জ্ঞানের উপদেশ দিলে, পশ্চাৎ শিষ্যের সমস্ত চিত্তমলা বিদূ-রিত হইয়া থাকে।

সদ্‌গুরু ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার দূর হইবে না, এবং অন্ধকার দূর না হইলে প্রকৃত জ্ঞানেরও বিকাশ হইবে না। ফলতঃ সংশয়নিরাশরূপ জ্ঞানলাভ না হইলে আত্মজ্ঞান লাভও অসম্ভব। অতএব সদ্‌গুরুর সাহায্যে প্রথমে জ্ঞান শিক্ষা করা আবশ্যক।

তবে ইহাও যেন জানা থাকে, জগতে যত শাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে বেদপাঠও অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা তাহাকে বলে, যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। তাহা পড়িয়াও হয় না, বিশ্বাস করিয়াও হয় না, তর্ক করিয়াও হয় না। সমাধি অবস্থা লাভ করিলে তবে সেই পরম পুরুষকে জানা (উপলব্ধি করা) যায়। সমাধি অবস্থায় দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। লবণের ডেলা জলে গলিয়া যাওয়ার মত তন্ময় হইয়া যায়। সাক্ষিত্বতাও মলিনতা। কেন না দ্রষ্টাস্বরূপেও দৈতত্ব থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দৈতত্ব থাকে না ; সুষুপ্তিবৎ অবস্থা লাভ করা যায়। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, সুযুপ্তিবৎ যশ্চরতি সমুক্তঃ।

সর্ব্বদোষ রহিত শুদ্ধ, পরাৎপর নির্ম্মল একমাত্র ব্রহ্মকে যাহা দ্বারা জানা যায়, দেখা যায়, প্রাপ্ত হওয়া যায় বা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্ভিন্ন সকলই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে জ্ঞান প্রভাবে আত্মাকে জানিতে পারা যায় অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে।

এক্ষণে সংক্ষেপে দেখা যাউক আত্মা কি ও কাহাকে বলে। এই আত্মা সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলেন, "মনই আত্মা"—কেহ বলেন বুদ্ধিই আত্মা"—কেহ বা বলেন "প্রাণই আত্মা" কিন্তু এ সকল কিছুই ঠিক সিদ্ধান্ত নহে ; কারণ ইহাতে অহম্প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে। অহম্প্রত্যয় বলিতে হইলে তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে অহঙ্কারের ছায়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র শর্ম্মাঃ।

মুমূর্ষুর স্মৃতি।

(MEMORY OF THE DYING).

কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াছেন :—"মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই জীবনের সমগ্র ঘটনাবলী ক্রমান্বয়ে এক একটি করিয়া ছবির আকারে জীবের স্মৃতি পথা-রূঢ় হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে স্মৃতি অতিশয় প্রবল ও তড়িত বেগে মস্তিষ্কে জাগরিত ভাবে দৃষ্টমান হয় এবং জীবিতাবস্থায় মস্তিষ্কের কার্য্যকালে যে সমস্ত ঘটনা ধারণা করা গিয়াছিল, তদ্‌সমুদায় স্মৃতিতে অবিকল সমুদিত হয়। যে ধারণা বা চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল, স্বভাবতঃ সেইটী অতি স্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকে; এবং অন্যান্যগুলি সমুদিত হইয়াই ক্ষণমধ্যে লুপ্ত হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় ও স্বর্লোকে পুনরায় সমুদিত হইয়া থাকে। দেহ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ (Physiologists) বলিয়া থাকেন যে মৃত্যুকালে আদৌ অজ্ঞানতা বা মস্তিষ্ক বিকার থাকে না। যাঁহারা অতিশয় উন্মাদ, শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগেরও একবার মুহূর্ত্তকালের জন্য অপ্রমাদ আইসে; কিন্তু তাঁহারা তৎকালীন অবস্থা প্রকাশ করিতে নিতান্ত অক্ষম হয়েন। নাড়ীর গতিরোধ হইবার পরও যখন হৃদ্‌পিণ্ড শেষ কম্পন কাঁপিয়া উঠে এবং দেহের উত্তাপ অন্তর্হৃত হয়, স্বভাবতঃ মৃত বলিয়া অনুভূত হইলেও সেই সময়ে জীব দেহে অবস্থান করে এবং মানস চিত্রে জীবনের সমস্ত বিষয় এককালে Cenometograph এ চিত্রাবলীর ন্যায় প্রকাশিত হয়। অতএব মরণকালে যাঁহারা মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের নিস্তব্ধ থাকা অথবা অতিশয় মৃদুস্বরে বাক্যাদি উচ্চারণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত; কারণ তাহা না করিলে মুমূর্ষুর চিন্তা তরঙ্গে আঘাত লাগে এবং যে সমস্ত অতীত ঘটনা ভবিষ্যতের উপর তড়িত বেগে প্রতিবিম্বিত হইয়া কার্য্যকারী হয়, তাহাতে বহু প্রকার বিঘ্ন ঘটে"। এই স্মৃতিই জীবের পরলোক ও পুনর্জন্ম গঠনে প্রধান কারণ; সেই জন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন:—

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

অর্থাৎ যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই ভাবে (ভাবনায়) চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

জড় বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত মতটী আদৌ স্বীকার করেন না। জীবন-বিজ্ঞানবিৎ (Biologists) ও মন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ (Psychologists) উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। শেষোক্ত পণ্ডিতগণ ইহার কোন সন্তোষ জনক প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া অস্বীকার করিতেন, এবং প্রথমোক্ত পণ্ডিতগণ উক্ত মতটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া একবারে উড়াইয়া দিতেন। অধুনা জীবন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ উহা স্বীকার করিতেছেন। পণ্ডিতবর ফেরি (Dr. Ferre) মুমূর্ষ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে প্যারিসের "জীবনী তত্ত্ব সভায়" (Biological Society উক্ত মতের পোষকতায় যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাতে লিখিত আছে যে, জীবনের বিস্মৃত ঘটনাবলী মৃত্যুকালে ছবির আকারে এক একটি করিয়া স্মৃতিতে সমুদিত হয়। তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎশ্রেণীর অন্যান্য পণ্ডিতগণের মনোযোগ তৎপ্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে।

উক্ত বৈজ্ঞানিক মহোদয় তাঁহার পত্রে উদাহরণ স্বরূপ যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। মহাত্মা কথিত পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বিজ্ঞান মতে যে কতদূর সত্য, পাঠকগণ ইহা হইতে সহজে বোধগম্য করিতে পারিবেন :—

"ক্ষয় রোগাক্রান্ত একটি রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহার শরীরে ইথর প্রবেশ করান (Ether inject) হয়। তাহাতে তাঁহার পুনরায় চৈতন্যোদয় হইল এবং তিনি তাঁহার পত্নির প্রতি চাহিয়া অতি বেগ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি সেই পিন্‌টি এখন আর খুঁজিয়া পাইবে না ; কারণ, তাহার উপর মেজে-টীর পুনরায় সংস্কার হইয়াছে।" অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন তাঁহার পত্নীর হস্ত হইতে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত ছোট পিন্ মেজের উপর পড়িয়া গিয়াছিল ; কিন্তু

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তখন তাহা পাওয়া যায় নাই। এই সামান্য বিষয়টী সকলে বিস্মৃত হইলেও মৃত্যুকালে ইহা তাঁহার স্মৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অতএব জীবনের অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও শেষ মুহূর্ত্তে যে আমাদিগের স্মৃতিতে সমুদিত হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন সমগ্র জীবন পুনরায় ভোগ হইয়া থাকে।”

নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এই স্মৃতি দেহস্থ জীবের (কর্ম্ম বন্ধন হেতু যাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ হয়) চিন্তাশক্তি ব্যতীত স্থূল সূক্ষ্ম দেহের গুণ হইতে পারে না।—

দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত একটি ইংরাজ বালিকা নিদ্রাবস্থায় সপ্নাবেশে শয্যা ত্যাগ করিয়া নানাবিধ সাংসারিক কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক পুনরায় নিদ্রিত ভাবে পূর্ব্ব শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। এই প্রকার রোগীকে somnambules বলে। এই সময়ে তাহার একবারও চৈতন্যোদয় হইত না; কিম্বা নিদ্রাভঙ্গে পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল, যাহা স্বপ্নাবেশে সম্পাদন করিয়াছে, তাহা আদৌ স্মরণ থাকিত না; যেমত সে তাহার কিছুই জ্ঞাত নহে, বোধ হয় অপরে করিয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করিত।

স্বপ্নাবস্থায় তাহার যে সকল গুপ্ত বা বীজভাব প্রাপ্ত শক্তি প্রকাশ পাইত, তন্মধ্যে সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখা একটী অঙ্গ ছিল। ঐরূপ স্বভাব তাহার জাগ্রতাবস্থার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। জাগ্রতাবস্থায় বালিকার প্রকৃতি অতিশয় সরল, এমন কি নিজের দ্রব্যাদিও বিশেষ যত্নে রাখিত না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় সে আয়ত্তাধীনে নিজের অথবা অন্যের যে সকল দ্রব্য পাইত, সেগুলি লইয়া এমন সুকৌশলে লুকাইয়া রাখিত যে, সহজে তাহা পাওয়া যাইত না। পিতা, মাতা, দুইজন ধাত্রী, আত্মীয় স্বজন, সকলেই তাহার এই প্রকার অভ্যাসের বিষয় অবগত ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন; এবং রাত্রে তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে একটী ধাত্রী তাহার নিকটে থাকিত। একদিন অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায়, একটি ধাত্রী কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বালিকার পার্শ্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা, এমন সময় বালিকা স্বপ্নাবেশে শয্যা ত্যাগ করিয়া পিতার পুস্তকাগারে প্রবেশ

করিল। তাহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী (attorney) ছিলেন। সেই দিন তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কএকখানি বিশেষ আবশ্যকীয় দলিল বাক্সের উপরে রাখিয়া ক্ষণকালের জন্য যেমনি তিনি বাহিরে গেলেন, ইত্যবসরে বালিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই দলিলগুলি এবং বহু সহস্র মুদ্রার কএকখানি নোট গ্রহণান্তর পুস্তকাগারের দুইটী বৃহৎ ফাঁপা থামের উপর দিয়া গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং পিতার আগমনের পূর্ব্বে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিল; ধাত্রী ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না।

পিতা স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে দলিল ও নোট কিছুই নাই। তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া বাড়ীর চারিদিক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দ্বারগুলি ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া কন্যার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বালিকা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। তখন তিনি ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যা কি এই মাত্র উঠিয়াছিল?" নিজ দোষ প্রকাশ হইবে এই আশঙ্কায় ধাত্রী মিথ্যা বাক্যে দৃঢ়তা সহকারে উত্তর করিল, "অদ্য রাত্রে কন্যা আদৌ উঠে নাই।" তৎপরে অন্যান্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। দলিলগুলি হৃত হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত হইল। এই মকদ্দমায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। পরিবারবর্গের কষ্টের আর সীমা রহিল না। ধন, মান, যশঃ, পদ, সমস্তই হারাইয়া এখন তিনি পথের ভিখারী হইলেন। এই ঘটনার প্রায় নয় বৎসর পরে বালিকা ক্ষয় রোগাক্রান্ত হইল এবং এই রোগেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

ক্রমশঃ।—

শ্রীবিরাজ মোহন দে।

তুলসী সপ্তশতীসার।

(১)

নমো নমো শ্রীরাম প্রভু পরমাতম পরধাম।
জেহি সুমিরে সিধ হোত হৈ তুলসী জন মনকাম॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানবের সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, হে তুলসি! সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

(২)

রাম বাম দিশি জানকী লখন দাহিনী ওর।
ধ্যান সকল কল্যাণকর তুলসী সুরতরু তোর॥

বাম দিকে জানকী ও দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষণ সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান হে তুলসি! তোমার সর্ব্বকল্যাণপ্রদ কল্পতরু।

(৩)

পরম পুরুখ পরধামচর জা পর অপর ন আন।
তুলসী সো সমুঝত সুনতরাম সোই নিরবান॥

যিনি পরম পুরুষ বৈকুণ্ঠ বিহারী, যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহই নাই, তুলসীদাস তাঁহাকেই রামচন্দ্র বলিয়া জানে ও শুনে, তিনিই নির্ব্বাণ মোক্ষ স্বরূপ।

(৪)

সকল সুখদ গুণ জাসু সো রাম কামনাহীন।
সকল কামপ্রদ সরবহিত তুলসী কহহিঁ প্রবীন॥

প্রবীন তুলসীদাস বলিতেছে যাঁহার গুণকীর্ত্তন সর্ব্বসুখপ্রদ, সেই রামচন্দ্র স্বয়ং কামনা বিহীন হইয়াও সকলের সকল কামনা পূর্ণ করেন এবং সকলের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

(৫)

জাকে রোম রোম প্রতী অমিত্ত অমিত ব্রহ্মণ্ড।
সো দেখত তুলসী প্রগট অমল সু-অচল প্রচণ্ড ॥

যাঁহার প্রতি রোমকূপে অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সেই অমল কান্তি স্বর্ণমেরু সদৃশ মহাদ্যুতিমান্ রামচন্দ্রকে তুলসীদাস প্রত্যক্ষ দেখিতেছে।

(৬)

জগত জননী শ্রীজানকী জনক রাম শুভরূপ।
জাসু কৃপা অতি অঘ-হরনি করনি বিবেক অনূপ ॥

শ্রীজানকী দেবী জগতের জননী এবং কল্যাণরূপী শ্রীরামচন্দ্র জগতের পিতা, তাঁহাদের কৃপা মহাপাপ হরণ ও অনুপম বিবেক উৎপাদন করে।

(৭)

তাত মাতু পর জাসুকে তাহু ন লেশ কলেশ।
তে তুলসী ত্যজি জাত কিমি নিজ ঘর তর পরদেশ ॥

পরব্রহ্মরূপী সীতারাম যাহার পিতামাতা, তাহার লেশমাত্রও ক্লেশ হয় না, হে তুলসি! তাদৃশ পিতামাতা থাকিতে তুমি কেন নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরদেশে গমন করিবে? (অর্থাৎ মুক্তিদাতা স্বয়ং রামচন্দ্র যাহার ঘরে রহিয়াছেন, সে কেন মুক্তিকামী হইয়া পরিব্রজ্যাগ্রহণ করিবে?)

(৮)

পিতা বিবেক নিধান বর মাতু দয়াজুত নেহ।
তাসু সুতনে কিমু পাই হৈঁ অনত অটন ত্যজি গেহ ॥

পরম বিবেক নিধান পিতা (রামচন্দ্র) আর স্নেহ করুণাময়ী মাতা (সীতাদেবী) (গৃহে থাকিতে) তাঁহাদের পুত্র (তুলসীদাস) কি জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পর্য্যটন করিবে?

(৯)

বুদ্ধি বিনয় গতিহীন শিশু সুপথ কুপথগত গ্যান।
জননি জনক তেহি কিমি তজেঁ তুলসী সরিস অজান ॥

বুদ্ধি বিনয় গতিহীন সুপথ কুপথ জ্ঞান শূন্য তুলসীদাসের ন্যায় অজ্ঞান শিশুকেই বা কিরূপে তাদৃশ জনক জননী (সীতারাম) পরিত্যাগ করিবেন?

(১০)

মাত তাত সিয় রামরূপ বুদ্ধি বিবেক প্রমান।
হরত অখিল অঘ তরুনতর তব তুলসী কছুজান॥

পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপিণী মাতা সীতাদেবী এবং চিন্ময় বিবেকরূপী পিতা শ্রীরামচন্দ্র অখিল অজ্ঞানরূপ পাপনষ্ট করিতেছেন, তাই তুলসীদাস কিছু কিছু (তত্ত্ব) জানিয়াছে।

(১১)

জিনতেঁ উদ্ভব বর বিভব ব্রহমাদিক সন্সার।
সুগতি তাসু তিনকী কৃপা তুলসী বদহিঁ বিচার॥

যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত নিখিল সংসারের উৎপত্তি, বিভূতি ও পরমা সুগতি হয়, সেই (পরব্রহ্ম শ্রীরাম চন্দ্রের) করুণা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া তুলসীদাস বলিতেছে।

(১২)

শশী রবি সীতা রাম নভ তুলসী উরসি প্রমান।
উদিত সদা অথবত ন সো কুতসিত তমকর হান॥

তুলসীদাসের হৃদয়গগনে সীতারাম রূপ শশী রবি সতত উদিত রহিয়াছেন, কখনও অস্ত গমন করেন না; তাঁহারা অজ্ঞানরূপ কুৎসিত অন্ধকার সর্ব্বদা নষ্ট করিতেছেন।

(১৩)

তুলসী কহত বিচারি গুরুরাম সরিস নহিঁ আন।
জাসু কৃপা শুচি হোত রুচি বিসদ বিবেক অমান॥

তুলসীদাস বিশেষ বিচার করিয়া বলিতেছে যে শ্রীরামচন্দ্রের সদৃশ সদ্‌গুরু অন্য কেহই নাই, যাঁহার কৃপায় রুচি পবিত্র হয় এবং অভিমান রহিত বিমল বিবেক জন্মে।

(১৪)

রাম স্বরূপ অনূপ অঙ্গ হরত সকল মলমূল।
তুলসী মম হিয় জো লগহি উপজত সুখ অনুকুল॥

হে তুলসি! রামরূপ (হৃদয়ের) অনুপম ভূষণ ও সকল প্রকার পাপের মূল বিনাশকারী, সেই প্রসন্ন মূরতি আমার হৃদয়ে উদয় হইলে অতুলন আনন্দ অনুভব হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবাসীর কথা।

রেঙ্গুন গেজেটে একজন লেখক একটী ভূতের কথা লিখিয়াছিলেন, আমরা সংক্ষেপে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। লেখক বলেন যে, তিনি বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের ভীতি উৎপাদনের নিমিত্ত একটী মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন না, বম্মায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট একটী ভূতের কথা বলিতেছেন। যদি কাহারো এবিষয়ে সন্দেহ হয় তিনি Sagaing জেলার প্রধান বণিক শ্রীযুক্ত মঙ্গথাড়ু মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন। তিনি এই ভূতের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

ভূতের জীবিত কালের নাম ছিল—মঙ্গ থা মঙ্গ। বাল্যকালে মঙ্গথাড়ুর সহিত তাহার অতিশয় প্রণয় ছিল। তাহারা উভয়েই নানারূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে কথা কহিয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইত। তাহাদের জন্ম স্থান আভা, কিন্তু সচরাচর মিরথ্‌তয়েডেইতে থাকিত। ইহাদের দুইজনের পিতাই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শৈশব সময়ে বালকদ্বয় একত্রে ক্রীড়া করিত, একত্রে ভ্রমণ করিত, একত্রে পাঠাভ্যাস করিত এবং একই মঠে উভয়ে একত্রে উপাসনা করিত। ক্রমে ক্রমে তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিল, কিন্তু তখনো তাহারা লোকদিগকে ভয় দেখাইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

একদা তাহারা শুনিল যে একটী যুবক কোন এক সুন্দরী যুবতীর অপরূপ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আলাপ আপ্যায়িত করিতে তাহার বাড়ী যাতায়াত করিতেছে। যুবকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার মানসে দুই বন্ধু একটী যুক্তি করিয়া, গোপনে তাহারা যুবতীর বাড়ী যাইয়া পানের ডিবার মধ্যে একটী ইন্দুর রাখিয়া আসিল এবং তাহাদের কার্য্য কলাপ পরিদর্শনার্থ অদূরে একস্থানে আত্ম গোপন করিয়া রহিল। সে দিন যুবকের আসিতে একটু বিলম্ব হয়। একটু অধিক রাত্রে যুবক উপস্থিত হইলে, যুবতী অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাহার হস্তে পানের ডিবা দিল। যুবক ডিবা খুলিতেই ইন্দুর লাফাইয়া বাহির হইল, তদ্দর্শনে সে বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ডিবা মাটীতে নিক্ষেপ করিল।

প্রেমিক যুবক মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে করিয়া সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে বহির্গত হইত। ভূত বন্ধুদ্বয় একদিন অতি দক্ষতার সহিত গাড়ীর লাইনের মধ্যে খানিকটা বারুদ রাখিয়া আসিল। প্রেমিক প্রেমিকা মলয় সমীরণ উপভোগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। যুবক দেশালাই দিয়া বাত্তি জ্বালিতেই বারুদে অগ্নি সংযোগ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। যুবতী এই ব্যাপারে যুবকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিল। যুবক কিন্তু এ রহস্যের কোন কারণই অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। তাহারা আরো অনেক কার্য্য করিয়াছে কিন্তু তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করা অসম্ভব।

মঙ্গ থার মৃত্যুর কারণটা আশ্চর্য্য, তৎকালে আভাতে একটী সুন্দরী যুবতী ছিল। যুবতীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায়, অনেক ধনীসন্তান তাহার পাণিগ্রহণ করিবার মানসে তাহার বাড়ীতে আসা যাওয়া করিত। বন্ধুদ্বয়ও তামসা করিবার এ মহাসুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না,—তাহারা ভূত হইয়া কৌতুক করিবার সংকল্প করিল। যুবতীর বাড়ীর নিকট একটী প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ ছিল। তাহারা সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া একটী শাখা ধরিয়া বসিয়া রহিল, সন্ধ্যার পর তাহারা বৃক্ষশাখা হইতে বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। লোকে এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ

করিয়া ভীত ও চকিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ থার অসাবধানতাক্রমে হস্ত শিথিল হওয়ায় সে বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয়। ড় শীঘ্র বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যুবতীর বাড়ী যাইয়া, সংক্ষেপে তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহারা আসিয়া দেখে, হতভাগ্য বালক হাত পা ছড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া আছে, তাহার কথা কহিবার শক্তি রোধ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল, তথায় সে তিন দিন যাতনা ভোগ করে। তৃতীয় দিবস তাহার একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল, সে প্রিয় বন্ধু ডুকে নিকটে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"ভাই, আর বোধ হয় আরাম হইতে পারিব না, আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। মৃত্যুর পর আমি ভূত হইব, কারণ মরণ সময়ে সেইরূপই ধারণ করিয়াছিলাম। ভূত হইয়া আমি প্রথমে তোমাকেই বিরক্ত করিব।" থা ড় ভাবিল, মরণের পূর্ব্বে বন্ধু বোধ হয় প্রলাপ বকিতেছে, সুতরাং তাহার কথায় বিশ্বাস হইল না। সেই দিনই মঙ্গের মৃত্যু হইল। তাহার পর ছয় মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য বা অলৌকিক কিছু না ঘটিলেও বালকের মৃত্যু কালীন উক্তি সহর ময় ছড়াইয়া পড়িল। লোকে সন্ধ্যার পর তাহাদের বাড়ীর ধার দিয়া একাকী যাওয়া আসা বন্ধ করিল। থাড় বন্ধুর বাক্য বিশ্বাস করিয়াছিল না, কাজেই সে প্রত্যহ রজনীতে সেই অনুপম রূপলাবণ্যবতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইত এবং অচিরেই তাহার প্রেমের ফাঁদে বদ্ধ হইল। একদিন রাত্রিতে ড় তাহার প্রণয়াস্পদের বাড়ী যাইতে সেই আম্রবৃক্ষে দেখিতে পাইল একটী বিকটাকার পুরুষ,—মাথার চুল সুদীর্ঘ এবং আলু থালু,— বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া আছে। সে একটু ভীত ও চমকিত হইয়া নিঃশব্দে যুবতীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া যাইবার সময় আর কিছু দেখিতে পাইল না, সুতরাং এ বিষয় কাহারো নিকট প্রকাশ করিল না। কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় তাহার বন্ধুই ভূত হইয়াছে। পরদিবস সে নূতন বস্ত্রের একটী পাগড়ী মাথায় দিয়া প্রণয়িণীর বাড়ী যাইতেছে। যুবতীর বাড়ীর সদর দরজা অতিক্রম করিয়া ড় ঘরে উঠিতেছে, এমন সময় কে যেন অতি দ্রুতবেগে আসিয়া তাহার মাথার উপর হইতে

শিরস্ত্রানটী উঠাইয়া লইল। সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে যে, বন্ধুই তাহা লইয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইতেছে। যুবতীও এঘটনা দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার ধারণা হইল যে নিকটবর্ত্তী বাড়ীর কোন যুবক বোধ হয় ডুর সহিত কৌতুক করিতে আসিয়াছিল, সুতরাং সে এ সম্বন্ধে ডুকে কোন প্রশ্ন করিল না। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পর ডু একদা যুবতীর বাড়ী যাইয়া জানিতে পারে যে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা কেহই বাড়ী নাই, যুবতী একাকিনীই অবস্থান করিতেছে। এ সংবাদে সে নিরতিশয় আনন্দিত হইল, কারণ প্রেমালাপ এবং বিবাহের প্রস্তাব করিবার আজ একটী প্রশস্ত সময়। সে কিছু অধীর হইয়া বক্রভাবে যুবতীর মুখের নিকট দাঁড়াইয়া আদর করিয়া তাহার নাম ধরিয়া দুই বার ডাকিল। ইতি মধ্যে সেই অদৃশ্যভূত আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বিষম এক ধাক্কা দিল। তাহার নাসিকা যুবতীর বিম্বাধর স্পর্শ করিল। যুবতী ভূতের ব্যাপার না জানায় হতভাগ্য প্রেমিককে বিস্তর অনুযোগ করিল। থা ডু উত্তেজিত কণ্ঠে তাহার নিকট ভূতের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল, কিন্তু যুবতী কিছুতেই তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রেমিক বলিল—"ভাল, ভাল, তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, তবে আমি তোমাকে ভূত প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি"। অতঃপর তাহারা উভয়ে সেই আম্রবৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইলে, থা ডু বলিল,—"বন্ধু মঙ্গ আমার কথা শুন! তোমার ব্যবহারে সুন্দরী আমার উপর কুপিতা হইয়াছে। তাহার সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার করায় সে আমাকে পুনরায় তাহার বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়াছে। তুমি যে আমাকে ধাক্কা দিয়াছিলে, একথা সে কিছুতেই প্রত্যয় করিতে পারিতেছে না, অতএব তাহাকে একবার দেখা দাও।" ভূত কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গাছের একটী শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। ভূত দেখিয়া যুবতী যুবকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিয়ৎ দিবস পরে তাহাদের পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হইল। এই সময় মঙ্গ ভূত হইয়া প্রত্যহ রাত্রিতেই সহরের লোক জনকে ভয় প্রদর্শন করাইতে লাগিল। একদা রাত্রে স্বপ্নে সে তাহার বন্ধু ডুকে বলিল,—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি আর ভূত হইয়া

থাকিব না, এস্থান ত্যাগ করিব। কিন্তু তুমি আমার কথা সময় সময় বালক-দিগকে শুনাইও।” তৎপর ভূত অন্তর্হিত হইল। দেখিতে দেখিতে থা ডু সুন্দর একটী বালকের জনক হইল। তিনি বালকের নাম থা মঙ্গ রাখিলেন। লোকে দেখিল এই বালকের আকৃতি মৃত থা মঙ্গের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পরে তাহারা অনুমান করিল, বাল্য সখ্যতার জন্য থা মঙ্গ এই পরিবারে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

অনাহত ধ্বনি।

যদি প্রাণে প্রাণে চাহ শুনিবারে
সেই অনাহত ধ্বনি।
চাহ বুঝিবারে প্রাণের ভিতরে
সে যে কি আনন্দ খনি!
“ধারনা”র তত্ত্ব বুঝিবার তরে
করহ তবে যতন।
অনায়াসে হবে বাসনা সফল
সফল হবে জীবন।
চারিধারে যাহা কর দরশন
সকলি মায়ার খেলা,
ইন্দ্রিয়ের রাজা* খেলিছে সে খেলা
সঙ্গি সনে হয়ে মেলা!

---

* মন।

সে রাজারে ধর করি অন্বেষণ
শত্রু সেই সুনিশ্চয়।
'সতে'রে ঢাকিয়া 'অসতে' নাচায়
কর ত্বরা তারি ক্ষয়।
নিদ্রা অবসানে স্বপনের কথা
মিছা বলি যথা জানি।
সেই মত এই পাঁচে গড়া দেহ
কিছু নহে ইহা মানি।
না শুন 'অনেক' ভাব সদা 'এক'
এক বই দুই নাই।
অন্তরের ধ্বনি অন্তরের কানে
পশিলে সকলি ছাই।
সদসৎ জ্ঞান হইবে যখন
তখনি অসৎ ছাড়ি।
সৎরাজ্য মাঝে পশিবার তরে
হবে তব তাড়াতাড়ি।
অন্তরের দেখা দেখিবার আশে
হৃদয়ে 'সমতা' চাই,
চর্ম্ম চক্ষু আছে থাক্ শুধু চেয়ে
কিছু দেখে কাজ নাই।
অন্তরে অন্তরে শুনিবার আশা
প্রাণে যদি থাকে তব।
বাহ্য কর্ণে তবে বধিরের মত
রহ, না শুনিও রব!
হস্তির বৃংহিত কিম্বা ভ্রমরের
গুণ গুণ মৃদু ধ্বনি,
শুন না কিছুই শুনে কাজ নাই
প্রাণে পাবে মধু বাণী।

কুম্ভকার যথা মাটীর পুতুল
মাটীতে গড়ার আগে,
ভাবি মনে মনে করয়ে গঠন
যেন সদা মনে জাগে।
সেই মত প্রাণে বুঝিবার আগে
রাখিতে স্মরণ করি
নীরব কথকে করি অন্বেষণ
লহ আপনার করি।
তাই হলে প্রাণ করিবে শ্রবণ
রবে সদা স্মৃতি পথে,
যাবত জীবন রহিবে স্মরণ
ভুলিবে না কোন মতে।
তাহলে নিশ্চয় অন্তরের কানে
হবে অনাহত ধ্বনি।
পাবে শুনিবারে সুমধুর রব
যেন সে অমিয় খনি।
শুনিবে তখন— "যদি তব প্রাণ
জীবন-তপন-করে
হয়ে আলোকিত হাসে সুধাহাসি
পরম প্রমোদ ভরে''
যদি গায় গান, সে প্রাণ বিহঙ্গ
এ দেহ পিঞ্জরে বসি,
যদি কাঁদে বসি মায়া কারাগারে
না হেরিয়ে জ্ঞান শশি।
পরব্রহ্ম সনে রাজত বন্ধনে
বাঁধা আছে সর্ব্বক্ষণ,
সে বাঁধা ছিড়িতে দূরে পলাইতে
যদি সে করে যতন।

ওহে অন্তেবাসী*　　　জানিও তাহলে
প্রাণ তব ধরা চায়।
কাটিলে শিকল　　　ঘটিবে জঞ্জাল
ধরা তারে হবে দায়।
যখন শ্রবণ　　　করিতে শ্রবণ
সংসারের কোলাহল,
হইবে অধীর;　　　জানিও সুস্থির
হইয়াছ হতবল।
মহামায়া রাবে　　　মন যদ তব
মোহিত হইতে চায়,
ক্লেশ-অশ্রু ধারা　　　হেরে ভয়ে সারা
হয়ে পালাইয়ে যায়।
অপরের কষ্ট　　　রোদনের নাদ
শুনিলে যদি সে কানে,
কূর্ম্ম যথা রহে　　　হাত পা গুটায়ে,
থাকে কষ্টহীন প্রাণে।
তবে সুনিশ্চয়　　　ওহে অন্তেবাসি·
জানিও তোমার মন।
নহে ঈশ্বরের　　　উপযুক্ত গৃহ,
নহে (তাঁর) মনের মতন॥
হয়ে বলবান্　　　যদি মন তব
বাহিরে আসিতে চায়,
আশ্রয় ছাড়িয়া　　　রজ্জু বাড়াইয়া
দূরে পলাইয়া যায়,
শূন্যেতে আপন　　　মুরতি দেখিয়া
"আমি" জ্ঞানে মত্ত হয়ে

---

*শিষ্য।

বলে "এই আমি" জানিও তাহ'লে
ফেলিবে মায়ায় লয়ে।
ওহে অন্তেবাসি এই ধরাধাম
সুধু দুঃখভারে ভরা,
অর্থবাদ, পথে আছে ধারে ধারে
যাহে জীব পড়ে ধরা।
ওহে অন্তেবাসি তুমি জ্ঞানহীন
চেয়ে দেখ ধরা পানে,
সত্যালোকরূপ উপত্যকা ভূমে
যেতে কি বাসনা প্রাণে?
সে ভূমে যাবার পথ এই দিকে
অতি কষ্ট দুঃখ ভরা;
কিন্তু সেই আলো বাতাসে নিবেনা
সদা পূর্ণ জ্যোতি ধারা।
ইন্ধন চাহিনা সে আলোক তরে
আপনি সে আলো জ্বলে,
আলোকিত করি রেখেছে সংসার
সুধু নিজ তেজো বলে।
তত্ত্বজ্ঞানী যদি হতে বাঞ্ছা তব,
আত্মজ্ঞানী হও তবে,
আত্মজ্ঞান যদি পার লভিবারে
অলভ্য কি তবে ভবে?

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী, হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। { ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১০ সাল। } ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভগবানের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায় হইতে)

ধর্ম্মামৃতম্।

(১)

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম করি সংযমন
সর্ব্বত্রই হয়েছেন সমদরশন
সর্ব্বভূতহিতে রত যাঁদের হৃদয়
তাঁরাই আমাকে পান [illegible]ম সময় ॥১॥

(২)

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥

আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ
অনন্য ভকতি ভাবে লয়েন শরণ,
যাঁহারা আমাতে চিত্ত করি সমাহিত
হৃদয়ে আমারি ধ্যান করেন সতত,
সংসার সাগর হতে তাঁদের সত্বর
উদ্ধার করিহে আমি পাণ্ডব প্রবর
তাঁহাদের নাহি থাকে শমনের ভয়
অন্তিমে তাঁহারা হন আমাতেই লয়॥২॥

(৩)

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

হিংসাদ্বেষ বিবর্জ্জিত যাঁহার হৃদয়
সর্ব্বভূতে সকরুণ সকল সময়,
বিশ্বপ্রেমে বিগলিত অন্তর যাঁহার
সংসারে মমতা নাহি কিম্বা অহঙ্কার
সুখদুঃখে হইয়াছে যাঁর সমজ্ঞান
সতত সন্তুষ্ট চিত যিনি ক্ষমাবান,
শরীর ইন্দ্রিয় মন যাঁহার সংযত
সদা যোগ পরায়ণ যিনি দৃঢ়ব্রত,
আমাতেই মনোবুদ্ধি সমর্পিত যাঁর
প্রকৃতই প্রিয়ভক্ত সেজন আমার॥৩॥

(৪)

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

যাহা হতে কেহ নাহি হয় উদ্বেজিত
লোক ভয়ে যাঁর মন কভু নহে ভীত
অমর্ষ উদ্বেগ হর্ষ ভয় নাহি যার
তাঁহাকেই প্রিয়ভক্ত জানিবে আমার॥৪॥

(৫)

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

সকল বিষয়ে যিনি বাসনা বিহীন
সুনিপুণ শুদ্ধাচার যিনি উদাসীন,
আরম্ভ উদ্যম যিনি করেন বর্জ্জন
জানবে আমার প্রিয়ভক্ত সেইজন॥৫॥

(৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

অভীষ্ট লভিয়া যিনি না হন হর্ষিত
অনিষ্ট ঘটিলে যিনি নহেন দুঃখিত,
শোক নাহি প্রিয় বস্তু হইলে বিনাশ
অপ্রাপ্ত বিষয়ে যার নাহি অভিলাষ
শুভাশুভ পাপপুণ্য নাহি যাঁর জ্ঞান
তিনিই আমার প্রিয় যিনি ভক্তিমান॥৬॥

(৭)

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

শত্রু মিত্র যাঁর চক্ষে সকলি সমান
যাহার নাহিক মান অপমান জ্ঞান,
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে সমভাবে স্থিত
সকল বিষয়ে যিনি আসঙ্গ বর্জ্জিত,
স্তুতি নিন্দা তুল্য যাঁর যিনি নির্ব্বিকার
অল্পে পরিতোষ, মুখে বাক্য নাহি যাঁর
যথায় তথায় বাস সদা স্থিরমতি
হেন ভক্তিমান্ জন মোর প্রিয় অতি ॥৭॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥
যাহারা পূর্ব্বোক্তবিধ অমৃত উপম
পালন করেন এই পরম ধরম
ভক্তি শ্রদ্ধাবান যারা ব্রহ্ম পরায়ণ
আমার অতীব প্রিয় সেই সব জন ॥৮॥

শ্রীগোবিন্ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

রাসপঞ্চাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

গীত।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্ম্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন সন্তমৈঃ।

সচর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥
১০-৩৯-২

সেই কালে উড়ুরাজ আপনার সুখাবহ কর দ্বারা প্রাচীর মুখ অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া লোকের তাপ হরণ করিতে করিতে উদিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালে প্রত্যাগত প্রিয়তম কান্ত এইরূপে প্রণয়িনীর মুখপদ্ম কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করেন।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ড মণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরম্॥
১০-৩৯-৩

অখণ্ড মণ্ডল, নবকুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ, রমার মুখতুল্য আভা বিশিষ্ট, কুমুদিনী নায়ক সেই চন্দ্রকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কোমল কিরণ দ্বারা রঞ্জিত বনভূমির বেগতা অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুররবে গান করিয়াছিলেন। সেই গান রামাঙ্গিনীদিগের মন হরণ করিয়াছিল।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মু রন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
১০-৩৯-৪,

প্রেমবর্দ্ধন সেই গীত শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণের মন একবারে কৃষ্ণাসক্ত হইল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উদ্যম লক্ষ্য না করিয়াই, যেখানে কান্ত সেইখানে আগমন করিয়াছিলেন।

'অনঙ্গ বর্দ্ধনের' অর্থ 'প্রেম বর্দ্ধন' কেন লিখিলাম তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন দ্বারা মধুর সঙ্গীত করিলেন, আর সেই গানে জগৎ ভরিয়া গেল। কিন্তু সে গানে জগৎ অস্থির হইল না। পাপী তাপী সে গান জানিতে

পারিল না। ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সে গান মধুরতা বিস্তার করিল বটে কিন্তু সে গানে সকল ভক্ত উন্মত্ত হইল না।

সে গান কেবল বৃন্দাবন মধ্যেই আপন উন্মাদিনী শক্তি বিস্তার করিল। যাঁহারা পতি, পুত্র, সুহৃৎ, সকলই কৃষ্ণময় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাঁহারা সংসারের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত করিয়াছেন, যাঁহারা অবাধে কূল ত্যাগ করিয়া অকূল শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেই গোপীদিগকে, কেবল মাত্র স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী ব্রজরমণীগণকে সেই মধুর সঙ্গীত উন্মত্ত করিল। যোগমায়ার প্রভাবে সেই গীত কেবল গোপীর হৃদয় বিদ্ধ করিল।

রুন্ধন্নম্বু ভৃতশ্চমৎ কৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মারয়ন্ বেধসম্॥
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহ ভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশিধ্বনিঃ॥

বিদগ্ধমাধব ১-১৭

জলদ সমূহ স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে পুনঃ পুনঃ বিস্ময়ান্বিত করিয়া, সনন্দনাদি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ বলিকে উৎসুক্যাদি দ্বারা আকুলিত করিয়া, নাগরাজ অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড কটাহের মূল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী এই মোহিনী শক্তি কিরূপে পাইল?

সদ্বংশস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পানৌস্থিতি মুরলিকে সরলাসিজাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বতগুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণ বিমোহন মন্ত্রদীক্ষা॥

বিদগ্ধমাধব ৫-১৫

হে মুরলি! তোমার সদ্বংশে জন্ম, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তোমার অবস্থিতি, জাত্যংশেও তুমি সরলা। তবে তুমি কোন্ গুরুর কাছে এই বিষম গোপাঙ্গনাবিমোহন মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছ?

গোপীরা বিশ্বাস করিতেন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত দ্বারাই মুরলীর এই শিক্ষা। তাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন।

স্বরত বর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীরনস্তেঽধরামৃতম্॥

ভাগবত ১০-৩১-১৪

তনু মন করায় ক্ষোভ বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ শোকাদি ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্যরস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ
বিচারিতে সব বিপরীত॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ
তোমার অধর বড়ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন
অন্য রস সব পাসরায়।
সচেতন রহে দূরে অচেতনে সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধার পিয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজপান।
অহে শুন গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধকরি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।

নহে পিয়ু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥
অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগৎ জন।
আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্যধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন॥
নীবি খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী শুনি লোক করে হাঁসি
এইমত নারীরে নাচায়॥

বাস্তবিক বাঁশীর এইগুণ—"ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং।

"পাসরায় অন্যরস জগৎকরে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়"।

আমরা অন্য রসে গভীর নিমগ্ন। বেণুর মধুররবে সেই পাথিক তুচ্ছরস ভুলিতে পারিব। কর্ণ, তুমি কি এত পুণ্য করিয়াছ, যে সেই মুরলীর মধুর ধ্বনি একবার মাত্র শ্রবণ করিবে। হায়! তুমি অন্য রবে বিষম মুগ্ধ। সংসারের আপাত মনোরম বিষময় ধ্বনি তোমার মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি কি সেই ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধ্বনি শ্রবণ করিবে? যতদিন অসাম্যের রব তোমার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবে, ততদিন সাম্যের সেই দিব্য মধুর ধ্বনি, আনন্দের সেই অজস্র ধারা, সেই প্রণব বাহিনী, 'পরা' নাদিনী, গোলক মন্দাকিনী তোমাতে স্থান পাইবে না।

আর গোপীগণ, যাঁহাদের হৃদয়ে দ্বিধা নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে প্রত্যবায় নাই, অন্তরায় নাই, যাঁহারা সহজেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্ত, তাঁহারা সেই বেণুরব শুনিয়া, সেই সংসার অপসারিণী, মহা আকর্ষিণী, শ্রীকৃষ্ণের আমন্ত্রণী শুনিয়া কিরূপে ধৈর্য্য ধরিবেন? অতি নিম্নাভিমুখ স্রোতস্বিনীর ন্যায় অত্যন্ত বেগে তাঁহারা প্রধাবিত হইলেন। সেই বেগে ভুলিলেন আপনার সঙ্গিনীগণ। কেহ ভাবিলেন না আমি কি একলা যাব? ভাবিবার অবসরও ছিল না। কিন্তু যদি কৃষ্ণসঙ্গমের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একাকিনীর কার্য্য নয়।

তাহা হইলে, "আমি যাব," "আমি যাব," ইহার কায নয়। এই রাসলীলাতেই একথা বেশ বুঝিতে পারিবে।

শব্দ ব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
অথ বেণু নিনাদস্ত ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশস্তি মুখাজানি স্বয়ম্ভুবঃ।
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মানধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামাগমত্ততঃ॥

শব্দব্রহ্মময় বেণু সাক্ষাৎ প্রণব।
আনন্দ চিচ্ছক্তি রূপা হবি সুখোদ্ভব॥
ত্রয়ী মূর্ত্তিময়ী গতি আশ্রয় স্বরূপ।
সর্ব্বাশ্রয় গুরু বেণু সর্ব্ববস ভূপ॥
বংশীদ্বারে আদি গুরু হরি ভগবান্।
ব্রহ্মারে গায়ত্রী মন্ত্র করেন প্রদান॥

বেণুর্যঃ শৃণুতং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা।
দ্বিজ আশীচ্ছান্তমনাঃ কৃতশান্তপনাদিভিঃ॥
নাম্না দেবব্রতো দান্তঃ কর্ম্মকাণ্ড বিশারদঃ।
অবৈষ্ণব জন ব্রতে মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াপরঃ॥
মদ্ভক্তঃ কোঽপি পূজাং মে তুলসীদলবারিণা।
কৃতবাংস্তু গৃহে কিঞ্চিৎ ফলমূলং ন্যবেদয়ৎ॥
স্নানবারি ফলং কিঞ্চিৎ তস্মৈ প্রীত্যা দদৌ সুধীঃ।
অশ্রদ্ধয়া স্মিতং কৃত্বা সোঽপ্যগৃহ্ণাদ্দ্বিজন্মনঃ॥
তেন পাপেন সংজাতং বেণুত্বমতি দারুণম্।
যুগান্তে তু বিষ্ণুপরো ভূত্বা ব্রহ্মত্বমাপ্স্যতি॥

পদ্মপুরাণ

সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সমান।
দেবব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তান॥

অবৈষ্ণব জন মধ্যে করিতেন বাস।
সেই লাগি কৃষ্ণে তাঁর নহিল বিশ্বাস॥
কোন দিন দেবব্রতে কোন কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ দেন হইয়া উল্লাস॥
ভক্ত দত্ত কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সেই সে ব্রাহ্মণ।
অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক হাসি করিল গ্রহণ॥
সেই অপরাধে তার অত্যন্ত দারুণ।
বেণু জন্ম হয় এই কহিনু কারণ॥
সেই বেণু জন্ম তাঁর অন্যত্র নহিল।
কৃষ্ণের বংশীতে গিয়া সাযুজ্য লভিল॥

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যেমন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অস্ত্র, সেইরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বেণুই একমাত্র অস্ত্র। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য শঙ্খ, চক্রাদি ধারণ করিয়াছিলেন মধুর শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের একান্ত নির্জ্জন শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিশুদ্ধ ভক্ত লীলার জন্য একমাত্র বেণু ধারণ করিয়াছিলেন। একের তাৎপর্য্য ঐশ্বর্য্য বিস্তার, অন্যের তাৎপর্য্য মাধুর্য্য বিস্তার।

সেই মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য, ভক্তের সহিত চরম মিলনের জন্য, ভক্তের শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, ভক্তিমার্গে "তত্ত্বমসি" বাক্য সার্থক করিবার জন্য, আজ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বেণুরূপ মহা অস্ত্র ধারণ করিয়া মধুর সঙ্গীত করিলেন।

রাস অভিসার।

আজই গোপীদের পরীক্ষা। কেবল মনে মনে সংসার ত্যাগ নয়। মনে মনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ইচ্ছা নয়। আজ কৃষ্ণপ্রাপ্তির কাল উপস্থিত। আজ সংসার ত্যাগের সময় সম্মুখবর্ত্তী। আজ একুল, না ওকুল। দুকুল আশ্রয়ের আর সময় নাই। দেখি গৃহের মধ্যে থাকিয়া, ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া, লোকের মধ্যে থাকিয়া—কে সঙ্কেত ধ্বনি শুনিবা মাত্র গৃহ, ধর্ম্ম, লোকলাজ সকলই ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করিতে পারে।

আজ তুমি, আমি এস দেখি। একবার আত্ম পরীক্ষা করি। প্রিয়তমার মুখখানি একবারে ভুলিতে পারিব কি? আহা, ঐ শিশুর চাঁদ বদন খানি। নাগরের নাগরী, নাগরীর নাগর। ধন, জন, সম্পদ্, অতুল বৈভব। গন্ধ, গর যৌবন, তাতে কত মল্লিকা মালতী ভেসে যায়। সাজান উদ্যান, সাজান ভবন। সংসারের অনন্ত সাজ কুহকিনী প্রকৃতির নিত্য নূতন নৃত্য। একবারে সকল ভুলিয়া যেতে হবে। রাস অভিসার মাথায় থাকুক। আমাদের যাওয়া ত হলনা।

আমরা ত সংসারের মাঝে আছি। ও ভাই সংসারত্যাগী বনাশ্রয়ী ঋষি! আজ তোমার এষণাত্রয় নষ্ট হইয়াছে কি? ঋষিগণ, তোমরা কি বিদ্যার এষণা ত্যাগ করিতে পারিবে? আর বিদ্যা ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া, কি বিদ্যার মূল, ধর্ম্মের মূলকে আশ্রয় করিতে পারিবে?

যে যে আশ্রমে আছে, যে যে বর্ণে আছে, আজ বর্ণ ভুলিয়া, আশ্রম ভুলিয়া, কর্ম্ম ভুলিয়া, সকল ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিতে পারিবে কি?

গৃহ ত্যাগ করিলেই কি গৃহ ভুলা যায়? সংসার হইতে দূরে পলাইলেই কি সংসারের রেখা মিটিয়া যায়? "নিজ গৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্" করিলেই কি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হয়? সংসারে থাকিয়া যে সংসার ভুলিতে পারে, সেই যথার্থ বীর। জগতের মধ্যে থাকিয়া যে জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ও জগতের ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করে, সেই জগতের আদর্শ। যাঁহারা ভগবানের সেবার জন্য, তাঁহার প্রীতির জন্য, নিজের মুক্তিকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারাই আমাদের গুরু। যাহারা জীব ঈশ্বর, জগৎ প্রবাহ, তিনকেই মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তাহারা ব্রহ্মভূত হয় হইক, তাহাতে জীবের কি, ঈশ্বরের কি জগতের কি? গোপীরাই আমাদের গুরু। তাঁহাদের রাস অভিসার এক অপূর্ব্ব অভিনয়।

মদ্গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়িসর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

ভাগবত ৩-২৯-১১ ও ১২

মদীয় গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গাজলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞানকার্য্যাদির ব্যবধানশূন্যা) মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥

৩-২৯-১৩

আমার ভক্তগণ কেবল মৎসেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা একত্ব প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।

সএব ভক্তি যোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য নির্গুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

৩-২৯-১৪

ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম পূর্ব্বক মদ্ভাব প্রাপ্ত হন্।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ॥

১১-১১-৩২

মৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল গুণ ও দোষ বিধায়ক ধর্ম্ম সকল জানিয়াও যিনি কেবল মাত্র ভক্তির দৃঢ়তা নিবন্ধন সে সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

১১-১১-৩৩

আমায় স্বরূপ জানিয়া বা না জানিয়া, যাঁহারা একান্ত ভাবে আমায় ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ততম।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই, সংসারের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিলেন।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাব মনুদ্বাস্যাপরাযযুঃ॥

১০-২৯-৫

কেহ কেহ গাভী দোহন করিতেছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া দোহন ত্যাগ করিলেন। কেহ স্থালীস্থ দুগ্ধ চুলার উপর রাখিয়া আর তাহার আবর্ত্তনের অপেক্ষা করিলেন না। গোধূমকণ সিদ্ধ দেখিয়াও কেহ নামাইলেন না। গৃহ কর্ম্ম সকল তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ মিলনের প্রত্যবায় হইল না। তাঁহারা অবহেলায় চলিয়া গেলেন।

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥

১০-২৯-৬

কেহ পরিবেষণ করিতেছিলেন, কেহ শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ পতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন, কেহ বা নিজে ভোজন করিতেছিলেন। ক্ষণমাত্রে তাঁহারা সকলই ত্যাগ করিয়া চলিলেন। ধর্ম্ম দূরে পড়িয়া থাকিল।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্ত বস্ত্রাভরণা কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

১০-২-৯৭

কেহ লেপ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কেহ অঙ্গমার্জ্জনা করিতেছিলেন, কেহ লোচনে অঞ্জন লাগাইতেছিলেন। এ অঙ্গরাগ ত শ্রীকৃষ্ণের জন্য নয়। অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে অঙ্গরাগ কিসের! যাহাদের জন্য অঙ্গরাগ, তাহারা আজ দূরে পতিত। যথাযথ বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণেরও তাঁহাদের সময় থাকিল না। বাহ্য ভুলিয়া মনের বেগে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।

তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ।
গোবিন্দা পহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

১০-২৯-৮

পতি নিষেধ করিতে লাগিলেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলেই ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু কে কাহাকে নিষেধ করিবে। আজ কি গোপীদের অন্তরে পতিপুত্র, পিতামাতা আছে? আজ কি তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারের ছায়ামাত্র আছে? আজ তাঁহাদের মন গোবিন্দ দ্বারা অপহৃত। আজ তাঁহাদের মন গোবিন্দময়। আজ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ মায়ায় মোহিত। আজ তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট। আজ তাঁহারা বেণুর রবে উন্মত্ত। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? তাঁহারা সকল নিষেধ সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। লোক, লাজ, মান, ভয় সকলই গেল।

পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।

হাসি কান্দি নাচি গাই হৈছে মদোন্মত্ত ॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইলে আমার ॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেইরূপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয় ॥
প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত তনুক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥
অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ ॥ ১০-২৯-৯।

সকলের ভাগ্যে সমান ফল হয় না। সকলে বিদ্যালাভের জন্য সমান যত্ন করিতেছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে বিদ্যালাভ হয় না। অর্থের জন্য সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সকলে অর্থলাভ করেনা। সকল গোপীরই শ্রীকৃষ্ণে সমান অনুরাগ। কিন্তু সকলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে পারিলেন না। প্রাবব্ধ.কর্ম্ম তাহাদের বিরোধী. হইল। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি ফলদান উন্মুখ হইয়া বর্ত্তমান জীবন আরম্ভ করে। আর কতকগুলি সঞ্চিত ভাবে থাকে। তাহারা ফলোন্মুখ হইয়া অন্য জন্ম আরম্ভ করে। আর বর্ত্তমান জীবনে আমরা কতকগুলি কর্ম্ম সঞ্চয় করি। তাহাকে আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলে। ভক্তের সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম ভগবান্ বহন করেন।

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধি মধিগচ্ছতি।
শত জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

সঞ্চিতের নাশ আছে। আগামীর নাশ আছে। কিন্তু প্রারব্ধের ভোগ বিনা ক্ষয় নাই। "জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। যে কুলে জন্ম, সেই কুলেরই থাকিবে। যে আয়ু, তাহা অতিক্রম করিতে পারিব না। সুখ দুঃখ যেমন কপালে আছে, তাহা ভোগ করিতেই হইবে। অন্য গোপীরা ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। আর যাহাদের প্রারব্ধ প্রতিবন্ধক, তাঁহারা থাকিয়া গেলেন।

তাঁহারা অন্তর্গৃহে অবস্থিত হইয়া আর বিনির্গমের উপায় লাভ করিলেন না। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণভাবনা যুক্ত। এই দুরন্ত সন্তাপকালে তাঁহারা সেই ভাবনায় অত্যন্ত সমাহিত হইয়া নিমীলিত লোচনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপ ধুতাসুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষ নিবৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ॥
১০-২৯-১০

তমেব পরমাত্মানং সার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ
স্বচ্ছগুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥
১০-২৯-১১

তাঁহারা তৎকাল মাত্রই সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন। এবং গুণময় দেহও সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিলেন। আর তাঁহাদিগকে প্রতিজন্মানুসারী দেহ ধারণ করিতে হইল না। তাঁহারা গুণময়ী মায়ার অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। যদিও তাঁহারা জার বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই বুদ্ধি মায়াপার হইবার প্রতিকূল হয় নাই। না জানিয়াও অমৃত পান করিলে, লোকে অমৃতের গুণে অমর হয়। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করেনা। আর শ্রীকৃষ্ণ ত বহুরূপী; ভক্তের কাছে তাঁহার এক স্বরূপ নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে উপপতি ভাবে তাঁহার ভজনা করিবে, তাহার নিকট তিনি উপপতি। যে পতিভাবে তাঁহাকে ভজনা করিবে, তাঁহার নিকট তিনি পতি। সর্ব্বভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। সকল ভাবই তাহার নিকট বিশুদ্ধ। তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই

সকল ভাব নির্ম্মল হয়। ভেদের নিকটই শুদ্ধ অশুদ্ধ, গুণ দোষ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত সকল ভাবই শ্রীকৃষ্ণময়। তাহার আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ কি ?

কিন্তু পতিভাবে ব্রজগোপীরা যদি শ্রীকৃষ্ণ পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের অনুরাগ এত গাঢ়, এত তীব্র হইত না। পতিভাব সহজ, আয়াস শূন্য। উপপতিভাব দারুণ, কণ্টকপূর্ণ, ত্যাগাপেক্ষী। লোক, লাজ, ভয়, বেদ, ধর্ম্ম—প্রতি ত্যাগেই সেই ভাব অটল, নিশ্চল, তীব্র ও গভীর। প্রতি বিঘ্ন অতিক্রমে সেই ভাব মহাবেগশালী, মহাতেজস্বী। পতিভাবের অনুরাগ তার কাছে কোথায় লাগে।

পতিভাবে বিধি আছে, বন্ধন আছে। উপপতি ভাব অবৈধ, বেদ ধর্ম্মের বন্ধন দ্বারা অসংকীর্ণ।

পতিভাব সাপেক্ষ। উপপতি ভাব নিরপেক্ষ। পতিভাবে ভেদের ছায়া আছে। মিলনের পরিচ্ছেদ আছে। বাহ্যের অনুরোধ আছে। উপপতি ভাব বাহ্যশূন্য, কেবল বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ।

এ উপপতি ভাব ভেদের জগতে আদর্শ নহে। যাহা শ্রীকৃষ্ণে শোভা পায়, তাহা ভেদের জগতে শোভা পায় না। ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য এক নয়। যাহা মায়ার ধর্ম্ম, তাহা মায়াধীশ ঈশ্বরের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই মায়ার জগতেই ধর্ম্মের কত তারতম্য। যাহা পশুর ধর্ম্ম, তাহা মানুষের ধর্ম্ম নয়। যাহা এক মানুষের ধর্ম্ম, তাহা অন্য মানুষের নয়। আমাদের ধর্ম্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম বলা অত্যন্ত ধৃষ্টতা মাত্র।

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ সগুণদোষভাক্।
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥

১১-৭-৮

ভেদ দ্বারাই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এইরূপ গুণ ও দোষের বুদ্ধি হয়।

মানিলাম যে, জারবুদ্ধি থাকিলেও সেই গোপীরা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম কিরূপে নষ্ট হইল। তদণ্ডেই কিরূপে তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেন। প্রারব্ধের ত ভোগ বিনা অবসান হয় না।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অত্যন্ত দুঃসহ। সেই বিরহ জনিত তীব্রতাপে

তাঁহাদের অশুভ কর্ম্ম নষ্ট হইল। অশুভ কর্ম্মের ফল ত তাপ। কৃষ্ণ বিরহের তুল্য গোপীর অন্য কি তাপ হইতে পারে। এই চরমতাপে সকল তাপ অন্তর্লীন হইল।

আবার ধ্যানে—শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে তাঁহারা যে পরমসুখ ভোগ করিলেন, সেই চরম সুখ ভোগে শুভ কর্ম্মের নাশ হইল। হেলায় গোপী প্রারব্ধের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইল।

দাঁড়াও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকাগণ. দাঁড়াও দেবগণ। দাঁড়াও বেদ, দাঁড়াও ধর্ম্ম। দাঁড়াও শুষ্কজ্ঞান, নির্ব্বিশেষ মুক্তি। শাস্ত্র, ফেলে দাও তোমার যুক্তি। জগৎ, গাও গোপিকাদের জয়।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরংকান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণ প্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥

১০-২৯-১২

কৃষ্ণকে গোপীরা অত্যন্ত কমণীয় বলিয়া জানিতেন। ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। তাঁহাদের ত গুণ বুদ্ধি ছিল। তবে গুণপ্রবাহের উপরম কিরূপে হইল।

শুকদেব বলিলেন ;—

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥

১০-২৯-১৩

চেদিরাজতনয় শিশুপাল, হৃষীকেশকে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার প্রিয়, তাহাদের আবার কথা কি! পতিপুত্রাদিও ব্রহ্মরূপ। কিন্তু তাহাদিগকে ভজনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। কারণ জীবে ব্রহ্মত্ব অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ। তাঁহাতে ব্রহ্মত্ব অনাবৃত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বুদ্ধির অপেক্ষা নাই।—(শ্রীধর)।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১০-২৯-১৪

ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং গুণের নিয়ন্তা। মানবের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্ত তিনি মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি অন্য দেহীর তুল্য নহেন। দেহ ধারণ করিলেও তিনি অনাবৃত।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

১০-২৯-১৫

কাম হউক, ক্রোধ হউক, ভয় হউক, স্নেহ হউক, একতা হউক, সৌহৃদ্য হউক, যে কোন ভাব হউক যদি হরিতে নিত্য অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তন্ময়তা লাভ হয়। নিত্য সম্বন্ধই তন্ময়তার মূল। ভাবের পার্থক্যে কিছু যায় আসে না।

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

১০-২৯-১৬

ভগবান্, অজ, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এরূপ বিস্ময় কথা তোমার উচিত নহে। যে হেতু এই স্থাবরাদিও তাঁহা হইতে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

শ্রীনিত্যানন্দ চরিত।

জন্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাঢ় দেশে (বর্ত্তমান বীরভূম জেলায় মল্লার পুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে) প্রাচীন একচক্রা গ্রাম। মহাভারতে ঐ একচক্রার উল্লেখ দেখা যায়। পাণ্ডবগণ বনবাস কালে উক্ত একচক্রা গ্রামে কিছুদিন বাস ও দুষ্ট রাক্ষসের সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ঐ একচক্রা গ্রামে এক চক্রেশ্বর নামে শিব ও অপরাপর দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৌড়েশ্বর

নদীর খরতর প্রবাহে ঐ সকল দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীনতম সময়ের কথার প্রয়োজন নাই। পাঁচশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বেও ঐ একচক্রা একটী সমৃদ্ধিশালিনী পুরী ছিল। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে জানা যায়, তৎকালে ঐ পুরী উদ্যানোপবনে সুসজ্জিত বিভিন্নবর্ণের বহু লোকের বাসস্থান ছিল। ঐ পুরীতে অনেক ধনী, মানী ও জ্ঞানী লোক বাস করিতেন। পুরবাসী সকল ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ছিলেন। পুণ্যকর্ম্মে তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ ছিল। পুরমধ্যে অনেক স্থানেই দিবানিশি বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলনা হইত।

ঐ সমৃদ্ধিশালিনী একচক্রা গ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত বটব্যাল গ্রামীয় ওঝা উপাধিধারী এক অতি ধর্ম্মশীল বিপ্র বাস করিতেন। উক্ত ওঝার পত্নীও তাঁহার অনুরূপা ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মের সংসার সর্ব্ব প্রকারে সুখময় ছিল। দুঃখের মধ্যে সন্তানগণ অল্প বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করে। শেষে হরপার্ব্বতীর প্রসাদে একটি পুত্র রক্ষা পায়। মহাত্মা ওঝা ঐ মৃতাবশিষ্ট পুত্রের 'হাড়ো' নাম রাখেন। 'হাড়োর' রাশিগত নাম 'মুকুন্দ'।

মুকুন্দ জনক জননীর স্নেহে বয়োবৃদ্ধিব সহিত বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত পদবাচ্য হয়েন। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পদ্মাবতী নাম্নী সর্ব্ব সুলক্ষণা সাক্ষাৎ বাৎসল্যরসলক্ষ্মীর সদৃশী সৎকুলজাতা কোন এক কন্যার সহিত মুকুন্দ পণ্ডিতের পরিণয় কার্য্য সমাহিত হয়। মুকুন্দ পণ্ডিত ও তদীয় সহধর্ম্মিনী পদ্মাবতী অনন্যভক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও পরম পবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের চরিত্র গ্রামের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহারা স্বাভাবিক ঔদার্য্য, বিনয় ও লজ্জাদি গুণে প্রতিবাসিগণের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের কয়েকটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বয়সে ও গুণে জ্যেষ্ঠ তনয়ের নামই শ্রীনিত্যানন্দ। অপরাপর পুত্রদিগের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিরুদ্দেশ ও জনক জননীর মৃত্যুর পর একচক্রার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাড়র নামক গ্রামে বাস করেন ও বাসানুসারে বাঁড়ুরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

১৩৯৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার আবির্ভাব সময়ে দিক্ সকল প্রসন্ন, বায়ু সুখকর, জলাশয় সকল নির্ম্মল, ভক্তগণের মন উল্লাসিত, স্বর্গে দুন্দুভি প্রভৃতির ধ্বনি হইয়াছিল; অন্তরীক্ষ হইতে জয় জয় ধ্বনির সহিত পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও মনে ঐ ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দেখা দেয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাব না হইতেই বৈষ্ণবগণের মন অকস্মাৎ প্রসন্ন হইল। মনুষ্যলীলাকারী ভগবদবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চিত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দের জন্মের প্রাক্‌কালেই তাহা অনুভব করিলেন। তাঁহার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার অমল অন্তঃকরণে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব স্ফুরিত হইতে লাগিল। তৎসম্বন্ধে পদ যথা;—

"রাঢ়দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম,
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন,
আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দুখী কৃষ্ণদাসে॥"

পদকল্পতরু।

পুত্রের উৎপত্তিতে আনন্দিত হইয়া মুকুন্দ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন। পরে যথাবিধি বালকের জাতকর্ম্ম সংস্কার করাইয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। পুত্রের রূপ দেখিযা জনক জননী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। মুকুন্দ পণ্ডিতের একটি পরমসুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে এই সংবাদ ক্রমে গ্রামে প্রচার হইল। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই আসিয়া পণ্ডিতের পুত্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যিনি দেখেন, তিনি আর ফিরিয়া যাইতে চান না, সদাই দেখিতে চান। নিত্যানন্দের রূপলাবণ্য দেখিয়া, তিনি যে সামান্য বালক নহেন, কোন মহাপুরুষ আসিয়া পণ্ডিতের গৃহে জন্ম লইয়াছেন, সকলেরই মনে এইরূপ একটি ধারণা হইল। সকলেই জনক জননীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী লইয়া মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন করা হইল।

বাল্যলীলা।

শ্রীনিত্যানন্দ জনক জননীর স্নেহের সহিত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার অঙ্গলাবণ্যও বাড়িতে লাগিল। বর্ণ কনক চম্পকের সদৃশ। মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল হইতেও সুন্দর। হস্ত পদের নখ সকল চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী। ভুজযুগল আজানুবিলম্বিত। কটিদেশ ক্ষীণ। পদতলের নিকট রক্তোৎপলও পরাজিত হয়। শরীর স্থলকমলের ন্যায় কোমল। তাঁহার সৌন্দর্য্য সূচক পদ যথা ;—

ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদ মুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম॥
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।

আজানুলম্বিত ভুজ,   তনু থলপঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি অরি জনু ॥
চরণ কমল তলে   ভকত ভ্রমর বুলে,
আধ বানী অমিয়া প্রকাশ ।
ইহ কলিযুগ জীবে,   উদ্ধার হইল সবে
কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস ॥

বালকের অঙ্গ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে একটি উৎসব হইল। ষষ্ঠ মাসে নামকরণ করা হইল। নাম হইল নিত্যানন্দ বালক নিত্যানন্দ ক্রমে জানুর উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিলেন। চাঞ্চল্য মাত্র নাই। যে কোলে করিতে চায়, বালক তাহারই কোলে যান। রোদন কাহাকে বলে জানেন না। সদাই হাস্যমুখ। যে এক বার তাঁহার সেই হাসিমুখ দেখে, সে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারে না। দাঁত দেখিতে চাইলে দাঁত দেখান। কে তোমার পিতা, কে তোমার মাতা, জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা ও মাতাকে দেখাইয়া দেন। ক্রমে হাঁটিতে শিখিলেন। পিতামাতার ও প্রতিবেশী নরনারীর অঙ্গুলি ধরিয়া চলিয়া বেড়ান। নিজের ছায়া দেখিলে ধরিতে যান, নিজের প্রতিবিম্ব দেখিলে আলিঙ্গন করিতে চান। বালক নিত্যানন্দের সকলই অদ্ভুত। তাঁহার কোন কার্য্যই সাধারণ বালকের ন্যায় নহে। সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত যে কিছু খেলা করেন, সে সকলই অদ্ভুত। সকল খেলাই অপরাপর যুগের লীলার অনুকরণ। তাঁহার বাল্য লীলা সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত যথা ;——

"দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে ।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে ধায় ।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধরায় ॥
কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে ।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে ॥"
কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া ।
বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া ॥

বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণজন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে॥
গোকুল স্থজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

"কৃষ্ণজন্ম-উৎসব যেরূপ নন্দ ঘরে।
যশোদা যেরূপ স্নেহে আপনা পাসরে॥
যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধ পানে পূতনা বধিলা।
শয়নে থাকিয়া যৈছে শকট ভাঙ্গিলা॥
তৃণাবর্ত্ত বধ যৈছে কৈলা ভগবান্।
খেলায় সে খেলা দেখি জুড়ায় পরাণ॥
ধান্য দিয়া ফল কৃষ্ণ কিনে কুতূহলে।
যশোদা বন্ধন যৈছে করে উদূখলে॥
যৈছে ভাঙ্গে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়।
সে খেলা দেখিতে কার না জন্মে বিস্ময়॥
নানা বেশ ধরিয়া প্রবল শিশু খেলে।
খেলয়ে কৃষ্ণের যত চাঞ্চল্য গোকুলে॥
বক অঘ হয় শিশু কৃষ্ণরূপ ধরি।
সে সকলে বধেন কৌতুকে যুদ্ধ করি॥
গড়ি ভয়ঙ্কর সর্প লৈয়া যায় জলে।
সে অদ্ভুত কালিয়দমন খেলা খেলে॥
কভু খেলে কৃষ্ণ যৈছে ধেনুক বধিলা।
কভু গোষ্ঠে খেলয়ে প্রলম্ববধ লীলা॥
বৃষাসুরে বধ কৃষ্ণ করে যে প্রকারে।
যৈছে তীর্থ আকর্ষণ করি স্নান করে॥
যৈছে কৃষ্ণ সখা সহ করে গোচারণ।
ধেনুগণ লৈয়া যৈছে গৃহেতে গমন॥

যৈছে গোবর্দ্ধন ধরি ব্রজ রক্ষা করে।
যৈছে গোপিকার পরিধেয় বস্ত্র হরে॥
যৈছে যজ্ঞপত্নীগণাদির ব্যবহার।
সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার॥
যৈছে কংসাদেশে ব্রজে অক্রূর আসিয়া।
মথুরায় রামকৃষ্ণ যৈছে যায় লৈয়া॥
শকট চাপিয়া যৈছে যায় গোপগণ।
সে খেলা দেখিতে ধৈর্য্য করে কে এমন॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যৈছে কান্দে গোপীগণ।
কহিতে কি তৈছে নিত্যানন্দের ক্রন্দন॥
মথুরা ভ্রমন খেলা খেলে শিশু সঙ্গে।
মালাকার স্থানে মালা পরে মহা রঙ্গে॥
কুব্জা বেশে গন্ধ কেহ পরাণ পরিয়া।
ধনুক ভঞ্জন খেলা খেলয়ে গর্জ্জিয়া॥
কুবলয় চানূর মুষ্টিক বধ করি।
মঞ্চ হৈতে কংসে ভূমে পাড়ে চুলে ধরি॥
কৃষ্ণ কংস মাতুলে বধিলা যেন মতে।
খেলে সেই খেলা লোক বিস্ময় দেখিতে॥
যথা যে যে লীলা সে সে স্থান বিরচয়ে।
খেলায় সে লীলা স্থান প্রত্যক্ষ করয়ে॥
জন্ম হৈতে শ্রীরামচন্দ্রের যে যে লীলা।
শিশুগণে সাজাইয়া খেলে সেই খেলা॥
বাল্মীকি রচিলা যেই গ্রন্থ রামায়ণ।
সে সব প্রত্যক্ষ করে পদ্মার নন্দন॥
ধরিয়া বামন বেশ বলিরে ছলয়।
নৃসিংহ বেশেতে হিরণ্যকশিপু বধয়॥
প্রহ্লাদের প্রায় স্তুতি করে কোন জন।

নৃসিংহের বাৎসল্যে খেলায় মনোরম ॥
ভক্তে সুখ দিতে ঈশ্বরের যে বিহার।
সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার ॥
যখন যে দিকে নিত্যানন্দ চলি যায়।
সেই দিকে সেই সঙ্গে সব শিশু ধায় ॥
একচক্রাবাসী লোক সানন্দ অন্তরে।
নিজ নিজ শিশুগণে বারণ না করে ॥"

" পৌগণ্ডলীলা "।

এইরূপে বাল্যলীলার পর পৌগণ্ডকাল উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ অল্পকালের মধ্যেই বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। এই সময়ে মুকুন্দ পণ্ডিত আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিলেন। উপনয়নের পর শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কালে ঐ শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

হিন্দুধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্ম, ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীর জাতীয় ধর্ম্ম; ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ভারতের চারিধারে বিস্তারিত হইয়াছে। এই আর্য্যজাতি মানব-জগতের পঞ্চম জাতি। এই জাতি ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি, নির্দ্দিষ্ট বিধিক্রমে গঠিত ও শিক্ষিত হইয়াছিল। চতুর্থ জাতীয় মানবগণের মধ্যে যাঁহারা চরম উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকেই মনু পরবর্ত্তী কল্পের

জাতীর বংশধররূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। এই ঘটনা কতবর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল তাহা শুনিলে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকেরাও উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন। এই নির্ব্বাচিত পরিবারগুলিকে মনু ও তাঁহার সহযোগী ঋষিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী মানব সমাজ হইতে নির্জ্জনে রাখিয়া এবং সুদীর্ঘকাল নিজ তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত করিয়া ভবিষ্য পঞ্চম মানবজাতি অর্থাৎ আর্য্যজাতির অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্বতন (৪র্থ) মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বংশগুলির উপর ভবিষ্য (৫ম) জাতির আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছিল। এইরূপে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হয়, এবং তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হয়। এই বৃক্ষের প্রথম শাখা, যাহা হইতে ভবিষ্যতে কত প্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে, যে জাতি ইদানীন্তন কালে হিন্দু নামে খ্যাত হইয়াছে এবং যাঁহারা তৎকালে আর্য্য নামে অভিহিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বাসভূমি—ভারতবর্ষের উত্তর ভাগ—আর্য্যাবর্ত্ত নামে আখ্যাত আছে, সেই আর্য্যজাতি মনু ও ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্রানুসারে জীবন নিয়মিত করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট মার্গে সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এইরূপে জাতীয় চরিত্রের আদর্শ প্রথম পরিবারে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল, যে আদর্শে ভবিষ্য মানবকুল গঠিত হইবে, তাহা প্রথমে এইভাবে সুচারুরূপে বিকশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই প্রাথমিক আদর্শ পরিবারগুলিই ভবিষ্য বংশাবলীর উন্নতির মূল। কারণ গুপ্ত বিদ্যার সাহায্যে এই প্রথম অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে সেই সময় যে সকল জীবাত্মা, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারা বিভিন্নাবস্থাপন্ন। মনু তাঁহাদের সকলের শাস্তা ও ব্যবস্থাপক এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ, তাঁহাদের গুরু ও উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, পূর্ব্বকল্পে যাঁহারা নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়াছিলেন, এরূপ বহু জীবাত্মাও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে অল্প উন্নত, কতকগুলি জীব এবং সর্ব্বশেষে, চতুর্থ জাতীয় অনুন্নত জীবাত্মাগণ বহুলভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং এই জাতীর উৎপত্তি কালে বিবিধ অবস্থার লোক সমূহ দৃষ্ট হয়। ইহারা, ধর্ম্ম, দর্শন বিজ্ঞান ও নীতির বিবিধ স্তরের উপযোগী। এই জন্য পঞ্চম বা আর্য্যজাতীর

বৈচিত্রের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে। এই জাতি নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ও লৌকিক ধর্ম্মের আধার স্বরূপ হইয়াছে, এবং আর্য্যজাতীয় ক্রম বিকাশ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

সেই প্রাচীন আর্য্যগণ যে ধর্ম্মশাস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে তাহা বিভিন্ন অবস্থার মানবের বিকাশের উপযোগী এবং কেবল যে তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল এমন নহে, পরন্তু সামাজিক ও অন্যসর্ব্ববিধ উন্নতিরই সম্পূর্ণ সহায়। ধর্ম্মই আর্য্যজাতির সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের চক্ষে মানবের এমন কোনও কার্য্য নাই যাহা ধর্ম্ম জড়িত নহে—যাহাকে শুদ্ধ লৌকিক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আহার বিহারাদি যে সকল বিষয়ে অন্য জাতীয়েরা ধর্ম্ম সম্পর্ক খুঁজিয়া পায় না, হিন্দুরা সে সকল বিষয়ও ধর্ম্ম-শৃঙ্খল-দ্বারা সংযত করিয়াছেন। তাঁহারা মানসিক বৃত্তির পূর্ণ স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়া বিভিন্ন মত বিচার পূর্ব্বক, সকলেরই নিজ উন্নতি সাধন করিবার অধিকার রাখিয়াছেন, কিন্তু যদ্দারা ধর্ম্মের ভিত্তি কম্পিত হইতে পারে, এমন কোনও ব্যবস্থা রাখেন নাই। মত সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে কিন্তু, জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক বন্ধন সুদৃঢ়. হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইহাই বিশেষত্ব। এই জন্যই এ ধর্ম্মে বহু দার্শনিক মত অথচ সামাজিক বন্ধন অটুট। এই জন্যই বাহ্য দৃষ্টিতে এই ধর্ম্মকে অত্যন্ত গুরুভার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কারণ অন্য জাতীয়েরা চিন্তার স্বাধীনতা অপেক্ষা কার্য্যের স্বাধীনতা ভাল বাসে। হিন্দু ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগত ব্রহ্মময় মনে করিতে পারেন, তাঁহাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে পারেন, অথবা ঈশ্বরের প্রয়োজন অস্বীকার করিলেও করিতে পারেন, তথাপি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে বাধ্য। ভিন্ন বর্ণে বিবাহ বা অমেধ্য আহারে তাঁহার অধিকার নাই।

আমাদের আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত (১) আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তাহার বিবিধ ব্যাখ্যা। ইহা বেদ ও উপনিষদ সমূহে বর্ণিত আছে। বেদে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিচয় পূর্ণভাবে আছে কিন্তু স্ফুটভাবে নহে। এই জন্যই কথিত আছে ব্রাহ্মণ সমূহ উপনিষদে এবং উপনিষদ বেদে গুপ্তভাবে আছে।

ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বিকাশ হয়। সমস্তই পূর্ণ ভাবে আছে, অধিকারী ভেদে আপনাআপনিই স্ফুটিত হয়। ইহাই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা। অপরা বিদ্যা বেদাঙ্গ সমূহ ও চতুঃষষ্টি কলা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদায় কথার মূলে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত ক্রমে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়া নব্য জাতীয় পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন।

তৎপরে (২) আধিভৌতিকতত্ত্ব। ইহা অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইয়াছে। প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও তাহার সহিত মানবের সম্পর্ক, পুরাণ সমূহে সূক্ষ্মভাবে অতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। সংহিতা গুলিতে আবার উহা সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মের সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে। তৎপরে রামায়ণ মহাভারত ও তদনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থে অনেক তত্ত্ব ও নীতি উদ্ঘোষিত হইয়াছে; এমন কি কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের নাটকাদিতেও, তাহার অভাব দৃষ্ট হয় না। এই সমুদায় গ্রন্থেই, সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য ঐগুলি সংন্যস্ত আছে; এবং তাহা হইতেই লোকে ক্রমে গূঢ়তর আধ্যাত্মিক তত্ত্বনিচয় নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া থাকে।

হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্ব নিচয় যোগবলে নির্ণীত হইয়াছে। যিনি একথা অস্বীকার করিবেন তিনি হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। অদৃশ্য ব্যাপার সমূহ ঋষিগণের জ্ঞানগোচর ছিল। এই ধর্ম্ম সকলকেই কালে যোগপথের পথিক করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছে। এই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের উপর নির্ম্মিত। কিন্তু উহা ঋষিগণের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ ছিল না। ধর্ম্মের সেই ভিত্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবেক, তবেই ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বুঝিতে পারা যাইবেক। তাহা হইলেই বোঝা যাইবেক কেন জ্ঞানকে অবাধ রাখা হইয়াছে, এবং বেদ হইতে স্ব স্ব অধিকারানুরূপ তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। কারণ বেদ অমেয় জ্ঞান সাগর। এ সাগরে যে যত ডুবিতে পারে তাহারি ভাগ্যে তত অমূল্য রত্নলাভ হয়। কিন্তু হিন্দুর আচার ব্যবহার কঠিনতর নিগড়বদ্ধ। মানব স্ব স্ব ভাবানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পরস্পরের ভাবও পরস্পরের বিকাশের কারণ স্বরূপ। ভাববৈচিত্র দ্বারাই ক্রমে হৃদয়কবাট

উদ্ঘাটিত হইয়া তাহাতে সত্য-সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক প্রবেশ করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত জানা ভাল বই মন্দ নহে। কারণ ঐ সকলগুলিই সেই অনন্ত সত্যের একটি ভাবের বিকাশ। কাজেই সকল মত দ্বারা তৎসম্বন্ধে অধিক জ্ঞান জন্মিবারই কথা। ব্যবহার বাহ্য জগতের সহিত সংবদ্ধ। ঐ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষও হইতে পারে অপ্রত্যক্ষও হইতে পারে। মানবের প্রকৃতি বৈচিত্র্য বশেই ঐ সমুদায়ের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়। আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মানব তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভৌতিক পদার্থ নিচয়ের জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক আপনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারেন। সেই সকল তত্ত্ব, নিত্যাবধি-রূপে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ মানবগণ ঐ সমুদায় রহস্য আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিবার অধিকারী নয় বলিয়া, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহারা তাহাদের হিতসাধণ করিয়া গিয়াছেন। ক্রমাভিব্যক্তি বলে যখন যোগ সাধন দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় তখন আর বাহ্য জগতের সহিত বাধ্য বাধকতা থাকে না, তখন মানব ব্যবহারিক বিধি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক "মহাবিধির" সহিত আপনার যোগ সাধন পূর্ব্বক ক্রিয়াতীত হন। সেই সময়ে (৩) যোগ শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক তত্ত্বনিচয় পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগে আধ্যাত্মিক শক্তি নিচয় ক্রমেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া, অদৃশ্য রাজ্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হয়। তখন তাঁহারা সূক্ষ্মতম প্রাণীও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। বেদের সত্য সমূহ যোগ বলেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই যোগের প্রক্রিয়া কোথাও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত নাই। ইহা গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু, অধিকারীকে অধিকারানুরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, কারণ এইপথ বিপদ সঙ্কুল ও ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ।

আমরা এই তিন বিভাগ যথাক্রমে বিচার করিব। প্রথম বেদের আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ, এবং তদনুগত দর্শন শাস্ত্রসমূহ বিচার করা যাউক। দর্শন সমূহে জ্ঞানমার্গ বিবৃত হইয়াছে। এ গুলি পরস্পর বিরোধী নহে, কিন্তু, একদেশদর্শী। ইহার কোনও গ্রন্থে সমগ্র সত্য ব্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেকে এক এক দিকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এবং সেই আংশিক সত্য গুলি তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

তৎপরে আমরা আধিভৌতিক তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিব। এবং সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের সহিত তৎসমুদায়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিব। সর্ব্বশেষে যোগলব্ধ সত্যজ্ঞান বিষয় বিচার করা যাইবে। ঐ সত্য তত্ত্বগুরু সন্নিধানে শিক্ষা করিতে হয়। এই সার সত্যদ্বারা উত্তরোত্তর মানবের উন্নতি হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় যে কিরূপ বিস্তৃত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবেক। অতএব অদ্য পূর্ব্বাহ্নের স্বল্প সময়ে ঐ বিস্তৃত বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, যদি সকল বিষয়ের যথা সম্ভব বিস্তৃতি না করিতে পারি তাহা হইলে, আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। কারণ বাক-শক্তির সাহায্যে প্রকাশ করিতে গেলে কাল সংক্ষেপে, কাজে কাজেই স্বল্প বাগ্বিন্যাস করিতে হইবেক। মনে মনে ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিলে অল্পসময়ে অধিক প্রকাশ করা যায় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ যে সমস্ত, লৌকিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব আছে, তাহার আলোচনা করিব। ঐ সমুদায় তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া যিনি নীজস্ব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই গন্তব্য স্থল প্রাপ্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ডের প্রথমাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অনুভূত হইবে, যে কোনও সময়ে, জগতের আদি কারণ, পরমাত্মা ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিতে হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে—

"তমেব ভান্তমনুভা সর্ব্বং
তস্যভাসা সর্ব্বমিদং ভাতি॥" (মুণ্ডক, ২।২।১০)

"যখন তিনি প্রকাশিত হইলেন, তখন সমুদায় প্রকাশিত হইল তাহার প্রকাশেই সমুদায়ের প্রকাশ।—(২।২।১০) কিরূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদে লিখিত আছে যে যজ্ঞ হইতেই তাঁহার প্রকাশ।

ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ॥

"ওঁ, সত্যের প্রকাশ, যজ্ঞাশ্বের শিরোভাগ।" (১।১।১)। গুপ্তবিদ্যা আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে এই যজ্ঞ, ব্রহ্মের সগুণভাব গ্রহণ—(self-limitation] তাহার মায়া বা অবিদ্যাবরণ গ্রহণ। নহিলে কোনও

ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ সম্ভব নহে। বহুত্ব লাভ করিতে হইলেই সসীম হওয়া প্রয়োজন সুতরাং মায়াধারে বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই সপ্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। তিনিই উৎপত্তির নিদান, পরমাত্মা ও ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রাণ। যাহা কিছু সপ্রকাশ দেখা যায় তাহার কিছুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণ নাই, দ্বিতীয় ভাব নাই, দ্বিতীয় মন নাই। তিনিই সৎ-চিৎ ও আনন্দ। তাঁহা হইতেই সমুদায় গুণের উৎপত্তি। তিনি এই সমুদায় আদি কারণে (কারণ বারিতে) নিহিত করিলেন। সেই ব্রহ্মের কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
নতস্য প্রতিমা অস্তিযস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১০॥
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
নচক্ষু পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনং
এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০॥

"তখন অন্ধকারও ছিল না, দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না তখন, সৎ অসৎ কিছুই ছিলনা, কেবল সম্পূর্ণমাত্র শিব ছিলেন। তিনি অব্যয়। তিনি সাবিত্রি দ্বারা পূজিত হইতেন। তাঁহা হইতেই সমস্ত পুরাতন জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। উর্দ্ধে, অধোদেশে বা মধ্যে তাহার ধারণা হওয়া সম্ভব নাই। তিনি তুলনা রহিত, এবং যাঁহার নাম মহৎযশঃ, তাঁহার মূর্ত্তি চক্ষুর অতীত। যে কেহ তাহাকে অন্তরে ও মনে ধারণা করিতে পারে, সেই অমর হয়।" (শ্বেত, ৪।১৮-১৯-২০) ইহাই সপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনিই জগৎকারণ। তৎপরবর্ত্তী দুই শ্লোকের পর, পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। তাহার প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা অপ্রকাশ ভাবে ছিলেন।

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরেত্বনন্তে বিদ্যা বিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ॥ (শ্বেত ৫।১)

ঈশ্বর ও মায়া অপ্রকাশ ভাবে ছিলেন বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহা আমরা জানি না। সেই অবস্থা মানব শক্তির ধারণার অতীত। সর্ব্বাতীত 'তৎ' পদার্থের তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে মানব রসনা অশক্ত। আমরা এই মাত্র জানি যে 'তৎ' পদার্থ হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। তদতীত কিছুই নাই। তদেব সচ্চিদানন্দ একমেবাদ্বিতীয়। তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই, তিনি জ্ঞানাতীত; সুতরাং তাহার বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে না। আমরা দ্বৈতভাবপূর্ণ, তিনি অদ্বয়।

প্রকটিত বিশ্বের বিষয় আমরা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি ব্রহ্মের বিকাশ ক্রমবশে হইয়াছে, একেবারে হঠাৎ হয় নাই। অপ্রকাশ হইতে ক্রমে প্রকাশ। উপনিষদাদিতে বহুবাক্যের দ্বারা, সমুদায় যে তাহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি ছাড়া যে কিছুই নাই এই তত্ত্ব ভূয়োভূয়ঃ প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি নাম রূপের অতীত। এবং সমুদ্রজলের লবণের ন্যায় অপ্রকাশ ভাবে অবস্থিত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে—

স্বদেহং অবনিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়কং ॥১৪॥
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ
আপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥১৫॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং;
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরং॥১৬॥

(শ্বেতাশ্বতর ১ম অধ্যায়)

অর্থাৎ কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নির ন্যায়, দুগ্ধে নবনীতের ন্যায়, নবনীতে ঘৃতের ন্যায়, ব্রহ্ম সর্ব্বজীবে অপ্রকাশ ভাবে অবস্থিত আছেন, ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা তাহাকে সপ্রকাশ করিতে হয়। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রকাশ হইতে থাকে। ধীরে ধীরে

তাঁহার প্রকাশে শক্তির বিকাশ হয়। তাঁহার সৎ ভাব স্থাবর সৃষ্টিতে প্রকাশ হয়। উহা ধাতব রাজ্য; তথায় সত্ত্বারই আর কোনও বিশেষ গুণ লক্ষিত হইবেক না। তন্মধ্যে চিৎ ও আনন্দ ভাবের অস্তিত্ব অপ্রকাশ ভাবে থাকে। ক্রমে উদ্ভিদের বিকাশ হয়, তখন চিত্তের লক্ষণ সুখ দুঃখের বিকাশ হইতে থাকে। অবশেষে বিকাশের চরমাবস্থায় আনন্দ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। জীবজগতেও প্রথম চিৎ ক্রমে আনন্দাবস্থায় বিকাশ হয়। মানবে প্রথম হইতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ভাবের অপ্রকৃষ্ট বিকাশ দেখা যায়; শেষে ঐ ভাবত্রয়ের পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে। তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া অদ্বৈতাবস্থা লাভ করেন।

এই সমুদায় অতি ধীরে বহু জন্মে জন্মমৃত্যু চক্রে বিঘূর্ণিত হইতে হইতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য জীবকে বারম্বার ত্রিলোকী পরিভ্রমণ করিতে হয়। তন্মধ্যে নিম্নতম ভূর্লোক, এই স্থানে আমরা অবস্থান করিতেছি। এইখানে মানব জড়দেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করে। এইখানে পার্থিব পদার্থ ও ভাব সমূহের সংঘর্ষে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। মৃত্যুপথে জীব ভুবর্লোকে প্রবেশ পূর্ব্বক, তদনুরূপ দেহে সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করে এবং ক্রমে সেই দেহও ত্যাগ করিয়া তৃতীয় দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্লোকে গমন করে। তথায়ও পার্থিব সঞ্চিত কর্ম্মের অবশিষ্টের ফল ভুক্ত হয়। ফলভোগান্তে আবার ভুবর্লোক দিয়া তাহাকে ভূর্লোকে আগমন করিতে হয়। তথায় আবার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পার্থিব শিক্ষার ফল জীবের অপর লোক দ্বয়ে পুষ্টতালাভ করিয়া থাকে। এইরূপে লোকত্রয় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মানবক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

এই যাতায়াত চক্রে মানব বাসনাপাশে বদ্ধ আছে। মানব অজ্ঞতা বশে তাহাতেই জীবের জীবন মনে করে। বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি, তৎ ক্রতুর্ভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি, তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎকর্ম্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে ॥৫॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

তদেব শক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ং ॥

তস্মাল্লোকাৎ পুনরেতস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি, নুকাময়মানোহথাকাময়-মানে যোহ কামো নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকামঃ নতস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥৬॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথমর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি ॥৭॥

"এই পুরুষের স্বভাব বাসনাময়। তাহার যেমন বাসনা, সেইরূপ কামনা। যেমন কামনা তদনুরূপ কর্ম্ম। যেমন কর্ম্ম ফলও তদনুরূপ হইয়া থাকে। যাহার আসক্তি আছে, সেই কর্ম্ম দ্বারা অভীষ্টলাভে যত্ন করে, এবং স্বর্গে সেহ কার্য্য পাইয়া ভোগ দ্বারা সেই ফলের নাশ হইলে আবার মর্ত্তলোকে আগমন পূর্ব্বক, কর্ম্মানুরূপ জন্মলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং বাসনা থাকিলে বারবার যাতায়াত ঘটে। হৃদয়ের সমস্ত বাসনার নাশ হইলে তখন মরজীব অমৃতত্ব লাভ করে।" (বৃহ ৪।৪।৫-৭) প্রথমে দেহেই আত্মজ্ঞান থাকে, ক্রমে দেহের প্রতি আত্মজ্ঞান দূর হইয়া মনকে আত্মজ্ঞান হয়। তখনও বাসনা থাকে এবং তাহার ফলে দীর্ঘকাল স্বর্গবাস ঘটিয়া থাকে। যখন বাসনার নাশ হয়, তখনি পুনর্জন্ম দুঃখের অন্ত হয়।

এই ক্রমবিকাশ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বশে নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। ইহাকেই কর্ম্মবিধি বলে। তাহার ফলে মানব স্বরোপিত কর্ম্ম বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে বাধ্য। তিনি ভৌতিক জগতে কর্ম্মবীজ রোপন করেন এবং ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে তাহাব ফলভোগ করেন, এবং তাহার পূর্ব্বজন্মের ভাব সমূহের পরিপক্কতাও সেই সময়ে হইয়া থাকে। পরজন্মে তিনি আত্মকর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া ভূর্লোকে আগমন করেন। এইরূপে জন্মে জন্মে তাঁহার পোষণ হইতে থাকে। একজন্মের ভাবনানুরূপ অবস্থা পরজন্মে ঘটিয়া থাকে। (ছান্দো ৩।১৪।১)।

যথা———

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানীতি
শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ো

পুরুষো যথাক্রতু বস্মিল্লোকে পুরুষো
ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুর্ব্বীত ॥১॥

"অর্থাৎ এই সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়। তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, তাঁহাতেই লীন হইবে। তাঁহাকে শান্তভাবে উপাসনা করিবে। পুরুষ ক্রতুময়, ক্রতুর অনুরূপ হইয়া লোকে জন্মলাভ করে পরত্রও সেইরূপ পায়। অতএব ক্রতু করিবে।

(ছান্দো ৩।১৪ ১) এইরূপে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রগামী হইতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার চেতনার বিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার অভ্যন্তরস্থ কোষ সমূহের পুষ্টি হইতে থাকে। তাহাদের প্রত্যেকটিই চেতনার আধার। পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর লোকের জ্ঞানলাভ হইতে থাকে। এই ত্রিভুবনের অনুরূপ, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা আছে। চেতনার বিকাশ দ্বারা শিশুত্ব ও শিষ্যত্ব ক্রমে মানব বিশ্বের প্রভু ও সম্রাট হইয়া পড়েন। তৎপরে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আগমন পূর্ব্বক জন্মমৃত্যু চক্রের অতীত হন। তখন চান্দ্র দেহ ত্যাগ করিয়া সৌর দেহ লব্ধ হয়। তাহার পর আর আসিতে হয় না। তুরীয়াবস্থা লাভ, করিয়া তাহার আত্ম জ্ঞানলাভ হয় তখন তাহার আনন্দ সকোষ পূর্ণ হয়। তাহার চেতনা তদন্ত হইলে তিনি ত্রিভুবনাতীত হইয়া থাকেন। তখন তিনি নির্ব্বাণ রাজ্যে ভ্রমণের অধিকারী হইয়া থাকেন। তখন তিনি সর্ব্বময় হইয়া দেবত্বলাভ করেন। প্রথম জীবাত্মা অবিদ্যার বলে আবৃত হইয়া অজ্ঞাতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন সকল শক্তিই অঙ্কুরাবস্থায় থাকে তিনি বহু আবরণে আবৃত হইয়া অনুরূপ লোক সমূহের জ্ঞানলাভের উপযোগী হইয়া থাকেন। অবশেষে যখন সকল শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; তখন তাহার কোষ সমূহ অবিদ্যা শূন্য হইতে থাকে, তখন ক্রমে তাহার অন্তরে এই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, যে "মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা" তখনই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দেখিতে থাকেন। আগে তিনি যাহা অস্ফুট ভাবে ছিলেন, শেষে তিনি পূর্ণ ভাবে তাহাই হইয়া পড়েন।

হিন্দু ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহার আলোচনার

দ্বারা সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ তত্ত্ব হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। মানব জন্ম জন্মান্তরে এই অবস্থা অবশ্যই লাভ করিবে। কিন্তু মানব যোগশাস্ত্রানুগত সাধন দ্বারা সত্বরে ঐসেমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া হইতে পারে। ক্রমোন্নতি ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহা অবশ্য সুসংসাধিত হইবেক। কিন্তু যেমন বলবান সন্তরণকারী স্রোতে গাভাসান না দিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে ও সত্বরে গন্তব্য স্থানে পৌছায় সেইরূপ যোগাবলম্বী হইয়া মানব, স্বীয় গন্তব্য সহজে ও সত্বরে লাভ করিতে পারে। ইহা আমাদের বিষয়ের তৃতীয় বিভাগে বর্ণিত হইবেক।

অলৌকিক ভাব সমূহকে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ধারাবাহিক করিবার চেষ্টা হইতেই ষড়্‌দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্ব সমূহকে বুদ্ধি অগত করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের সকলি পরিষ্কার কিন্তু বুদ্ধির রাজ্যে সকলি অসীম। ঐ সীমার মধ্যে ভীষণ বন্ধনই প্রধান। তথাপি সকল দার্শনিকই না লিখিয়া আপনাদের মনোভাব প্রকাশ ও রক্ষা করিতে পারেন ন। তাই বলিয়া অব্যক্ত কি কখনও ব্যক্ত করা যাইতে পারে? বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ কিরূপে সম্ভবে? সকল দার্শনিকের যে বাক্য কি সাধারণ তাহা এই।

"যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং ভবিষ্যতি॥২০॥

(শ্বেত ৬।২০)

অর্থাৎ কিসে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় তাহাই সকল দর্শনের অন্বেষ্য বিষয়। সুতরাং মোক্ষই সকলের অভীষ্ট বলা যাইতে পারে। কিসে বারম্বার যাতায়াত রূপ কষ্ট না ঘটে তাহাই নিরূপণ করা দর্শন সমূহের প্রয়োজনীয় বিষয়। সকলেই স্বীকার করেন একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভই সেই পরম অভীষ্ট। কিন্তু প্রত্যেকেই সেই অভীষ্ট লাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই গুলিকে একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। তাহা হইলেই পরমার্থ নির্ণয়ে মনুষ্য বুদ্ধির কার্য্য অনুভব করা যাইবেক। ঐ ছয়টি তিনটি যুগ্মকে বিভক্ত। প্রথম যুগ গৌতমের ন্যায় দর্শন ও কণাদের বৈশেষিক দর্শন। ইহারা আণবিক তত্ত্বানুগত এবং ইহাদের তত্ত্বানুসন্ধান

প্রণালীরও সামঞ্জস্য আছে। এই উভয় দর্শন তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এই দর্শন দ্বয় শুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা যতদূর হইতে পারে তাহা করিয়াছে। এই তর্কের প্রণালী অতি সূক্ষ্ম ও মাধুর্য্য তাহা দ্বারা মানব-মনের প্রচুর উন্নতি হইতে পারে। পদার্থের প্রকৃতির অনুসন্ধান করা হইয়াছে সেগুলিকে আগে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। তৎপরে দ্বৈত জ্ঞানের উপর সংস্থাপিত দর্শন স্ববের কথা বলা উচিত। তাহারা বলেন—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"

প্রকৃতি পুরুষ অনাদি। এই দুইকে কখনও পৃথক করা সম্ভব নহে। উভয়ে একত্রে কার্য্য করিতেছে ইহাও সুদৃঢ় যুক্তির উপর স্থাপিত। এই দুই দর্শনের একটি কপিল কৃত সাংখ্য; ইহাতে দ্বৈত জ্ঞানের পর আর মীমাংসিত হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকেন। অপরটি, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র। ইহাকে সেশ্বর সাংখ্যও বলা হইয়া থাকে। ইহাতে সপ্রকাশক বিশ্বের দ্বৈতভাব হইতে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পুরুষ বা আত্মা চিরস্থায়ী, প্রকৃতিও তাহার সহিত অনন্ত হয়। প্রকৃতির তিনগুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহারা পূর্ণ কার্য্যকারী ইহাদের দ্বারা পুরুষ আবৃত হইয়া থাকেন। এই জন্য উদাহরণ স্থলে বলা হয় পুরুষ অন্ধ কিন্তু চক্ষুষ্মান্, তিনি চলৎ শক্তি-যুক্ত অন্ধের উপর আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। উভয়ে একত্রে ভ্রমণ করাতে আর কোনও বিপদাপদের সম্ভাবনা থাকে না। তৎপর সপ্রকাশ বিশ্বের উৎপত্যাদি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নির্ণয় পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচালন করিয়া যাহা যথার্থ সাংখ্য মত তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্য-সৃষ্টি-প্রকরণ স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতে ষড়বিংশতত্ত্ব সংযোজিত করিয়াছেন তত্ত্বাতীত ঈশ্বরই সেই অন্তিম তত্ত্ব। তাহারই উপাসনা করিতে হয়। পাতঞ্জল যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে একটি মূর্ত্তিব্যতীত মনের একাগ্রতা প্রথমে লব্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ধ্যান করাও সম্ভবেনা। তিনি চিত্তবৃত্তির নিরোধ রূপ উপায় দ্বারা, ঈশ্বর জ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কারণ চিত্তবৃত্তি নিশ্চয়ই মনের একাগ্রতার অন্তরায়। সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে প্রাচীররূপে অবস্থিত।

একমাত্র একাগ্রতার দ্বারাই সেই প্রাচীর ভেদ করা যাইতে পারে। তৎপরে শেষ যুগ্মক মীমাংসাদর্শনদ্বয়। উহারা পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমটি জৈমিনি কৃত; ইহাতে মানব ধর্ম্মের বাহ্য তত্ত্ব সকল সূক্ষ্মরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। উত্তর মীমাংসার নামান্তর বেদান্ত। ইহা পাশ্চাত্য খণ্ডে, অন্যান্য দর্শনাপেক্ষা সমধিক প্রচলিত। ইহা ত্রিবিধভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। এই দর্শন সাংখ্যানুমত সৃষ্টি প্রকরণ স্বীকার পূর্ব্বক, কারণানুসন্ধান করিয়াছেন। ইহাতে কেবল পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ আদি কারণ নিরূপিত করিয়া শেষ করা হয় নাই, কিন্তু ব্রহ্ম মীমাংসা করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাই দর্শনের চূড়ান্ত। মনুষ্যের যাহা সর্ব্বোচ্চ প্রাণের আশা, ইহাতে তাহারই মীমাংসা লক্ষিত হয়। ঐ আশাকে কুতর্ক ও কুযুক্তি যতই দলিত করিবার চেষ্টা করুক না, উহা কিছুতেই নষ্ট হইবার নয়। মানবের অন্তরাত্মা সাক্ষীরূপে রহিয়াছেন। তিনি আছেন বলিয়াই যে যে পথে যাউক না কেন, চরমে তিনি আমার, আমি তাঁর করিতে করিতে, পতিব্রতা পত্নীর ন্যায়, সেই পরম পতির সহিত এক হইতেই হইবে, সেই অবস্থা সোঽহং ভাবাবস্থা; ইহা মুখে বলিয়া বুঝাইবার নহে; তর্কে নিরূপিত হইলেও হয় না। প্রাণের সেই অবস্থা আপনি আসিবে। তখন সেই সর্ব্বত্র বিরাজিত প্রাণের দেবতাতে আপনার সত্ত্বা হারাইতেই হইবে।

বেদান্তের ব্যাখ্যার তিনটি মতকে পরস্পর বিরোধী মনে না করিয়া ক্রমিক বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। এই মতত্রয় একমাত্র সৎপদার্থ অঙ্গীকার করেন। দ্বৈত মত জীব ও পরমাত্মার পার্থক্য দেখেন, বিশিষ্টাদ্বৈত উভয়ের পার্থক্য স্বীকার করিয়া শেষ একত্ব অঙ্গীকার করেন, অদ্বৈত বলেন চিরকালই এক আছে, আর কিছুই নাই। তাহারা অতিরিক্ত আলোক লাভে অন্ধবৎ হইয়া বিশ্বের অস্তিত্ব দেখিতে পান না, সকলি মায়া বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি হয়। কিন্তু, তাহারাও ব্রহ্মের আকার গ্রহণ স্বীকার করেন। আহা, অদ্বৈত চূড়ামনি শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত শিব ও দুর্গার স্তবের ন্যায় মধুর স্তব আর কোথায় আছে!

অদ্বৈত মতে, এই বিশ্ব সেই এক অদ্বিতীয়ের চিন্তাপ্রসূত মায়ারূপ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যতীত সকলি মায়া। কারণ সে সমুদায় অনিত্য, কাজেই অসৎ। যাহা আজ একরূপ, কাল আর একরূপ, তাহা অসৎ বই আর কি হইতে পারে? কেবল সেই একই সত্য! আর সব মায়া! প্রকাশভাব তাঁহার চিন্তা প্রসূত। এই ভাব ধারণা করা বড় কঠিন। কিন্তু আমরা জানি মানব নিজের চিন্তাশক্তির প্রভাবে অপরের চিত্তকে আপনার আয়ত্ত করিয়া, তাহাকে মিথ্যায় সত্য ভ্রম জন্মাইতে পারে। কোনও মানবকে স্বশক্তিবলে আচ্ছন্ন (hypnotised) করিয়া, তাহাকে যেখানে কিছুই নাই, সেইখানে সত্বাজ্ঞান, ও তাহার দর্শন স্পর্শনাদি বোধ করান যাইতে পারে। ফল কথা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের অভাবেও তাহাদের কার্য্য অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার সেই আচ্ছন্নতা দূর করিলে সেই বোধ লুপ্ত হয়। সেইরূপ এই বিশ্ব জগদীশ্বরের চিন্তাপ্রসূত। ইহার মূর্ত্তি গুলি সকলি চিন্তামূর্ত্তি। তাহা অনুভূত হইলে জগৎ ব্রহ্মময় হয়, তখন দুই বলিয়া কিছু বোধ থাকে না। আত্মা হইতে অবিদ্যার আবরণ গুলি একে একে অন্তরিত করিলে, শেষে দ্রষ্টা দেখেন:—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ৯॥

"হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে নির্ম্মল অখণ্ড ব্রহ্ম, তিনি শুদ্ধ জ্যোতির জ্যোতিঃ। তাঁহাকে আত্মজ্ঞেরাই জানেন॥ ৯॥" মানুষ তাঁহাকে জানিবার পূর্ব্বেও, যখন এই জগতে বিচরণ করেন, তখন যে মূর্ত্তিতেই আকৃষ্ট হউন না কেন, সে মূর্ত্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করে না—করিতেও পারে না—সেই একের সত্বাই সেই আকর্ষণের হেতু। যতক্ষণ তিনি আছেন, ততক্ষণ দেহের আদর! শিশু পথ পার্শ্বস্থ উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্য কার? সূর্য্যের কিরণ ব্যতীত ঔজ্জ্বল্যের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। সেইরূপ মানব পাপেতেও সেই মহা আলোকের অস্পষ্ট একটু ক্ষুদ্র রশ্মির সত্বা আছে বলিয়াই তাহার দিকে দৌড়িয়া যায়। সে বাস্তবিক সেই আনন্দময়কেই খুঁজিতেছে, কারণ আনন্দই তাহার একমাত্র অভীষ্ট; কেবল দর্শন শক্তির

ক্ষীণতা বশতঃই বুঝিতে না পারিয়া অনুভব করিতে পারে না। প্রত্যেক মানবের অন্তরে তিনিই আছেন বলিয়া কেহ না কেহ তাহাকে ভাল বাসে। যথা বৃহদারণ্যকে—

"সহোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়ো ভবতি।"

অর্থাৎ স্বামী কামনা পূরণ করেন বলিয়া বা জায়া কামনা পূরণ করেন বলিয়া তাঁহার প্রিয় নহেন কেবল আত্মা আছেন বলিয়াই প্রিয় হইয়া থাকেন। সেইরূপ—ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

অর্থাৎ দেবগণের কামনার জন্য দেবগণ প্রিয় নহেন কেবল আত্মার জন্যই তাঁহারা প্রিয় হইয়া থাকেন। এইরূপে মানব ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে থাকে; ক্রমে তাঁহার ভেদজ্ঞান হয়। তিনি ভাবেন—

আমি আমি, তুমি তুমি, প্রাণের ঈশ্বর।
পূজিব ভজিব তোমা, আমি নিরন্তর॥
তুমি পূজ্য, আমি তব ভক্ত, তব দাস॥
তোমার পূজাই শুধু হৃদয়ের আশ॥

ক্রমে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া আরও নৈকট্য আসে; ক্রমে ভক্ত আলো দেখে, তখন সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, ভাব্য ও ভাবের মধ্যে কেমন একটু একত্ব ভাব আসিতে থাকে। মনে হয় যেন, স্বামী আর পতিব্রতা পত্নী। অবশেষে যেমন পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী, তেমনি ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে আমি তাঁর হইতে হইতে আমার আর অস্তিত্ব থাকে না। তাহারই নাম "সোঽহং" ভাব। যখন এভাব হয়, তখন "সোঽহং" উচ্চারণ করিবার কেহ থাকে না। তখন তিনি বই আর আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় কেন, প্রাচীন কালে যাহাকে তাহাকে বেদান্ত অধ্যয়ন করান হইত না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ক্লেশোঽধিক তরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫॥
(গীতা ১২ অ)

মানবের অব্যক্ত বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা সহজসাধ্য নহে। ব্যক্ত অবলম্বনে সাধন করিতে করিতেই অব্যক্তানুভব হইতে পারে; সাকার হৃদয়ে ধরিতে না পারিলে নিরাকার ধারণা করিবার শক্তি হইবেক কেমন করিয়া? সেই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য অধিকার লাভ না করিলে অদ্বৈত জ্ঞান দিতেন না। এই অধিকারী ভেদের কথা বড়ই প্রয়োজন। কারণ অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে এই জ্ঞান বিষময় ফল উৎপন্ন করে।

এইবার আমরা দর্শনের কথা ছাড়িয়া কর্ম্মের কথা আলোচনা করিব। ইহার দ্বারা মানব শিক্ষিত হয়, আত্মার উন্নতি হয়, ধীরে ধীরে গুরুচণাশ্রয়ের উপযোগী হইয়া থাকে। অবশেষে যথা সময়ে দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের আধিভৌতিক অঙ্গে আমরা সর্ব্বোপযোগী ব্যবস্থা দেখিতে পাই। মানব যেমন বহু প্রকৃতিব, ইহার ব্যবস্থাও যেন সেইরূপ প্রতিজনের অভাবের অনুরূপ করিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ হইবার হেতু এই যে গুপ্তবিদ্যা মন্দিরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বাহ্য জগতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ সকল বিধি প্রস্তুত হইয়াছে। এবং জীব যেমন স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করে, তাহাদের অনুকূল ব্যবস্থাও সেইরূপ স্তরে স্তরে গঠিত হইয়াছে। অতি দরিদ্র, হীনাবস্থ অজ্ঞ জীবের জন্যও তাহাদের স্ব স্ব অধিকারানুরূপ সাধন ভজন ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহারা অত্যুন্নত হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রচুর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাঁহাদের উপযোগী উপদেশও হিন্দুধর্ম্মে আছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিই সার্ব্বজনীন। সর্ব্বাবস্থার লোকেই ইহার কোলে শান্তি পাইয়া থাকে।

আধিভৌতিক তত্ত্ব প্রাকৃতিক গুহ্যজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; জড় বিজ্ঞানের উপর নহে। বাহ্য জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর কর্ম্ম কাণ্ডের ভিত্তি সংস্থাপিত। গুহ্য বিজ্ঞান (occult Science) ও পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভেদ এই। একটি বাহ্য বস্তু দেখিয়া মোহিত, অপরটি তাহার প্রকৃত জীবনী শক্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। অদৃশ্য জগতের সমুদায় তত্ত্বের সাহায্যে, যাহা অব্যক্ত

আছে, তাহার ব্যক্ত করাই গুহ্য বিজ্ঞানের বিষয়। গুহ্য বিজ্ঞান, জড় ও শক্তিকে প্রকৃতির উপাদান মনে করেন না, ইহা জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে চৈতন্য শক্তির সত্তা অনুভব করেন। আকৃতি বা রূপ জীবনী বা চৈতন্য শক্তির আবরণ মাত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণু যে চৈতন্য শক্তির আধার এবং জ্ঞানময়ের চিন্তাশক্তি প্রসূত, এই গূঢ় তত্ত্বই হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়তম ভিত্তি। ক্রিয়া, যজ্ঞ ও মন্ত্র সাহায্যে প্রত্যেকে অদৃশ্য জগতে নিজ প্রয়োজনানুরূপ শক্তির সৃষ্টি করে। ভূত সৃষ্টি, ধাতব সৃষ্টি, উদ্ভিদ সৃষ্টি, জীব সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে অচ্ছেদ্য গ্রন্থি স্থাপন করে। ত্রিলোক মধ্যে জীবনচক্রের শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করে। পরস্পরে পরস্পরের ভাবনা ভাবিয়া ভূলোকে স্থাবরাস্থাবর, জীব, মানুষাদি ভুবর্লোকের দেবগণ ও স্বর্লোকের দেবগণের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন স্থাপন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের বৃদ্ধি সাধন করিলে দেবগণও তোমাদের বৃদ্ধি সাধন করিবেন, এইরূপে পরস্পর বর্দ্ধিত হইলেই পরম শ্রেয় লাভ করিবে ॥১১॥ যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট হইলে দেবতাগণ অবশ্যই তোমাদিগকে অভীষ্টদান করিবেন। তাঁহাদের না দিয়া ভোজন করিলে চৌর্য্য হয় ॥১২॥ (গীতা তৃতীয় অধ্যায়)। গুপ্তবিদ্যাবিৎ যে কার্য্য জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সম্পন্ন করেন, জ্ঞানহীনগণ সেই কার্য্যই যজ্ঞ ক্রিয়াদির দ্বারা সম্পন্ন করেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য সামান্য জ্ঞানে করিয়া উপেক্ষা করিবার নহে।

জ্ঞানীর সৎ, চিৎ ও আনন্দ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত। আমরা দৃশ্য মূর্ত্তিতে এইরূপে জগৎকারণের ত্রিশক্তির সাধনা করিতে পারি। মানবের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই তিনি আপনাকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার তপঃ ও ধ্যান হইতে,

সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনিই বিশ্বের মন বা চিৎ। প্রাণই সমুদায়। প্রাণে সমুদায় ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্রে বিদ্যমান সেই প্রাণই রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু। তিনিই আনন্দস্বরূপ। আর যিনি সংহারকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত, তিনি প্রকৃতি নবজীবনদাতা তিনি জীবন্ত অনল, যাঁহার আগুণে, অকর্ম্মণ্য স্থূল দেহ দগ্ধ হইলে জীব উচ্চতর দেহের অধিকারী হয়, তিনিই সংস্বরূপ মহাদেব মহেশ্বর, শিব। তিনি গুহ্যতম।তাহার তত্ত্ব লাভ অতি দুরূহ। সেই ত্রিমর্ত্তির পরে সপ্ত মূলতত্ত্ব বা ভূত। সেই সাতের পাচটি প্রকাশিত, দুইটি গুহ্য। প্রকাশিত পাচটি ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম নামে খ্যাত। ব্যোম=আকাশ=ইন্দ্র, অগ্নি=তেজ বায়ু=পবন, অপ্= বরুণ এবং পৃথ্বী।

বিশ্বের জীবনী শক্তির কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে না পারিলে হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণতা অনুভূত হইবার নহে। এই ভূত-দেবতাগণ কাল্পনিক নহেন, তাহারা যথার্থ সত্ত্বাজন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই রাজ্য আছে। তাহারা সেই রাজ্যের রাজা, শাস্তা ও ব্যবস্থাপক। তাহাদের অধীনে তাঁহাদের গণ আছেন, যেমন দেবরাজের দেবগণ ইত্যাদি। ক্রম বিকাশ তত্ত্বের বিচার দ্বারা এইরূপে হিন্দুদিগের গ্রাম্য দেবতাদিগেরও সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে। সমস্ত দেবতার ভৌতিক জগতের পোষণাদি কার্য্য দেখিতে পাইবে। ইহাও দেখিতে পাইবে যে সপ্ত লোকের পাচটি নক্ষত্রের সহিত আমরা সম্পর্কিত; সেই পাচটির মূল উপাদানই ঐ পঞ্চভূত। এই সপ্ত লোকের সপ্ত উপবিভাগ আছে, তাহাতে তত্তৎ লোকের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত গণিত হইবেক। এই সপ্ত লোককে সপ্ত সৌর বর্ণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দেখা যায়, উহার একটি বায়লেটের সাতটি ক্রমভেদ আছে, যেমন আরক্ত বায়লেট, কমলাভ বায়লেট, পীতাভ বায়লেট, হরিতাভ বায়লেট, নীলাভ বায়লেট, নীল বায়লেট ও গাঢ় বায়লেট। অথাৎ তাহাতে বায়লেট মিশ্রিত সাতটি বর্ণই আছে। এই তত্ত্বটি লইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেই জগদীশ্বরের রাজ্যের সপ্ত লোক ও তাহার প্রত্যেকের সপ্ত উপবিভাগ বিষয় সহজে যথাসম্ভব হৃদ্গত হইবেক। উদাহরণ

স্বরূপ অগ্নি গ্রহণ করা যাউক, অগ্নিদেব তেজের অধিদেবতা। তিনি জগতের যথায় যত অগ্নি আছে—বৈদ্যুতিক হউক, আর পার্থিবই হউক, আর স্বর্লোকের অগ্নিই হউক, সকলেই তিনি আছেন, সমুদায়ই তাঁহার শাসনের অধীন, তিনিই যথায় ইহা যেরূপে প্রয়োজন, তথায় সেইরূপে প্রকাশিত করেন। চুল্লী মধ্যস্থ কাষ্ঠাগ্নি হইতে দেবগণের জীবনানল পর্য্যন্ত তাহার শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্য সামবেদে তিনি গার্হস্থ্যাগ্নি বলিয়া গীত হইয়াছেন।

এইবার মানবগণের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ বিচার করা যাউক। এই সম্বন্ধ যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা স্থাপিত। তাহাও মনুষ্যের অধিকারানুরূপ। কারণ সবে মাত্র যাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাঁহাদেরই প্রাণে সাধনার লালসা হয়, তাহাকে কোনও সাধারণ দেবমূর্ত্তি আরাধনায় নিযুক্ত করা হয়। কারণ ঈশ্বর শব্দ ধারণা করিবার ক্ষমতাও তখন তাহাদের হয় নাই। হিন্দু তাহাদের জন্য মূর্ত্তিপূজা বিধি দিয়াছেন। তাহাও খুব সাধারণ ভাবে; নাহলে তাহাদের চিত্তবৃত্তি জড়ত্ব লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে ধীরে ধীরে জ্ঞান দিতে হইবেক। যে কৃষক শস্যক্ষেত্র বীজ, হল, বৃষ, বৃষ্টি স্ত্রী, পুত্রাদির বিষয় বই আর কিছুই জানে না, তাহাকে একেবারে অব্যয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও আত্মজ্ঞানীর জ্ঞানগম্য ব্রহ্মের কথা বলিলে সে কি বুঝিবে? সে কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তোমার মুখপানে চাহিয়া থাকিবে। তাহাকে ভালবাসিবার মত কিছু না দিলে সে ভাবিতে পারিবে না, তাহার হৃদয়ের অঙ্কুর শুকাইবে। যখন কোমল লতা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, তখন আশ্রয় জন্য নেকড়ুলা পব্বত দিতে হয় না, দিলেও সে তাহাকে বেষ্টন করিয়া উঠিতে পারে না। প্রথমে তাহার অনুরূপ আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা অবলম্বনে যতই সে বর্দ্ধিত হয়, ততই তাহার স্থূলতর আশ্রয় প্রয়োজন হয়। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে অধিকারী নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। অধিকারী বুঝিয়া একটু একটু করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

(গীতা ৯ অঃ)

পত্র, পুষ্প, ফল, জল, আমায় ভক্তি পূর্ব্বক অর্পণ করিলে, আমি সংযতাত্মার সেই ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করি॥ এমন কি

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ ২৩॥"

(গীতা ৯ অঃ)

যদি ভক্তে অন্য দেবতাকেও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করে, তাহা হইলে আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক পূজা হয় জানিবে॥ বিধিপূর্ব্বক ইতর দেবতার পূজা করিলেও তাঁহার পূজা হয়ই, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার যখন তিনি বলিতেছেন, "নতদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরং।" অর্থাৎ আমি ব্যতীত চরাচর ভূত কিছুই নাই। তখন তিনি কাষ্ঠ প্রস্তরাদিতেও যে আছেন, তাহাতে সন্দেহের হেতু নাই। এবং হিন্দুরা বাহ্য আকার মাত্রের পূজা করেন না।

এইরূপে সাধক ধীরে ধীরে জননীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। যদি তুমি একস্থানে ইহার স্বরূপ জানিতে চাহ, গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ কর, দেখিবে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বরূপ দেখাইবার জন্য আবদার করিতেছেন, ভগবানও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া, চর্ম্মচক্ষুর অগোচর সেই অপরূপ রূপ দেখাইলেন। আহা আকাশে সহস্র সূর্য্যোদয়ে যত তেজঃ প্রকাশ হয়, তাহা হইলেও কি সে তেজের সদৃশ হইতে পারে? অর্জ্জুন তাহার দেহে দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে গদ গদ বাক্যে বলিলেন—

"নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং॥ ৩১॥"

তারপর বহু স্তব করিয়া বলিলেন, প্রভো তোমার এ সুদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিবার শক্তি আমার নাই—

তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন।
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

অর্জ্জুনের জ্ঞান জগতের সাধারণের জ্ঞানেরই অনুরূপ। আমাদের ক্রমবিকাশ সময়ে তাহাকে আমাদের ধারণাশক্তির অনুরূপ দেহ ধারণ করিতে হয়।

নহিলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। যে পাত্রে যাহা ধরিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য তাহাতে রাখা সবম্ভব নহে, রাখিতে গেলে পড়িয়া যায়। সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয়াধারে অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্র ধরিতে পারে না। ঐ পাত্র ক্রমে বর্দ্ধিত করিতে হয়, তখন উহা অধিক ধারণা শক্তি প্রাপ্ত হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত হৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইতে না পারিলে, অনন্তের ধারণা অসম্ভব।

সেই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারী ভেদে যাগ যজ্ঞ, ব্রত নিয়ম, মূর্ত্তি উপাসনা বিধি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য প্রেমোন্মেষ, ভগবানে অনুরক্তি বৰ্দ্ধন, ভজনেচ্ছা বর্দ্ধন। কারণ আত্মার ঐ ভাব্ লাভ করাই প্রধান প্রয়োজন। পুজা মন্ত্রাদির ভাব-ব্যাখ্যাদি পাণ্ডিত্য ও প্রয়োজনীয়। এই ক্রমাবলম্বনেই, মানব ক্রমে, জগদীশ্বরের চিন্ময় মূর্ত্তি-ধারনার যোগ্যতা লাভ করে। ঈশ্বরের তত্ত্ব হৃদগত করিতে পারে। তখন আর তাহারা, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বময়, ঈশ্বরকে লৌকিক রাগদ্বেষাদির অধীন বলিয়া মনে করিতে পারে না। তখন আর তাঁহাকে সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বলিয়া মনে করে না। মানবের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, যে ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই। তাহার ধারনা শক্তি যতই অধিক হউক না কেন, সে আধারে, তাঁহার অনন্ত জ্যোতির ক্ষুদ্রতম রশ্মিরই ধরিবার শক্তি নাই। উত্তরোত্তর অধিক বিকাশের সঙ্গে, তাহারা যতই অধিকতর স্পষ্টভাবে চিনিতে পারে, ততই তাহাদের আনন্দের সীমাও বর্দ্ধিত হয়। ততই তাহাদের হৃদয় আলোকিত হয়, মাধুর্য্যে পূর্ণ হয়। তথায় তাঁহার মহিমার ছায়া ভাসিতে থাকে। তখন ঈশ্বরের, বিষ্ণুরূপ, বা তাহার অন্য কোনও অবতাররূপ ধারনা করিবার শক্তি হয়। অথবা তাহাকে মহাযোগী শিবরূপে সাধনা করিতে পারে। তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে “একই” বহুরূপে প্রকাশিত।

এইবার আমরা বিচার করিয়া দেখিব, কিরূপে মানবাত্মার প্রত্যেক ত্রিলোকে এইরূপ ক্রমবিকাশ হয়; অতি সংক্ষেপেই আলোচনা করিতে হইবে। জীবন কাল বলিলে তাঁহার কারণ শরীর প্রথম গঠন মানবাত্মার সময় হইতে

আরম্ভ করিয়া যত দিন না তদধিষ্ঠিত জীবাত্মা ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মানুসারে অংশত ত্রিভুবনে গমনাগমন পূর্ব্বক উত্তরোত্তর উন্নতির দ্বারা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন সেই কাল পরিমাণকে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কালকে তাহার ব্যক্তিগত জীবনকাল কহে। মানবাত্মার হিন্দু ধর্ম্ম জীবন সমগ্র কালটি চারিভাগে বিভক্ত করে। সেই চারিভাগ প্রতি জীবের চতুর্বর্ণত্ব। জীবের ধীরে ধীরে উন্নতি হয়। হিন্দুধর্ম্মে এই নিয়মানুসারে সামাজিক বিভাগ করা আছে। কিন্তু বস্তুতঃ প্রত্যেক জীবই ক্রম বিকাশ নিয়মাধীনে এই চারিবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহা বাহ্যভাবে নহে, অন্তর্ভাবে। হিন্দু ধর্ম্মে অন্তর্ভাবের অনুরূপ বাহ্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে মানব বহির্লক্ষ্য হইতেই ক্রমে অন্তর্লক্ষ্যে উপনীত হইবেক। এইবার সেই চারি অবস্থার কথা বিচার করিয়া দেখা যাউক। জীব ঐ চারি অবস্থায় কিরূপ শিক্ষা পায়, তাহাও আলোচনা করা যাউক। প্রথমাবস্থা শূদ্রত্ব, সে সময়ে জীবের বশ্যতা স্বীকার ও গুরু সেবাই মাত্র ধর্ম্ম। পরবর্ত্তী অবস্থা বৈশ্যত্ব; তখন কার্য্য ধনার্জ্জন ও স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহার সদ্ব্যয়। তৃতীয়াবস্থা ক্ষত্রিয়ত্ব; তখন জীবণ পররক্ষায় উৎসর্গীকৃত হয়। চতুর্থাবস্থা ব্রাহ্মণত্ব, তখন নশ্বর কিছুতেই থাকে না। তখন তিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য গুণ অধিগত হয় তখন সন্ন্যাসী হইতে হয়, তখন তিনি বর্ণাশ্রমের অতীত, তখন আর তাঁহার যাগযজ্ঞ ক্রিয়াদি থাকে না। শুধু গৈরিক ধারনে সন্ন্যাসী নহেন, অন্তরে সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। তখন তিনি মনুষ্যত্বাতীত হন বলিয়া সাধারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করেন। অর্থাৎ তখন তাঁহার জড় দেহের পরিবর্ত্তে লোকে দেহীকেই সাক্ষাতে দর্শন করেন।

জাতি বিভাগ হিন্দুদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম, অথচ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতেই ইহার উৎপত্তি।

এইবার আমরা ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় আলোচনা করিব। অর্থাৎ ত্রিভুবনে জীবের একচক্র ভ্রমণ পর্য্যবেক্ষণ করিব। এ ক্ষেত্রেও জীবের উন্নতি অবনতির তারতম্যানুসারে তাহার কর্ম্মের ও কর্ম্মভোগের তারতম্য হইয়া থাকে। জৈবিক প্রথমাবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয়নিচয়েরও সামান্য রূপ লিপ্স

মানসের কার্য্য হইয়া থাকে। ভূলোক ত্যাগের পর তাহার অধিক সময় ভুবর্লোকে ও অত্যাল্প কালমাত্র স্বর্লোকে থাকিতে হয়। বার বার যাতায়াতে যতই তাহার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহার ভুবর্লোকের অবস্থান কালের হ্রাস হইয়া স্বর্লোক বাসের কাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের বিষয় উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, যোগপথাবলম্বনের পূর্ব্বে তাহার প্রতি যাতায়াতেই ভুবর্লোক বাসের কাল স্বল্প হইয়া স্বর্লোক বাসের কাল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই ধরাধামে ব্যক্তিগত জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত। প্রথম, শিষ্য জীবন (ব্রহ্মচর্য্য)। এই আশ্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে, শূদ্রাবস্থায় তিনি যে জ্ঞান (সেবাধর্ম্ম) শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। এই আশ্রমে আজ্ঞাধীনতা, নিয়মপারতন্ত্র্য, গুরুসেবা, পবিত্রতা, পরিশ্রম ও কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রম। এই আশ্রমে, সামাজিক রূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, তাঁহাকে সমাজের, রাজ্যের ও পরিবারের মধ্যে কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়। এই গৃহস্থাবস্থা. নিঃস্বার্থ কার্য্যের ক্ষেত্র ইহার অস্থি-মজ্জার ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাকে, নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অর্থাৎ দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হয়। এগুলি নিঃস্বার্থ দয়ার সাধনা। এইরূপে প্রত্যহ তাঁহাকে দৃশ্যাদৃশ্য সকলের ঋণশোধ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত নৈমিত্তিক কার্য্য অনেক আছে। গর্ভাধান, পুংসবনাদি জন্মের প্রাক্কালীন সংস্কার সমূহ, জাতকর্ম্ম ও বিবাহাদি জন্মের পরবর্ত্তী সংস্কার ও সর্ব্বশেষে মৃত্যু কালীন ও মৃত্যুপরকৃত্য সমূহ দ্বারা জীবকে মৃত্যুর পর অদৃশ্য লোকেও সাহায্য করিতে হয়। এই সমুদায় গুলিই জীবের বিকাশে সহায়তা করিয়া থাকে। হিন্দুর বিবাহ বিধির ন্যায় পবিত্র, আদর্শ বিবাহ বিধি সুদুর্লভ। হিন্দুর স্ত্রীপুরুষ সম্পর্ক যথার্থই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক উহাকে ভৌতিক সম্পর্ক মনে করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের বিবাহ বন্ধন অমুচ্য বন্ধন। ঐ বন্ধন আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধন জন্যই পরিকল্পিত, সুতরাং অলঙ্ঘনীয় না হইয়াই থাকিতে পারে না। পুরুষের অধিকাংশ ধর্ম্মকার্য্য পত্নীসাহচর্য্য ব্যতীত সম্পন্ন হইবার নহে। হিন্দুর স্বামী গুরু, পত্নী শিষ্যা। একটি সুনিয়মিত চালিত হিন্দু পরিবারে

দৃষ্টি করিলে, পিতাপুত্রে, জননীসন্তানে ভ্রাতা ভগ্নিতে যে কিরূপ মধুর সম্পর্ক হিন্দু বিধির অনুমত তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই বিধির একই লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি। তার পর নৈতিক দৃষ্টান্ত, তাহাও হিন্দুর সাহিত্যে অতুলনীয়। হিন্দু সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের অভাব নাই। বোধ করি জগতে আর কোনও জাতীর সাহিত্যে, শিশু হৃদয়ের শিক্ষার উপযোগী এত, সুমধুর আদর্শ চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আর কোনও দেশে, সীতা ও সাবিত্রীর মত আদশ পত্নীর জীবন, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ন্যায় জ্ঞান লিপ্সার প্রবল আদর্শ পাইবেনা। রাম লক্ষ্মণ ও ভরতের ন্যায় ভ্রাতৃভাবের আদর্শ চিত্র আর কোথায় আছে? পতি পত্নী সম্বন্ধের পবিত্র আদশ, রাম-সীতার চরিত্র অপেক্ষা মধুর আর কোথায় পাইবে? যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পবিত্রতা, মন-স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? ভীমের ন্যায় কর্ত্তব্যবীর আর একজন কি কোথায় দেখাইতে পারিবে? এই সকল দৃষ্টান্ত শিশু হৃদয় সমক্ষে অহরহ উপস্থিত রাখিলে সুশিক্ষা দ্বারা ক্রমবিকাশের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। অদনন্তর শেষ দুই আশ্রম। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য শেষ হইলে, বানপ্রস্থ্য বিধি। তখন স্ত্রীপুরুষে, স্বীয় গার্হস্থাগ্নি (যাহা বিবাহে জ্বালিতে হয়) গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্য প্রবেশ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় কালক্ষেপ করিবে। তখন, গার্হস্থ্য ভার উপযুক্ত পুত্রে ন্যস্ত হইবেক। অবশেষে চরমাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ আশ্রম বিধিতে জীব ক্রমোন্নতিশীল শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। অবশেষে, কোনও জন্মে জীবের তিনটি যোগ-মার্গের অন্যতম অবলম্বিত হইয়া, জীবনের শেষ দুই আশ্রম অতিবাহিত হয়।

এইবার আমরা আমাদের তৃতীয় বিভাগ—যোগের বিষয় আলোচনা করিব। যোগ দ্বারা ক্রমবিকাশ কার্য্য ত্বরিতগতিসম্পন্ন হয় এতদ্দ্বারা তাহার চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া ব্রহ্মে যুক্ত হয়। যোগ চরম অবস্থা। ইহা দ্বারা দেব দেবী পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে করিতে, চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমাতীত হইয়া জন্মমৃত্যু চক্র হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

যোগের তিনটি মার্গ কর্ম্মমার্গ, জ্ঞান মার্গ ও ভক্তি মার্গ। এই মার্গ ত্রয়াবলম্বনে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ সাধনে ইন্দ্রিয় নিরোধ ও মনঃ সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু উহা লাভের উপায় বিভিন্ন।

কর্ম্মমার্গে, মানব নিত্যক্রিয়া সাহায্যে, ইন্দ্রিয় নিরোধ, মনসংযমঃ উপরতি ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিয়া মনকে সংযত করিয়া ধ্যানপরায়ণ হন, ও একাগ্রতার সাহায্যে মনস্থৈর্য্য বা ধারণা অভ্যাস করেন। অনন্তর নিষ্কাম ভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে কর্ম্মফল ত্যাগ, ও আসক্তিহীনতা জন্মিতে থাকে। অবশেষে তিনি সকল কার্য্যই তাঁহার পরমারধ্যায়ে কর্ম্ম জানিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহার তাহাতে আসক্তি অনাসক্তি লাভালাভ বোধ থাকে না। তখন—

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

এইরূপে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' উপলব্ধি করেন। তখন তিনি "হংস"। আবার যখন তিনি আরও উন্নত হন, তখন তাঁহার আখ্যা পরমহংস। যিনি ত্যাগী, যাঁহার 'অহং' নাশ হইয়াছে, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাঁহাতে—সেই কর্ম্মযোগীতে, তখন জ্ঞান ও ভক্তির স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হইয়া, পথত্রয়ের মিলন হয়।

যিনি জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, তিনি বহুজীবন, জ্ঞানার্জ্জন করিতে করিতে, শেষে আর তাহার জ্ঞান পিপাসা থাকে না, তখন সত্য লাভে স্পৃহা হয়, কারণ সকল জ্ঞানই সত্যের কিরণকনা। তখন তাহার বিবেকের পুষ্টি হইয়া, নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়। ক্রমে ষট্‌সম্পত্তি সঞ্চিত হইলে (১) শমের দ্বার মনস্থৈর্য্য (২) দমের দ্বারা দেহসংযম, (৩) উপরতির দ্বারা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, (৪) তিতিক্ষার দ্বারা সহিষ্ণুতা, (৫) শ্রদ্ধার দ্বারা বিশ্বাস, এবং (৬) সমাধানের দ্বারা সাম্যাবস্থা লব্ধ হয়। তৎপরে মুমুক্ষার উদয় হইলে তিনি অধিকারী হইয়া যোগাবলম্বন করেন। জ্ঞানযোগাবলম্বনান্তর তিনি 'পরিব্রাজক' হইয়া বাসনার নাশ পূর্ব্বক, 'অনিকেত' হন। তখন তিনি নিত্যের উপলব্ধি করিয়া 'কুটীচক' হইয়া থাকেন। তৎপরে তাহার আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' জ্ঞান হয়, তখন তিনি 'হংস' পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহার আরও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বৃদ্ধি ও চেতনার স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি পরমহংস পদ লাভ করেন, তখন তাহার 'সোহহং' জ্ঞানের উদয় হয়।

যাহার ঈশ্বরের সাকাররূপে প্রেমোদয় হয় তিনিই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। তাঁহার প্রথমাবস্থায় একমনে পূজার্চ্চনা ও ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও সম্মানের উদয় হয়। ক্রমে তন্ময়ত্ব ঘটিতে থাকে। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে, সংসারে প্রতি আসক্তির দ্বারা ও নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা যে বৈরাগ্য লব্ধ হয় সেই বৈরাগ্য, ভক্তিমার্গে অভীষ্ট দেবের প্রতি অত্যন্তানুরক্তির দ্বারাই সাধিত হয়। প্রেমের দ্বারায়, সমুদায় নীচ প্রবৃত্তি দমিত হয়। এই মার্গে চতুরাশ্রমই অতিবাহিত হয়, শেষে প্রেমময়ের প্রেমে ভক্ত আত্মহারা হইয়া যায়।

বস্তুতঃ তিনটি মার্গ চরমে মিলিয়া এক হইয়াছে। কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত প্রত্যেকেরই অপর সমুদায় শক্তি ও জ্ঞান আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করে। জ্ঞানীর ভক্তির অভাব হয় না ভক্তের জ্ঞানের অভাব হয় না, কর্ম্মীও জ্ঞান বা ভক্তিহীন থাকিতে পারেন না।

এই মার্গত্রয়ের চরণাবসরে যথাসময়ে সদ্‌গুরু দর্শন লাভ হয়, তখন তিনি শিষ্যত্ব লাভ করেন। অনধিকারীর গুরুদর্শন হয় না। অনধিকারী গুরুজন্য উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিলে যদিও সদগুরু সন্নিহিত হন, তথাপি তাহার লইবার শক্তি হয় না। উপযুক্ত সময় না হলে গুরুকৃপা হয় না, ভূমি প্রস্তুত না হইলে, বীজবপনে কি ফল হয়? তিনি উপযুক্ত অবসর দেখিলেই কৃপা করিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাহাকে পাইলেই শিষ্য মুক্তাত্মা হয়। তখন তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা* যায় তিনি স্থুল দেহে কেবল ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবের সেতুরূপে বর্ত্তমান থাকেন। অথবা তিনি বিদেহমুক্ত হইয়া, অদৃশ্য জগতে অবস্থান পূর্ব্বক, পরমাত্মার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। এই সকল মহাত্মারা, নিজেরা গুরু হইয়া, পতিতের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক গুরুঋণ পরিশোধ করেন। এইরূপে বিশ্বের পর বিশ্ব আসিতেছে যাইতেছে সে ভাব প্রকাশ করা মানব শক্তির অসাধ্য।

সংক্ষেপে সুতরাং নিতান্ত অস্পষ্টভাবেই ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত পুরাতন সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইল। সদ্বংশে জন্মিয়া আপনাদের এই মহাধর্ম্ম চিনিয়া লইয়া পালন করা কর্ত্তব্য। ইহার পালনে পূর্ব্ব পুরুষের নাম রক্ষিত হইবে। এই ধর্ম্ম যত আদর করিতে শিক্ষা করা যায় ততই ইহা ক্রমবিকাশক্রমে মানব হৃদয়ে

প্রতিভাত হয়। অপর জাতীর এ সুযোগ নাই। যদি আর্য্যবংশ জন্মগ্রহণ করিয়া উপেক্ষায় এ সুযোগ হারাইয়া তাহা হইলে আবার বহু জন্ম ঘুরিয়া তবে হয়ত এইরূপ শুভযোগ পুণরায় ঘটিতে পারে।

——ঃ-(০)-ঃ——

মুমূর্ষুর স্মৃতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বালিকার পূর্ব্ব অভ্যাসটী আর ছিল না। মৃত্যুকালে তাহার বহিঃদৃষ্টি আচ্ছাদিত হওয়াতে পবিত্র অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পাইল। জীবনের সমুদায় ঘটনাগুলি ছবির আকারে এক একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার জ্ঞান নেত্রের নিকট ভাসমান হইতে লাগিল। স্বপ্নাবস্থার সেই চৌর্য্যবৃত্তির দৃশ্যটী সে দেখিতে পাইল। এতক্ষণ যাহাকে জড় পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, এখন তাহার সহসা চৈতন্যোদয় হইল। তাহার তৎকালীন বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যেন তাহার অন্তরে এক প্রকার ভয়ানক আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ! কি করিয়াছি! আমিই সেই দলিল ও নোট অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি! পিতার পুস্তকাগারের সংলগ্ন দুইটী থামের গর্ত্তের মধ্যে অন্বেষণ কর। আমি……!"

বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বালিকার মৃত্যু হইল। অনন্তর সেই নিরূপিত স্থানে অনুসন্ধান করিবামাত্র সেইগুলি বাহির হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, থাম দুইটী এত অধিক উচ্চ যে তিন খানি কেদারা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তদুপরি দাঁড়াইলেও বালিকার পক্ষে তথায় পৌঁছন নিতান্ত অসম্ভব। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উল্লাসিত ও আক্ষেপ রোগ গ্রস্থ ব্যক্তিগণ (Ecstatics and Convulsionists) স্বভাব সুলভ এক

প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া সহজে শূন্য কিম্বা উচ্চ দেওয়ালে ও বৃক্ষে উঠিতে পারে।

উপরোক্ত ঘটনাটীর দ্বারা কি বিশ্বাস হয় না যে, জাগ্রতাবস্থার স্মৃতি হইতে স্বপ্নাবস্থার স্মৃতি ও জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন? মৃত্যু হইলেও স্বপ্নাবস্থার যে স্মৃতি তাহা কি বর্ত্তমান থাকে না? ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে উক্ত স্মৃতি ও জ্ঞান মানন—পথে চিৎশক্তিতে কি মিলিত হয় না? এমন কি জড় বিজ্ঞানও বহু বৎসর পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে মন-বিজ্ঞানের মত গ্রহণ করিয়াছে। রাবেসন্ মহোদয় বলিয়াছেন, "আত্মাই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। সর্ব্বজীবের মধ্যে ইনি অংশরূপে অবস্থান করিতেছেন।" জন সাধারণে যাঁহাকে "আত্মা" (soul) বলেন, জ্ঞানীগণ তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যু-ভোগী 'জীব' (Ego) শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ফরাসী দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, "সৎ শব্দে জীব; এবং এই জীবের চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যদ্যপি অসীম চিন্তাশক্তির আধার বুদ্ধি (brain) সসীম হয়, তাহা হইলে জড়-বিজ্ঞান মতেও এই অনন্ত চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি তন্মধ্যে হইতে পারে না। তিন্‌ডেল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই বুদ্ধিকে মনের ও স্থূল জগতের ব্যবধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক মনের সহিত বাহ্য জগতের সংযোগ এই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ঘটিয়া থাকে। মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, তদ্‌সমুদায় এই বুদ্ধির দ্বারা চৈতন্যে নীত হইয়া থাকে; সুতরাং কোন অনন্ত ও পূর্ণ বিষয়ের ধারণা এই বুদ্ধি গ্রহণ কিম্বা উৎপাদন করিতে অক্ষম। শুদ্ধ চৈতন্য হইতে ইহা ন্যূনাধিক ক্ষীণভাবে স্থূল অনুভূতিতে প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব কালবশে জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা আমাদিগের স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইলেও অতি সামান্য ঘটনা আত্মার স্মৃতিকে অতিক্রম করিতে পারেনা; কারণ আত্মার কোন পৃথক্ স্মৃতি নাই। আত্মাই নিত্য শুদ্ধ স্মৃতি বা চৈতন্য এবং প্রকৃত সৎ পদার্থ।

•গভীর চিন্তাশীল মধ্যে "সৃষ্টি তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ রচয়িতা এড্‌ওয়ার্ড কুইনেট্ মহোদয় উপরোক্ত মতটী বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও মানসিক বৃত্তি ও চিন্তাপূর্ণ মানবের সম্বন্ধে তাঁহার সমধিক জ্ঞান না

থাকিতে পারে, তত্রাচ তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বভাবতঃ মানব স্বীয় প্রকৃতির অতি সামান্য অংশ মাত্র অনুভব করিতে সক্ষম। "আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি কিন্তু যাহার কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, সেই সমস্ত চিন্তা একবার প্রতিঘাতিত হইলে অন্তরের মূল প্রদেশ আশ্রয় করিয়া সিদ্ধান্ত অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। আমরা অধ্যবসায় সহকারে যতই তাহাদের অনুসরণ করি, ততই তাহারা আমাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া অবশেষে প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়, এবং তথা হইতে অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।"

প্রকৃত এই প্রকারে মনের বৃত্তিগুলি কার্য্য করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি গঠন করে এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলেও কিম্বা সেই সেই বিষয় পুনরায় চিন্তা না করিলেও তাহারা আমাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করে। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে যে সমুদায় নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তৎসমুদায়ের অনুসন্ধানে কুইনেট্ মহোদয় যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আর কোন বিষয়ে সেরূপ পারেন নাই। তিনি বলেন, "অপ্রাপ্য, অচিন্ত্য ও অব্যক্ত বস্তুর অনুসন্ধানে আমাদের অন্য কোন স্থানে যাইবার আবশ্যকতা নাই; আমাদিগের অন্তরে ও বাহিরে অন্বেষণ করিলে মিলিবে। জগত যে প্রকার অপ্রত্যক্ষ জীবগণে গঠিত, মানব ও তদ্রূপ"।

প্রসিদ্ধ Gifford Lecturer পণ্ডিতবর জেম্‌স্ (Dr. James) তাঁহার Varieties of Religious Experience নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, জীবনের ঘটনাবলীর স্মৃতি ও জ্ঞান, মানবের জাগ্রতাবস্থার যে চৈতন্য, তাহার বহির্ভূত হইলেও অন্তরর্চৈতন্যে বা কূটস্থ আত্মায় (Subliminal Self) বর্ত্তমান থাকে এবং সেই সমুদায় স্মৃতি ও জ্ঞানের বিকাশে সহসা কাহার কাহার অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কেহ কেহ দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন।

মানব ভ্রান্তিপূর্ণ; সর্ব্বদা স্মৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। দেহ সুস্থ ও সবল হইলেও স্থূল স্মৃতি সর্ব্বদাই অন্ধকারাবৃত। একটী ঘটনার আগমনে অন্য ঘটনা স্মৃতি হইতে অপসৃত হয়; কিন্তু সকল বিষয়ের স্মৃতি পুনরায় মৃত্যুকালে প্রচণ্ড বেগে আগমন করে। কারণ, সেই সময়ে ক্ষণকালের

নিমিত্ত স্মৃতি ও চৈতন্য উভয়ে মিশিয়া এক হইয়া যায়; এবং তখন সেই মুমূর্ষ ব্যক্তি এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন যে, তিনি ভূত ভবিষ্যত কিছুই জ্ঞান করেন না, কেবলই বর্ত্তমান অনুভব করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথম প্রথম স্মৃতি অতিশয় প্রখরা থাকে। সেই রূপ যখন জীব পরলোকের শৈশবাবস্থায় থাকে (অর্থাৎ ইহ জনমে জীবের যাহা বৃদ্ধাবস্থা, পর জনমে তাহার তাহা শৈশবাবস্থা), তখন তাহার দেহাভিমান অপেক্ষা আত্মাভিমান অধিক হয়; এবং সেই হেতু আত্মা স্মৃতি ভ্রষ্ট নহেন বলিয়া স্মৃতিও অনাদি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সন্তোষজনক প্রমাণাভাবে ইহা অস্বীকার করেন; কিন্তু যোগীগণ ইহা স্বীকার করিয়া ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

শ্রীবিরাজ মোহন দে।

নাদঅনাহত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দিব্যচক্ষু উন্মীলনের পূর্ব্বে, অন্তরে যুক্ত হইতে হইবে (১), এবং চর্ম্ম চক্ষুকে মায়া সম্বন্ধে অন্ধ করিতে হইবে (২)।

[টীকা—(১) মনকে ভগবৎপদে সংযোগ করিয়া সেই একরসে আসক্ত করিতে হইবে।

(২) এই মায়া সংসারে মায়ার মোহিনীরূপে নেত্র যেন আকৃষ্ট না হয়, এরূপ করিতে হইবে।

উভয় উপদেশেই বিষয় লালসা বর্জ্জন ইঙ্গিতে হইতেছে]।

দিব্যশ্রুতি উন্মেষের পূর্ব্বে মূর্ত্তিকে (মানুষ) বধির হইতে হইবে—কি শব্দরোল, কি অস্ফুট ধ্বনি, কি হস্তার বৃংহিত, কি মধুর ভ্রমরগুঞ্জন, কিছুই তাহার শ্রুতি গোচর হইবে না।

অবধারণ ও স্মরণের পূর্ব্বে আত্মাকে (১) সেই নির্ব্বাক বক্তার (২) সহিত মিলিত্ করিতে হইবে—যেমন ঘটের আকার কুম্ভকারের মনের সহিত প্রথম মিলিত থাকে।

[টীকাঃ—(১) জীব ভাবাপন্ন প্রত্যগাত্মা বা ভোক্তা। (২) অবলোকিতেশ্বর, দ্রষ্টা বা সাক্ষী। বৌদ্ধেরা ইঁহাকে আদি-বুদ্ধ কহেন]।

কারণ তখনই আত্মা শুনিতে পাইবে, শুনিয়া স্মরণ রাখিবে।

তখনই

সেই অনাহতধ্বনি

অন্তশ্রোত্রে নিনাদিত হইবে, এবং বলিবে—

যদি জীবন-কৌমুদীর শুভ্রছায়ায় অবগাহন করিয়া তোমার আত্মা স্নিগ্ধ হয়: যদি মেদ মাংসে আবৃত হইয়াও তোমার আত্মা আনন্দে গান করে: যদি মায়াদুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া তোমার আত্মা অশ্রুপাত করেঃ যদি সাক্ষীর সহিত বন্ধনের সেই রজত সূত্র ছিন্ন করিতে তোমার আত্মা উদ্যত হয়: সাধক! তবে জানিও, তোমার আত্মা সংসার পঙ্কে নিমজ্জিত।

যখন সংসারের কোলাহলে তোমার বিকাশোন্মুখ আত্মা কর্ণপাত করে; যখন মায়া প্রপঞ্চের রোলমন্ত্রে তোমার আত্মা স্পন্দিত হয়; যখন দুঃখের উষ্ণ অশ্রুপাত দর্শনে তোমার আত্মা ভীত হয়; যখন শোকের মর্ম্মভেদী স্বরে বধির হইয়া তোমার আত্মা কূর্ম্মবৎ আপন স্বতন্ত্রতার মধ্যে সঙ্কুচিত হয়, সাধক! তখন জানিও তোমার আত্মা আপন নির্ব্বাক্ ঈশ্বরের যোগ্য আলয় নহে।

আবার যখন বল সঞ্চয় করিয়া তোমার আত্মা নিরাপদ নিলয় হইতে নিঃসৃত হয়, এবং রজত সূত্র প্রসার করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়; যখন আকাশ তরঙ্গে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠে—"এই আমি"—সাধক! তখন বলিও তোমার আত্মা মায়াজালে বদ্ধ হইয়াছে।

[টীকাঃ—দুঃখে উপগত অথবা বিষাদগ্রস্ত, কিম্বা সুখসেবী হইয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিলে সেই সাক্ষী-সংযোগ ঘণীভূত হইবে না, ইহাই ইঙ্গিত হইতেছে]।

এই সংসার, সাধক! শোকের সদন। সেই সংসার নিহিত দুর্গম সাধন

পথে, জীবাত্মা—পরমাত্মার ভেদবাদরূপ মায়া তোমার আত্মা আবদ্ধ করিতে অসংখ্য ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

এই সংসার, হে অবোধ! বিমল দীপ্তির উপত্যকা, সম্মুখস্থ জ্যোৎস্না প্রবেশের আঁধারময় পথমাত্র। যে দীপ কোন বাতাসেই নির্ব্বাপিত হয় না যে দীপ স্নেহদশা (১) বিনা দীপ্যমান রহিয়াছে।

[টীকাঃ—স্নেহ অর্থে তৈল, দশা অর্থে সলিতা। অর্থাৎ যাহা সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্যমান]। ক্রমশঃ

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

বিচার সাগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা কিরূপে প্রত্যক্ষ হয়, প্রভো! তাহা বলুন। ১১৭॥

[টীকা ঃ—"ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে সকল অবিদ্যা জালের নাশ হয়, পরোক্ষ জ্ঞান হইতে নহে," প্রভু, একথা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন। সে বিষয়ে আমার এই সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্ভবে না। কারণ, ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ। ব্রহ্ম জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম নেত্রের বিষয় নহেন। (রামকৃষ্ণাদির শরীর ব্রহ্ম নহে)। নেত্রেন্দ্রিয় হইতে রূপবান অথবা নীলাদি রূপের জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম এরূপ নহেন। সুতরাং, নেত্রেন্দ্রিয় জন্য ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভবে না। রাম কৃষ্ণ আদি অবতারগণের মনুষ্যাকার মূর্ত্তি যদিও রূপবান, তথাপি তাহা মায়ারচিত, মিথ্যা। সে মূর্ত্তি ব্রহ্ম নহেন। পুরাণে রামকৃষ্ণ আদি অবতার-

গণের যে ব্রহ্মরূপত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের শরীর সম্বন্ধে নহে। পরন্তু তাঁহাদের শরীরের অধিষ্ঠান—চৈতন্য ব্রহ্ম, এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে এইরূপ সংশয় হয় যে, সকল শরীরের অধিষ্ঠান—চৈতন্য ব্রহ্ম। সুতরাং, যদি অধিষ্ঠান—চৈতন্য অভিপ্রায়ে রামকৃষ্ণাদি অবতারগণের ব্রহ্মরূপত্ব কথিত হয়, তবে মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি সকলেই ব্রহ্মরূপ হয়, এবং অবতারগণ ঐ সকলের সমানই হইয়া যান; সুতরাং, অবতারগণের অধিষ্ঠান—চৈতন্য ব্রহ্ম এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মরূপত্ব উক্ত হয় নাই। পরন্তু, অন্য জীব হইতে অবতারগণের বিশেষ রূপত্ব সিদ্ধি হেতু, তাঁহাদের শরীর ব্রহ্ম, এইরূপ বিশ্বাসই যোগ্য।

তাহাও সম্ভবে না। কারণ, শরীরের বাধ বলিয়া তাঁহাদের শরীর ব্রহ্মরূপ মানিলে, ফলে সকল শরীরই ব্রহ্মরূপ হয়। বাধ না হইলে, অন্য শরীরের ন্যায় হস্ত পদাদি অবয়ব সহিত রূপবান, ক্রিয়াবান শরীর নিরবয়ব, নিরূপ, অক্রিয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং রাম কৃষ্ণাদির শরীর ব্রহ্ম নহে। পরন্তু প্রভেদ এই যে জীবগণের শরীর পুণ্য পাপের অধীন, ভূত সমূহের কার্য্য। জীবগণের দেহাদি অনাত্মপদার্থ বিষয়ে অবিদ্যাবলে "অহম্" অধ্যাস হয়, এবং আচার্য্য উপদেশে সেই অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়। রামকৃষ্ণাদি অবতারগণের শরীর আপন পুণ্যপাপে রচিত নহে, ও ভূত সমূহের কার্য্য নহে।

পরন্তু, সৃষ্টির আদিতে প্রাণীগণের কর্ম্মভোগ সম্মুখ হইলে, প্রাণীগণের কর্ম্ম অনুসারে "আমি জগতের উৎপত্তি করিব," আপ্তকাম ঈশ্বরে এইরূপ সঙ্কল্প হয়। সেই সঙ্কল্প হইতেই জগতের সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির পর "আমি জগৎ পালন করিব," ঈশ্বরের এইরূপ সঙ্কল্প হয়। এই সঙ্কল্প হইতে জগতের পালন হয়। কর্ম্ম অনুসারে সুখদুঃখ সম্বন্ধকে পালন কহে। সেই পালন-সঙ্কল্প মধ্যে উপাসক পুরুষগণের উপাসনা বলে ঈশ্বরের এইরূপ সঙ্কল্প হয় যে "রামকৃষ্ণাদি নাম সহিত মূর্ত্তি সকলের প্রতীত হউক।" সেই ঈশ্বর-সঙ্কল্প হইতে বিশেষ নামরূপরহিত ঈশ্বরের রামকৃষ্ণাদি নামক পীতাম্বরধর আদি শ্যামসুন্দর বিগ্রহরূপের উৎপত্তি হয়। সে বিগ্রহ কর্ম্মের অধীন নহে। রামকৃষ্ণাদি বিগ্রহ হইতে সাধুর সুখ ও দুষ্টের দুঃখ হয়।

যে বস্তু যাহার সুখের হেতু, সে বস্তু তাহার পুণ্যে রচিত। যে বস্তু যাহার দুঃখের হেতু, সে বস্তু তাহার পাপে রচিত। সুতরাং, পুণ্যপাপ অধীন কহে। এই রীতিতে অবতারগণের শরীর সাধু পুরুষদিগের সুখ হেতু বলিয়া সাধু পুরুষগণের পুণ্য সমুদায়ে রচিত। সেইরূপ, অসুরাদি অসাধু পুরুষগণের দুঃখ হেতু বলিয়া তাহাদের পাপে রচিত। সুতরাং, "অবতারগণের শরীর পুণ্যপাপের অধীন নহে" এরূপ উক্তি সম্ভবে না। পরন্তু, যেরূপ জীবগণের পূর্ব্ব শরীরে কৃত পুণ্যপাপের ফলে উত্তর শরীরে তাহাদের সুখ দুঃখ হয়, সে স্থলে শরীর, অভিমানী জীবের উত্তর শরীর স্বকৃত পুণ্য পাপের অধীন কহে। সেইরূপ যদিও রামকৃষ্ণাদির শরীর সাধু ও অসাধু পুরুষগণের পুণ্যপাপের অধীন ও তাহাদের সুখদুঃখ হেতু, পরন্তু অবতারগণের স্বকৃত পুণ্যপাপে রচিত নহে, ও তাঁহাদের আপন শরীরে সুখ দুঃখের ভোগ হয় না। সুতরাং, রামকৃষ্ণাদি অবতারগণের শরীর স্বকৃত পুণ্যপাপের অধীন নহে, ইহা সম্ভব।

রামকৃষ্ণাদির শরীর ভূত সমূহের পরিণাম নহে, পরন্তু চৈতন্য আশ্রিত মায়ার পরিণাম। প্রপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের পরিণাম হইলে, শ্রীকৃষ্ণশরীরে শাস্ত্র কথিত রজ্জুকৃত বন্ধনাদির অভাব অসঙ্গত হইত। পঞ্চভূত রচিত সিদ্ধ যোগী শরীরে বন্ধনাদি না হইলেও যোগী শরীরে প্রথমে বন্ধনাদির সম্ভব থাকে। পরে, যোগাভ্যাস রূপ পুরুষার্থ ফলে বন্ধনদাহাদির যোগ্যতা নাশ হয়। কৃষ্ণাদি শরীরে যোগীর ন্যায় পুরুষার্থ হইতে বন্ধনাদির অভাব হয় না। পরন্তু অবতারগণের শরীর সহজ ভাবেই বন্ধনাদি যোগ্য নহে, সুতরাং, ভূত সমূহের পরিণাম নহে। মাণ্ডুক্যভাষ্য টীকায় আনন্দগিরী রামাদির শরীর ভূত সমূহের পরিণাম যাহা কহিয়াছেন, তাহা স্থূল দৃষ্টিতে অন্য শরীরের ন্যায় অবতারশরীর প্রতীত হয় এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন। কারণ, গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়া মায়াবলে পরমাত্মা দেহীর ন্যায় কৃষ্ণরূপে প্রতীত হন। পরমাত্মা জন্মাদি রহিত। তাঁহার দেবকী উদরে জন্ম মায়াবশে প্রতীত হয়।" এই রীতিতে ভাষ্যকার কৃষ্ণশরীর মায়ার কার্য্য বলিয়াছেন।

সুতরাং, পঞ্চভূত হইতে অবতারশরীরের উৎপত্তি নহে। পরন্তু, সাক্ষাৎ মায়াই অবতারশরীরের উপাদান কারণ।

দেহাদিতে জীবগণের আত্মভ্রম হয়, রামকৃষ্ণাদির হয় না। কারণ, জীবোপাধি অবিদ্যা মলিন সত্ত্বগুণবতী। রামকৃষ্ণাদির উপাধি মায়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণবতী। সুতরাং, জীবগণের অবিদ্যাকৃত ভ্রান্তি ও রামকৃষ্ণাদির মায়াকৃত সর্ব্বজ্ঞতা হয়। জীবগণের অবিদ্যাকৃত আবরণ ও ভ্রান্তি নিবৃত্তি আচার্য্যমুখে উপদেশজন্য জ্ঞানসাপেক্ষ। রামকৃষ্ণাদির আবরণ ও ভ্রান্তি নাই; সুতরাং, উপদেশ জন্য জ্ঞানের অপেক্ষাও নাই। পরন্তু জীবের অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞানের ন্যায়, ঈশ্বরের মায়াবৃত্তিরূপ আত্মজ্ঞান উপদেশ বিনা আপনই হইলেও তাঁহার সে জ্ঞানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের আত্মা স্বয়ং প্রকাশ ও আবরণ রহিত। সুতরাং, আবরণ ভঙ্গ বা বিষয় প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। জীবন্মুক্ত বিদ্বান পুরুষের নিরাবরণ আত্মাকে বিষয়-করণক্ষম অন্তঃকরণের "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ বৃত্তি আবরণভঙ্গাদি প্রয়োজন রহিত।

এই রীতিতে জীব হইতে রাম কৃষ্ণাদি অবতারগণের ঐশ্বর্য্য বিলক্ষণতা। তাঁহাদের শরীর মায়া রচিত, সুতরাং ব্রহ্ম নহে, পরন্তু মিথ্যা। মায়া কর্তৃক উৎপন্ন অবতারশরীর হস্ত পদাদি অবয়ব সহিত ও রূপবান। সুতরাং তাঁহাদের শরীর নেত্রেন্দ্রিয়ের বিষয়, নেত্রেন্দ্রিয় ব্রহ্মকে বিষয় বা গোচর করে না।

ত্বগেন্দ্রিয় স্পর্শ ও স্পর্শের আশ্রয়কে বিষয় করে। ব্রহ্ম স্পর্শের আশ্রয় বা স্পর্শ নহেন; সুতরাং, ত্বগেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন।

রসনেন্দ্রিয় হইতে রসজ্ঞান, ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে গন্ধজ্ঞান ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইতে শব্দজ্ঞান হয়। রস, গন্ধ, স্পর্শ হইতে ব্রহ্ম বিলক্ষণ; সুতরাং রসনা, ঘ্রাণ ও শ্রোত্র হইতে ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না।

কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানের সাধন নহে; পরন্তু, বচনাদি ক্রিয়ার সাধন। সুতরাং, কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে কোন জ্ঞান উদ্ভবে না। এই রীতিতে কোন ইন্দ্রিয় হইতে ব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভবে না। ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ কহে। প্রত্যক্ষকেই অপরোক্ষ কহে। সুতরাং

ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না। পরন্তু, শব্দ হইতে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়; সেই শব্দ পরোক্ষ। সুতরাং, ব্রহ্মের জ্ঞানও পরোক্ষই হয়।]

(উত্তর ঃ—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না—এরূপ নিয়ম নহে। সুখদুঃখ সাক্ষীভাস্য।)

শ্রীগুরু কহিলেন ঃ—

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা প্রত্যক্ষ না হয়।
এ নহে নিয়ম শিষ্য জানহ নিশ্চয়॥
ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা প্রত্যক্ষ সে হয়।
সুখদুঃখ জ্ঞান যথা অন্তরে উদয়॥১১৮॥

হে শিষ্য! "ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা, 'অহং ব্রহ্ম' জ্ঞান হয় না," এরূপ নিয়ম নহে। ইন্দ্রিয় বিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, যেমন সুখ দুঃখ জ্ঞান।১১৮॥

[টীকা ঃ—সুখদুঃখ জ্ঞান কোন ইন্দ্রিয় হইতে হয় না। সেই সুখদুঃখ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রতক্ষ্য জ্ঞান, এরূপ নিয়ম নহে। পরন্তু, বিষয়ে বৃত্তির সম্বন্ধ হইয়া যে স্থলে বিষয়াকার বৃত্তি হয়, সে স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। বিষয়ে বৃত্তির সম্বন্ধ কোথাও ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়, কোথাও শব্দ দ্বারা হয়। যেরূপ "তুমি দশম" এই শব্দ হইতে দশম যে শ্রোতা, তাহার অন্তঃকরণ বৃত্তির সম্বন্ধ দশমাকার বৃত্তি হয়। সুতরাং শব্দ জন্য দশমের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়।

সেইরূপ প্রমাতা বিষয়ে যখন সুখদুঃখ হয়, তখন অন্তঃকরণবৃত্তি সুখদুঃখাকার হয়। সেই বৃত্তিতে সুখদুঃখের সম্বন্ধ হয়। সুতরাং, সুখ দুঃখের জ্ঞান প্রত্যক্ষ কহে। সুখদুঃখ নষ্ট হইবার পর যেস্থলে পুরুষের স্মরণ হয়, সেস্থলে পুরুষের অন্তঃকরণ বৃত্তি সুখদুঃখাকার হয়, পরন্তু নষ্ট সুখদুঃখের সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ হয় না বলিয়া, সেই সুখদুঃখ জ্ঞান স্মৃতিরূপ হয়, প্রত্যক্ষরূপ হয় না। যদিও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখদুঃখ সাক্ষীভাস্য, তথাপি সুখদুঃখাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা সাক্ষী সুখদুঃখকে প্রকাশ করে। সাক্ষীভাস্যপদার্থের প্রকাশ বৃত্তি সাপেক্ষ। যেরূপ, শুক্তি রজত সাক্ষীভাস্য। সে স্থলে, অবিদ্যার বৃত্তির অপেক্ষা করিয়া সাক্ষী রজতকে প্রকাশ করে। পরন্তু, সুখদুঃখ প্রকাশে অন্তঃকরণ

বৃত্তি সাক্ষীর সহায়ক; এবং মিথ্যা রজতাদির প্রকাশে অবিদ্যার বৃত্তি সাক্ষীর সহায়ক।

এই রীতিতে সাক্ষীভাস্য পদার্থের জ্ঞানে ও বৃত্তির অপেক্ষা আছে। সেই বৃত্তি যেস্থলে ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যসাধনে হয়, সেস্থলে সেই বৃত্তির বিষয় সাক্ষীভাস্য বলা যায় না। বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি সুখদুঃখ বিষয়করী বৃত্তিতে হেতু নহে। কিন্তু যে সময় সুখাদি উৎপন্ন হয়, সেই সময় অন্য সাধনের অপেক্ষা বিনা অন্তঃকরণ বৃত্তি সুখাকার বা দুঃখকার হয়। সেই বৃত্তি আরূঢ় সাক্ষী সুখ দুঃখকে প্রকাশ করে। সুতরাং, সুখদুঃখ সাক্ষীভাস্য কহে।

ব্রহ্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্ভবে। তত্ত্বদৃষ্টির ভেদভ্রম অবসান।

বাহ্য ঘটাদিতে নেত্রাদিদ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তির সম্বন্ধ হয়। সুতরাং, ঘটাদি সাক্ষীভাস্য নহে। অন্তঃকরণ বৃত্তি ব্রহ্মাকার হইলে সেবৃত্তি বাহিরে আসেনা, পরন্তু শরীরের অন্তরেই থাকে। সেই বৃত্তিতে ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয়, সুতরাং ব্রহ্মেরজ্ঞান সুখদুঃখ জ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষরূপ। পরন্ত সুখদুঃখাকার বৃত্তিতে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা নাই। সুতরাং, সুখদুঃখ সাক্ষীভাস্য। ব্রহ্মাচার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে গুরু দ্বারা বেদবচনের শ্রোত্র সম্বন্ধ বাহ্যসাধন কহে। সুতরাং, ব্রহ্ম সাক্ষীভাস্য নহে। এই রীতিতে যে স্থলে বিষয়ে বৃত্তির সম্বন্ধ হয়, সে স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। বিষয় ব্রহ্ম সহিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তির সম্বন্ধ হয়; সুতরাং ব্রহ্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্ভবে।

যে স্থলে ধূম দেখিয়া অগ্নির জ্ঞান হয়, সে স্থলে ধূমজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং অগ্নিজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। কারণ, নেত্রদ্বারা ধূমের সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির সম্বন্ধ হয়; সুতরাং ধূমজ্ঞান প্রত্যক্ষ কহে। এবং অনুমান দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তি শরীরের অন্তর অগ্নি আকার গ্রহণক্ষম হয়, পরন্ত অগ্নির সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং, অগ্নিজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। এই রীতিতে যে স্থলে বৃত্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সে স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। যে স্থলে বৃত্তির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয় না, বিষয় দূর বহির্দ্দেশে, অথবা ভূত বা ভবিষ্যতে অবস্থিত, এবং অনুমান বা শব্দ সাহায্যে অন্তর্বৃত্তি বিষয়াকার হয়, সে স্থলে জ্ঞান পরোক্ষ কহে। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ—এরূপ নিয়ম নহে। যেরূপ

সুখদুঃখ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নহে, অথচ প্রত্যক্ষ। সেইরূপ দশম পুরুষের জ্ঞান শব্দ জন্য, অথচ প্রত্যক্ষ। এই রীতিতে গুরুমুখে শ্রুত মহাবাক্যরূপ বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞানও প্রত্যক্ষ সম্ভবে।

শুনি গুরু উপদেশ শিষ্য মতিমান।
ব্রহ্মরূপ দেখে আত্মা-ভ্রম অবসান ॥ ১১৯ ॥

গুরুর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান তত্ত্বদৃষ্টি আত্মা ব্রহ্মরূপ দেখিয়া ভেদভ্রম অন্ত করিলেন। ১১৯ ॥

"অহং ব্রহ্ম" এ বৃত্তিতে নাই আবরণ।
দাদু আদিরূপ সেই লয়েছি শরণ ॥ ১২০ ॥

উত্তম অধিকারী-উপদেশ নিরূপণ নাম চতুর্থ তরঙ্গ
সমাপ্ত।

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

স্থূলরূপ গ্রহণ।

(MATERIALISATION.)

আতিবাহিক ও সূক্ষ্মতর দেহবিশিষ্ট জীব, সময় সময় স্থূলদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের নয়নপথে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং মনুষ্যের ন্যায় কার্য্যাদিও করিয়া থাকে। এইরূপ আকৃতি ধারণকে স্থূলরূপগ্রহণ (materialisation) বলা হয়। ইহা যে কেবল মাত্র আধুনিক প্রেত-তত্ত্ব-বিস্তার (spiritualism) সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহার এক অঙ্গ ভুক্ত, তাহা নহে। এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল আকার ধারণ ভারতবর্ষে বিরল নহে। অনেক সাধু ও ফকির এবং হোসেন

খাঁর মতন অনেক ভোজবাজিওয়ালা, এই প্রকার রূপগ্রহণ দেখাইতে পারেন। আমরা অন্যান্য জাতির প্রাচীন পুস্তকাদিতেও এইরূপ অনেক ব্যক্তির উল্লেখ পাই, যাহারা কেবল মাত্র শূন্যাকার আকাশতত্ত্ব হইতে ইপ্সিত বস্তু উৎপন্ন করিতে পারিতেন। এইরূপ ঘটনা পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও অনেক দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন আর সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে:— তখন হয়তো ঐ প্রকার সূক্ষ্ম হইতে স্থূল দেহ ধারণ করা সহজ ব্যাপার ছিল, সুতরাং লোকে দেখিতেও পাইত। অথবা এইরূপ ঘটনা প্রদর্শনে সক্ষম লোকের সংখ্যা তখন অধিক ছিল। এখন হয়তো সেই সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। এই প্রকার লোককে সাধারণতঃ medium বলে॥

বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে মোটামটি তিন প্রকার স্থূলদেহ-ধারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম, এরূপ দেহ আছে যাহা স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এমন কি রসনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, অথচ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা স্পর্শানুমেয় (tangible), কিন্তু দৃষ্টির বহির্ভূত। এই প্রকার দেহের নিজের কোন প্রকার দীপ্তি নাই। তাহারা পঞ্চ ভূতের সমষ্টি মাত্র কিন্তু স্থূল দৃষ্টির অগম্য; স্বকীয় আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতে পারে, এইরূপ কোনও পদার্থ না থাকিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রকার স্থূল-দেহ-গ্রহণে, দেহ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্পর্শানুমেয় (tangible) নহে। এই প্রকার শরীর মধ্য দিয়া আমরা হাত চালাইতে পারি, অথচ উহা হইতে কোন বাধা অনুভব হয় না। ইহা দেখিতে কুজ্ঝটিকা বা ধূমের ন্যায়। ধূম স্পর্শ করিতে গেলে, যেরূপ অনুভব হইয়া থাকে, ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে গেলেও সেই প্রকার এক রকম অনুভব হইয়া থাকে। এইরূপ আকার স্বতঃপ্রকাশমান। ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারা যায় না।

যে শরীরকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্পর্শানুমেয় (tangible), তাহা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব বিশিষ্ট যত প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, —ধূমবৎ ঈথিরীয় (ethereal) পদার্থ হইতে সাধারণতঃ কঠিন পদার্থ পর্য্যন্ত

সকল প্রকার পদার্থই এই তিন শ্রেণীর ভিতর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ঈথিরীয় অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থার মধ্যে সকল প্রকার পদার্থ ই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সূক্ষ্ম দেহ প্রকট করণ বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ভূত (matter) কাহাকে বলে তাহা জানা উচিত। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা অবগত হই, যে ভূত (matter) এক প্রকার নহে। বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ভূত সকল আমাদিগের বিবিধ ইন্দ্রিয় গোচর যোগ্য। ভূত সকলের কঠিন (ক্ষিতি), অপ, বাষ্পীয়, তেজ এবং ঈথিরীয়ের পর আরও সূক্ষ্মতর অবস্থা থাকিতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় বস্তু সকল বর্ত্তমান থাকিবার কারণ কি? জলই বা তরল কেন, ইষ্টকই বা কঠিন কেন? ইহার কারণ আমরা এই পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি, যে সকল অণু পরমাণু (atoms) দ্বারা গঠিত, সেই সকল অণু পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার সন্নিবেশ (variations) দ্বারা, এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে বস্তু সকল—সকল বস্তু নহে—অণু সকলের দ্বারা গঠিত। অণু সকল যখন পরস্পরের খুব সন্নিকটে অবস্থান করে, তখন কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়। কঠিন বস্তুতে অণু সকলের আকর্ষণ শক্তি বিকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অনেকাংশে প্রবল; যে সকল শক্তি কঠিন বস্তুর অণু সকলকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই সকল শক্তি অপেক্ষা উহাদের সংযোগশীল (cohesive) শক্তি অধিক বলবান। তরল অবস্থাপন্ন বস্তুতে এই দুই প্রকার বিভিন্ন শক্তি সমভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ সংযোগশীল শক্তি ও বিকর্ষণ শক্তি সম ভাবে অবস্থিত; তরল অবস্থায় অণু সকল সমতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। বাষ্পীয় অবস্থায় অণু সকলের বিকর্ষণ শক্তি সংযোগশীল শক্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বলবান, এই জন্য বাষ্পীয় অবস্থা কঠিন অবস্থার ঠিক বিপরীত।

কঠিন অবস্থাপন্ন অণু সকল সঙ্কুচিত (compressed) ও ঘনীভূত, তরল অবস্থায় অণু সকল তত ঘনীভূত নহে, উহারা পরস্পরে ঈষৎ দূরে অবস্থিত, এবং কতক পরিমাণে উহাদের স্বাধীনতা আছে, বাষ্পীয় অবস্থায় অণু সকল বিশ্লিষ্ট হইতেছে। কঠিন হইতে তরল পদার্থে, তরল হইতে বাষ্পীয় পদার্থে এবং বাষ্পীয় হইতে ঈথিরীয় পদার্থে উপনীত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে,

অণু সকল ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাদের কম্পনের ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। বাষ্পীয় অবস্থায় অণু সকল তদপেক্ষা গুরুতর পদার্থের অণু অপেক্ষা দ্রুততর বেগে সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হইতে থাকে। বাষ্পীয় অবস্থার পর ঈথিরীয় অবস্থা। ঈথর কাহাকে বলে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ঈথর সমুদয় পদার্থের মূলীভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব্বে, গুপ্ত (occult) বিজ্ঞান ইহা আবিষ্কার করিয়াছিল। গুপ্ত বিজ্ঞানের মতে ঈথর নানা প্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহাকে অণু বলে, তাহা তদপেক্ষা আরও ক্ষুদ্রতর পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং এই সকল ক্ষুদ্রতর পদার্থ আবার তদপেক্ষাও আর ক্ষুদ্রতম পদার্থের দ্বারা গঠিত। বহু বৎসর পূর্ব্বে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি বলিয়াছিলেন, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 'অণু' সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে,—অর্থাৎ পদার্থের 'অণু পরমাণু' অপেক্ষা আর ক্ষুদ্রতর বিভাগ হইতে পারে না,—তাহা ঠিক নহে। সে সময়ে উক্ত মত অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 'এটম্' সকলও যৌগিক পদার্থ স্থির করিতেছে। এখন আমরা 'আইঅন্স্' (ions) এবং 'ইলেক্ট্রন্স্' (electrons) প্রভৃতির কথা শুনিতেছি; ইহাদের দ্বারা অণু সকল গঠিত। এক্ষণে আশা করা যায় যে, 'এটম্স্' সম্বন্ধে গুপ্ত বিজ্ঞান যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহাই সাব্যস্ত করিবে।

স্থূলরূপ গ্রহণ বিষয় অনুশীলন করিতে গেলে ঈথর সম্বন্ধে সবিশেষ জানা উচিত। গুপ্ত বিদ্যা অনুশীলনে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের স্থূল দেহ দুইটি দেহ সমষ্টি দ্বারা গঠিত; তাহাদিগকে ভাণ্ড (physical) ও পিণ্ড (ethereal) দেহ বলে। পিণ্ড দেহকে etheric double বলা হয়। এই ঈথিরীয় শরীরকে স্থূল দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা গুরুত্বহীন (imponderable)। যাঁহারা ক্ল্যায়ার ভয়েণ্ট (clairvoyant) বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি শক্তি বিশিষ্ট, তাঁহারা এই শরীরকে দেখিতে পান। এই ঈথিরীয় শরীর আমাদের স্থূল শরীরে প্রকটিত বৈদ্যুতিক ও জৈবীক শক্তির উপাধি।

কোন প্রকারে এই ঈথিরীয় শরীরকে স্থূল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলে স্থূল শরীরের কার্য্যকারিতা শক্তি কমিয়া যায়। উপদগ্ধ মরুত (retrons oxide) বা হাস্যোৎপাদনকারী বাষ্প দ্বারা ঈথিরীয় শরীরকে কতক পরিমাণে স্থূল শরীর হইতে বাহির করিতে পারা যায়। তখন 'ক্ল্যায়ার ভয়েন্সের' বা সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে এই শরীরকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ঈথিরীয় শরীর স্থূল শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ যুক্ত এবং অধিক পরিমাণে শক্তির চালনা না করিলে ইহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না; কিন্তু যে সকল medium সূক্ষ্ম হইতে স্থূল দেহ ধারণ করিতে সক্ষম, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। এই সকল mediumএর ঈথিরীয় শরীর স্থূল শরীরের সহিত শিথিল ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এইরূপ mediumএর সংখ্যা অতি বিরল।

যে সকল medium স্থূলরূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম (materialising medium), তাহাদিগের উপর এক প্রকার শক্তি (stress) প্রয়োগের দ্বারা ইহা বৈদ্যুতিক কিম্বা চৌম্বক শক্তি হইতে পারে—ঈথিরীয় শরীরকে স্থূল শরীর হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়া প্রেতাত্মার উদ্বোধন করিবার চেষ্টা এবং পরীক্ষা করাকে 'সিয়াঁস্' (seance) বলে। 'সিয়াঁসে' চক্র এবং medium এর ভিতর এই প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি (stress) উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহার প্রভাবে medium এর ঈথিরীয় শরীর সম্পূর্ণভাবে অথবা কতক পরিমাণে স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া থাকে; medium তখন কৃত্রিম নিদ্রিত (trance) হইয়া পড়ে। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, ঈথিরীয় শরীর প্লীহার ভিতর দিয়া স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া থাকে। ঈথিরীয় শরীরের সহিত প্লীহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। স্থূলদেহচ্যুত ঈথিরীয় শরীরকে যখন 'ক্ল্যায়ার ভয়েন্সের' সাহায্যে নিরীক্ষণ করা যায়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী সূক্ষ্ম সূত্র এই শরীরকে স্থূল দেহের অন্তর্গত প্লীহার সহিত সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা সূক্ষ্ম শরীর স্থূল করণ জন্য চক্রে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সেই সময়ে শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অনেকে জ্ঞাত আছেন যে 'সিয়াঁস্' গৃহে এক প্রকার শীতল বায়ু

প্রবাহিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডসমূহ শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ শীতল বায়ু-প্রবাহের দ্বারা তাহাদিগের গতির কিছুই বাধা হয় না। যদি সাধারণ বায়ু ঐ পরিমাণে বেগে প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ খণ্ড সকল সঞ্চালিত হইত। চক্রে যাঁহারা বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শরীরস্থ ঈথিরীয় পদার্থের নিষ্কাশনের দ্বারা চাপের অসমানতা ঘটিয়া থাকে; সেইজন্য বোধ হয়, ঐ প্রকার ঘটনা সংঘটিত হয়। চক্রস্থ ব্যক্তি সকল হইতে ঈথিরীয় পদার্থ mediumএ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং যখন ইহার প্রবাহকে বাধা দেওয়া যায়, তখন ইহাকে মন্দ অবস্থাপন্ন (bad condition) বলে। সময় সময় চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রবাহকে বাধা দান করিয়া থাকেন। চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের মনের অবস্থা ঈথারের প্রবাহকে হয় বর্দ্ধিত, নয় হ্রাস করিয়া থাকে। প্রেততত্ত্বে অবিশ্বাসকারী ব্যক্তিদিগের মনের অবস্থা, তাহার নিজের শরীর অথবা অপরের শরীর হইতে ঈথার প্রবাহকে বাধা প্রদান করিবে এবং স্থূলরূপ গ্রহণ ব্যাপার সংঘটিত হইবে না। ঈথারের প্রবাহ সমপ্রাণতা (harmony) দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য 'সিয়াঁন্' গৃহে গীত ও বাদ্যের আলোচনা করা হয়। 'সিঁয়ান্' গৃহে চক্রস্থ ব্যক্তিরা mediumএর প্রতি মনঃ সংযোগ না করিয়া কথা বার্ত্তায় ব্যাপৃত থাকে, কারণ তাহার উপর মনঃ সংযোগ করিলে ঈথিরীয় প্রবাহের বাধা জন্মিয়া থাকে এবং স্থূলরূপগ্রহণ ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। সেই সময়ে medium ব্যক্তি কেন্দ্রের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া চতুর্দ্দিকের চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের ঈথিরীয় পদার্থকে সংগ্রহ করিতে থাকে। যাঁহারা 'ক্ল্যায়ার ভয়েণ্ট' (clairvoyant), তাঁহারা দেখিতে পান যে, এই সময়ে mediumএর চতুর্দ্দিকে ঈষৎ নীলবর্ণের তাম্রকূটের ধূমের ন্যায় মেঘ সঞ্চিত হইতে থাকে। ঈথিরীয় গুরুত্ব জন্য এই পদার্থ mediumএর সন্নিকটে সংগৃহীত হইয়া থাকে। mediumএর নিজের ঈথিরীয় শক্তি এবং কতকগুলি স্থূল ভৌতিক অণু সংযোগে স্থূলরূপ গ্রহণ সংঘটিত হয়। কিন্তু mediumএর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যে ঈথিরীয় পদার্থ থাকে, তাহার স্থূল শরীর হইতে

বহু দূরে যাইতে পারে না—জোর ৬০ হাত পরিমাণ দূরে যাইতে পারে। তাহর বেশী দূরে যাইলে mediumএর সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা আছে।

ঈথিরীয় শরীর স্থূলীভূত শরীরের ভিত্তি ভূমি। ঈথিরীয় দেহ স্থূল দেহের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু চক্রের সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে যে স্থূলভূত ঈথিরীয় দেহের মুখ ও স্থূল দেহের মুখের মধ্যে পার্থক্য আছে। তখন নানা প্রকার মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কি প্রকারে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে? কেমন করিয়া ঈথিরীয় শরীর অন্য আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে? মোটামুটি ধরিতে গেলে তিনটী কারণে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। (১) চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের শাসনকারী ক্ষমতা বা প্রাণ শক্তি (controlling agencies) ; (২) যে ভৌতিক সত্ত্বা এই শরীরকে ব্যবহার করিতেছে তাহা এবং (৩) যে ব্যক্তি এই আকৃতি ব্যবহার করিতেছে, তাহার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা, ঈথিরীয় শরীরের আকৃতি গঠিত হয়; এবং যে পরিমাণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যায়, সেই পরিমাণের উপর ঈথিরীয় শরীরের স্থিতি নির্ভর করিয়া থাকে। যদি ইচ্ছাশক্তি অল্প হয়, তাহা হইলে এই আকৃতি অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না এবং যদি ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, তাহা হইলে ইহা অধিকক্ষণ থাকিবে। সেইজন্য অপরিচিত প্রেতাত্মা অপেক্ষা mediumএর পরিচিত প্রেতাত্মাগণের স্থূলরূপ গ্রহণ সহজ।

চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছাশক্তির উপর, চক্রের অবস্থার উপর এবং medium এর ঈথিরীয় শরীর বাহিরে প্রতিচালন (project) ক্ষমতার উপর স্থূলরূপ গ্রহণ নির্ভর করিতেছে। Lead beater লিখিয়াছেন যে,—

"A materialisation always means a sustained effort of will. It may be said to be a temporary opposition of ones own will to the great Cosmic Will, a holding of some sort of matter by force in a condition not natural to it" অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবার ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা স্থূলরূপ গ্রহণ হইয়া থাকে। এই প্রকারে বিশ্বের মহান্ ইচ্ছাশক্তিকে নিজের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা বাধা দেওয়া হইয়া থাকে এবং অস্বাভাবিক শক্তির দ্বারা পদার্থকে এক প্রকার অবস্থায় আবদ্ধ করিয়া

রাখা হয়। অর্থাৎ, যখন ঈথিরীয় পদার্থকে পর পর ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া অবশেষে কঠিন অবস্থায় আনা যায়, তখন অণু সকলকে ক্রমশঃ সন্নিকটবর্ত্তী করা হয় এবং ইহা করিতে হইলে ইচ্ছা প্রয়োগের ক্রমাগত চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কারণ বিশ্বের মহান্ ইচ্ছানুসারে এই সকল অণু পরমাণু ক্রমাগত দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ক্ষণকালের জন্য সেই মহান্ ইচ্ছাকে বাধা দেওয়া হইয়া থাকে, যে মুহূর্ত্তে মানবীয় ইচ্ছাকে প্রত্যাহার করা হয়, সেই মুহূর্ত্তে এই সকল পদার্থ তাহাদের পূর্ব্বাকার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ---

শ্রীআশুতোষ দেব।

বাক-রোধ।

(গল্প)

(১)

সে বড় বেশীদিনের কথা নয়। দুই মাসের ঘটনা! সে ভীষণ কাহিনী স্মরণ করিতে এখনও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন সে ঘটনা ভুলিতে পারিব না। যে বালিকাকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি, কাল তাহার বিবাহ হইবে! তাহারই জন্য আমি সেই ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি। শুধু সহ্য করিয়াছি? প্রায়ত মরিতে বসিয়াছিলাম! এমনি বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান যে, যাহাদিগের সুখের জন্য আমরা মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করি, তাহাদিগকেই আমরা প্রাণাধিক ভালবাসিয়া ফেলি! ইহা আমার কাল্পনিক কথা নহে! ইহা ধ্রুব সত্য, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম!

শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা হইয়া যখন আমি আমার দূরসম্পর্কীয় মাতুলের বাটিতে আশ্রয় পাই, তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর। সুতরাং, মার কথা, বাবার কথা বড় একটা মনে পড়ে না। এখন আমার বয়স উনিশ বৎসর! এ কয় বৎসরে আমার মাতুলের সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার স্নেহাস্পদ মাতুল, স্নেহময়ী মাতুলানী আজ বহুদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের একমাত্র বংশধর বিলাত ফেরত ডাক্তার মিষ্টার প্রিয়শঙ্কর সেন এক্ষণে বাটির কর্ত্তা। প্রিয়শঙ্কর আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও আমি তাহাকে "দাদা" বলিতাম না। শৈশবের অভ্যাসের দোষে চিরকাল আমি তাহাকে "প্রিয়শঙ্কর" বলিয়াই ডাকি। ইহার জন্য আমার বিরুদ্ধে কখনও কোনরূপ অনুযোগাদি শ্রবণ করি নাই। প্রিয়শঙ্কর আজ দুই বৎসর হইল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালিগঞ্জস্থ পৈতৃক ভবনে Private Practice আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রিয়শঙ্কর আজিও অবিবাহিত।

পিতার ধর্ম্মবিশ্বাস আমার অজ্ঞাত। মাতুল মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান ও প্রখ্যাতনামা ব্রাহ্ম ছিলেন। আমরাও ব্রাহ্মমতাবলম্বী।

এইস্থলে আরও একটি কথা বলা উচিত। আমার বয়স উনিশ বৎসর বটে কিন্তু আজিও আমি কুমারী। বিবাহ না হওয়ার কারণ যে, আমি কুরূপা, তাহা নহে। শুধু পুরুষ নহে, আমাদিগের সমাজভুক্তা অনেক সুন্দরী মহিলাও আমার রূপের প্রশংসা করেন।

যখন যৌবনের মৃদুল তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে আমার দেহ ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতেছিল, যখন কাব্যগৃহীত মায়াময় প্রেমতত্ত্ব বক্ষে লইয়া সতৃষ্ণনয়নে আমি জগতের প্রতি চাহিতেছিলাম, সেই সময় একজন সম্ভ্রান্ত ধনীর পুত্রকে, তাহার সুকণ্ঠে, তাঁহার শান্ত কোমল ব্যবহারে এবং তাঁহার মনোমোহন আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া, ভালবাসিয়া ফেলি! সেদিন যে মধুর প্রেমস্বপ্ন বক্ষে লইয়া জগতকেও মধুময় সোণার রাজ্য ভাবিয়াছিলাম, অল্পদিনেই আমার সে ছায়াময় কুহকস্বপ্ন টুটিয়া গেল। মোহ কাটিয়া গেলে স্পষ্ট বুঝিলাম, এ জগতে প্রেম নাই, স্নেহ নাই—এ জগত শুধু কপটতা ও ছলনার বিষময় কারাগার! আমার পবিত্র প্রেমবিশ্বাসে এরূপ নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া

আমি পুরুষজাতিকে সেদিন হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিলাম! সেইদিন হইতে আমি আজীবন কুমারীব্রত পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা! দুঃখীর সেবা এবং পরমব্রহ্মের উপাসনাই, এখন আমার জীবনের একমাত্র কার্য্য।

আমার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাহর্ষ কেবল একজনের নিকট প্রকাশ করিতাম। সে আমাদের প্রতিবেশী মিঃ রাধাগোবিন্দ গুপ্তের যোড়শী কন্যা মাধুরী। শৈশব হইতেই মাধুরী আমাকে তাহার হৃদয়ের অনুপম মাধুর্য্যে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ফেলে। প্রকৃতি দেবীও মাধুরীকে বহিসৌন্দর্য্যে যেরূপ ভূষিত করিয়াছিলেন, অন্তসৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে দান করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। চম্পক অঙ্গুলি দ্বারা পিয়ানোর হৃদয়বীণায় ধীরে ধীরে ঝঙ্কার তুলিয়া মিষ্ট কণ্ঠে মাধুরী যখন গাহিত—

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন, আকুল নয়ন রে;
আমি নিতি নিতি বনে করিব যতনে, কুসুম চয়ন রে!
কত শরত যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন, প্রভাতে যাইবে ছলিয়া!"

তখন আমার হৃদয় কি এক অজ্ঞাত যাতনায় আকুল হইয়া উঠিত। আমার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া লাঞ্ছনাব্যথিত একটা নীরব করুণ ক্রন্দন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে হাহাকার করিয়া উঠিত!

বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, মাধুরী তেমন সুখী ছিল না। আমারই ন্যায় বেদনার কীট তাহার কুসুমকোমল হৃদয়খানিকে দংশন করিতেছিল! দুই বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং প্রবাসকালে লাবণ্যকুমারের সহিত মাধুরীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়! বিবাহের কথা পাকাপাকি হইবার পূর্ব্বে মাধুরী তাহার পিতার সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আইসে। ইহার কিছুদিন পরে দার্জ্জিলিঙের জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতে সংবাদ আইসে, বরাহ শিকার করিতে যাইয়া লাবণ্যকুমার নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। জনৈক ভুটিয়া অনুচর তাহাকে বরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছে। লাবণ্যকুমার আর ইহলোকে নাই। এ সংবাদে ব্যারিষ্টার গুপ্তের বাটিস্থ সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন। আর মাধুরী? মাধুরী এ সংবাদে শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

আহা, দার্জ্জিলিং প্রবাসকালে লাবণ্যকুমার যে মাধুরীর নিত্য সহচর ছিল। তাহাকে গান শুনাইয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়া, প্রতি পর্ব্বতশৃঙ্গে, প্রতি লতাকুঞ্জে লাবণ্যকুমারের হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, মাধুরীর যে সুখ হইত সে সুখ বালিকার অদৃষ্টে আর কখনও ঘটে নাই। পিতার আদরে, মাতার স্নেহে, সে সুখের অভাব ঘুচিত না। মাধুরী লাবণ্যকে প্রাণভরিয়া ভালবাসে। আজ মাধুরীর হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর লাবণ্যকুমার কোথায়!

মাধুরী আমার নিকট কোনও কথা লুকায় নাই। তাহার হৃদয়ের যবনিকা খানি আমার সম্মুখে সে অকপটে খুলিয়া দিয়াছিল।

কথা প্রসঙ্গে যদি লাবণ্যকুমারের কথা উঠিত, তাহা হইলে মাধুরী বলিত, "রেণু, বোধ হয় তিনি জীবিত আছেন!" আমিও বালিকাকে আশ্বাস দিতাম। আমি বেশ বুঝিতাম, লাবণ্যকুমার জীবিত নাই। জীবিত থাকিলে এ দুই বৎসরে নিশ্চয় তাহার সংবাদ পাওয়া যাইত। ইহা বুঝিয়াও আমি মাধুরীকে আশ্বাস দিতাম। আহা, মাধুরী বড় অভাগিনী!

(২

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল! মেঘমুক্ত আকাশে রবিরশ্মির ন্যায় প্রিয়শঙ্করের যশরশ্মি বেশ উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল দুই একটা দুরারোগ্য রোগীকে প্রিয় আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিল। শুনিলাম, প্রিয়শঙ্করের একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে। রোগীকে ঔষধাদি বড় একটা প্রয়োগ করিতে হয় না। প্রথমে রোগীর অবস্থাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া প্রিয়শঙ্কর তাহাকে Mesmerise (মেস্‌মেরাইজ্) করে, পরে Hypnotism (হিপ্‌নটিস্‌ম্) শক্তি দ্বারা তাহাকে আদেশ করে, "তোমার রোগ নাই, তুমি সুস্থ হও!" আশ্চর্য্যের বিষয় রোগীও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে। প্রথমে যখন দুই একটা সম্বাদপত্রে প্রিয়শঙ্করের আরোগ্য-প্রণালী আলোচিত হইল, তখন আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম না। পরে বাটিতে একটি রোগীকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইতে দেখিলাম। রোগী একজন ফিরীঙ্গি! অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও ফিরীঙ্গিনন

মদ্যের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। অবশেষে যখন উচ্চ পদের চাকরীটি তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইবার উপক্রম হইল, তখন তাহার হতভাগিনী পতিব্রতা পত্নী ৪।৫টি শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া প্রিয়শঙ্করের পদতলে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রিয়শঙ্কর রোগীকে আনাইয়া তাহাকে তাহার সামর্থ্যানুযায়ী পরিমাণে মদ্যপান করাইল। যখন বীরসন্তান অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাকে Mesmerise করা হইল পরে প্রিয়শঙ্কর তাহার প্রতি চাহিয়া কঠোর স্বরে আদেশ করিল, "জোসেফ, আমার আজ্ঞা, তুমি কখনও মদ্য স্পর্শ করিতে পারিবে না!" এমনই বিচিত্র রহস্য, ইহার পরে জোসেফ মদ্যপান ত্যাগ করিল। একদিন প্রিয়শঙ্কর তাহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদিগের সম্মুখে তাহাকে মদ্যপান করিতে বলিল। জোসেফ করুণস্বরে কাতরভাবে কহিল, "ক্ষমা করিবেন। ও বিষ আমি স্পর্শ করিব না! আমার ক্ষমতা নাই! প্রভুর নিষেধ!"

অর্থ ও যশ যখন প্রিয়শঙ্করকে, প্রেমিকার ন্যায় সাদরে আলিঙ্গন করিল, তখন তাহার সহিত মাধুরীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া মিঃ গুপ্ত ভ্রাতার নিকট সে বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। মাধুরীর ন্যায় গুণবতী সুন্দরীকে বিবাহ করিতে কোন্ অবিবাহিত যুবকের অনিচ্ছা হয়! প্রিয়শঙ্কর অবনত মস্তকে কহিল, "আপনি আমাকে অনুগৃহীত করিলেন?" এ কথা সকলেই শুনিল। এ বিবাহ সম্বন্ধে সকলেই সুখী হইল। কেবল মাধুরীর ম্লান মুখখানি আমার প্রাণে তাহার গোপন কথা প্রকাশ করিল। আর আমি? আমি কি এ সম্বন্ধের বিরোধী? প্রিয়শঙ্করের সহস্র গুণ থাকুক, তাহার প্রকৃতি যে উগ্র এবং তাহার প্রাণ যে কঠিন, তাহা আমার জানিতে বাকী ছিল না। সে যে মাধুরীর মনোমত হইতে পারে না, মাধুরীর কথা বার্ত্তায় তাহারও আমি যথেষ্ট আভাস পাইয়াছিলাম।

বিবাহ প্রস্তাবের প্রায় একমাস পরে মাধুরীর সহিত আমারি এ বিষয়ে কথা হইল। আমি স্পষ্টই মাধুরীকে কহিলাম, "তুমি এ বিবাহে সুখী হইবে না।"

মাধুরী কহিল, "সত্যই তাই! এ বিবাহে কখনই আমি সুখী হইব না।

কেবল পিতার আন্তরিক ইচ্ছাতেই—", মাধুরী আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার স্বর গাঢ় হইল।

আমি কহিলাম, "এ কথা প্রিয়শঙ্করকে বল না কেন?"

মাধুরী কহিল, "কাল ডাক্তার সেনকে সে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি সে কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। ভাই বেণু, আমার এ বিক্রীত হৃদয় কেমন করিয়া আবার অপরের নিকট বিকাইব? পিতার ইচ্ছা—কিন্তু—না না, আমি প্রাণান্তেও দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। লাবণ্য—আহা! লাবণ্য আজ কোথায়?" মাধুরীর নয়নে অশ্রুপ্রবাহ উথলিয়া পড়িল।

আমি মাধুরীর হাত দুটি ধরিয়া কোমল স্বরে কহিলাম, "মাধুরী, এ বিবাহ আমি কখনই হইতে দিব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

অবলা শক্তিহীনা স্ত্রীলোক আমি! সেই অস্ফুট সন্ধ্যালোকে আমি মাধুরীর ধর্ম্মরক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। আমার শক্তি সামর্থের বিবেচনা মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে স্পর্শ করিল না। কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে? আমি যে মাধুরীকে ভালবাসি। আমার প্রিয়তমা মাধুরী!

(৩)

পরদিন অপরাহ্নে আপনার কক্ষে অর্দ্ধশায়িত ভাবে রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" পাঠ করিতে করিতে ইলার কোমল কিশোর প্রাণের বিলাপকাকলীতে আপনার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি অনুভব করিতেছিলাম, এমন সময় প্রিয়শঙ্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। প্রিয়শঙ্কর কহিল, "রেণু, আজ তোমার একটি অভীষ্ট সাধন করিতে পারিব। তুমি রোগীর সেবা করিতে ভালবাস! কাল একটি রোগী আমার বাটিতে আসিবে। যুবক—সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র! শিরোরোগে ভুগিতেছে! মাথায় একটা অস্ত্র করিতে হইবে। এই অস্ত্রের উপর তাহার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে! যদি রীতিমত যত্নের সহিত সেবা করিতে পার, তবেই সে প্রাণ পায়। তাহার পিতা বিশ্বাস করিয়া আমার কথামত আমার হস্তে রোগীকে সমর্পণ করিতেছেন। তোমার কি মত?"

আমি কহিলাম, "আমার সাধ্যমত সেবা করিতে ত্রুটি করিব না। তবে জীবনমরণ বিধাতার লিপি!" প্রিয়শঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "রেণুর সেবা এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয় নাই।"

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে মাধুরীর কথা উঠিল। কথায় কথায় প্রিয়শঙ্কর কহিল, "আমার ভয় হয়, আমি বুঝি মাধুরীকে সুখী করিতে পারিব না।"

আমি সাহস পাইয়া কহিলাম, "তবে এ বিবাহ করিতেছ কেন? মাধুরী তোমাকে ভালবাসে না! এ বিবাহে তাহার বিন্দুমাত্রও সম্মতি নাই।"

প্রিয়শঙ্কর আমার প্রতি তীব্রভাবে চাহিল; গম্ভীর স্বরে কহিল, "রেণু তোমার চরিত্র বড়ই অদ্ভুত; এত স্পষ্টবক্তা হইতে নাই! ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইও। এমন করিয়া স্পষ্ট কথা সব সময়ে বলিও না; বিপদ হইতে পারে।" পরে কহিল "কাল অপরাহ্নে রোগীকে লইয়া আসিব। Operationটা তিন-চারিদিন পরেই হইবে। এ কয়দিন তুমি বাটির বাহিরে যাইবার অবকাশ পাইবে না। সেবার যেন একতিল ব্যতিক্রম না হয়!"

প্রিয়শঙ্কর চলিয়া গেল। আমিও মাধুরীর বাটিতে চলিলাম। অপরাহ্নের ঘটনা বিবৃত করিলাম। পরে তাহাকে একবার পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "দেখ মাধুরী, লাবণ্যের আশা ত্যাগ কর। লাবণ্য নিশ্চয় জীবিত নাই। কেন বৃথা আশা করিয়া মনকে অবসন্ন কর, ভাই? আমার একান্ত কামনা, তুমি সুখী হও, কিন্তু আর একটি কথা তুমি স্থির জানিও, প্রিয়শঙ্কর তোমাকে খুব ভালবাসে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

মাধুরী কহিল, "হাঁ, তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ। রেণু, ভাই! তাঁহার এ অনুগ্রহ কিন্তু অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। এ অনুগ্রহ না করিলেই ভাল হয়। কেন এ দুঃখিনীকে বিবাহ করিয়া তিনি সাধ করিয়া দুঃখের বোঝা মাথায় লইতে অগ্রসর, তাহা ত বুঝি না। আমি ত তাঁহর নিকট কোনও কথা গোপন করি নাই। যাক্ ওসব কথা আর কেন? এস, আজ সুযোগ আছে, লাবণ্যকুমারের ফটো তুমি কতদিন দেখতে চেয়েছ, আজ দেখবে এস। আমিও এখন প্রাণভরিয়া ছবিখানা দেখিয়া লই! কি জানি, যদি বিবাহ হয়, তখন সে চিত্র দেখিবার আর আমার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু এখন—এখন আমার

তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এস, আজ তোমাকে আমার ধ্যানের মূর্ত্তি দেখাইব।”

আমি মাধুরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। একটা ড্রয়ার খুলিয়া মরক্কো কেসে (case) রক্ষিত একখানি ফটো বাহির করিয়া মাধুরী আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি চিত্র দেখিলাম। আহা। কি সুন্দর আকৃতি! ইহার নিকট প্রিয়শঙ্কর?- চাঁদের কাছে প্রদীপ? বাস্তবিক, সেই সুন্দর মুখখানিতে সূর্য্যতেজ সদৃশ একটা প্রভা বিকশিত ছিল। যখন এই মুখের হাসিটুকু সূর্য্যকিরণের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন মাধুরীর সাধ্য কি যে সে তাহার হৃদয়ের প্রেমকমলটিকে প্রস্ফুটিত হইতে বাধা প্রদান করে? আমি প্রশংসিত নেত্রে কহিলাম, “সুন্দর চেহারা! যথার্থ সুপুরুষ বটে! বাস্তবিক মাধুরী, তোমার জন্য আমি বড়ই ক্ষুব্ধ।”

মাধুরী আমার মুখের দিকে চাহিল। পরে দ্রুত আমার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া অজস্র ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাঢ় স্বরে মাধুরী কহিল, “কেন ভাই, তুমি আমাকে আশা দাও না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস— তিনি জীবিত। তিনি শীঘ্রই এ দাসীকে গ্রহণ করিবেন।” আমি মাধুরীর মুখখানি আপনার বক্ষে রাখিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার চূর্ণ কুন্তলগুলি নাড়িতে লাগিলাম! আমারও চক্ষে জল আসিয়াছিল। হায়! বালিকার অর্থহীন প্রেম-অন্ধ বিশ্বাস!

(৪)

পরদিন সন্ধ্যাকালে যখন প্রিয়শঙ্কর তাহার কোনও বিশিষ্ট বন্ধুর বাটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হইয়া গেল, তখন আমি ধীরে ধীরে আহূত রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলাম। রোগী তখন হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া চিন্তাযুক্ত ভাবে একটা ইজি চেয়ারে শয়ন করিয়াছিল। আমি কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার পরিচয় প্রদান করিলাম। রোগী কহিলেন, “আপনার কথা আমি ডাক্তার সেনের নিকট শুনিয়াছি। শুনিয়া বুঝিয়াছি, আপনি দেবী!” আমি লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে টেবিল ল্যাম্পের শিখাটা আর একটু উজ্জল

করিয়া দিলাম। রোগীর মুখ তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, নীহার-ম্লান চন্দ্রের জ্যোতি যেমন আধআলো আধছায়াময়, তেমনি এই যুবকের মুখে একটা জ্যোতি ম্লানভাবে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার হৃদয় স্পন্দিত হইল। আমার মনে হইল—ইঁহাকে যেন দেখিয়াছি। কিন্তু কবে বা কোথায় দেখিয়াছি, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "আশ্চর্য্যরূপে আমি শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছি। প্রায় একমাস হইল একদিন রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার শরীর কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই। সেই রাত্রে মূর্চ্ছার পর হইতে, এমন অবস্থা হইয়াছে যে, অল্প মানসিক উত্তেজনা হইলেই আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। পিতার অর্থের অভাব নাই। অনেক ডাক্তার দেখান হইল। কিন্তু সকলেই রোগ দুরারোগ্য বলিয়া বিদায় হইলেন। পরে ডাক্তার সেনের কথা শুনিলাম। আমার পিতা বোম্বাইয়ে কর্ম্ম করেন। তিনি ডাক্তার সেনকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠান। ডাক্তার সেন আমাকে কলিকাতায় আসিতে বলেন। অল্পকালের অবকাশ বলিয়া পিতা মহাশয় ডাক্তার সেনের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখিয়া আজ বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। দীর্ঘ অবকাশ লইয়া মাতাকে লইয়া শীঘ্রই তিনি কলিকাতায় আসিবেন। ডাক্তার সেন আশা দিয়াছেন। বলেন—এ কঠিন শিরঃ পীড়া। একটা শিরায় নিয়মমত রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। Operation দ্বারা সেই শিরাটা আরোগ্য করিবেন। অস্ত্রের উপর আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আবার অস্ত্র না করিলে, অচিরে উন্মাদ হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি ত জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। তবে এখন পরমেশ্বরের হাত!"

আমি সন্তপ্তচিত্তে কহিলাম, "আপনার পিতার কি আপনি এক সন্তান?"

তিনি কহিলেন, "না; আমরা তিন ভাই। তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ। আমার মধ্যম সুকুমার সিভিলসার্ভিস দিবার জন্য বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হেমন্তকুমার এলফিনষ্টোন্ কলেজে পড়িতেছে!

আমি কহিলাম, "এখানে আপনার সেবার কোন ত্রুটি হইবে না। আমি

আমার সাধ্যমত সেবা করিব। প্রিয়শঙ্কর বলিয়াছে, সেবার উপর আরোগ্য হওয়াটা নির্ভর করিতেছে। অস্ত্র করিতে তাঁহার কোনও ভয় নাই।"

যুবক অবসন্নভাবে কহিল, "মরি—তাহাতে ক্ষতি কি? উন্মাদ হওয়া অপেক্ষা যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আজই আমি সস্মিতমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। তবে জীবনে একটি মাত্র সাধ ছিল। সেই সাধ—জানিনা সে কি মনে করিতেছে! আর কি আমাকে সে মনে রাখিয়াছে! অসম্ভব! অসম্ভব!"

আমি গাঢ়স্বরে কহিলাম, "আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার সম্মুখে ওকথা বলিবেন না। কি জানি, আপনি কোন্ গুণে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। আপনার মুখে দুঃখের কথা শুনিলে, আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়া উঠে। আপনার ভগ্নী আছে কি?" যুবক কহিলেন, "না।" আমি কহিলাম, "তবে এ দাসীকে আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী মনে করিবেন।

যুবক কহিলেন, "বেশ কথা! দেখুন আমি বড় দুর্ব্বল। ক্ষমা করিবেন, আর অধিক কথা বলিতে পারিতেছি না। আপনি যদি একটি কাজ করেন, তবে বড় ভাল হয়। পাশের ঘরে আমার পোর্টম্যাণ্ট আছে। তন্মধ্যে যদি এই পার্শটা (Purse) ও এই চিঠি কয়খানি রাখিয়া দেন!" আমি কহিলাম "এ আদেশ করিতে কোনও সঙ্কোচবোধ করিবেন না। আপনি ত স্বীকার করিলেন, আমি আপনার ভগ্নী!"

যুবক কৃতজ্ঞনয়নে আমার দিকে চাহিল। পকেট হইতে চাবির রিং আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি চাবি লইয়া প্রস্থান করিলাম।

পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া Purse ও চিঠিগুলি যথাস্থানে রাখিলাম। কিন্তু পোর্টম্যাণ্টের ভিতরে যে একটি সুদৃশ্য ভেলভেট দিয়া বাধান রাইটিং কেস (Writing case) ছিল, সেটি খুলিয়া দেখিতে বড় কৌতূহল হইল। নিশ্চয় আমার এ কৌতূহল নিন্দার্হ! এ অপরাধ জীবনে এই প্রথম! ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপ আচরণ করি নাই। আজ যেন কে আমাকে বলপূর্ব্বক এ প্রবৃত্তি দান করিল। বিধিলিপি কে খণ্ডাইবে বল?

পন্থা কার্য্যালয়—২৮।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত,
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, দ্বারা প্রকাশিত।

“পন্থার” অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে
ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। | অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

পৌরাণিক কথা।

রাসপঞ্চাধ্যায়

(২৮০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা।
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা॥
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেঁহো রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।

কিম্বা না দেন দরশন না জানে আমার তনু মন
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখিহে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভগ্নসংকল্প জ্ঞানে অপার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। নিশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইয়া গেল। অবনতমুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। কজ্জলময় অশ্রুজলে কুচকুঙ্কুম ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হায়! প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য আমরা সর্ব্বত্যাগ করিলাম। তিনি আমাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন! অবশেষে কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া নেত্রমার্জ্জন করিতে করিতে তাঁহারা গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥ ১০-২৯-৩১।

হে বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। আমরা সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছি। অতএব তুমি দুরবগ্রহ হইলেও আমাদিগকে গ্রহণ কর। ভগবান্ আদি পুরুষ ত মুমুক্ষুদিগকে ত্যাগ করেন না। তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ১০-২৯-৩২।

পতি, পুত্র, বন্ধুর পরিচর্য্যা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম। হে অঙ্গ, তুমি ধর্ম্মবিৎ; এই জন্য এই কথা আমাদিগকে বলিলে। কিন্তু এই উপদেশের আশ্রয়, এই ধর্ম্মের চরমগতি ত তুমি, যেহেতু তুমি ঈশ্বর। অতএব এ উপদেশ তোমাতেই

থাকুক। যদি বল তোমরা আমার কাছে কেন আসিয়াছ। ইহার কারণ এই যে, তুমি দেহী মাত্রেরই প্রিয়তম। কারণ, তুমি সকলের আত্মা। আর আত্মাই সকলের প্রিয় বন্ধু।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, তাহা নয়। গোবর্দ্ধন ধারণের সময় তিনি প্রকট হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদের কৃষ্ণকে তাঁহারা কৃষ্ণ বলিতেই ইচ্ছা করিতেন। আমার কৃষ্ণ, আমার পতি, আমার বন্ধু, যেমন আমি মানুষ, তেমনি কৃষ্ণ মানুষ। এই ভাবে, মনুষ্যভাবে, আপনার পতিভাবে তাঁহারা তাঁহাকে প্রেম করিতেন। ঐশ্বর্য্যের নামে তাঁহাদের প্রেম শুকাইয়া যাইত। তাঁহারা চারি হাত দেখিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহারা শঙ্খচক্রাদি দূরে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে আত্মভাবে, গোপভাবে আনিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদের জার বুদ্ধি। তাঁহাদের প্রেমকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন। তাঁহাদের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মনুষ্যরূপে গোপবেশে নিত্য বিরাজিত। তিনি সেখানে সকলের সখা, সকলের সঙ্গে গলাগলি ও কোলাকুলি।

ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া ভজন করিলে তিনি দূরে। গোপভাবে তিনি অতি সন্নিকটে। এইজন্য গোপ ও গোপীভাব জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমবশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

চৈতন্য চরিতামৃত

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥ ১০-২৯-৩৩

আর যদি শাস্ত্রের কথা বল, শাস্ত্রে বলে "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মালোকঃ"। উপনিষদেও বলে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং পতি, পুত্র, বন্ধু সকলই আত্মার জন্য প্রিয়। এই জন্য "আত্মা বা মরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"।

শাস্ত্রকুশলেরা তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। তুমি সকলের আত্মা, এইজন্য নিত্য প্রিয়। পতি, পুত্রাদি ত আমরা এতদিন ছাড়ি নাই। আমরা ত ব্রজের মধ্যেই ছিলাম। গোপাঙ্গনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ত আমরা নিত্য করিয়াছি। পতি, পুত্রাদির যেমন সেবা করিতে হয়, তাহাও করিয়াছি। আমরা ত মনুষ্যত্যাগী নই। মনুষ্যের মধ্যেই ত ছিলাম। কিন্তু পতি পুত্রাদিতে আসক্তি করিতে কেন বলিতেছ? আমাদের আসক্তি, আমাদের রতি একমাত্র তোমাতে। সংসারে আসক্তি কেবল দুঃখেরই কারণ। যদি আমাদেরই দুঃখ থাকিল, তবে জগতে আমরা কিরূপে সুখ দিব। কিরূপে তোমার স্বরূপ-শক্তি হইয়া জগতে তোমার স্বরূপ বিস্তার করিব। অতএব হে পরমেশ্বর, প্রসন্ন হও। হে অরবিন্দনেত্র, আমরা বহুকাল ধরিয়া তোমার প্রতি আশা করিয়া আছি। আজ আমাদিগকে নিরাশ করিও না।

কত কল্পে ঋষিগণ ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন। আজ ভগবান্ গোপবেশে, তাঁহারাও গোপিনীবেশে। উভয়ে অতি সন্নিকট। জগতের ব্যবধান নাই। বৈকুণ্ঠের ব্যবধান নাই। ঐশ্বর্য্যের ব্যবধান নাই। আজ তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? যোগমায়া কোথায় আছ। এইবার।

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥ ১০-২৯-৩৪

গৃহে যতদিন চিত্তের আসক্তি ছিল, ততদিন ত সুখে গৃহে যাইতে পারিতাম। সে চিত্ত যে তুমি অপহরণ ক'রে ল'য়েছ। এই হাত দ্বারা গৃহকর্ম্ম করিতাম। তাও ত তুমি আকর্ষণ ক'রে ল'য়েছ। আমাদের দুটি পা তোমার পাদমূল হ'তে একটি পদও চলে না। বলিলে ত ভাই, ব্রজে ফিরে যাও। যাই কেমন ক'রে? আর গিয়েই বা কি করব? হাত, পা, মন ত এই খানেই থাকল।

কে কোথায় যোগী আছ। দেখি কার বিষয়ে এত অনাসক্তি। দেখাও বৈরাগ্যের এরূপ জলন্ত উদাহরণ। দেখাও প্রেমের এমন অপরূপ ভাব।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাধিনু প্রেমের ফাঁসী।
সব সমপিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইনু দাসী॥
ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেল না ঠেল, অবলে অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তারসে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাসে কয়, পরম রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ১০-২৯-৩৫

হে অঙ্গ, তোমার মধুর হাস্য, মধুর চাহনি ও মধুর গীত দ্বারা হৃদয়ে প্রেমের অগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে। তোমার অধরামৃত সিঞ্চন কর। নচেৎ এই প্রেমের আগুন আর বিরহের আগুন, দুই আগুনে মিশে এই দেহকে

দগ্ধ করিবে। তখন হে সখে, আমরা যোগীর স্থায় তোমার ধ্যান করিতে করিতে তোমার নিকটে যাব।

এই দেহ ল'য়েই ত বাদ। আমাদের সহচরীগণ দেহ ত্যাগ ক'রে ত তোমায় পেলে। যদি দেহে দেহে মিলন না হয়, না হউক। দেহ পুড়ে যাক্। আমরা কি দেহসঙ্গের প্রার্থী? ছি, ছি, ছি, ছি, আমরা কি নিজের দেহসুখ বাঞ্ছা করি? আমরা আমাদিগকে চাহি না। আমরা কেবল তোমাকে চাই। তোমাতে আমরা মিলিয়া যাই। তোমাতে আমরা একবারে নষ্ট হই। থাক যেন কেবল তুমি।

একবার সাধ ছিল, দেখিতাম, যেমন রুক্মিণী তোমার নিজ প্রকৃতি, তেমনি মানুষ তোমার প্রকৃতি হ'তে পারে কি না? দেখিতাম, ঐশ্বরিক প্রকৃতি বড়, কি মানুষী প্রকৃতি বড়? প্রাণ যায় যাবে, বৈকুণ্ঠে তোমাকে দেখ্‌ব না। সেখানে তুমি কোল্ দিলেও আমরা কোল্ লইব না। তুমি আমাদের ব্রজের কৃষ্ণ। তুমি গোপ। তুমি মনুষ্য' এই গোপদেহের সহিত আমাদের দেহের যদি মিলন হয়, তবেই ত সে মিলন আমরা চাই। নতুবা ঈশ্বর হ'য়ে দূরে থাক। আমরা তোমাকে সেই আমাদের কৃষ্ণ ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিব। দেহত্যাগ ক'রে সেই আমাদের ধ্যানের কৃষ্ণ পাব। সেই মোহন-মুরলীধারী, সেই বর্হাপীড়াভিরাম কৃষ্ণ পাব।

সাধ ছিল দেখিতাম, মানুষের জয় কি ঈশ্বরের জয়। সাধ ছিল দেখিতাম, মানুষ-ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মানুষী মিলন হয় কি না। এ ভালবাসা ত চারহাত বিশিষ্ট মুকুটধারী ঈশ্বরকে দিতে পারি না। এ ভালবাসা ছাড়তেও পারি না। আমরা যাই, যাব। কিন্তু ব্রজে ফিরে যাব না। দেহদাহান্তে তোমারি পাশে যাব। এ ভালবাসা তোমারি। আমরা যাই, যাব। আমাদের ভালবাসা কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিবে।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ১০-২৯-৩৬

আর কি আমাদের কাম আছে, যে আমরা পতির কাছে গিয়া অঙ্গসঙ্গ করব? আর তুমিও ঈশ্বর, তোমার সহিত অঙ্গসঙ্গেও আমাদের অধিকার নাই। লক্ষ্মীদেবীই তোমার পাদতল সেবা করেন। তবে তুমি আমাদিগকে অরণ্যবাসী বলিয়া ভালবাস। তাই লক্ষ্মীদেবী ক্ষণকালের জন্য যখন অবসর দিয়াছিলেন, তখন তোমার চরণ একবার আমরা স্পর্শ করিয়াছিলাম। সেই হ'তে অন্য সমক্ষে আর আমরা থাক্‌তেও পারি না। বিষয়সঙ্গ আমাদের একবারেই তিরোহিত হইয়াছে। এ শরীর এখন তোমারই। গ্রহণ কর কিম্বা না কর, এ শরীর আমরা কাহাকেও দিব না।

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ১০-২৯-৩৭

লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবীর আবাস তোমার বক্ষঃস্থলে। তথাপি তিনি সপত্নী তুলসীদেবীর সহিত ভৃত্যসেবিত তোমার পাদপদ্মের ধূলি কামনা করেন। আমরাও সেইরূপ তোমার চরণধূলি আশ্রয় করিয়াছি।

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দিন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ ১০-২৯-৩৮

হে দুঃখনাশন, আমাদের একমাত্র বাসনা তোমার উপাসনা। আমাদের অন্য বাসনা, কি এষণা নাই। আমরা যোগীর ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। একবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আর যদিও তোমার মধুর হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদের মনে তীব্র প্রেমের উদয় হইয়াছে এবং সেই প্রেমে আমরা দগ্ধ হইতেছি, তথাপি আমরা তোমার অঙ্গসঙ্গ চাহি না। প্রেমের ফল দাস্য মাত্র। আমরা

তোমার দাসী হইতে চাই। হে পুরুষভূষণ, আমাদিগকে দাসী হইতে দিবে কি ?

কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরুসম লঘুকে করায় দাস্য ভাব॥
পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কোন নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্তভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥

চৈতন্ত চরিতামৃত।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্তঃ॥ ১০-২৯-৩৯

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচাঁদ পাতিয়াছে মুখফাঁদ
তাতে অধর মধুর স্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি ফাঁদে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি-ঘর-দ্বার॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম হরে নারী-মৃগী মর্ম্ম
করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ বাণে তাসবার হৃদয়ে হানে
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তাসবার মন বক্ষ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥

সুললিত দীর্ঘার্গল　　　　কৃষ্ণের ভুজযুগল
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে　　　　নারীর হৃদয়ে দংশে
মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥
কৃষ্ণকরপদতল　　　　কোটি চন্দ্র সুশীতল
জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে　　　　স্মরজ্বালা বিষ নাশে
যার স্পর্শে লুব্ধনারী মন॥　চৈতন্য চরিতামৃত।

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥　১০-২৯-৪০

হে অঙ্গ, তোমার মধুর পদসমন্বিত, অমৃতসিক্ত বেণুগীত শ্রবণ করিয়া, ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ নারী আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়? এতাদন তুমি বেদ-দ্বারে যে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলে, সে ধর্ম্মে ত তুমি প্রত্যক্ষ হইতে না। সে ধর্ম্মে ত তুমি দূরে দূরে থাকিতে। বেদ তোমাকে এত নিকটে ত দেখে নাই। তোমার মধুর বেণু ত শুনে নাই। তুমি ত নিজে সম্মুখীন হইয়া এত জোরে আকর্ষণ কর নাই। বৃন্দাবনে যে তোমার নূতন লীলা, নূতন পদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সেই পুরাতন আর্য্য পদ্ধতির কথা বলিতেছ?

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবাম দৃশাং ন প্রকটা পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি॥
ললিত মাধব ১-১৭।

গোক্ষুর ধূলিপটল কৃষ্ণের আগমন সূচনা করিতেছে এবং পুরোবর্ত্তী অন্ধকার তদীয় সঙ্গম সংঘটন করিতেছে। অতএব ব্রজসুন্দরীদিগের এই নূতন পদ্ধতি সর্ব্বদর্শী শ্রুতির সমীপে প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা ত স্ত্রী। পুরুষেরাও এই বেণুরব শুনিয়া আর্য্যচরিত হইতে বিচলিত। পুরুষেরাও রাগাত্মক ভক্তি অবলম্বন করিবেন। "যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ"। শ্রীধর।

মনুষ্যের কথা যাউক, তোমার এই ত্রিভুবন-মোহন রূপ দেখিয়া ধেনু, হরিণ, তরুলতা ও পক্ষী প্রভৃতিও পুলকে পূরিত হইল।

এই নূতন আকর্ষণ, এই নূতন বেণুরব, এই মধুর গোপবেশ—এ কি ক্ষণের জন্য, এ কি দুদিনের কল্পনা, এ কি প্রয়োজনহীন অনিত্য লীলা? যদি ইহার তাৎপর্য্য থাকে, যদি ইহা নিত্য লীলা হয়, যদি মনুষ্যের সহিত এই লীলার নিত্য সম্বন্ধ থাকে, যদি বেণুরব বিফল না হয়, যদি আকর্ষণের গভীর অর্থ থাকে, তবে আমরা উপস্থিত, তুমি সম্মুখে।

ধন্য ব্রজসুন্দরীগণ! ধন্য তোমাদের সঙ্কল্প! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তোমরা আজ সার্থক করিলে। ভগবানকে মানুষ করিয়া নিজের প্রেমে বাঁধিয়া রাখিলে। আজ মনুষ্য জাতিকে পায় কে? দেবগণ দেখ, ঋষিগণ দেখ, ব্রহ্মা দেখ, রুদ্র দেখ; যাঁর মায়ায় জগৎ মোহিত, দেখ আজ্ তিনি জয়ী, কি গোপী জয়ী। দেখ আজ বৈকুণ্ঠ বড়, কি বৃন্দাবন বড়। দেখ আজ্ লক্ষ্মী বড়, কি গোপী বড়। দেখ আজ্ মনুষ্য বড়, কি ঈশ্বর বড়।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

আত্মজ্ঞান ও মোক্ষানুসন্ধান।

(২৮৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"যোঽয়ং প্রজ্ঞানময়ঃ প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতো, সত্যং জ্ঞানমানন্দং;
একমেবাদ্বিতীয়ং পুরুষঃ স এব ব্রহ্ম—তস্মাৎ অয়মাত্মা ব্রহ্ম।"

(অজ্ঞান বোধিনী)

যাহা অনাদি, নির্গুণ, সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট ও সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম। এইরূপ মীমাংসিত ও বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া এই বুঝা যায় যে, আত্মা আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিই সেই আত্মা, আমিই ব্রহ্ম।

ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং সা আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। আমি এই পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিয়াছি, ইনিই মহান্ অর্থাৎ ব্যাপক, আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির, পরস্তাৎ অর্থাৎ মূল আশ্রয়; পূর্ব্বোক্ত পুরুষকে [পুরীষু শেতে যঃ স পুরুষঃ] এইরূপে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। যিনি এই অবিনাশী আত্মাকে জানিতে পারেন— 'আমিই সেই আত্মা—পরমব্রহ্ম' এই জ্ঞান যাঁহার পরিপক্ক (দৃঢ় নিশ্চয়) হইয়াছে, তাঁহাকে আর (জন্মমরণ রূপ) সংসারদুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অবিদ্যা বা মায়া তাঁহাকে আর জড়িত করিতে পারে না। তাঁহার আর কোন ভয় থাকে না। তিনি তখন জীবন্মুক্ত হয়েন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, এবং ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন, ইহাই বেদের অনুশাসন। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বেদানুশাসনম্॥"

এইরূপে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক সিদ্ধাবস্থা লাভ হইলে তখন আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তাহা বলিয়া জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তাহা নয়। তিনি অবশ্য সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রহ্মকে জানিয়া সব সম্প্রদায়ের অতীত হইয়াছেন। তিনি কিছুই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন না, বরং সকলকে উন্নতির পথে সহায়তাই করেন। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া পড়িয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়ের সব মতেই, শেষে জ্ঞানলাভ হয়; তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

আত্মজ্ঞানপ্রার্থী ও মোক্ষেচ্ছুগণ বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবতী গীতা হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

ভগবতী হিমালয়ের প্রতি বলিতেছেন। "জ্ঞান হইতে মুক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, আর ধর্ম্ম হইতে ভক্তি জন্মে, (বিবেক হইতে ধর্ম্মে রুচি হয়)। যজ্ঞাদি কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্যই আমার রূপ আশ্রয় করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্য এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হইবে। আত্মজিজ্ঞাসু সাধক পুত্রমিত্রাদি সকলের প্রতিই ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্তাদি শাস্ত্রে নিবিষ্ট-

চিত্ত হইবে। কামাদি ষড়্‌বর্গ* পরিত্যাগ করিবে, হিংসা করিবে না,—যাহারা এইরূপ করিবে, তাহাদিগের বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ! তত্ত্বজ্ঞানবলেই আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আত্মপ্রত্যক্ষ হইলেই মুক্তি হয়। এই যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহা সত্য—সত্য।

দেহ মনস্তাপের মূল, দেহ সংসারের কারণ। কর্ম্ম হইতেই সেই দেহের উৎপত্তি। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—পাপ আর পুণ্য। সেই পাপপুণ্যের অংশানুসারেই দেহার সুখদুঃখ হইয়া থাকে। যতটুকু পাপ, ততটুকু দুঃখ; যতটুকু পুণ্য, ততটুকু সুখ। এই সুখদুঃখ দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ এবং অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি, সাধুসঙ্গ ও বিদ্যাভ্যাসফলে সঙ্গহীন (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য) হইয়া পরম সুখলাভ করিতে অভিলাষী হইবে। পিতঃ! আমার যে রূপ অপরিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম, বাক্‌পথাতীত, সুনির্ম্মল, নির্গুণ, পরম জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বব্যাপক, নির্ব্বিকল্প, আরম্ভহীন সচ্চিদানন্দময় এবং

পঞ্চেন্দ্রিয়স্য মর্ত্তস্য ছিদ্রশ্চেদেকমিন্দ্রিয়ং।
ততোঽস্য স্রবতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং ॥১॥

মনুষ্য সম্বন্ধে পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয়ই ছিদ্র, যদ্দ্বারা বুদ্ধি নির্গত হইয়া যায়। যদ্রূপ সছিদ্র কলসে জল রাখিলে ঐ ছিদ্র দিয়া সমুদয় জলই প্রসৃত হয়; অর্থাৎ মনুষ্যের লোভই বুদ্ধি নাশের কারণ, লোভী ব্যক্তির পদে পদে মানহানি হয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে লোভের পরাজয় করা কর্ত্তব্য, নির্লোভী ব্যক্তির বুদ্ধি অবসন্ন হয় না।

পঞ্চ ত্বানুগমিষ্যন্তি যত্র যত্র গমিষ্যসি।
মিত্রাণ্যমিত্রা মধ্যস্থা উপজীব্যোপজীবিনং ॥২॥

জীব সকল যেখানে সেখানে গমন করুক কিন্তু মিত্র, অমিত্র, বন্ধু, উপজীব্য, উপজীবী, এই পঞ্চ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। অর্থাৎ আপনার অদৃষ্ট কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া কালে কালে ফল প্রাপ্ত হয়, এতদর্থে গীতায় কহিয়াছেন,—যথা, "আত্মনো বন্ধুরাত্মা চ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" অর্থাৎ আপনার বন্ধু আপনি এবং আপনার শত্রু আপনিই হয়। অতএব এমত বিবেচনা করিও না যে, কেহ কাহার মন্দ, কি ভাল করিতে পারে, শুদ্ধ স্বশীলতায় জীবের সদসৎ কর্ম্মের ভোগ হইতেছে; শত্রু, বন্ধু, বান্ধব, উপার্জ্জন, উপাসনা সকল দেশেই আছে; কেবল আত্মানুসারে লাভ করা যায়; এই পঞ্চজয় অর্থাৎ আপনাকে বশ করিতে পারিলে ইহলোকে সভ্যশ্রেণীতে গণ্য হইয়া পরলোকে পরমা গতি লাভ হয়।২।

জগতের একমাত্র কারণীভূত, মুমুক্ষুগণ দেহবন্ধন ছেদনের জন্য সেই রূপই ধ্যান করিবে। রাজেন্দ্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রামকৃষ্ণাদি এবং কালীরূপাদিকে আমার স্থূলরূপ বলিয়া জানিও। হে অনঘ! সূক্ষ্মরূপের কথা ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! যাহা দেখিলে মুক্তিলাভ করা যায়, সেই সূক্ষ্মরূপ দর্শনে অধিকার—আমার স্থূলরূপ ধ্যান না করিলে হয় না। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি, প্রথমে আমার স্থূলরূপের আশ্রয় লইবে। কর্ম্মযোগানুসারে যথাবিধি সেই সকল রূপের অর্চ্চনা করিয়া ক্রমে আমার অবিনাশী পরম সূক্ষ্মরূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। হে মহীধর! আমার স্থূলরূপ এত যে, এই জগন্মণ্ডল তদ্দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই আরাধ্যতম; কেননা দেবীমূর্ত্তি আশুমুক্তিপ্রদায়িনী। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে সতত আমাকেই স্মরণ করে, রাজন! আমি সেই ভক্ত যোগীকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি অন্তকালে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে কদাচ ভবযন্ত্রণা-জালে পীড়িত হইতে হয় না। মহামতে! যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্য মুক্তি দান করি।”

অতএব এই আত্মময় ও প্রেমময় ব্রহ্মস্বরূপকে লাভ করিতে হইলে বিবেকের প্রয়োজন। বিবেক না হইলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। বিবেক ব্যতীত সৎসঙ্গে প্রবৃত্তিই হয় না। দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যবোধকে বিবেক বলে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, “আত্মৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ।”

অতএব দেখা যায় যে, যে প্রকারেই হউক না কেন, শাস্ত্র প্রমাণিত কার্য্য করিলে, ব্রহ্মবিজ্ঞান নিজ সামর্থ্যে সকলকে মুক্তি প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই মায়াময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানই জীবের একমাত্র উপায় এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রকৃত সদ্‌গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। সদ্‌গুরু ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে জীবের মুক্তিলাভ অসম্ভব। ব্রহ্মবিজ্ঞানই জীবের একমাত্র মুক্তির দ্বারস্বরূপ; মুক্তির আর অন্য পথ নাই। ইহাই

শাস্ত্রের বচন। এই বচনের প্রতি নির্ভর করিয়াই শ্রীরাম সদ্‌গুরু * বিরচিত পঞ্চীকরণ অর্থাৎ বেদান্ত-বিচার-সার-সংগ্রহ নামক পরম উপাদেয় পুস্তক খানির মূল শ্লোক গুর্জ্জর ভাষাতেই দেওয়া হইল এবং বাঙ্গালা ভাষায় "চন্দ্রকান্ত" নামক টীকা ও তাহার শোভনতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত সহিত প্রকাশ করা গেল। শ্রীরাম সদৃশ সদ্‌গুরুসমাগম জীবের ভাগ্যে ঘটা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বলা বাহুল্য যে, বহু পুণ্যোদয়ে কদাচিৎ কাহার ভাগ্যে এরূপ সদ্‌গুরু সমাগম ঘটে। সর্ব্ববিধ অধিকারিগণ তাঁহার এই পঞ্চীকরণ পুস্তক দৃষ্টে এবং সৎসঙ্গ প্রভাবে ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অপিচ শ্রীরামগুরুরূপ সৎসমাগম সদৃশ এই পঞ্চীকরণ পুস্তক পুনঃ পুনঃ আলোচনা বশতঃ অধিকারি-গণের অবিদ্যারূপ দৃষ্টি পথের মোহাবরণ দূর হওয়ায় স্বয়ম্প্রকাশ আত্মোপলব্ধি হইয়া তন্ময় অর্থাৎ স্ব স্বরূপে স্থিতি হইবে। ইহার প্রকার অর্থাৎ পদ্ধতি শ্রীরাম সদ্‌গুরু এই পঞ্চীকরণ নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা মূল শ্লোকের টীকা সহিত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

চন্দ্রকান্ত টীকার বিবরণ।

ইহ জগতে সচরাচর দুই প্রকারের চিত্তবৃত্তিবান্ মনুষ্য হইয়া থাকে। কার্য্যকুশল বৃত্তিবান্ (ব্যবহারিক) আর বিচারকুশল বৃত্তিবান্ (পার-মার্থিক)। কার্য্যকুশল বৃত্তিবান্ মনুষ্য, রাজনীতির পরাক্রমে মন্ত্রণার কার্য্য করায় উকীল বারিষ্টরের ব্যবসায় অবলম্বনে ধারা (আইন) প্রস্তুত করিয়া

---

* এই ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা সম্বৎ ১৮৪০ সালে দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ সহরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি যজুর্ব্বেদী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্বয়ং ষোল বৎসর বয়স হইতে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সৎসঙ্গাভিলাষী মুমুক্ষুগণের যাহাতে আত্মার দৃঢ় জ্ঞান হয়, সেইরূপে তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মের উপদেশ দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় অতি আশ্চর্য্য রূপে করাইতেন। এই মহাত্মা বরোদা নগরে সম্বৎ ১৯০৬ ভাদ্রপদ মাসে শুদ্ধ তৃতীয়া দিবসে সমাধিস্থ হইয়াছেন। এই মহাত্মার বিস্তৃত জীবনী পরিশেষে বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যবহারিক অনুষ্ঠানাদি দ্বারা লোকোপযোগী স্বার্থী কার্য্যে বৃথা আড়ম্বরে কীর্ত্তি সম্পাদন করায়, কাহারও হিত, কাহারও বা অহিতকারী হওয়ায়, সদা মলিন-চিত্ত থাকিয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকেন। বিচারকুশল বৃত্তিবান্ মনুষ্য, কর্ত্তব্যের পূর্ণতায় অভ্যাসশীলতা, তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনশালী হওয়ায় সৃষ্টি নিয়মের সূক্ষ্মতা হইতে অবলোকন ও চিন্তন করায়, মনুষ্যের আর পর-ব্রহ্মের রহস্য জ্ঞাত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কার্য্যকুশল মনুষ্য ইহলোকের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বিচারকুশল মনুষ্য পরলোকের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কার্য্যকুশল বৃত্তিবান্ মনুষ্যের সন্তোষ ক্ষণিক পদার্থ প্রাপ্তিতে হয়, আর সেই আনন্দও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বিচারকুশল পরমানন্দেই মগ্ন রহেন, আর উহার (বিচারলব্ধ বস্তু) প্রাপ্তি ব্যতীত সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েন না। কার্য্যকুশল ব্যক্তি ব্যাবহারিক বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। বিচারকুশল ব্যক্তি ধন, ধান্য, সম্পত্তি, রাজ্য, কীর্ত্তি, ভোজন-উৎসব, যাত্রা-উৎসব, বিলাসিতা, সংসারে ইহার কিছুতেই প্রীতি বোধ করেন না। এই সকল ক্রীড়া, কৌতুক, তামাসা, রাজসিক ও তামসিক ব্যাপার, অথবা সম্পত্তি বিপত্তি, ইহার কিছুই তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। পুষ্করিণীর জল লবণাক্ত কি মিষ্ট, নির্ম্মল কি ঘোলা, তাহার বিষয়ও তাঁহার অবগত হইবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তীর বৈভবে, অথবা দরিদ্রের দারিদ্র্য বিড়ম্বনাতে লক্ষ্য নাই; মনুষ্যজাতির সুখ বিষয়ে, উহার বৃদ্ধি বিষয়ে, তথা হ্রাস বিষয়ে, কীর্ত্তি বিষয়ে—কোনও তাহার লক্ষ্য নাই; তিনি এই দেহের সুখ ও তৎকর্ত্তব্য বিষয়ে লক্ষ্য করেন না, কর্ম্ম দ্বারা নাশবস্ত স্বর্গসুখ, ইচ্ছাদ্বারা সম্পাদন করেন না, পরন্তু চিত্তের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

এক দিন কোন বিচারকুশল মনুষ্য, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যোগে, গঙ্গা-তীরে স্থিত কোন মহাত্মার পর্ণকুটীরে গিয়া বসিল এবং সেই মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল, হে গুরুদেব! এই সংসার দাবানলের জ্বালায় আমি জ্বালাতন রহিয়াছি; ব্রহ্মানন্দরসে পূর্ণ, পবিত্র ও শীতল অমৃত বর্ষণ দ্বারা আমায় শান্ত করুণ! আমায় বলুন, এই সংসার সমুদ্র কিরূপে

উত্তীর্ণ হই। আমার গতি কি হইবে? সদ্গতিমার্গ কি? হে মহাত্মন্! আপনি তাহা কৃপা করিয়া আমায় বলুন।

দিব্য রসাস্বাদের তৃষ্ণান্বিত, আধি দ্বারা সন্তপ্ত অধিকারী জীব দৃষ্টে, সেই করুণাপূর্ণ মহাত্মা ইহাকে সৎশিষ্য বলিয়া বুঝিলেন, আর আত্মোন্নতি মার্গ দর্শাইবার জন্য, এই পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যা পূর্ব্বক কথা কহিতে লাগিলেন। এই ব্যাখ্যানই চন্দ্রকান্ত নামক টীকা। চন্দ্রিকার সমাগম দ্বারা যে চন্দ্রকান্ত মণি পাষাণ, তাহাও যেমন দ্রবীভূত হয়, তেমনি হৃদয় পাষাণও পঞ্চীকরণ কথারূপ চন্দ্রিকা দ্বারা কোমল হইয়া দ্রবীভূত হইয়া থাকে। চন্দ্রিকা হৃদয়োপরি পতিত হইলে মনুষ্যের শীতলতা প্রাপ্তি হয়; চন্দ্রিকা হইতে মনুষ্য প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ এই চন্দ্রকান্ত টীকা দ্বারা অধিকারী জীব প্রফুল্লিত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য এই ভাষা টীকার নাম "চন্দ্রকান্ত" রাখা হইয়াছে। এই মণি ধারণ করিলে বিশুদ্ধি [শুদ্ধ সত্বারূপ ভাব] প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং শুদ্ধধ্যানযোগে জীবের "অহং ও মম" নাশ (ধ্বংস) পাইয়া থাকে, আর স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ দ্বারা উত্তম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

টীকাকারকৃতং মঙ্গলাচরণম্।

আর্য্যাবৃত্তম্।

বন্দে শ্রীমদ্রামং সদ্গুরুমতিশান্তি সীতয়াশ্লিষ্টম্।
কামাদিরাক্ষসারিং ভবজলধৌ তত্ত্ববোধসেতুকরম্॥ ১॥

টীকা। অতি শান্তি [নির্ব্বিকল্প বৃত্তি] রূপা সীতার সহিত সংযুক্ত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসররূপী রাক্ষসের শত্রু, সংসাররূপী সমুদ্রে তত্ত্ববোধরূপী সেতুবন্ধনকারী, আর ব্রহ্মবিদ্যারূপা শোভায় শোভিত, শ্রীরাম সদৃশ শ্রীরাম সদ্গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি। যেমন শ্রীরামচন্দ্র সীতাসহ সংযুক্ত আছেন, সেইরূপ শ্রীরাম নামক সদ্গুরু অতিশয় শান্তি [নির্ব্বিকল্প সমাধি] রূপা সীতাসহ সংযুক্ত হয়েন; যেমন শ্রীরামচন্দ্র রাবণাদি রাক্ষসগণের নাশকারী, সেইরূপ শ্রীরাম সদ্গুরু কামক্রোধাদিরূপ রাক্ষসগণের

নাশকারী হয়েন; যেমন শ্রীরামচন্দ্র নিজের সেনাগণকে সমুদ্র হইতে পার করিবার নিমিত্ত সেতু বাধিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরাম—সদ্‌গুরু মুমুক্ষুদিগকে সংসারসমুদ্র হইতে পার করিবার জন্য তত্ত্ববোধরূপ সেতু বাধিয়াছেন; যেমন শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শোভিত আছেন, সেইরূপ শ্রীরাম-সদ্‌গুরু ব্রহ্মবিদ্যা আদি অনেক সদ্‌গুণরূপা লক্ষ্মীর সহিত শোভমান আছেন। সেই জন্য শ্রীরামরূপ সদ্‌গুরুকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও বন্দনা করিতেছি। ১।

আর্য্যাবৃত্তম্।

পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যাং সুখবোধার্থং করোম্যহং সরলাম্।
সংস্কৃতবাগজ্ঞানাং প্রাকৃতসদ্ভাষয়া মুমুক্ষূণাম্॥ ২॥

যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ আর সংসার বন্ধন হইতে মুক্তীচ্ছুক ও বিবেকাদি সাধনসম্পন্ন, এরূপ জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অনায়াসে পঞ্চীকরণের অর্থ-বোধ হইবার জন্য শ্রীরাম-সদ্‌গুরুকৃত মূল পঞ্চীকরণের অতি সরল ও শুদ্ধ বঙ্গভাষানুবাদ, যাহাতে কঠিন প্রক্রিয়া ব্যতীত সহজরূপে বুঝা যায়, এরূপ সরল টীকায় আমি ব্যাখ্যা করিতেছি।

অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ আর প্রয়োজন, এই চারি প্রকার অনুবন্ধ * যে গ্রন্থে থাকে, তাহাতেই বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি হয়। যদি বল, এই পঞ্চীকরণ পুস্তকের অধিকারী আদির অভাব হইলে, কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না,

---

* অনুবন্ধ কি? নিমিত্ত। অনুবন্ধ আর নিমিত্ত একই কথা। (১) অধিকারী (২) বিষয়, (৩) সম্বন্ধ, ও (৪) প্রয়োজন, এই চারি প্রকার অনুবন্ধ বা নিমিত্ত প্রত্যেক শাস্ত্রেই থাকে। অভিপ্রায় এই যে (১) অধিকারী অর্থাৎ বুঝিতে ও করিতে সক্ষম, এরূপ ব্যক্তি যদি না থাকে, তবে বলা না বলা তুল্য। অতএব বক্তব্য শাস্ত্রের অধিকারী কেহ আছে কি না, দেখা আবশ্যক। অধিকারীর ন্যায় শাস্ত্রের (২) বিষয় অর্থাৎ কোনও এক বিশিষ্ট ফলপ্রদ প্রতিপাদ্য বস্তু থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে আত্মহিতেচ্ছু লোকের তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? (৩) এবং সেই প্রতিপাদ্য বস্তু আর শাস্ত্র, এই উভয়ের প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক রূপ সম্বন্ধ থাকাও আবশ্যক, নচেৎ সেই অসম্বন্ধ প্রলাপে কি ফল দর্শাবে? (৪) অধিকারী, বিষয় ও সম্বন্ধ থাকিলেও হইবে না, প্রয়োজন থাকাও আবশ্যক। কেননা, বিনা প্রয়োজনে কেহই কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। এইজন্য প্রত্যেক শাস্ত্রেই উল্লিখিত চারি প্রকার অনুবন্ধ থাকে এবং এই বেদান্ত শাস্ত্রেও তাহার অসদ্ভাব নাই।

আর প্রবৃত্তি না হইলে, ইহার প্রারম্ভই নিষ্ফল হইবে, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ইহার দ্বিতীয় চতুষ্পদী কবিতাতে বলা হইয়াছে যে, বিবেক, বৈরাগ্য ষট্‌সম্পত্তি, ও মোক্ষেচ্ছা, এই চারি সাধনাযুক্ত পুরুষই এই পঞ্চীকরণ গ্রন্থের * অধিকারী। তন্মধ্যে আত্মস্বরূপ নিত্য, আর তদ্ব্যতীত সকল অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম বিবেক; ইহলোক ও পরলোকের ভোগেচ্ছারাহিত্যের নামই বৈরাগ্য; শমাদি ষট্‌সম্পত্তি; তন্মধ্যে (১) শম (সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগ), (২) দম (শব্দাদি বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), (৩) উপরতি (সর্ব্ব প্রপঞ্চ [ভ্রম] হইতে নিবৃত্তি), (৪) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা), (৫) শ্রদ্ধা (ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু ও বেদান্ত শাস্ত্রবাক্যে ভক্তি) এবং (৬) সমাধান (সল্লক্ষ্য বুঝিতে [জানিবার নিমিত্ত] চিত্তের একাগ্রতা), এবং মোক্ষেচ্ছা, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা। এই (উপরোক্ত চারি প্রকার) সাধনযুক্ত (ব্যক্তি এই পুস্তকের অধিকারী। প্রত্যগাত্মার (জীবাত্মার) সহিত পরমাত্মার একত্ব নিরূপণই এই গ্রন্থের বিষয়। তাহা এই গ্রন্থের অনেক স্থানে নিরূপিত হইয়াছে। (১) এই গ্রন্থেরও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত প্রতিপাদক এবং প্রতিপাদ্য ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ এই গ্রন্থ 'অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনকারক, আর ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য (প্রতিপাদন করিবার যোগ্য) হয়েন। (২) তথা জ্ঞানের ও পঞ্চীকরণের জন্য জনক ভাব সম্বন্ধ আছে; অর্থাৎ জ্ঞান জন্য (উৎপন্ন হয়), আর পঞ্চীকরণ বিচার দ্বারা জ্ঞানের জনক (উৎপত্তিকারক)। (৩) অজ্ঞান ও জ্ঞানের নিবর্ত্ত্য নিবর্ত্তক ভাব সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, আর জ্ঞান তাহাকে নিবৃত্ত করে। এই গ্রন্থের (৪) পরমানন্দ রূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি এবং অজ্ঞান সহিত জন্মাদি অনর্থের নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের প্রারম্ভ সফল হয় ইতি। ২। ওঁ গুরু ওঁ।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র শর্ম্মা।

---

* কিরূপ ব্যক্তি বেদান্তের অধিকারী? যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, ইহ জন্মে কি জন্মান্তরে কাম্যকর্ম্ম ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তের এবং উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ ও নির্ম্মল চিত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী চারি প্রকার কার্য্য অভ্যাস করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অধিকারী।

শ্রীরামচন্দ্র।

(১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামচন্দ্রের বাক্যে আশান্বিত হইয়া সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় গমন পূর্ব্বক বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। রামচন্দ্র ধনু হস্তে দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উভয় ভ্রাতাই অভেদাকৃতি, তিনি কে বালী কে সুগ্রীব চিনিতে না পারিয়া বন্ধু বিনাশ ভয়ে শরক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সুগ্রীবকে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে মাল্যধারণ করাইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীব আবার কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে সিংহনাদ করিলেন। বালী আবার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এবার তারা নিষেধ করিলেন। বলিলেন, নিশ্চয় কোনও প্রবল ব্যক্তি সুগ্রীবকে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছে; নহিলে, সুগ্রীবের এত সাহস হইবার কারণ কিছু নাই। তিনি অঙ্গদের মুখে শুনিয়াছেন, অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহারাই সুগ্রীবের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। এখন সুগ্রীবকে ডাকিয়া আনিয়া গৃহে গ্রহণ করা উচিত। তারা স্বামীর জীবন-নাশ ভয়ে তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেও তিনি বলিলেন, যুদ্ধার্থীর সহিত যুদ্ধ না করা কাপুরুষের কার্য্য! তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করিবেন না কিম্বা সুগ্রীবের প্রাণও নষ্ট করিবেন না। উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার রামচন্দ্র বাণ ক্ষেপণ পূর্ব্বক বালীর বক্ষে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিলেন। বালী আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বালী আহত হইলে রামচন্দ্র তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বালী বলিলেন—

"যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধ আমি অন্যের উপর
হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি রঘুবর
বিনাশ করিয়া মোরে কি লাভ লভিলে ?
বীর হ'য়ে চিরতরে কলঙ্ক রাখিলে !

তৃণাচ্ছন্নকূপ, ভষ্ম-আবৃত অনল
তুমি রাম, বুঝিলাম, তব যত ছল।
দুরাত্মা পাপিষ্ঠ তুমি সাধুর আকার
ধরিয়াছ নিজরূপ করি পরিহার!
আমরা বানর করি অরণ্যে ভ্রমণ
ফল মূল পত্র ফুল করিহে ভক্ষণ।
বল দেখি তবে তুমি কিসের কারণ
বিনা দোষে আজি মোরে করিলা নিধন?
অস্থি, মাংস, লোম, চৰ্ম্ম যা কিছু আমার
তব সম ধার্ম্মিক কি করে তা ব্যাভার?
তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধন কারণ
বধিলা অন্যায় রূপে থাকিয়া গোপন।

বালীর এইরূপ ভৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া. রাম বলিলেন "এই অরণ্য ভূমি অযোধ্যার অধিকার মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং অযোধ্যার রাজগণই ইহাতে শান্তিস্থাপন ও ইহার অধিবাসিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। তুমি ভ্রাতৃ বধূ হরণ করিয়াছিলে সেই জন্যই অযোধ্যাধিপতি ভরতের প্রতিনিধি স্বরূপ রামচন্দ্র তোমাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।" বালী ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূৰ্ব্বক মৃত্যুই যে এ পাপের উপযুক্ত শাস্তি তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে তিনি রামচন্দ্রের হস্তে তাঁহার একমাত্র পুত্র অঙ্গদের রক্ষাভার অর্পণ করিলেন। এদিকে তারা স্বামীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অঙ্গদকে সঙ্গে করিয়া, তথায় উপনীতা হইলেন, এবং মৃতপ্রায় স্বামীর বক্ষোপরি পতিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে মরণোন্মুখ বানররাজ ভ্রাতাকে স্বীয় সমীপে আহ্বান পূৰ্ব্বক, তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ পূৰ্ব্বক সুশৃঙ্খলে শাসন ও স্বীয় পুত্রের রক্ষণ করিতে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তারা অত্যন্ত শোকাবেগে রামচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া নিজ প্রাণ নষ্ট করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বালী এক্ষণে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, এজন্য

এক্ষণে আর তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। এক্ষণে তাঁহার দেহের যথোচিত সংকার হওয়া কর্ত্তব্য।

বালীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, হনুমান রামচন্দ্র সমীপে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক ও অঙ্গদের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রস্তাব করিলেন। রাম চন্দ্রের আদেশে সুগ্রীব বানররাজ্যের রাজা এবং অঙ্গদ যুবরাজ হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, নগরে প্রবেশ করিলেন না। তিনি বর্ষাকালে বানরদিগকে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করিতে বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত অরণ্য মধ্যস্থ পর্ব্বত গুহায় বাস করিতে লাগিলেন। বর্ষা নিবন্ধন সীতান্বেষণ বন্ধ রহিল।

বর্ষা অতীত হইলে হনুমান, সুগ্রীবকে রামকার্য্যের জন্য উদ্যোগ করিতে বলিলেন। তদনুসারে সুগ্রীব বানরকটকসংগ্রহের আদেশ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নিজে রাজ্যসুখে নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র অতি কষ্টে শতবৎসরের ন্যায় চারি মাস বর্ষা অতীত করিয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীব সমীপে প্রেরণ করিলেন; বলিলেন, "সুগ্রীবের উপর কোন রূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিও না।" লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়া অঙ্গদকে রাজ সমীপে সংবাদ দিতে বলিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। হনুমান তাঁহাকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, এই সমুদয় সম্পদ্ রামচন্দ্রের দত্ত; অতএব তাঁহার কার্য্যে জীবন পাত করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এখনও সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ হয় নাই; এজন্য রামচন্দ্রের ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। অতএব এখনই লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিয়া সৈন্য সংগ্রহের আয়োজন করা উচিত।

এ দিকে লক্ষ্মণ ক্রমে অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন; তদ্দর্শনে সুগ্রীবের আর ভয়ের অবধি রহিল না। তিনি তারাকে লক্ষ্মণের সান্ত্বনা জন্য প্রেরণ করিলেন। তারা লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, সৈন্য সংগ্রহের আদেশ হইয়াছে, অচিরেই বানর সৈন্য একত্রিত হইবেক। তৎপরে তারা, যেখানে সুগ্রীব পত্নীগণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট, সেইস্থানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

সুগ্রীবকে অভিবাদন করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার অকৃতজ্ঞতা জন্য অনেক অনুযোগ করিলেন; অবশেষে বলিলেন যদি বালীর অনুগমনে বাসনা না থাকে

যতক্ষণ নিশাগম না হয়, ততক্ষণ সীতার অন্বেষণ করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া তিনি অলক্ষিতভাবে রহিলেন। সূর্য্যাস্তের পর, তিনি মার্জ্জারের মত ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তোরণেই ঐ নগরীর Elemental form নারীরূপে দৃষ্ট হইলেন। তিনি হনুমানকে চিনিতে পারিয়া বাধা দিলেন, কিন্তু হনুমান কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া নগর প্রবেশে অনুমতি দান করিলেন। তৎপরে হনুমান সীতার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনেক গৃহে অনেক সুন্দরী রমণী দৃষ্ট হইল, কিন্তু সীতা কৈ? প্রাসাদের পর প্রাসাদ পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সীতা কৈ? অবশেষে হনুমান রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাবণ নিদ্রিত; তাঁহার চারিপার্শ্বে তাঁহার অসংখ্য পত্নী। তাহাদের একটিকে অত্যন্ত সুন্দরী মনে করিয়া হনুমানের একবার মনে হইয়াছিল, এই বুঝি তাঁহার অন্বেষণের ধন—সীতা! তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অবিলম্বেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন—রামের সীতা রাবণের পার্শ্বে থাকা সম্ভব নয়; সুতরাং তিনি পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। বহু অন্বেষণের পর তাঁহার মনে হতাশভাব আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া রামচন্দ্রকে ও দেবগণকে মনে মনে প্রণাম পূর্ব্বক অশোক কাননে প্রবেশ করিলেন। তথা তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইল। তিনি সীতার সাক্ষাৎ পাইলেন। মলিনা, বসনভূষণহীনা, শোকাকুল, অশ্রুপূর্ণনয়না তাঁহার আরাধ্যা সীতা—তখন বুঝিলেন—সীতা অন্বেষণে অনর্থক অনেক সময় অপব্যয়িত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

স্থূলরূপগ্রহণ।

(২৩৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইবার স্থূলরূপগ্রহণ সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনার আলোচনা করা যাউক। 'সিয়াঁসে' (seance) দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিচ্ছদাদিও স্থূলীভূত হইয়া থাকে। অন্য পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছদও রসায়নিক 'এটম' সকলের দ্বারা গঠিত এবং এই সকল 'এটমকে' অন্য প্রকার পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। মূল ধরিতে গেলে অস্থি, মাংস, পেশী প্রভৃতির মৌলিক 'এটমের' সহিত পরিচ্ছদের মৌলিক 'এটমের' কোন প্রভেদ নাই; সুতরাং একটী পদার্থ প্রস্তুত করা অন্য পদার্থ প্রস্তুত করা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার নহে। এই ঈথিরীয় পদার্থ চিন্তার দ্বারা বিশেষরূপ বাধিত হইয়া থাকে; যাঁহারা দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিতে পারেন এবং যাহারা চিন্তাশক্তিকে যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহারা আপাততঃ শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান স্থান হইতে অনেক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি কোন ব্যক্তি ঈথিরীয় পদার্থকে ঘনীভূত করিবার রহস্য অবগত থাকেন, তাহা হইলে তিনি যদি এরূপ দৃঢ়ভাবে একটী রুমালের চিন্তা করেন যে, ঐ রুমালের প্রতিবিম্ব তাঁহার মনে পরিষ্কাররূপে গঠিত হয়, তাহা হইলে তিনি রুমাল প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং যে চাপ ঐ সকল পদার্থকে পূর্ব্বকার ঈথিরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে না দেয়, সেই চাপ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ রুমালের অস্তিত্ব রহিবে। চিন্তার শক্তি আলোচনা করিলে আমরা স্থূলরূপগ্রহণের রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হই। ঈথিরীয় পদার্থকে অবস্থা পরম্পরায় কঠিন অবস্থাতে পরিণত করিতে হইলে, অর্থাৎ অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা স্বাভাবিক পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে হইলে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন।

স্থূলরূপগ্রহণ ঘটনাতে যে প্রেত আলোক (spirit lights) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত শীতল। সময় সময় এই আলোক কঠিন ও শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। স্ফুরকত্ব (phosphorescence) যে কারণে হয়, বোধ হয় ইহাও সেইরূপ কোন কারণে হইয়া থাকে।

স্থূলভাবপ্রকটের আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদি কোন স্থূলীভূত আকৃতির শরীরে কোন দাগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরে দেখা যায় যে, স্থূলভৌতিক শরীরে সেই দাগ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেত-তত্ত্বে অবিশ্বাসী জনৈক ব্যক্তি প্রকটরূপগ্রহণকে প্রবঞ্চনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য কোন স্থূলীভূত আকৃতির হস্তে প্রদীপের ভূসা (lamp black) দিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে দেখা গেল যে, মধ্যস্থের' (medium) হস্তেও সেই ভূসো প্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা স্থূলরূপগ্রহণের ব্যাপার অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঈথিরীয় শরীরের উপর যে কোন শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহা স্থূলভৌতিক দেহের অনুরূপ অংশে নীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে, ঈথিরীয় শরীরের প্রত্যেক বিশিষ্ট অংশ স্থূল শরীরের অনুরূপ অংশ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল সময় এইরূপ ঘটে না। নিম্নে একটী ঘটনা উল্লিখিত হইল। একটী 'সিয়াঁসে' (seance) জনৈক স্ত্রীলোক 'মধ্যস্থ' ছিলেন; যখন স্থূলীভূত আকৃতি প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তাঁহার হস্তে লাল রং প্রদান করিলে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না। স্থূলীভূত আকৃতি সম্মত হইলে তাঁহার হস্তে লাল দাগ প্রদান করা হয়। কিন্তু 'সিয়াঁসের' শেষে দেখা গেল যে, স্থূল শরীরের হস্তে কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। প্রেতাত্মার স্থূলীভূত হস্ত "মধ্যস্থের" শরীরের অন্য অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশিত হইলে, একটী স্ত্রীলোকের সমিতি গঠিত হয় এবং তাঁহারা 'মধ্যস্থের' শরীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন যে, তাহার পৃষ্ঠদেশে প্লীহার নিকট ঐ দাগ প্রকাশ পাইয়াছে। স্থূলীভূত আকৃতি ও প্লীহার সহিত যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও এই ঘটনা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।

যথেষ্ট আলোক থাকিলে স্থূলরূপপ্রকটন হয় কি না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আলোকের দ্বারা ঈথরের যে ভয়ানক কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহা ঈথিরীয় পদার্থকে ঘনীভূত করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ঐ কম্পন 'এটম' সকলকে দূরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। সুতরাং

আলোকের অভাবে অথবা অস্পষ্ট আলোকে স্থূলভাবপ্রকট ব্যাপার সহজ কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এগ্‌লিণ্টন্ (Eglinton) নামক একজন বিখ্যাত 'মধ্যস্থ' উজ্জ্বল আলোকমালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একবার দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কুক্ষি দেশ হইতে একপ্রকার ধূমের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতেছে এবং পরে দৃষ্ট হইল যে, এই ধূম স্থূলীভূত আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ 'মধ্যস্থের' অপেক্ষা এগ্‌লিণ্টনের ক্ষমতা অধিক ছিল এবং তাঁহার ঈথিরীয় শরীরের শৈথিল্য অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল।

স্থূলীভূত প্রেতাত্মারা কখন কখন কথা বলিয়া থাকেন। কণ্ঠনলী (larynx) আছে বলিয়া আমরা কথা বলিতে পারি; এই নলীর দ্বারা বায়ুতে বিভিন্ন প্রকার কম্পন উৎপন্ন করিতে পারা যায় বলিয়া বিভিন্ন প্রকার শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল প্রেতাত্মা কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই কণ্ঠনলীকে কেমন করিয়া স্থূলীভূত করিতে হয়, তাহা অবগত আছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কোন কোন পদার্থ স্পর্শানুমেয় (tangible) কিন্তু দৃষ্টির অন্তর্গত নহে।

'সিয়াঁসে' আরও দৃষ্ট হইয়াছে যে, ধূমের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে হাত দিলে কোন বাধা (resistance) অনুভূত হয় না। তখন যদি আমরা চক্ষু বন্ধ করি, তাহা হইলে সেই পদার্থ দেখিতে পাই না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই পদার্থ ভৌতিক; ইহা স্থূলচক্ষুকে আঘাত করিয়া থাকে। সময় সময় 'মধ্যস্থের' সম্মুখে একপ্রকার ভৌতিক আলোক প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিতে কঠিন পদার্থের ন্যায়। কখন কখন ইহারা কঠিন হয় এবং কখন কখন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে গেলে তাহাদিগের কাঠিন্য কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, 'সিয়াঁস' গৃহে রক্তমাংসযুক্ত শরীরও প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই সকল ব্যাপার যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমোদপ্রদ বটে, কিন্তু তাহাতে কি ফল হয়? এই সকল ব্যক্তিদের

জানা উচিত যে, যদি এই সকল বিষয় সত্য হয়—এবং আমি ইহাদিগকে সত্য বলিয়া জানি,—যদি জড়বিজ্ঞানানুমোদিত অবস্থা সকল ভিন্ন অন্যান্য অবস্থায় ভৌতিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহা হইলে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে যাহাকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়া ভাবিতাম, তাহা ভিন্ন অন্যান্য ভৌতিক পদার্থ আছে। আরও আমরা অবগত হই যে, আমাদিগের আত্মীয় স্বজন, যাঁহারা এই মর জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও জীবিত রহিয়াছেন—তাঁহারা দৃশ্যমান স্থূল পদার্থ দ্বারা আর বাধিত নহেন; এবং অবস্থা বিশেষে তাঁহারা স্থূল শরীর ধারণ করিয়া আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন। এই প্রকার আলোচনার দ্বারা ভৌতিক পদার্থ (matter) সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান বিস্তৃত হইতে থাকে এবং আমরা ক্রমশঃ গূঢ় (occult) রহস্যের দ্বারে উপনীত হইয়া থাকি।

শ্রীআশুতোষ দেব।

শ্রীনিত্যানন্দ চরিত।

(১৯০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

কৈশোর লীলা।

শ্রীনিত্যানন্দ বিস্তারস আস্বাদন করিতে করিতে একাদশ বৎসর অতিবাহন করিলেন। এই সময়ে মুকুন্দ পণ্ডিত পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইল না। একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া মুকুন্দ পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পণ্ডিত বিশেষ ভক্তি সহকারে তাঁহার সৎকার করিলেন। অতিথি সে রাত্রি

সেই স্থানেই রহিলেন। "উভয়ে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে গমনোদ্যত সন্ন্যাসী বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।" পণ্ডিত বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা, বলিতে পারেন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিতেছি। আমার সঙ্গে একটি ভাল ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কিছুদিনের মত আমাকে দাও। আমি উহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিব ও নানা তীর্থ দর্শন করাইব।" সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ পণ্ডিতের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী আমার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। প্রাণ বিদায় দিয়া কিরূপে দেহ ধারণ করিব? সন্ন্যাসীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি বিষম ধর্ম্ম-সঙ্কটে পতিত হইলাম। ভাবিতে ভাবিতে পুত্রকে প্রদান করাই স্থির হইল। কিন্তু এ বিষয়ে ব্রাহ্মণীর কি মত, জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সন্ন্যাসীকে জানাইয়া ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া বলিলেন, "আপনার মতেই আমার মত। আপনি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন, আমার তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই।" তখন মুকুন্দ পণ্ডিত সন্ন্যাসীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্র নিত্যানন্দকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসীও পণ্ডিতের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী গমন করিলে মুকুন্দ পণ্ডিত পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। পতিপ্রাণা পদ্মাবতী নানাপ্রকারে পতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। পণ্ডিত পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া অন্নজল পরিত্যাগ করিলেন। পদ্মাবতীরও সেই দশা হইল। অত্যল্প কালের মধ্যে উভয়েই লোকান্তরে গমন করিলেন। পিতামাতার লোকান্তর গমনের পর অবশিষ্ট পুত্রগুলি একচক্রার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঁভর গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভারতীয় কথা।

(১১৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

গোল থেকে মাল লওরে বেছে॥

কিন্তু প্রথমতঃ যথোচিত শাস্ত্রজ্ঞানার্জ্জন বিশেষ প্রযোজন।

মহাভারত সাহিত্য জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করে অর্থাৎ সাহিত্য সম্বন্ধীয় যত গুলি উৎকৃষ্ট গুণ থাকিতে পারে, ইহাতে সকল গুলিই অতি আশ্চর্য্যভাবে বর্ত্তমান। জাতি মাত্রেরই সাহিত্য আছে, বিদ্যাপুস্তক আছে; কেহ বা এই সম্বন্ধে অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা তন্নিম্নে স্থান পাইয়াছেন। সকল জাতিরই কাব্য, ইতিহাস, দর্শন এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে কোন জাতি মানস-জগতে যে স্থান অধিকার করে, তাহা প্রধানতঃ সেই জাতির সাহিত্যসম্পদের উপর নির্ভর করে। যে জাতির মহৎ মহৎ গ্রন্থ আছে, সেই জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে জাতির সে সম্পত্তি নাই, সে অবজ্ঞার পাত্র হয়। হে হিন্দু বালক বালিকাগণ, ভারতবাসিদিগের যে প্রকার মহৎ গ্রন্থের ভাণ্ডার আছে, অপর কোন জাতিরই তদ্রূপ নাই। আমরা গ্রীকদিগের ইতিহাস পাঠ করিয়া, তাহাদের মহা কবি হোমারের বর্ষদশব্যাপী তুমুল সংগ্রামের সংগীত শুনিয়াছি, আরও কত মহান্ দার্শনিক ও ইতিহাসবেত্তাগণের প্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছি। এখন আমরা গ্রীকদিগের সম্বন্ধে কি বলিয়া থাকি? যে প্রদেশে যে জাতিতে এই প্রকার মহাগ্রন্থসমূহের জন্ম হইয়াছিল, না জানি সে গ্রীস্ প্রদেশ—সে গ্রীস্ জাতি কত মহৎ ছিল! পাশ্চাত্য অধিবাসিগণ আধুনিক আমাদিগের সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহারাও বলিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে পুরাকালে এবম্বিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারগণের আবির্ভাব ছিল, সে ভারত কত মহৎ প্রদেশই ছিল! হিন্দু বালকগণ, একবার ভাবিয়া দেখ সেই ভারত, আর এই ভারত!! সেই ভারতবাসিগণ, আর আধুনিক ভারতবাসিগণ!!!

মহাভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য। এইরূপ চমৎকার, মাধুর্য্যময়ী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ, সংসারযাত্রা বিষয়ক শিক্ষাসমন্বিত আর কোন কাব্যই দৃষ্ট হয় না। হে হিন্দু বালক বালিকাগণ! তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রণীত অমূল্য নিধি, জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন, ইহজগতবাসীর বড় আদরের, ভক্তির ও শিক্ষার বস্তু এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও। জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ কর। মহাভারতবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া সেই বৃক্ষের দেবদুর্লভ সুস্বাদ ও পবিত্র রসযুক্ত নিত্যধর্ম্মরূপ পুষ্পের সুঘ্রাণ আঘ্রাণে যত্নবান হও।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

আদর্শ নরপতি।

(কালিদাস ও রামদাসের কথোপকথন)

কালিদাস। ভাই, রাম, আশ্বিন মাসের "নববিধান" কাগজে যে "ময়ূর-ভঞ্জ" প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, সেটি প'ড়েছ কি?

রামদাস। হাঁ প'ড়েছি। প্রবন্ধটি বেশ হ'য়েছে। পত্রিকার সম্পাদক যেমন উদার প্রকৃতির লোক, প্রবন্ধটি তার অনুরূপ হ'য়েছে। ভাই, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের কথা প'ড়ে ত আমার ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্রের কথা মনে প'ড়েছে ভাই, এ শ্রীরামচন্দ্রকেও সেই শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়—

"নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী।
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ॥"

বলে বুঝ্‌তে পেরেছি।

কালিদাস। ভাই তুমি ত তাঁকে দেখ নাই, দেখ্‌লে বুঝ্‌তে যে, তিনি প্রায় রামায়ণের লিখিত সমুদায় গুণের আধার, যেন তিনি সেই শ্রীরাম-চন্দ্রকে আদর্শ ক'রেই নিজের জীবনটি গঠিত ক'রেছেন। কিন্তু ভাই, নববিধানের প্রবন্ধে শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের যেটী সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ গুণ—

যে গুণের জন্য তাঁহাকে আদর্শ নরপতি বলা যায়—সেই লোকাতীত গুণটীর কথাই বলা হয় নাই।

রামদাস। সেটি কি?

কালিদাস। সেটি শ্রীরামচন্দ্রের প্রজারঞ্জনগুণ। রামায়ণে ত পড়েছ, যে শ্রীরামচন্দ্র কেবল প্রজারঞ্জনের জন্যই নিজের প্রিয়তমা পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে বনে দিয়েছিলেন! প্রজারঞ্জনার্থে এরূপ অসামান্য আত্মসুখ ত্যাগের আদর্শ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। কিন্তু সে বিষয়ে এ রামচন্দ্রও সেই বাল্মিকীর রামচন্দ্রের তুল্য!

রামদাস। ইনিও কি পত্নীকে বনে দিয়েছেন নাকি?

কালিদাস। বনে দেন নাই, কিন্তু ইনি যা ক'রেছেন, তাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। তুমি যখন সেকথা জান না, তখন বলি শোন। এঁর যৌবনকালে ইনি বঙ্গদেশীয় কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যাকে মনোনীত ক'রে বিবাহ কর্‌তে অভিলাষী হ'য়েছিলেন; সে সময় এঁর যৌবন সময়; সুতরাং সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন কর্‌তে এঁর মনে বড় দ্বিধা হইবার কথা নয়। কিন্তু এঁর প্রজাগণ—এমন কি, উড়িষ্যাখণ্ডের ইতর সাধারণ সকল লোকেই,—সেই সম্বাদে বড়ই বিচলিত হ'য়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ ক'রেছিল। মনে ভেবে দেখ দেখি, ভাই কেবল প্রজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য নিজের মনোমত স্ত্রীরত্নকে বিবাহ না করা কি বড় সহজ স্বার্থত্যাগ; বিশেষতঃ প্রথম যৌবনে? ভাই, আমার যখন সেই কথা মনে হয়, তখনি ভাবি যে, বুঝি বর্ত্তমান্ সময়ের রাজা ও অন্যান্য ভূস্বামীকে প্রজারঞ্জনগুণ শিক্ষা দিবার জন্যই সেই ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র আবার কলিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের কথা মনে হ'লেই আমার প্রাণে যে কি এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হয় ত আর বল্‌তে পারি না। তখনি যেন উত্তর রামচরিতের অষ্টাবক্র ও রামের কথোপকথন কাণে প্রবেশ করে। যেন শুনিতে পাই, রামচন্দ্র বলিতেছেন, "প্রজারঞ্জনের জন্য প্রাণাধিকা সীতা, প্রাণাধিক লক্ষ্মণ, এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি।" তখনি যেন শুনিতে পাই, কৃত্তিবাস পণ্ডিত গাইতেছেন—

"সীতালাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে হাতে॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে কহে মন্দ ভাষ॥"

রামচন্দ্র সীতাকে বনে দিয়াছিলেন, কেন না প্রজারঞ্জনার্থে সর্ব্বতোভাবে আত্মসুখত্যাগ ও প্রজাদের মধ্যে শান্তিস্থাপনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। ভাই, যে রাজা আপনার প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করেন, বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করেন, গুরুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করেন, অথচ আপনি রাজমদে অন্ধ না হ'য়ে, ঐশ্বর্য্য পেয়েও ভোগবিলাসে মত্ত না হ'য়ে, প্রজার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হ'য়ে থাকেন, তিনি যে নরলোকে দেবতাস্বরূপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাই, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাস্তবিকই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। ভাই, তাঁর গুণ বর্ণনার জন্য যদি আমি রামায়ণের এই কয়টি শ্লোক সমগ্রই আবৃত্তি করি, তা হ'লে বোধ হয় বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হ'বে না। ভাই তিনি যথার্থই—

"ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চহিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্ব্বশ্যঃ সমাধিমান্॥
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য পরিরক্ষিতা॥
রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্॥
সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ॥
আর্য্যঃ সর্ব্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ।
স চ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।

ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ ॥

(রামায়ণ, আদি ১ম প।৪

১২-১৯-৯)

এই প্রজারঞ্জক নৃপতি যেন দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও প্রজাপুঞ্জের সুখবিধানে সমর্থ হন, ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা। [ক্রমশঃ]

আনন্দ গীতা।

[৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

১৯। যে সর্ব্বদা যেরূপ বস্তু চিন্তা করে, তাহার প্রকৃতি তদ্রূপ হইবে; যেমন, কাচ (কুমুরিয়া) পোকার বাসায় আনিত ফড়িংগুলি, কুমুরিয়ার আকৃতি প্রকৃতি দর্শন ও চিন্তা করিয়া ঐ প্রকার আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া যায়।

২০। তুমি সর্ব্বদা পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বররূপ চিন্তা কর, তোমার আত্মাও পবিত্র ও জ্যোতির্ম্ময় হইবে।

২১। ঈশ্বরের রাজ্যে সকলই সম্ভবপর, কোন বিষয় অসম্ভব বিবেচনা করা তোমার অজ্ঞানতা।

২২। যত্ন, অধ্যবসায় ও চেষ্টা থাকিলে, মানবের কৃত কার্য্য মানবে সম্পন্ন করিতে পারিবেই পারিবে।

২৩। কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আংশিক সমাধান করিয়া নিরুৎসাহ হইলে, 'কার্য্যের ফল' বুঝিবে না; এইরূপ, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর আংশিক করিতে করিতে যত্ন ও অধ্যবসায়ের হ্রাস হইয়া পড়িবে।

২৪। যে পর্য্যন্ত কোন বিষয় 'মিথ্যা' বলিয়া প্রমাণ না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা 'সত্য'।

২৫। অসার—শূন্যগর্ভ বিষয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

২৬। 'প্রকৃত সত্য' ব্যতীত কোন বিষয়ের দীর্ঘকাল আদর-গৌরব থাকিবে না।

২৭। সংসার একটি সংস্কার মাত্র, সংস্কার চলিয়া গেলে সংসার "কিছুই নহে।"

২৮। শ্রেষ্ঠতাভিমানই পরনিন্দাস্পৃহা জন্মায়; সে অভিমান চলিয়া গেলেই, 'পরনিন্দা' চলিয়া যায়।

২৯। অন্যের কুৎসিত ব্যবহার দর্শন বা শ্রবণে আমাতে নীচতা-বিষ প্রবেশ করিবে; অপিচ, নিজের সদ্ব্যবহার ব্যতীত অপরের সদ্ব্যবহার দর্শন বা শ্রবণে আমার নীচতা দূর হইবে না। যেমন, বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর নিকটস্থ হইলে বিসূচিকা সংক্রামিত হয়; কিন্তু আক্রান্ত রোগীর ঔষধ সেবন ব্যতীত, নিরোগীর সহবাসে থাকিয়া রোগমুক্ত হওয়া যায় না।

৩০। ভগবান সর্বজ্ঞ—সর্ব্বশক্তিমান; তোমার কার্য্য তিনি সতত দেখিতেছেন, শুনিতেছেন ও জানিতেছেন, তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে দোভাষী বা পরিচারকের (Interpreter) আবশ্যক নাই।

৩১। প্রকৃতির উপাদান অনুরূপ ফল প্রসূত হয়; যে বৃক্ষ যে উপাদানে সৃষ্ট, তাহার ফলও সেইরূপ।

৩২। যদি 'পথ' হারাইয়া থাক, অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা কর, 'গন্তব্য স্থান' বলিয়া দিবে।

৩৩। আকর্ষণের শিথিলতাই 'ধ্বংসের কারণ'; আকর্ষণের দৃঢ়তাগুণে লৌহ বা স্বর্ণ, হীরকাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

৩৪। পোষা পাখী মরিলে আমরা কাঁদি; বনে কত পাখী মরে, কাঁদি কই?

৩৫। একগাছি গুণদড়ি ধরিয়া উর্দ্ধমুখে যাও, 'গুণবৃক্ষ' মিলিবে। গঙ্গা ধরিয়া যাও, 'গোমুখী' পাইবে।

৩৬। যাহাতে যাহা যত পরিমাণে আছে, তাহাতে তাহার ততটুকু 'বিকাশ'।

৩৭। ভগবৎ সম্বন্ধে যে বলে বুঝিয়াছি, সে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। যে বলে বুঝি-না, সে কথনও বুঝিবেও না।

৩৮। তুলাদণ্ডের মধ্যস্থিত রজ্জু বা কণ্টক আপন কেন্দ্রে থাকিয়া অপরের লঘু-গুরুত্বের পরিমাণ করে।

৩৯। বিশুদ্ধ স্বর্ণে খাদ পড়িলে, যতবার গালাও, পোড়াও, গঠন কর, খাদ থাকিবেই থাকিবে; সেইরূপ আত্মায় সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বিষয় ভাব, যাহা সংস্পৃষ্ট আছে, তাহা শত জন্মেও থাকিবে।

৪০। হিন্দুর বৃক্ষ পূজা দেখিয়া হাসিও না। জগতে 'গুণের পূজা' চিরদিনই বর্ত্তমান। তুমি স্বার্থের জন্য যে পাদপ বিনষ্ট করিতেছ, সে তখনও তোমাকে শান্তি-শীতলতার ছায়া দান করিতেছে।

৪১। যদি বিসূচিকা বা বসন্ত রোগীর সহবাসে (তাহার পীড়ার বীজাণু-সংস্রবে) তোমার জীবন নষ্ট করিতে পারে, তবে নীচ-সংস্পৃষ্টে কি তোমার 'মনোবৃত্তি' কলুষিত বা ভ্রষ্ট হইতে পারে না?

৪২। বীজাগার (নর্শারি) হইতে বীজ সংগ্রহ কর, ক্ষতি নাই; ক্ষেত্রজ্ঞ কৃষকের নিকট রোপণ-প্রণালী জিজ্ঞাসা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর, নচেৎ বীজ নষ্ট হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

স্বামী কেশবানন্দ

বাক্-রোধ।

(২৮২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রিয়শঙ্কর কহিল, "আর যদি লাবণ্যকুমারের মৃত্যু হয়?" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। প্রিয়শঙ্কর কহিল, "তুমি অতি নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিয়াছ? তুমি জান আমার অস্ত্রের উপর লাবণ্যকুমারের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে!" আমি হতবুদ্ধিভাবে তাহার প্রতি চাহিলাম। প্রিয়শঙ্কর কহিল, "তুমি অতি

নির্ব্বোধ! অস্ত্রের পূর্ব্বে কেন আমাকে এ কথা বলিলে? রোগী আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। যখন তাহার জীবনমরণ আমার হস্তে নির্ভর করিতেছে এবং তাহার মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়, তখন কে জানে অস্ত্র সফল হইবে কি না।"

আমি কম্পিত প্রাণে প্রিয়শঙ্করের পদতলে পড়িলাম। কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "না—না! প্রিয়, ভাই, লক্ষ্মীটি, এ কাজ করিও না! তোমার পায়ে পড়ি।—একটা নির্দ্দোষী আশ্রিতের প্রাণবধ করিও না!"

প্রিয়শঙ্কর একটু সরিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর স্বরে কহিল, "সে ভয় করিও না, কাহারও প্রাণবধ করিব না। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে যশ। দুটির কোনটিই আমি ছাড়িব না। এখন একটি নূতন কথা শুন! বিবাহের সব কথা স্থির হইয়া গিয়াছে। আজ আমি ঠিক করিয়া আসিয়াছি। আজ বুধবার, আগামী বুধবার মাধুরীর সহিত আমার বিবাহ। এই দেখ মিষ্টার গুপ্তের পত্র। বিবাহের পরে রোগীর মস্তকে অস্ত্র বসাইব। যশ ও মাধুরীর প্রেম কোনটিকেই হারাইতে হইবে না।"

আমি কহিলাম, "তবে আমাকে ধরিয়া রাখ কেন? আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

প্রিয়শঙ্কর কহিল, "কাল প্রাতঃকালে ছাড়িয়া দিব। আজ রাত্রে বন্দী থাকিতে হইবে।" আমি তখন নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কহিলাম, "আমি এ বিবাহ কখনও হইতে দিব না। প্রাণ থাকিতে নহে! কাল মিঃ গুপ্তকে সকল কথা বলিব।"

প্রিয়শঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "তোমার শক্তি থাকিলে বলিবে ত? তুমি তাহা পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "কেন পারিব না?"

প্রিয়শঙ্কর গম্ভীরস্বরে কহিল, "আমি তোমার বাগ্রোধ করিয়া দিব। তোমার কথা কহিবার শক্তি লোপ পাইবে!"

আমি স্তম্ভিত ভাবে কহিলাম, "সেকি?"

প্রিয়শঙ্কর কহিল "আজ নহে কাল প্রাতঃকালেই বুঝিতে পারিবে।

এতদিন ডাক্তারী করিলাম, রোগ আরোগ্য করিলাম, তোমার স্পষ্টবাগ্মিতা আর বাচালতা রোগটা আরাম করিতে পারিব না?"

প্রিয়শঙ্কর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি নিশ্চেষ্টভাবে তাহার গতি লক্ষ্য করিলাম। বিকটশব্দে আমার কক্ষের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ হইল। আমি বন্দিনী হইলাম। অবসন্নভাবে আমি নিকটস্থ বিছানায় শুইয়া পড়িলাম; শয়ন মাত্রেই আমার নিদ্রা আসিল।

(৬)

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে যেন আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে জাগরিত জানিয়া সে কক্ষে আলো জ্বালিল। আলো পূর্ব্বেই নিভিয়া গিয়াছিল। আলোকে আমি তাহাকে স্পষ্ট চিনিলাম—প্রিয়শঙ্কর! আমি সভয়ে কহিলাম, "প্রিয়, ভাই, আমার কি সর্ব্বনাশ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ?" প্রিয়শঙ্কর কহিল, "তোমার বাগ্রোধ করিব।" উঃ তাহার স্বর কি কর্কশ! আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "তুমি—তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" "এখনই বুঝিবে" বলিয়া প্রিয়শঙ্কর আমার দিকে অগ্রসর হইল। আমি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হস্তপদ শয্যার সহিত আবদ্ধ! আমি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, "প্রিয়, ভাই, ক্ষমা কর! আমি দুঃখিনী! আমার উপর অত্যাচার করিও না।" প্রিয়শঙ্কর কহিল, "চুপ!"

টেবিল হইতে একটা গ্লাস লইয়া প্রিয়শঙ্কর আমার শয্যাপার্শ্বে বসিল। কহিল,—"এ জলের আশ্চর্য্য গুণ দেখিবে? এ Mesmerised (মেস্‌মেরাইজড্) জল! দেখ, একটা বিজ্ঞানের কৌশল দেখ।" এই কথা বলিয়া প্রিয়শঙ্কর সেই গ্লাস হইতে জল লইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিল। কহিল, "অকৃতজ্ঞতার সমুচিত শাস্তি!"

সেই বারিস্পর্শে আমার শরীর স্পন্দিত হইল। শিরায় শিরায় যেন একটা তীব্র তাড়িতপ্রবাহ বহিয়া গেল। দেহও অবশ হইয়া পড়িল! তাহার পর? তাহার পর সমস্ত প্রকৃতি, নিশীথিনীর ঝিল্লীমুখর কাকলী, নীরব হইল! কক্ষস্থ বাতির আলোও আমার চক্ষে নিভিয়া গেল! একটা কুর্কশ

শব্দ শুধু মুহূর্ত্তের জন্য আমার মূর্চ্ছিত প্রাণকে কাঁপাইয়া তুলিল! বিকট আদেশ শুনিলাম, "রেণু, আমার আদেশে তোমার বাক্শক্তি রোধ হইল! আমি তোমার প্রভু। আমার আদেশ, আর কখনও কথা কহিও না!" তাহার পর আর কিছু মনে পড়ে না! যেন সব অন্ধকার—ছায়া ছায়া। স্বপ্নের মতন কি একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার! আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম!

* * * * * *

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন আমার স্পষ্ট জ্ঞান। ঘড়ীতে টুং টুং করিয়া ২টা বাজিল। ঘরে অনেক লোক। ডাক্তার, ধাত্রী, দাসদাসী, আর—আর সেই পাপিষ্ঠ প্রিয়শঙ্কর। কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না! তখন সব কথা মনে পড়িল। সত্যই কি আমার বাগ্রোধ হইয়াছে? আর আমি এ জীবনে কথা কহিতে পারিব না? উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণা! আমার মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। এই যৌবনের উন্মেষে—এই আমার উনিশ বৎসর বয়সে আমার বাগ্রোধ হইল! এখনও কতদিন বাঁচিব কে জানে? এ দীর্ঘ জীবনের দিনগুলা কি আমাকে পশুর মত ভাষাহীন ভাবে কাটাইতে হইবে? জগতে মানবের অমরসম্পদ বাক্শক্তি, আজ আমাকে ছাড়িয়া গেল? হায় বিধাতা! কোন্ পাপে আমার এ শাস্তি? এই বয়স হইতে আমাকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে? কে আমার আছে, প্রভু, যে আমার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবে? হায় দেব! যদি বাক্শক্তি হরণ করিয়া লইলে, তবে এ অপদার্থ জীবনটাকে রাখিলে কেন? দাও দয়াময়, অসীম অনুগ্রহবলে এ দাসীকে মৃত্যু আনিয়া দাও! এ পশুর জীবনে কাজ কি প্রভু? কোথায় মরণ! কোথায় মরণ! কোথায় তুমি? এস, এস, ওগো, বাঞ্ছিত, এস এস! আমার তাপিত তৃষিত চিত্ত আকুলভাবে তোমাকে আবাহন করিতেছে; এস, এস, এ দাসীকে গ্রহণ কর! ওগো বিধাতা, ওগো দেবতা, আমার এ অবস্থা এখন, মাধুরীর কি হইবে, দেব? তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি বলিয়াই কি আজ আমার এ শাস্তি? হায় প্রেম!

যদিও আমার বাক্‌শক্তি রহিত বটে, কিন্তু বোধশক্তি বেশ রহিয়াছে ত! ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল, "মনের অত্যধিক উত্তেজনাবশতঃ মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হইয়াছে। এ দুরারোগ্য শিরোরোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তারের মুখে এরূপ মূর্খের প্রলাপ শুনিয়া এ দুঃখের সময়েও আমার হাসি আসিল। আর একজন ডাক্তার বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি মাথা নাড়িয়া, চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিলেন, "শুধু শিরোরোগ নহে। শিরোরোগ Plus Paralysis (পক্ষাঘাত)। এ একবারে Hopeless Case" হায় হায়! এরা আবার ডাক্তার? অদৃষ্ট!

এই সময়ে আমি প্রিয়শঙ্করকে লক্ষ্য করিলাম। তাহার মুখে তখন যুগপৎ বিদ্রূপ ও নিষ্ঠুরতার পৈশাচিক হাসি বিরাজ করিতেছিল।

সকলকে কক্ষ হইতে বিদায় দিয়া প্রিয়শঙ্কর আবার আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রিয়শঙ্কর কহিল, "কি রেণু, পাপের শাস্তি দেখছ ত? তুমি আজি কয়দিন অজ্ঞানে আছ, তাহা জান? আজ সোমবার আগামী পরশু মাধুরীর সহিত আমার বিবাহ! এ বিবাহ তুমি হইতে দিবে না বলিয়াছিলে, কেমন কথা রাখিতে পারিবে ত? আমি এখন চলিলাম। মিষ্টার গুপ্ত আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৷০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। | পৌষ, ১৩১০ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

কর্ম্মবাদের যুক্তি।

সাম্যবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, জগৎ কিন্তু বৈষম্যময়। সাম্যবাদ এ কথা অস্বীকার করেন না; বরং, বৈষম্যময় জগতে যাহাতে বৈষম্য ঘুচিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাই সাম্যবাদীর লক্ষ্য ও আদর্শ। জগতের বৈচিত্র্য সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৈচিত্র্য বৈষম্যের নামান্তর। এই বৈচিত্র্য বা বৈষম্যের প্রকার ও পরিমাণ কিরূপ?

প্রাচীনেরা জগতকে দুই প্রধান কোটিতে বিভক্ত করিতেন—চর ও অচর। "চরাচর বিশ্ব" সংস্কৃত গ্রন্থে একটী সুপরিচিত শব্দ। চর অর্থে গতিশীল—জঙ্গম; অচর অর্থে স্থিতিশীল—স্থাবর। স্থাবরজঙ্গম চরাচরের নামভেদ মাত্র। ইংরাজীতে ইহাদের প্রতিশব্দ inorganic ও organic

—নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। মৃত্তিকা, পাষাণ, স্থল, জল, পর্ব্বত, নদী, ধাতু প্রভৃতি সমস্তই স্থাবর পদার্থ। যাহা পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত, অথচ প্রাণহীন, তাহাই অচর বা স্থাবর; ইহার প্রকারভেদের সংখ্যা করা মনুষ্যশক্তির অসাধ্য। স্থাবরেরই এত বৈচিত্র্য, জঙ্গমের জাতিভেদের ইয়ত্তা কে করিতে পারে? জঙ্গম প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; উদ্ভিদ [vegetable] ও জীব [animal]। উদ্ভিদের কত শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। জীবের শ্রেণী নির্দ্দেশ স্থলে, পণ্ডিতেরা কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য প্রভৃতির উল্লেখ করেন। প্রাচীনেরা জঙ্গম পদার্থকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিতেন—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। যাহার প্রাণ আছে, কোষাণু [cell]-সমষ্টিতে যাহার দেহ গঠিত, সেই জঙ্গম। জীবের প্রত্যেক শ্রেণীতে কত উপশ্রেণী আছে, প্রত্যেক জাতিতে কত উপজাতি আছে, কে তাহার গণনা করিয়া শেষ করিবে? প্রত্যেক উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি সকলের যদি আবার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে বাস্তবিকই তাহাদের বৈচিত্র্যে বিমূঢ় হইতে হয়। পশুর উপরে যেমন মানুষ, তেমনি মনুষ্যসৃষ্টির উপর দেবসৃষ্টি। সে সৃষ্টি অবশ্য সাধারণের প্রত্যক্ষ গোচর নহে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষের উপদেষ্ট, শাস্ত্রে ও দিব্যদৃষ্টিশীল সাধুদিগের মুখে এ বিষয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, দেবসৃষ্টির বৈচিত্র্য, জীবসৃষ্টির বৈচিত্র্যকে সহজেই পরাভূত করিয়াছে। সে বৈচিত্র্যের কথা ভাবিলে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার গণনা অতিরঞ্জিত মনে না হইয়া, বরং, প্রকৃত সংখ্যার অনেক ন্যূন বলিয়া মনে হয়। অতএব, মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জগৎ নিতান্তই বৈষম্যময়।

কেবল যে জীবের মধ্যে দেহগত বৈষম্য, তাহা নহে; জীবের প্রকৃতি ও ভোগ বিষয়েও যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষিত হয়। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া মনুষ্যের কথাই দেখা যাউক। মানুষে মানুষে যথেষ্ট বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধার্ম্মিক কেহ অধার্ম্মিক, কেহ বুদ্ধিমান কেহ নির্ব্বুদ্ধি, ইহা ত সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক,

মানুষে মানুষে জাতিগত সাদৃশ্য ভিন্ন, বোধ হয়, আর কোন বিষয়েই সাম্য নাই। কি ভোগ, কি প্রকৃতি, কি আচরণ—সর্ব্ব বিষয়েই প্রচুর বৈষম্য।

এরূপ হয় কেন? জগতে এত বৈষম্য কেন? কেন সকল জীব সমান সুখী নহে? কেন সকলের বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রকৃতি, ধারণা একরূপ নহে? ঈশ্বর ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! তিনি ত করুণাময়! অতএব, সকলকে সমান করিলেন না কেন? সমান ভোগ, সমান সুখ, সমান বুদ্ধি, সমান ধর্ম্মে সকলকে সমান অধিকারী করিলেন না কেন? তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান্! অতএব ক্ষমতার অভাব হইতেই পারে না। আর তিনি যখন করুণাময়, তখন প্রবৃত্তিরও অভাব সম্ভবে না। তবে প্রবৃত্তি ও শক্তি উভয় সত্ত্বেও, জগতের রচনায় এরূপ বৈষম্যের অবতারণা করিলেন কেন? তবে কি ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও ভাল, কাহাকেও মন্দ গড়িয়াছেন? তাহাও ত সম্ভবে না। কারণ, তিনি নিজেই বলিয়াছেন "সকল জীবই আমার কাছে সমান, আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই।" (সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ—গীতা ৯—২৯)। তবে এ বৈষম্যের মীমাংসা কি?

আধুনিক খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে যত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, প্রত্যেকই ঈশ্বরের নূতন সৃষ্টি। অর্থাৎ মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সে জীবের কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রত্যহ যতগুলি জীব উৎপন্ন হইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের প্রত্যেককে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। অথচ, খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মা অজর ও অমর। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে আত্মার জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু নাই, উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নাই, আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই। এই মতাবলম্বীরা জগতের বৈষম্যের কোন কিছু সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারা যখন নাস্তিক নহেন, তখন ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই করুণাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপ স্বীকার করাতে এই বৈষম্য-সমস্যার সমাধান তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। কারণ, করুণাময় ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান

হইয়াও কেন যে জগতে এত বৈষম্যের অবতারণা করিয়াছেন, সে কথার তাঁহারা কোন উত্তর দিতে পারেন না।

ইহার ফল পাশ্চাত্য দেশে বড় বিষময় হইয়াছে। কারণ, বৈষম্যের কোন সুমীমাংসা না পাইয়া, ইউরোপের বুদ্ধি বিপথগামী হইয়াছে। কোন কোন মনীষি ঈশ্বরকে কঠোর, নির্ম্মম ও জীবদুঃখে উদাসীন ভাবিয়া তাঁহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু তিনি জগৎ সৃষ্টির পর জগৎ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা অবলম্বন করিয়াছেন। এবং জীবের দুঃখকষ্টে, যাতনা ও বেদনায় সহানুভূতি না করিযা স্বর্গের একান্তে বসিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছেন। আস্তিকতার ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে? অপর পক্ষে, জড়বাদী নাস্তিকগণ যদৃচ্ছাবাদের (chance) অবতারণা করিয়া এই বৈষম্যের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরমাণুপুঞ্জের আকস্মিক সঙ্ঘাতে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্য বস্তু নহে। আত্মা মস্তিষ্ক-ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। এমতে জগতের জীব যেমন আকস্মিক, জগতের বৈষম্যও তেমনি আকস্মিক (due to chance)। এ বৈষম্যের জন্য অন্ধ জড় পরমাণু দায়ী। সে অন্ধ জড়কে দায়ী করিয়া লাভ কি?

এই মত প্রচারিত হওয়াতে, পাশ্চাত্য দেশ অশান্তি ও অসন্তোষের লীলাভূমি হইয়াছে। কেহই নিজের অবস্থায় তুষ্ট নহে; সকলেই ভাবিতেছে যে, সম্পূর্ণ সুখসম্পদে অপরের যেমন অধিকার, তাহারও সেইরূপ। অপরে সুখী, সে দুঃখী কেন; অপরে ধনী, সে নির্ধন কেন; অপরে প্রভু, সে দাস কেন; অপরে উর্দ্ধে, সে অধঃ কেন? অপরের সহিত সমান হইবার তাহার ন্যায্য অধিকার আছে। আর তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—সমাজ ও শাসন। এই প্রবলকে দুর্ব্বল করাই তাহার মনুষ্যত্ব। পাশ্চাত্য জনসাধারণ, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াতেই, ইউরোপে এত বিপ্লব ও বিতণ্ডা। ইহা হইতেই Nihilism, Anarchism প্রভৃতি সমাজদ্রোহের উৎপত্তি। এই ভাব সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়া এক বিশাল নিরাশা-সাহিত্যের

(Literature of despair) সৃষ্টি করিয়াছে। সেই নিরাশা-সঙ্গীতে সমস্ত ইউরোপ মুখরিত। পাশ্চাত্য সাহিত্য-মন্দিরের এক আয়ত প্রকোষ্ঠ এই নিরাশা-সাহিত্যে সজ্জিত। এবং ইহার ফলে চির প্রচলিত দুঃখবাদ (pessimism) সর্ব্বগ্রাসী নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে পরিণত হইয়া ইউরোপের বিশাল আকাশে বিরাজমান।

জগতের এই বৈষম্য ইউরোপের দর্শনশাস্ত্রেরও আলোচ্য হইয়াছে। যে সকল দার্শনিক ইহার সমালোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে লাইবনিট্জ্ (Liebnitz) ও ক্যাণ্টের (Kant) মত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাইবনিট্জ্ বলেন, যে সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই সসীম হইবে; কারণ, সৃষ্টি বলিলেই সীমা বুঝায়। সীমাহীন সৃষ্টি অসম্ভব ব্যাপার। অতএব জীব যখন সৃষ্ট পদার্থ, তখন সেও সসীম। সসীম হইলেই অসম্পূর্ণ হইতে হইবে। জীব যখন অসম্পূর্ণ, তখন তাহার পক্ষে পাপ করা অবশ্যম্ভাবী; এবং পাপের ফলে দুঃখ সুনিশ্চিত; অতএব যখন সৃষ্ট পদার্থ লইয়া জগৎ, তখন সে জগতে দুঃখ থাকিবেই থাকিবে। জগতে দুঃখ আছে বলিয়া ইহা যে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বতঃ পূর্ণ পরমেশ্বরের রচনা নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই যুক্তি নাই।

লাইবনিট্জ্ যে সমুদায় কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র দেখান হইয়াছে যে, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে কেমন করিয়া দুঃখের স্থান হইয়াছে। কিন্তু তিনি বৈষম্যের কি সমাধান করিলেন? সকল জীবই ত অপূর্ণ। তবে কেহ কেহ অল্পবুদ্ধি বশতঃ এবং অসৎ প্রকৃতির চালনায় পাপ করিয়া দুঃখভাগী হয় কেন? আর অপরে সুবুদ্ধির বশে শুদ্ধ প্রকৃতির সাহায্যে পুণ্য করিয়া সুখভাগী হয় কেন? এক কথায়, জীবের স্বভাবে ও ভোগে এত বৈষম্য কেন? লাইবনিট্জ্ এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

দার্শনিক ক্যাণ্টের (Kant) উত্তরও ইহাপেক্ষা সন্তোষজনক নহে। তিনি বলেন যে, পুণ্যের ফলে সুখ ও পাপের ফলে দুঃখ, ইহাই নৈতিক জগতের ধারা (moral order of the Universe) হওয়া উচিত। সংসারে

কিন্তু দৃষ্ট হয় যে, পুণ্যের সহিত অনেক সময় দুঃখ জড়িত থাকে; এবং পুণ্যের অভাব সুখলাভের অন্তরায় হয় না। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য আমাদের মানিয়া লইতে হয় যে, দেহান্তের পরও আত্মা জীবিত থাকে এবং পরলোকে পাপপুণ্য ও দুঃখসুখের সামঞ্জস্য বিধান হয়। ক্যাণ্ট (Kant) এই বিশ্বাসকে ব্যবহারিক বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ (Postulate of Practical Reason) স্বরূপ বলিয়াছেন।

ক্যাণ্টের কথায় প্রতিবাদযোগ্য কিছুই নাই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি এই মতবাদ প্রচার করিয়া জগতের বৈষম্য-সমস্যার কি মীমাংসা করিলেন?

পাশ্চাত্য দার্শনিকের সাহায্যে যখন এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইল না, তখন ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা ইহার কি উত্তর দেন, তাহার একবার সন্ধান করা ভাল। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া জীবের হিতার্থে যে সকল সত্যের প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কর্ম্মবাদ একটী প্রধান সত্য। ঋষিদের মতে আত্মা অজ, নিত্য, পুরাতন, সনাতন বস্তু; আত্মার জন্ম-মৃত্যু, উৎপত্তি বিনাশ নাই। তবে পুনঃ পুনঃ দেহের সহিত তাহার সংযোগ বিয়োগ ঘটিতেছে। ইহারই নাম জন্মান্তর। জীব যে এই প্রথম-বার জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা নহে; ইহার পূর্ব্বেও তাহার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আবার পরেও বহু জন্ম উপস্থিত হইবে। জীব ইহজন্মে যেমন পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, যেমন শুভ ও অশুভ বাসনা চিত্তে পোষণ করিতেছে, যেমন সুচিন্তা ও কুচিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছে, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও করিয়াছে। সেই সেই ভাবনা, বাসনা ও ক্রিয়ার ফলে, তাহার ইহজন্মের প্রকৃতি ও ভোগ নিয়মিত হইয়াছে; অর্থাৎ সে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, তেমনি ফল পাইতেছে। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত বা করুণার অভাব নাই। তিনি কর্ম্মানুসারে ফলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীব আপন সুকৃতির ফলে সুখী এবং দুষ্কৃতির ফলে দুঃখী হইয়াছে। সে যদি জন্মান্তরে শুভ বাসনা ও সৎ ভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকে, তবে ইহজন্মে শুভবুদ্ধি ও সুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আর যদি জন্মান্তরে

দুর্ব্বাসনা ও কুভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকে, তবে ইহজন্মে অশুভবুদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই কর্ম্মবাদের স্থূল কথা। জগতের বৈষম্য বুঝাইবার পক্ষে এরূপ সমীচীন মত আর দ্বিতীয় নাই।

এ সম্বন্ধে মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।" [ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে জগতে কাহাকেও কাহাকেও অত্যন্ত সুখভোগী, কাহাকেও কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখভোগী এবং কাহাকেও কাহাকেও মধ্যম অবস্থাপন্ন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাত বা করুণার অভাব সিদ্ধ হয় না। কারণ ঈশ্বর কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন না। তিনি জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম বা অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈষম্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। অতএব জীবগত কর্ম্মের তারতম্যই বৈষম্য সৃষ্টির প্রকৃত কারণ;—ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র।

"সাপেক্ষোহপীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমিতে। কিং অপেক্ষতে ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদাম। * * দেবমনুষ্যাদি বৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতানি এব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবং ঈশ্বর সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাম্ দুষ্যতি।"

এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজাচার্য্য এই পরাশরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"নিমিত্তমাত্রং এবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মনি।
প্রধান কারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য শক্তয়ঃ॥"

'সৃজ্য পদার্থের সৃষ্টি পক্ষে ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র। কারণ, সৃজ্য জীবের শক্তিই (কর্ম্ম) সৃষ্টির প্রধান কারণ।' ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে সৃষ্টির পক্ষে তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কাল, স্বভাব ও সংস্কার। স্বভাব অর্থে জগতের জড় উপাদান—প্রকৃতি; সংস্কার—জীবের অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্ম। যখন প্রলয়ের অন্তে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টির কাল উপস্থিত হয়, তখন

ভগবান্ জীবের অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির পরিণামে বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করেন। অতএব কর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের প্রধান কারণ।

মীমাংসকেরাও কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কর্ম্মই যে বৈষম্যের জনক, ইহা তাঁহাদেরও মত; কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মের উপর অধিক ঝোঁক করিয়া ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে কর্ম্মই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (automatically) ফল উৎপন্ন করে। ইহাতে ঈশ্বরের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, জড় কর্ম্ম বিধাতার বিধান ভিন্ন কোন কিছু করিতে পারে না। সেইজন্য ঈশ্বরকে নিমিত্ত বলা হইয়াছে। অবশ্য ঈশ্বরকে কর্ম্মফলের বিধাতা বলাতে দণ্ডপুরস্কারের নিয়ন্তা বলা হইল না। প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মে দণ্ডপুরস্কারের (Reward and Punishment) সহিত ঈশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। খৃষ্টানের ঈশ্বর নাকি ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর (jealous God)। এইরূপে ঈশ্বরকে জীবের পাপপুণ্যের বিচারকের আসনে আসীন করান হয়। তিনি প্রত্যেক জীবের পুণ্য ও পাপ তৌল করিয়া সুখদুঃখের বিধান করেন।

কর্ম্মবাদ এ ভাবে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব স্বীকার করে না। বোধ হয় এই ধরণের মতের প্রতিবাদ করিয়াই মীমাংসকেরা কর্ম্মফলের স্বতঃসিদ্ধি খ্যাপন করিয়াছেন। কর্ম্ম ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে ফল প্রসব করে। কেহ যদি অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়, তবে তাহার দাহফল অবশ্যম্ভাবী; সেই জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নাই। সেইরূপ কেহ যদি সুকৃতের অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার সুখভোগ সুনিশ্চিত; তজ্জন্য ঈশ্বরকে বিচারাসনে বসাইবার প্রয়োজন নাই।

কর্ম্মবাদের সাহায্যে জগতে অধুনাদৃষ্ট বৈষম্যের সমাধান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সৃষ্টির প্রারম্ভেই যে বৈষম্য প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার হেতু নির্দ্দেশের উপায় কি? শাস্ত্রে সৃষ্টির যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রথম হইতেই জগৎ বৈষম্যময়। উদ্ভিদ পশু, মনুষ্য, দেব—জীবের এই ভেদ প্রথম অবধিই আছে।

"তস্মাৎ চ দেবাঃ বহুধা সম্প্রসূতাঃ।
সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি॥"

[মুণ্ডক ২।১।৭]

তাঁহা হইতে দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী—এই বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

"তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি।"

[মুণ্ডক ২।১।১]

'সেই অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, আবার তাঁহাতেই লীন হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মবৈচিত্র্যই এই বৈষম্যের কারণ। দেহধারী জীব ভিন্ন, কে কর্ম্ম করিবে? সৃষ্টির পূর্ব্বে ত জীবের দেহ সংযোগ থাকে না। তবে কর্ম্ম আসিবে কোথা হইতে? অথচ বলা হয়, যে ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টিবৈষম্য বিধান করেন। হিন্দুর পক্ষে এ আপত্তির উত্তর অতি সহজ। কারণ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি অনাদি। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে অসংখ্যবার সৃষ্টি হইয়াছে, আর পরেও অসংখ্য সৃষ্টি হইবে। যেমন অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর; সেইরূপ কর্ম্ম হইতে সৃষ্টি, আবার সৃষ্টি জন্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের মীমাংসা এইরূপ—

"অবিভাগাৎ। ইতি চেৎন অনাদিত্বাৎ" [ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৫]

"নৈষঃ দোষঃ। অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবে দ্বেষো দোষো যদি আদিমান্ সংসার স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতু হেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গ বৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুদ্ধতে।" [শাঙ্কর ভাষ্য]

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

মিলন ও অন্তর্দ্ধান

(২৯৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।

প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥ ১০-২৯-৪২

গোপীদিগের এই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া, যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া হাস্য করিলেন এবং আত্মারাম হইলেও তিনি গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন। যোগেশ্বর অপূর্ব্ব যোগ করিলেন। আত্মারাম অভূতপূর্ব্ব রমণ করিলেন। এ যোগে, এ রমণে দুয়েরই মনুষ্যভাব থাকিল। ঈশ্বর ও মানুষের এক অভাবনীয় মানুষী মিলন হইল। বহির্দৃষ্টিতে যেন মানুষ মানুষীর সহিত মানুষী পদ্ধতিতে মিলিত হইল। অন্তর্দৃষ্টিতে জগতে এক অপূর্ব্ব অভিনয় হইল। এই অপূর্ব্ব অভিনয়ের নায়িকা বলিয়া গোপীদের মনে অভিমানের সঞ্চার হইল।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।

আত্মানং মেনিরেস্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি॥ ১০-২৯-৪৭

"ভগবান্ কৃষ্ণ মনুষ্যভাবে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আহা! আমরা কি ভাগ্যবতী! ত্রিভুবনের মধ্যে কোন নারী এরূপ মান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মান আজ পায় কে!"

যে অভিমান ত্যাগ করিয়া মহানুভাব গোপীগণ কৃষ্ণলাভ করিয়াছিলেন, যে অভিমান ভুলিয়া তাঁহারা জগতের দুর্লভ মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই

অভিমানের ছায়া তাঁহাদের মানগৌরবান্বিত চিত্তে আপতিত হইল। মানে গোপীও আপনাকে গুরু জ্ঞান করিলেন। অমনি অপূর্ব্ব অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেল।

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০-২৯-৪৮-

"তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্য জনিত স্থৈর্য্যচ্যুতি, সেই আত্মগরিমার মোহ দেখিয়া, করুণাময় কৃষ্ণ সেই ভাবের প্রশান্তির জন্য, গোপীদিগের উপর পরম অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য সেইক্ষণেই অন্তর্হিত হইলেন।"

হায়, কি হইল! এত আশা, এত উদ্যম কি সকলই শেষ হইল? জীবের চরম লাভ কি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইল! ভগবান্ কি মনুষ্যবেশে, মনুষ্যপ্রেমে চিরবাঁধা থাকিবেন না। প্রেমের অপূর্ব্ব অভিনয় কি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কালের গর্ভে লীন হইল।

গোপীদের কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। তাঁহাদের রাগ নাই, দ্বেষ নাই। সংসারের বন্ধন নাই। ভেদের দ্বৈধ নাই। একবার মাত্র যদি আমিত্ব অভিমান হ'য়ে থাকে, সে কি মার্জ্জনীয় নয়? শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমের পরম আনন্দে একবারমাত্র "আমি" জ্ঞান হইয়াছিল। আমরা যে "আমি" জ্ঞানে দিন, রাত্রি পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণলাভ, কৃষ্ণসঙ্গম, কি কঠোর তপস্যার ফল। গোপীদের কি কঠোর তপস্যা। আহা, কেশমাত্র বিচলনেই কি স্খলন।

"আমি" ত যাবার নয়? "আমি" ত ভক্তির প্রধান অঙ্গ। যদি "আমি" না থাকে, ত "আমার" ভগবান্ কোথায়? ভগবানের দাসত্ব, ভগবানের সেবা, যদি 'আমি" না থাকে, ত কে করিবে? যদি "আমি" না থাকে, ত ভক্ত কোথায়? ভক্ত বিনা ভক্তি কোথায়, ভগবান্ কোথায়?

"আমি" ত ভগবানেরই অংশ। সচ্চিদানন্দ রূপ। "আমি" ত অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোধ্য। "আমি" ত সনাতন। "আমি" জ্ঞান যাবে কেন?

"আমি" জ্ঞান দূষণীয় নয়। "আমার জন্য আমি" জ্ঞান দূষণীয়। দেহভিমানী "আমি" দূষণীয়। পতি, পুত্রাদি অভিমানী "আমি" দূষণীয়। মমত্ব অভিমানী "আমি" দূষণীয়।

"ভগবানের জন্য আমি" দূষণীয় নহে। ভগবৎ সেবায় অর্পিত "আমি" অত্যন্ত শ্লাঘনীয়। ভগবদর্পিত "আমিকেই" ভগবান্ গ্রহণ করেন। অন্য "আমিকে" তিনি গ্রহণ করেন না।

"আমার" জন্য "আমি" বন্ধনযুক্ত। ভগবানের জন্য "আমি" বন্ধনমুক্ত।

সকল "আমিই" ভগবানের স্বরূপ। সকল "আমিতেই" সত্বা, চৈতন্য ও আনন্দ। বন্ধযুক্ত "আমিতে" সৎ, চিৎ, আনন্দ পরিচ্ছিন্ন, অপরিস্ফুট, উপহিত। বন্ধমুক্ত "আমিতে" সৎ, চিৎ, আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন, পরিস্ফুট, ও উপাধিশূন্য।

বদ্ধ জীবের সত্বা অনিত্য। এই এক দেহ, এই অন্য দেহ। তাহার জ্ঞান আচ্ছাদনময়, আবরণময়। তাহার আনন্দ বিষয়ানন্দ, নানা বর্ণে রঞ্জিত ও মাত্রাপূর্ণ।

ভক্ত নিত্যদেহে অবস্থিত থাকিয়া শান্তির সুধাময় রস আস্বাদন করেন। তাঁহার হৃদয়ে আলোক প্রকাশিত হইয়া, জগৎ আলোকিত করে। সেই আলোকে তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়। ভক্ত আনন্দময়। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সেই আনন্দে পাঁচ রসের লহরী হয়; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

সকল ভক্তেরই মনে প্রথমে শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। জগতের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে শান্তির পবিত্র রস ভক্তকে সদানন্দময় রাখে। শান্তিই ভক্তজীবনের মূল ভিত্তি।

তাহার পরেই ভক্ত দাস্যরসে মগ্ন হন। তখন তাঁহার একমাত্র বাসনা ভগবানের সেবা। দাসত্বের প্রবল বাসনায় আমিত্ব ভাসিয়া যায়। দাসত্বে "আমি" ভগবদর্পিত হয়। আমিত্বের একমাত্র প্রয়োজন ভগবানের সেবা। "আমার সুখ" একথা দাসের মুখে থাকে না। ভগবানের সুখের জন্য "আমি"। ভগবানের নিজ সুখাভিলাষ নাই। বিশ্বের সুখই তাঁহার সুখ। তিনি বিশ্বের ভগবান্। বিশ্বের সেবায় তাঁহার সেবা। দাস ভক্ত

সর্ব্ব জীবে দয়া প্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে অবস্থিত দেখেন। তিনি ভগবানের কিঙ্কর হইয়া কেবল মাত্র ভগবৎ সেবায় কাল যাপন করেন। ভগবৎ ভাবনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে অহং জ্ঞানের নাশ করেন এবং ভগবানে তন্ময় হইয়া তিনি বিচরণ করেন।

তখন ভগবানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত গাঢ় ও নিরবচ্ছিন্ন হয়। ছোটবড় জ্ঞান তখন অন্তর্হিত হয়। তখন ভগবৎপ্রীতি বদ্ধমূল হইয়া সখ্যে পর্য্যবসিত হয়। সেই সখ্যভাবের অনন্ত বিকাশ বাৎসল্যভাব এবং তাহার পূর্ণ পর্য্যবসান মধুরভাব।

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

মধুর ভাবাপন্ন গোপীগণ কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া, আপনাদের দাস-ভাব ও সেবা-নিষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"সন্তজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং ভক্তাঃ"
"পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ"
"তব পাদতলং ...... অস্প্রাক্ষ্ম"
"তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ"
"পুরুষ ভূষণ দেহি দাস্যম্"
"ভবাম দাস্যঃ"
"কিঙ্করীণাম্"

এইরূপ দাস্য ও সেবাবাঞ্জক কাতর বাক্য দ্বারা গোপীরা জানাইয়া-

ছিলেন যে, তাঁহারা নিজসুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করেন নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই তীব্র ভক্তিভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং যদিও তাঁহারা ঋষি-পত্নীদিগের ন্যায় অঙ্গসঙ্গের প্রার্থিণী ছিলেন না, তথাপি মানুষিক মধুর মিলনের চরমভাব জগতে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি গোপীদিগকে অঙ্গ-সঙ্গ দিয়াছিলেন।

সেই অঙ্গসঙ্গ পাইয়া গোপীগণের "আমার জন্য আমি" জ্ঞানের উদয় হইলে, আমরা জগতের মধ্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী এইরূপ জ্ঞান তাঁহাদের হইল। তাঁহারা মনে করিলেন আমাদের তুল্য সৌভাগ্যবতী আর কেহ নাই। এই জ্ঞানে ভেদ জন্মিল, পরস্পরাপেক্ষা জন্মিল, আমিত্ব ভাবের উদয় হইল। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। দ্বৈত জ্ঞানের আনুসঙ্গিক ভয় সকল সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন আর শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমের অধিকার থাকিল কোথা? শ্রীকৃষ্ণের দেহ লীলায় রচিত। তিনি আত্মমায়া বশ করিয়া আপনার এক নিত্যদেহ রচনা করিয়াছিলেন। সে দেহ বৃন্দাবনে নিত্য, বিরাজিত। এখনও আছে, তখনও ছিল। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আপনার লীলা অবসান করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এখনও বৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন। ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার বৃন্দাবন রচিত হইতেছে!

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"
(লঘুভাগবতামৃত।)

ব্রজগোপীরা এই নিত্যলীলার সঙ্গিনী হইবেন বলিয়া, তিনি তাঁহা-দিগকে নিজের অঙ্গসঙ্গ দিয়াছিলেন। এই অঙ্গসঙ্গদ্বারা গোপীরা ভগবানের আনন্দময়ী প্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তি হইয়া, জগতে আনন্দ বিস্তার করিবে। ভগবানের প্রকৃতি হইতে হইলে "আমি" জ্ঞানের লোপ চাই।

তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীর অহং জ্ঞান দেখিবামাত্র অন্তর্হিত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্তাপ, বিপদ, দুঃখ আমাদের প্রধান শিক্ষক। সেই শিক্ষার বলে আমরা মায়াসমুদ্র সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে ঈশ্বর-প্রকৃতি অবলম্বন করিতে পারি। সে প্রকৃতিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ নাই। সে প্রকৃতি সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতে বিরাজিত। সে প্রকৃতি জ্ঞানের আলোক দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিতেছে। সে প্রকৃতি মধুর হইতে মধুর হইয়া জগতে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। ঈশ্বর সেই প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয়া আলোক ও আনন্দের উচ্ছ্বাস বাড়াইতেছেন। প্রতি মিলনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। প্রতি মিলনে জগৎ আলোকিত হইতেছে। প্রতি মিলনে আনন্দচিন্ময়রস জগতকে অভিষিক্ত করিতেছে।

এই বিশুদ্ধ রসের জন্য গোপীদিগের বিশুদ্ধতা চাই। অবিদ্যার লেশ মাত্রও তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারিবে না। তাহা হইলে জগৎ যে অবিদ্যাময় থাকিয়া যাইবে।

আজ্ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিজজন। তাঁহারা তাঁহার নিজ প্রকৃতি। তাই গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নিজজনের অবিদ্যা সমূলে নাশ করিবার জন্য কৃত সংকল্প। তাই বিরহাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের সকল পাপ নাশ করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পরাবিদ্যা।*

যে বিদ্যা লাভ করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তাহাকে 'থিওসফি' বলে। প্রাচ্যরা 'থিওসফিকে' পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের নিকট নূতন নহে। মুনি ঋষিগণ বহুপূর্ব্বে এই বিদ্যা

* "দর্জিপাড়া পরাবিদ্যালোচনা সমিতিতে" পঠিত।

তাঁহাদের শিষ্যগণকে শিখাইয়াছিলেন। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশ, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মাপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে সমাসীন হইয়া গুরুর নিকট হইতে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতেন, তাহাই 'থিওসফি'। এই ব্রহ্মবিদ্যাই ঋষিজীবনের সার্থকতা। তবে তাহা আমাদের জীবনের সার্থকতা না হইবে কেন? এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে অতি অল্প ব্যক্তিরই যথার্থ ধারণা আছে। অতি অল্পব্যক্তিই উহাদের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

মানবীয় সংবিৎ (consciousness) হইতে ঐশ্বরিক (Divine) সংবিতে উপনীত হওয়ার নাম আধ্যাত্মিক উন্নতি। যখন সামান্য অণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহান্ ঈশ্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের দুইটী বিভাগ (aspects) * আছে, তখন আধ্যাত্মিক উন্নতিরও যে দুইটা বিভাগ থাকিবে, অর্থাৎ দুইটী বিপরীত পথের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, তাহা অতি অল্পলোকেই অবগত আছে। প্রত্যেক বিষয় যে দুইটী বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। প্রথমে, পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে প্রত্যেক পদার্থের যখন চরম বিশ্লেষণ ঘটে, তখন আমরা অণু সকলের (atoms) পরিবর্ত্তে 'ইলেকট্রোন্স' (electrons) পাইয়া থাকি; এই 'ইলেকট্রোন্স' কতকটা ভূতময় এবং কতকটা শক্তি ময়; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ভূত ও শক্তি পদার্থের দুইটী বিপরীত প্রান্ত (fringes) মাত্র, ইহারা একত্রী-

---

* লেখক বোধ হয় ঈশ্বরের দুই প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক ঈশ্বরের দুইটি Aspect নাই। যদিও আমাদের চক্ষে তাঁহার সৃষ্টির অন্তর্হিত এবং নিষ্কল শুদ্ধ দুই ভাব দৃষ্ট হয়।—পং সং

কৃত হইয়া পদার্থে পরিণত হইয়াছে। প্রাচ্য ঋষিরা চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন পদার্থকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভেদে বিভাগ করিয়াছিলেন, তখন ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাহারা উহাদের প্রত্যেককে আবার দুইটী বিপরীত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অমৃত বস্তু বা শক্তি ঈশ্বরিক ও জৈবীক ভেদে দ্বিবিধ। প্রাচ্যেরা মূর্ত্ত পদার্থকে মহাভূত এবং তন্মাত্রে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভূত সকল স্থূল এবং তন্মাত্র সকল সূক্ষ্ম। পাশ্চাত্যেরা ইহাদিগের প্রত্যেককে যথাক্রমে ভৌতিক অণু এবং অতীন্দ্রীয় (psychic) পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবধারণ করিতে পারিতেছি যে, যদি দুই শ্রেণীর পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার পদার্থের সৌসাদৃশ্যে গঠিত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত প্রদেশের যে অস্তিত্ব থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ইহারা বিশ্বের দুইটী প্রদেশ (Poles) মাত্র, ইহারা দুইটী পৃথক প্রদেশ নহে; ইহারা যে পদার্থের প্রান্ত fringes), সেই পদার্থের দ্বারা ঐ দুইটী প্রদেশ একত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

একটী বোতলে যেমন জল ও তৈল পৃথক্ পৃথক্ ভূমিতে অবস্থান করে, কিন্তু নাড়িয়া দিলে তাহারা মিশ্রিত হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দুইটী প্রদেশ সংমিশ্রিত ও পর্য্যাপরি স্থাপিত ও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

একদিকে ভৌতিক বিষয় (matter) এবং অপর দিকে পারমার্থিক *বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত মানবীয় সংবিৎ,—তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ* আলোচনা করা যাউক। মনের দ্বারা মানবীয় সংবিৎকে ব্যক্ত করা হয়। মনেরও দুইটী বিভাব আছে, একটী বহির্মুখী (objective) এবং অপরটী অন্তর্মুখী (subjective)। মনের উক্ত প্রথম বিভাবকে মন এবং দ্বিতীয়টীকে বুদ্ধি ও চিত্ত বলা হইয়া থাকে। বহিরস্থ শক্তির অভিঘাতের দ্বারা যে সংবিতের উদয় হয়, তাহাকে মন বলে এবং অন্তরস্থ শক্তির অভিঘাতের দ্বারা যে সংবিতের উদয় হয়, তাহাকে বুদ্ধি ও চিত্ত বলে। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, পূর্ব্বোক্ত অন্তর ও বাহিরের দ্বারা বিশ্বের কোন্ কোন্

প্রদেশকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটী স্থূল এবং সূক্ষ্ম পার্থিব প্রাদেশ বা ভূমি যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন দুইটী বস্তুর ভিতর যখন বৈদ্যুতিক চাপের (tension) তারতম্য ঘটে, তখন দুইটী বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যদি ঐ চাপের মধ্যে বস্তু বিশেষকে স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক প্রবাহের বাধা জন্মাইবে এবং উহার ফলে ঐ বস্তুটী উত্তপ্ত ও দীপ্তি বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভূমির মধ্যে ঐরূপ দুটী বিভিন্ন প্রবাহ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—আমরা যে ভূমিতে অবস্থান করি, সেই ভূমি অনুসারে আমরা একপ্রকার প্রবাহের সংস্কারকে (impressions) বাস্তব ও বহিরস্থ বলিয়া থাকি এবং অপর প্রকারকে ভ্রমপূর্ণ ও অন্তরস্থ বলিয়া থাকি,—মনের দ্বারা যেখানে এই দুই প্রবাহ বাধা পাইয়া থাকে, সেই স্থানকে সংবিতের ক্ষেত্র বলা হয়। আমরা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জগতকে অন্তর্মুখী (subjective) বলিয়া থাকি, কিন্তু ঐ জগতে যাহারা বাস করে, তাহাদিগের সংবিতের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তাহাদের নিকট পার্থিব জগৎ অন্তর্মুখী (subjective) রূপে প্রতীয়মান হয়। 'ট্রান্স' অথবা যোগ অবস্থায় আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। *

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল মাত্র যে দুইটী বিভিন্ন প্রকার পদার্থ-নির্ম্মিত প্রদেশ পর্য্যুপরি স্থাপিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা নহে। প্রত্যেক প্রদেশের বা ভূমির সংবিৎ অপর প্রদেশের সংবিতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক জীব যে একটী ভূমিতে বাস করিতেছে, তাহা নহে; সে অনভিব্যক্তভাবে (potentially) অপরটীতেও বাস করিতেছে। আমরা অনভিব্যক্তভাবে সূক্ষ্ম জগতে এবং সূক্ষ্ম শরীরধারী জীবেরা অনভিব্যক্তভাবে আমাদের জগতে বাস করিতেছে।

আত্মসংবিৎ (self-consciousness) সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাউক। ইহারও দুইটী বিভাব সম্বন্ধে হিন্দুদর্শনে উল্লিখিত আছে।

---

* লেখকের ভাব ভাল বুঝা গেল না। পং সং

সংবিতের প্রথম বিভাব বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; সংবিতের এই অপ্রকট বিভাবকে শাস্ত্র 'পুরুষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সংবিতের আর একটী প্রকট বিভাব আছে, তাহা ইন্দ্রিয়সকল, সমাজ ও প্রকৃতিকে (nature) ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, ইহাকে শাস্ত্র 'অহংকার' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যেরা প্রথমটীকে ভব্যক্তিত্ব (individuality) এবং দ্বিতীয়টীকে ব্যক্তিত্ব (personality) বলিয়া থাকেন। খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকেরা (Christian Scientists) প্রথমটীকে ঐশ্বরিক (Divine) সংবিৎ এবং দ্বিতীয়টীকে কামজ (carnal) সংবিৎ বলিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আত্মসংবিতেরও দুটী বিভাব রহিয়াছে। প্রথমটী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐশ্বরিক সংবিতের সহিত আত্মসংবিতের বস্তুগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও, আত্মসংবিৎ ঐশ্বরিক সংবিতের সমুদয় অংশ নহে। দ্বিতীয় বিভাব হইতে আমরা অবগত হই যে, এখানে ভেদজ্ঞান আছে, অর্থাৎ আত্মসংবিৎকে ঐশ্বরিক মহান্ সংবিৎ হইতে পৃথক ভাবা হয়।

আত্মসংবিতের এইরূপ পার্থক্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে মহান্ সংবিৎ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এবং যে মহান্ সংবিতের দিকে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াও নিমজ্জিত হইতে পারিতেছি না, সেই মহান্ সংবিতের দুইটী বিভাব আছে। মহান্ সংবিৎরূপী ভগবান যদি দুইটী বিপরীত বিভাবসম্পন্ন হন, তাহা হইলে ধর্ম্মও,—যাহা আমাদিগকে ভগবানের চরণপ্রান্তে উপনীত করিয়া দেয় তাহাও,—দুইটী বিপরীত *বিভাবসম্পন্ন হইবে। ধর্ম্মের এই উভয় বিভাবই বাস্তব এবং পবিত্র।* ধর্ম্মের এক বিভাবকে সাধারণতঃ পরাবিদ্যা বলে এবং উহার বিপরীত বিভাবকে অধ্যাত্মবাদ spiritualism) বলে।

ঈশ্বরেইর এই দুটী বিভাব পাশ্চাত্যেরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ভগবান সগুণ বা বিগ্রহবান্ (personal) কিম্বা নির্গুণ বা বিগ্রহশূন্য (impersonal), এই বিবাদ এখনও চলিতেছে। যাঁহারা ঐরূপ বিবাদ করেন, তাঁহারা একবার ভাবেন না যে, ভগবান আমাদের মতন দুই প্রকারেরই হইতে পারেন। একেশ্বরবাদিতা (Deism), ঈশ্বরবাদ (Theism)

এবং স্বতঃসৃষ্টিবাদ (Pantheism) প্রভৃতি বাদ ঈশ্বরের কেবল একটী মাত্র বিভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যদিও নামমাত্র ঈশ্বরকে একদিকে পূর্ণ ও অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন এবং অপরদিকে বিগ্রহবান্ (personal) জগৎপিতা বলিয়া মানেন, কিন্তু আধুনিক কালে কেবলমাত্র শেষোক্ত মতটী গৃহীত হইয়াছে। প্রাচ্যদেশে সকল ব্যক্তি একেশ্বরবাদী (Deist) অথবা আস্তিক (Theist) বলিলে ভুল হয়; বৌদ্ধ অথবা মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহাই হউক, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ বলা খাটে না। এ সম্বন্ধে বেদান্তের মতই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের এক বিভাব অনুসারে তাঁহাকে অধিকারী পূর্ণ পরব্রহ্ম বলা হয়, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বৈকত্ব (unit) স্বরূপ; এবং অপর বিভাব অনুসারে তিনি অসংখ্য ও অনন্ত তদ্ব্যক্তিত্ব (individuality) মাত্র। প্রত্যেক তদ্ব্যক্তিত্ব তাঁহার এক একটী অণুমাত্র। এই সকল অণু দ্বারা তিনি ব্যষ্টি হইয়াছেন। বেদান্ত প্রথম বিভাবটী অনুসরণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বিভাবটী সাংখ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে আমাদের শরীরকে এক (unit বলা যায় এবং অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে উহাকে নানা বা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের একত্র মাত্র বলা যাইতে পারে এই দুই বিভাবের ভিতর আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেকে তাহার স্বভাবকে উৎসর্গ করিয়া অপরটী হইতে চেষ্টা করিতেছে, অর্থাৎ এক বহু হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং বহু এক হইতে চেষ্টা করিতেছে। এক বিভাব অনুসারে ব্রহ্মকে নির্বিকার, পূর্ণ এবং অদ্বিতীয় বলা হয় এবং অপর বিভাব অনুসারে ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, অবতার, ঋষি, দেবতা, পিতৃ এবং মনুষ্যগণ পর্য্যন্ত ব্যষ্টিরূপ তদ্ব্যক্তিত্বের (individualities) দ্বারা পরব্রহ্ম পরিব্যক্ত হইয়াছেন, এইরূপ বলা হয়। এক বিভাব অনুসারে ঈশ্বর পরব্রহ্মের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছেন এইরূপ বলা যায়, এবং অপর বিভাব অনুসারে তাঁহাকে একভাবে অবস্থিত অবিকারী বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ এক বিভাব অনুসারে ঈশ্বর ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল এবং অপর বিভাব অনুসারে তিনি পরিবর্ত্তনশূন্য,—দুইটী বিভাবের ভিতর

যদিও বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু দুইটী বিভাব না হইলে, ঈশ্বর পূর্ণ হন না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের এই দুইটী বিভাব হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও দুইটি ভিন্ন পথ উৎপন্ন হইয়াছে; একটীকে সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যা বলে, এবং অপরটীকে অধ্যাত্মবাদ (spritualism) বলে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে আমরা যাহাকে অবিকারী এবং পরিবর্ত্তনহীন বলিয়া অবগত হই, সেই পরমেশ্বরের অভিমুখে নির্বিশেষ ও পূর্ণ (absolute) সংবিতের পথে,—অর্থাৎ যে পথে দেশ, কাল এবং পার্থক্য—জ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সেই পথে,—অগ্রসর হওয়ার সাধারণ নাম ব্রহ্মবিদ্যা। ঈশ্বর অনন্ত বটেন, কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদ্‌পিঞ্জরে পুরিতে পারা যায় না। সেইজন্য উচ্চতম সান্তের মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর গুণের সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া, যে পথে অসংখ্য নরনারীকে উচ্চতম অধ্যাত্মিক প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায়, তাহাকে অধ্যাত্মবাদ (spritualism) বলে।

পরাবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে আমরা এই সত্যের সার উপলব্ধি করিতে পারিব। সাধারণ ব্যক্তির 'থিওসফি' সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা আছে। অনেকের বিশ্বাস যে, ইহা কর্ণেল অল্‌কটের 'থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীর, সহিত একার্থ বাচক। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিলে যে দোষ হয়, ঐরূপ বিশ্বাস করিলেও সেইরূপ দোষে দুষিত হইতে হয়। দৈবজ্ঞানপ্রসূত ধর্ম্মের নামই 'থিওসফি'। অতি পুরাকালে সাধারণ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে বিগ্রহবান্ বা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা ছিল। কিন্তু এই সকল সত্বেও ঈশ্বর যে নির্গুণ, এইরূপ বিপরীত ধারণাও অনেকের ছিল; ইহা গুপ্ত ভাবে শিখান হইত; এইজন্য ইহাকে গুপ্তবিদ্যা বলা হয়। * তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে পরাবিদ্যার তথ্য সকল

* লেখকের এই উক্তি আমরা সমিচীন বিবেচনা করি না। অধিক কি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্থিতি-কাল "যাবৎ গঙ্গা মহীতলে" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ লইয়া ব্রহ্ম উৎপন্ন হন। পং সং

প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে ইহা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদে প্রকাশিত হয়; তখন এই বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা হইত। ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে হিব্রু মনীষিগণ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা Psalm এবং Wisdom of Solomonএ এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে লোকে Hebraism বলিত এবং ঈশ্বরকে আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া সগুণরূপে মানাকে Hellenism বলা হইত।

পরাবিদ্যা Hebraism ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'থিওসফিক্যাল্ সোসাইটী' পরাবিদ্যার যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল; মনুষ্যের আত্মাই যথার্থ চিরস্থায়ী, ঐশ্বরিক সংবিতের ইহা অংশ মাত্র; মনুষ্যের অন্যান্য উপকরণ সকল পার্থক্য-জ্ঞানপ্রসূত; ইহারা ক্ষণস্থায়ী ভ্রমমাত্র; এই ভ্রম দূর করা সকলেরই উচিত। প্রত্যেক জীবরূপ পরমাণুর দ্বারা একটী মহান্ সংবিৎ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং সকল জীবই পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহা উপলব্ধি হইবে যে, সকল বিষয়ই এক এবং চিরস্থায়ী; সুতরাং মহান্ ঐশ্বরিক অস্তিত্বের কোন অংশে এমন কোন কার্য্য কিম্বা চিন্তা হইতে পারে না, যাহা মহান্ অস্তিত্ব না জানিতে পারেন। এইজন্য সমুদয় মনুষ্য যে কেবল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যেক ব্যক্তিরই এমন চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে সে নিজেকে ভগবানরূপী পূর্ণ সংবিতের সহিত এক বলিয়া ধারণা করিতে পারে এবং যাহাতে সে ঐন্দ্রিয়ক জগতের মোহ হইতে নিষ্কৃতি পায়,—এই মোহই তাহাকে মহান্ অস্তিত্ব হইতে পৃথক প্রতীয়মান করাইতেছে।

'থিওসফির' ইহাই সার মর্ম্ম। সুতরাং যে সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা বাহ্যিক (objective) জগৎ হইতে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞানপূর্ণ এবং ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানপূর্ণ জগৎ হইতে নিজেকে পৃথ করিতে চান এবং অন্তঃস্থ মহান্ সংবিতের সহিত এক হইতে চান, তাঁহারা থিওসফিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিন বা নাই দিন, তাঁহারাই যথার্থ থিওসফিষ্ট। প্রাচ্যদিগের যোগদর্শন, যাহা মায়ার

হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ করিতে চায়, তাহা 'থিওসফি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। নির্ব্বাণরূপ মহান সংবিৎ-সমুদ্রে ডুবদিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যখন মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহারা "থিওসফিষ্ট" ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? প্লেটো এবং পাইথাগোরাস এবং তাহাদের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের শিক্ষা 'থিওসফি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ, যাঁহারা সাধন, ভজন ও নির্জন-বাসের দ্বারা ভগবানের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা 'থিওসফিষ্ট' ভিন্ন আর কিছুই নহেন। জার্ম্মানির দার্শনিকগণ, যাঁহারা অন্তরস্থ আত্মাকে সর্ব্বাতিস্থায়ী জীবন ("transcendental life)" বলিয়া জানেন, তাঁহারা 'থিওসফিষ্ট' ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এবং খৃষ্টান-বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁহারা মানবীয় মনের মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঐশ্বরিক মনে আশ্রয় লইতে চান, তাঁহারা 'থিওসফিষ্ট' ভিন্ন আর কি হইতে পারেন?

অধ্যাত্মিক উন্নতির এই পথই যে কেবল 'একটা' মাত্র সত্য পথ, এবং ঐন্দ্রিয়ক জগৎ ঐশ্বরিক নয়, মানবীয়, সুতরাং পাপময়,—এইরূপ শিক্ষা মধ্যকালে খৃষ্টীয় মঠধর্ম্মের monasticism) দ্বারা পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবিদ্যা কখন এইরূপ শিক্ষা দেন নাই; বেদ কখন এইরূপ উল্লেখ করেন নাই; কেবল খৃষ্টীয় মঠধর্ম্মই এইরূপ শিখাইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবানের দুইটী বিভাব আছে। বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর জগতে সংহরণের (withdrawl) দ্বারা যে আমরা কেবল মাত্র তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করিতে পারি, তাহা নহে, উক্ত বিধির বিপরীত উপায়ের দ্বারাও, অর্থাৎ ক্রমাগত বাহ্যজগতের—প্রকৃতির এবং মানবজগতের—উপলব্ধির দ্বারাও আমরা তাঁহার চরণকমল লাভ করিতে পারি। ঈশ্বর সমুদয় সংবিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং যত আমরা বাহ্য সংবিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব, তত আমরা বিশ্বের আধারকে, অর্থাৎ যিনি আছেন বলিয়া আমাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিব। সেইজন্ত শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, "হে ভগবান্! তুমি মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তথায় সংবিতের উদ্রেক করিতেছ এবং বাহ্যজগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইতেছ; কিন্তু মনুষ্য যখন বাহ্যজগৎ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, তখন সে ঐশ্বরিক সংবিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে এবং তখন সে তোমাকে বিশ্বের সার বলিয়া অবগত হয়।"

বাহ্যপ্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করাই মনুষ্য জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহাতে আমরা কার্য্যোপযোগী হইতে পারি এবং যাহাতে আমরা ক্রমশঃ আমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের প্রসার করিয়া মনুষ্যজাতির উপকারে আসিতে পারি, এইরূপ করাই মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এইরূপ মতকেই ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism) বলে। এক সময়ে প্রাচীন গ্রীসে এইরূপ আদর্শ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকার মানবীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার সমষ্টিকে ঈশ্বর বলা হইত। সেই সময় এক এক মনুষ্য এক এক প্রকার পূর্ণতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইত। কেহ ভগবানকে বীররূপ, কেহ বা ভক্তিরূপ, কেহ বা জ্ঞানরূপ প্রভৃতি এক একটী গুণের পূর্ণ আদর্শ গঠিত করিয়া, সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু গ্রীসের ধ্বংসে এবং পাশ্চাত্য মঠ-ধর্ম্মের (monasticism) অভ্যুদয়ে ক্ষণকালের জন্য পাশ্চাত্য দেশে এই ধর্ম্ম নিষ্পেষিত হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক কর্ম্মশীল (practical) দিনে ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism) রূপ ধর্ম্ম পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে, বিশেষতঃ ইংরেজদের মধ্যে মস্তকোত্তলন করিতেছে। কিন্তু সকলেরই এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে, 'এই দুই প্রকার ধর্ম্মের ভিতর সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না; ইহাদের মধ্যে একটী ভুল এবং অপরটী ঠিক।' কিন্তু যেমন পারিবারিক (home) জীবন এবং সাধারণ (public) জীবন যথাসময়ে দুইটীই সত্য, এবং একই ব্যক্তি যেমন যথা সময়ে দুইটীরই চর্চ্চা করিতে পারেন, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দুইটী পথ যথাকালে উভয়ই সত্য এবং একই ব্যক্তি যথাসময়ে যে এই দুই প্রকার

পথেরই চর্চ্চা করিতে পারেন, তাহা অতি অল্প ব্যক্তিই অবগত আছেন। এই আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয়ে যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, হিন্দু-দর্শনে যে নির্গুণ ঈশ্বরের চূড়ান্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সেই নির্গুণ ঈশ্বরের চিন্তা এবং পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism)—রূপ সগুণ ঈশ্বরের আরাধনার মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কোন্‌টা পছন্দ করিবেন, তাহা স্থির করিতে আগামী অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ দেব।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

মঙ্গলাচরণ।

সতীং মতিং যো বিদধাতি সর্ব্বদা
নিবারয়ণ্‌ মন্দধিয়ং হৃদিস্থিতঃ।
পিতুশ্চ মাতুশ্চ তথাগ্রজন্মনাং
তনুং দধদ্‌যোঽনুদিনং প্রশাস্তি মাম্‌॥
অপারসংসারমহাসমুদ্রাৎ
উদ্ধর্ত্তুমিচ্ছন্‌ পতিতস্য বন্ধুঃ।
যঃ প্রাদদাৎ পাদতরীং প্রভুর্মে
মন্দাত্মনে দ্বন্দ্বনিপীড়িতায়॥
গুরুস্বরূপং তমহং সভক্তি
বিশ্বস্য বীজং প্রণমামি মন্দঃ।
তস্যৈব দেবস্য দয়ালবেন
জ্যোতিঃপ্রসঙ্গে মম সিদ্ধিরস্তু॥

হৃদয় মাঝারে সদসৎ দুই আছে মম অনুদিন,
সতের বর্দ্ধন করেন যে জন অসতে করিয়া ক্ষীণ।
পিতামাতা আর ব্রাহ্মণাদি যত শিক্ষাগুরু দেখি ভবে,
তাঁহারি প্রকাশ সে সবারে আমি বুঝিয়াছি অনুভবে।
তাঁদেরি শাসনে শিশুকাল হ'তে দুর্দ্দম হৃদয় মোর,
ধীরে—অতি ধীরে সতের আশ্রয় করিয়া হ'তেছে ভোর
অবশেষে, আহা, শ্রীগুরু হইয়া আসিয়া সম্মুখে মম,
জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে চক্ষু উন্মীলিয়ে ঘুচান অজ্ঞান তমঃ।
প্রকাশিয়া দয়া সংসারসাগরে করিবারে পরিত্রাণ,
দ্বন্দ্বনিপীড়িত মন্দমতি মোরে পদতরি কৈলা দান।
তাঁহার চরণে ভক্তিভরা প্রাণে আজি প্রণিপাত করি,
জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ কুসুম তুলিয়া ঢালি' দিনু ডালি ভরি।

গুরুশিষ্য সম্বাদ।

প্রথম প্রকরণ।

উপক্রম।

শিষ্য। মহাশয়, আমার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। অতি উত্তম ইচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। অনন্তের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই হৃদয়ের প্রসার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। অনন্ত কি?

গুরু। অনন্ত যে কি? তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। কোনও বিষয় কাহাকেও বুঝাইতে হইলে, আগে ঐ বিষয় নিজে আয়ত্ত

করিতে হয়। অনন্তের ধারণা করা সান্ত হৃদয়ের কর্ম্ম নহে। আগে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়টি জগতের হৃদয়ে মিশাইতে হইবে, তখন অনন্তের কিয়ৎ পরিমাণে ধারণা করা অসম্ভব হইবে না। এ সকল কথা কিন্তু আমাদের বর্ত্তমানের আলোচ্য নহে। এই জগত সেই অনন্তের একাংশ—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" জ্যোতিষের তত্ত্ব এই দৃশ্য জগতের ও তদনুস্যূত শক্তিনিচয়েব পরস্পরের সাপেক্ষতার বিষয় বুঝাইয়া দেয়, তাহাতেই আমরা সেই অনন্তশক্তির আভাস পাইয়া ক্রমে তাঁহাতে প্রাণ মিশাইবার জন্য ব্যগ্র হইতে শিখি। কিন্তু, বৎস, যদি জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিতে চাও, তবে একদেশদর্শী হইলে চলিবে না। জ্যোতিষের সর্ব্বাংশের বাহ্যাভ্যন্তর তত্ত্ব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কবিতে শিখিতে হইবেক।

শিষ্য। আপনি যেমন শিখাইবেন, তেমনি শিখিব।

গুরু। তাহা বলিলে হইবে না। ক্ষেত্র তোমার, বীজ বপনের পর তাহাতে তোমায় বারি সেচন করিতে হইবেক। সন্দেহরূপ কণ্টকবৃক্ষের উৎপত্তি হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে সযত্নে উৎপাটিত করিতে হইবে। শুধু বই পড়িলে বা উপদেশ শুনিলেই জ্ঞান হয় না। পরম পুষ্টিকর খাদ্যরাশি উদরস্থ করিলেই শরীরের পুষ্টি হয় না। খাদ্যরাশি হইতে যতটুকু পরিপাক করিতে সমর্থ হইবে, ততটুকু ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিলে যখন উহা জীর্ণ হইয়া ক্রমে শরীরের সপ্তধাতুতে পরিণত হইবে, তখনই পুষ্টি হইবে। অন্যথা অজীর্ণকর হইয়া পীড়াদায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য জ্যোতিষশাস্ত্রে কি কি বিষয় জানিতে পারিব ?

গুরু। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—সিদ্ধান্ত, সংহিতা এবং হোরা। সিদ্ধান্তভাগে, গণিতের সাহায্যে গ্রহগণের গতিবিধি, ও তদবলম্বনে, কালাদি বিভাগ, গ্রহণকালাদির নির্ণয় প্রভৃতি নির্ণীত হয়। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকার গণনাও সিদ্ধান্তানুগত বিবিধ চক্র খণ্ডাদির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সংহিতা-অংশে, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বিবিধ

সংস্কারাদির উপযুক্ত কাল ও ক্ষণ নির্ণয়ের সূত্র গ্রথিত আছে এবং তদ্ব্যতীত রাষ্ট্রবিপ্লব, ঝড়, ভূকম্প, বৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সূত্রও এই ভাগের অন্তর্গত। হোরা-ভাগে, গণিতাগত গ্রহের সাহায্যে কোনও নবজাত বালকের, অথবা কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তে, কোনও ব্যক্তি, জাতি বা রাজ্যের প্রতি কিরূপ গ্রহবল কার্য্য করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

শিষ্য। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ভেদে ব্যক্তি বা জাতি বা রাজ্য বিশেষের শুভাশুভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুরু। এই জগতে সকল পদার্থই পরস্পর সম্পর্কিত। জীব প্রথমে এই ভৌতিক জগতে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই, সেই সকল আকর্ষণ তাহার প্রতি কার্য্য করিতে থাকে। সেই সমুদায় আকর্ষণের মধ্যে তাৎকালিক গ্রহাদির আকর্ষণ অন্যতম। জ্যোতিষের সাহায্যে তাৎকালিক রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া গ্রহাদি সংস্থান নির্দ্দেশ করিলে কোন্ গ্রহ, সেই জাতকের কোন্ বিষয়ে কিরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সেই বিষয়ে, শুভ বা অশুভ সংঘটনের সহায়তা করিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এবং তদনুসারে অনুকূল বা প্রতিকূল বলের সৃষ্টি করিয়া শুভের বর্দ্ধন, ও অশুভের দমন চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শিষ্য। কোষ্ঠী প্রস্তুত শিক্ষা করিতে কত সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে?

গুরু। পঞ্জিকা সাহায্যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু কোষ্ঠী বিচার করিতে হইলে, গ্রহশক্তি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন আছে। ঐ জ্ঞানলাভ তত সহজ ব্যাপার নহে। কেন, তাহা ক্রমেই বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে, প্রভো, আমায় অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে নির্ভুল জন্মপত্র রচনা করিতে পারি, সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়া, তার পর ধীরে ধীরে গ্রহ-শক্তির বিষয় শিক্ষা দিবেন। প্রত্যক্ষ বিষয় সমূহের মধ্যে যে পরস্পর সম্পর্ক আছে, তাহা যেন আমার মন আপনি বুঝিতে পারিতেছে; কিন্তু ঐ বোধ তত দৃঢ় নয়। আপনার উপদেশে, বোধ হয়, শীঘ্রই দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

গুরু। আমি যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তুমি, কিন্তু, বাপু, কোনও কথা চাপিয়া রাখিও না। বুঝিতে না পারিলেই জিজ্ঞাসা করিও। কিন্তু আজ আরম্ভ করিতে পারিলাম না। আজ আমার কার্য্যান্তর আছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, প্রণাম। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-রূপের প্রতি।

বল তুমি কে আমার ?
মোহন-মূরতি হে তোমার।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবলি তোমায় দেখি,
নয়ন মুদিয়া হেরি হৃদয়-মাঝার ॥ ১

বল তুমি কে আমার ?
অসীম শকতি হে তোমার।
জনক জননী ভ্রাতা, পুত্র কন্যা কি বনিতা,
কেবল তোমার মায়া, তুমি মাত্র সার ॥ ২

বল তুমি কে আমার ?
অনন্ত উপরে হে সাকার।
শেষ'-পরে তুমি হরি, তব শেষ নাহি হেরি,
বিরাট বিশ্ব-মাঝারে নিত্য নিরাকার ॥ ৩

বল তুমি কে আমার ?
কে জানে হে তুমি কি প্রকার।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞান থাকা, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রের একান্ত প্রয়োজন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে, গ্রাহকগণ যখন যে প্রশ্ন করিবেন, এই প্রবন্ধে তাহার যথাসাধ্য সদুত্তর দিবার জন্য যত্ন করা যাইবে।

[লেখক]

বর্ষ মাস তিথি বার, বিশ্ব-বিভূতি তোমার,
ভাবাতীত ভাবে তব সকলি প্রচার ॥ ৪

বল তুমি কে আমার ?
ভালবাসা স্বভাব তোমার।
সকলি যদি হে তুমি, ভিন্ন তবে নহি আমি,
যে দিকে যে ভাবে দেখি, সব একাকার ॥ ৫

বল তুমি কে আমার ?
দয়াময় দয়ার সাগর।
ভূতনাথ ভূত সনে, ভ্রমিতেছ ত্রিভুবনে,
হে শিব, অশিব তুমি করিতে সংহার ॥ ৬

বল তুমি কে আমার ?
বুঝিলাম এত দিনে সার ;—
আমার তোমার যাহা, তোমার আমার তাহা,
পাগলের নাথ তুমি, পাগল তোমার,
তুমি সকলের মূল, তুমিই তোমার ॥ ৭

বসন্ত-যোগাশ্রম
পোঃ বিনোদপুর
যশোহর। } স্বামী কেশবানন্দ।

শ্রীমতী বেশান্তের ভারতবাসীর প্রতি উক্তি।

তোমারি কারণে সঁপিয়া জীবন,
তোমারি কাননে করিয়া চয়ন,
দিবস রজনী যতনে বহন,
ক'রেছি কুসুম রাজি।
পশিয়া আঁধার নিভৃত গহনে,
জ্বালিয়াছি দীপ তব তপোবনে,

রতনের খনি যথায় গোপনে,
জীর্ণ জরা স্তূপে আজি।
তবু কেন তব রুদ্ধ দুয়ার ?
আসিয়াছি ল'য়ে হের ফুলভার ;
প্রভাত সমীরে সৌরভে যাহার,
জগত উঠিছে জাগি।
কুসুমের বাসে এস প্রাণ খুলে,
ধরি বিশ্বজনে হৃদি মাঝে তুলে,
হও ধর্ম্মজাতি আত্ম পর ভুলে,
ব্যথিত সবার লাগি।
বিলাও ধরায় ধর্ম্ম সনাতন—
ভাই বলি সবে করি আলিঙ্গন ;
কি বৌদ্ধ খৃষ্টান অনার্য্য যবন,
সমতুল্য সবে হেরি।
শিখাও মানবে 'শাণিত কৃপাণ'
জগতে নারিবে তুলিতে নিশান ;
জ্ঞান ভক্তি প্রেমে, দ্বন্দ্ব অবসান,
নীরব সমর-ভেরী।—
উঠিছে অরুণ ঐ দেখ দূরে ;
শান্তিময়ী ঊষা আসে তব পুরে ;
মঙ্গল রাগিণী তাই নানা সুরে,
প্রভাতে উঠিছে বাজি।
'জপ তপ আর যোগ আরাধনা'
মহামন্ত্রে কর দেবত্ব সাধনা,
শুভ্র রণ-সাজে বিজয় ঘোষণা,
কৌষেয় চন্দনে সাজি।
শ্রীমন্মথ নাথ দে,
বাঁকিপুর।

বীজকের কথা।

(৮৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"জব্ গুরু মালিকে শরণ পরে, নারায়ণ হরে, নারায়ণ হরে। শূন্য শূন্য, মহাশূন্য, যাহাঁ সোহং ওহং ছুট গয়ো। জপভী মরে, জাপাভী মরে নারায়ণ হরে নারায়ণ হরে॥

জব্ কাল্‌কে সংশয় ছুট্ গয়ো—
মোহিঁ রহনে পড়ি হরকে দ্বারে।
সুখ চৈন হুই ন জিয়ে ন মরে—
নারায়ণ হরে, নারায়ণ হরে॥

অস্যার্থ (গুরুবাক্য)

"গুরুদেবের শরণাগত হইলে, নারায়ণের অস্তিত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। তখন এই সমস্ত শূন্যতে পরিণত হয়। কারণ আত্মা-রূপী অগস্ত্যমুনি এই সংসার-সাগরকে গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলেন। তখন সোহং, অহং জ্ঞানও থাকে না। জপ বা জপা থাকে না। তখন ধ্যেয় বা ধ্যাতা থাকে না—থাকে কেবল জ্ঞান মাত্র: তখন জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা থাকে না,—থাকে কেবল জ্ঞান মাত্র। তখন সুখ থাকে না—থাকে কেবল স্বস্তি মাত্র। ইহাকে আনন্দঘন আত্মা কহে।" এই আনন্দ বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহা সাধনা দ্বারা বুঝিবার বিষয়। সমস্ত বিষয়ানন্দ এই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারের সুখ, ত্রিভুবনের সুখ, সমস্ত তৃণবৎ বোধ হইয়া থাকে। অধিক কি, তখন ইন্দ্রপদ ও বিষ্ণুপদও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এবং সেই নরাকৃতি শিব স্বরূপ যোগী পুরুষের কৃপাকটাক্ষের নিমিত্ত পিতৃগণ, দেবগণ, দানবগণ ও মানবগণ সকলেই, লালায়িত। যোগীজন এই আনন্দ হইতে বিচ্যুত না হওয়াতে, তাঁহাকে অচ্যুতানন্দ বলা যায়। হে পুত্র! হে মিত্র! তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া অভ্যাসযোগ দ্বারা সাধন করিয়া এই সাধনের ধন আনন্দঘন আত্মার স্বরূপ লাভ করতঃ তন্ময় হইয়া যাও, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

জনৈক রিন্দ

বাক্-রোধ।

৩২৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি নিশ্চল পাষাণের ন্যায় শয্যার উপর পড়িয়া রহিলাম। একজন ধাত্রী আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আমার মনঃপ্রাণ তখন কি যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। এ কি উন্মাদের লক্ষণ? আমি বুঝিলাম, আমার এ জীবন চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মাধুরীর দশা কি হইবে? আহা, অভাগিনী মাধুরী! আর লাবণ্যকুমার? সে কি জীবিত আছে? কে জানে? কে আমাকে সে সম্বাদ আনিয়া দিবে? আমি মনে মনে প্রিয়শঙ্করকে অভিশম্পাৎ করিলাম! তাহার পর চিন্তা! মাধুরীর চিন্তা! লাবণ্যকুমারের চিন্তা! আপনার ভবিষ্যতের চিন্তা! চিন্তা—চিন্ত,—চিন্তা, অবশেষে চিন্তার জ্বালায় কি উন্মাদ হইব?

(৭)

বিহগ-কূজনে নবীন প্রভাত যখন জগতে আপনার আগমন বার্ত্তা ঘোষিত করিল, তখন আমি সুপ্তোত্থিত হইয়া শরীর বেশ সুস্থ অনুভব করিলাম। এ কয়দিন আমার উত্থান—শক্তি একেবারে ছিল না, কিন্তু আজ অক্লেশে বাতায়নের পার্শ্বে যাইয়া বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ধাত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমাকে বাতায়নে উপবিষ্ট দেখিয়া কহিল, "এই যে আজ কিছু ভাল দেখছি! সাহেবকে সুসম্বাদ দিব কি? সাহেব বড় ব্যস্ত। আজ তাঁর বিবাহ! বিবাহের উৎসব আজ কিছু হইবে না;—আপনার বড় অসুখ কি না? মিস্ গুপ্ত এইখানে এসেছেন, তিনি কাল আমাকে অনেক কথা বলেছেন! আপনাকে প্রায়ই দেখতে আসেন, আপনি নিদ্রিত থাকেন বলিয়া আর ডাকেন না। আহা! শুনিলাম এ বিবাহে তাঁহার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কেবল আপনার জন্যই ডাক্তার সেনকে বিবাহ করিতেছেন! আপনার এই অবস্থা, কে আপনাকে দেখিবে? তিনি ডাক্তার সেনকে বিবাহ করিলে এ বাটিতে

সর্ব্বদাই থাকিবেন এবং আপনারও সেবা সর্ব্বদা করিতে পারিবেন। আহা, কি কোমল হৃদয়! আপনার এ দুঃখে, তাঁরও দেহে যেন একটা কালি পড়িয়া গিয়াছে।” আমি সব শুনিলাম। মাধুরী প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আইসে! আমারই দুঃখে সে প্রিয়শঙ্করকে বিবাহ করিতেছে! কৃতজ্ঞতায় আমার চক্ষে জল আসিল! আমি বিছানায় শুইয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হায়! বালিকা আমার জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন দিল? এতদূর আত্মত্যাগ! ওরে আমার প্রিয়তমা মাধুরী! তোর এ ভালবাসা কি কখনও ভুলিব? ভগবান তোকে সুখী করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রাণের কামনা, বোন!

সহসা পট্টবস্ত্রের খস্ খস্ শব্দে চক্ষু ফিরাইলাম। এই যে মাধুরী আসিয়াছে! মাধুরীর চক্ষু রক্তবর্ণ! মুখ বিষণ্ণ—আজ আমারই জন্য তাহার কোমল প্রাণ বিষাদসিক্ত। হায় অভাগিনী! কবে তোমার মুখে হাসি দেখিব?

আমার বুকে মুখ রাখিয়া মাধুরী কহিল, “রেণু দিদি, দিদি আমার! আমি তোমার দাসী, তোমার ছোট বোন! আজীবন আমি তোমার সেবা করিব! আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখিব! আমি তোমার যতটুকু কষ্ট লাঘব করিতে পারি, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব!” মাধুরী কাঁদিতে লাগিল! আমিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হায়! দুইজনের একত্রে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জনে কি শান্তি!

সহসা কে কহিল, “মাধুরী বেশী কথা কহিও না, তাহা হইলে রেণুর যন্ত্রণা বাড়িবে?” আরও যন্ত্রণা বাড়িবে? হা নির্দ্দয় প্রিয়শঙ্কর!

মাধুরী কহিল, “এই দেখ কি যেন বলবে বলবে কচ্ছে ”

তবে কি মাধুরী আমার সজল চক্ষের ভাষাহীন দুর্ব্বোধ কথা বুঝিয়াছে!

মাধুরী কহিল, “লিখতে পারে কি না দেখলে হয়!” প্রিয়শঙ্কর কহিল, “দেখ, ক্ষোভ থাকে কেন?”

লিখিবার চেষ্টা করিলাম। লিখিতে বসিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। অক্ষর মনে পড়িল না—অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলাম! প্রিয়শঙ্কর যেন একটু প্রফুল্লচিত্তে কহিল, “লিখতে পার্ব্বে না! এখন চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই!

ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইবে বলিয়া এখনও আশা হয়! তবে তুমি এখানে বস মাধুরী ;—আমি যাই, আমার একটু কাজ আছে!"

প্রিয়শঙ্কর চলিয়া গেল। মাধুরী আমার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, "রেণু দিদি আমার, আমার বিশ্বাস, আমারই জন্য আজ তোমার এই দশা! আমাকে ক্ষমা কর, বোন্।"

মনের আবেগে মাধুরী আমাকে চুম্বন করিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "রেণু, আজ আমার কালরাত্রি! আজ আমার বিবাহ! তোমার কথাই সত্য ভাই, লাবণ্যকুমার আর ইহলোকে নাই! ডাক্তার সেনই আমার স্বামী হইবেন। কই রেণু, তুমিত ভাই এ বিবাহ বন্ধ করিতে পারিলে না?" আমি চক্ষের ভাষায় তাহাকে আমার প্রাণের করুণা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম! নীরব চোখের ভাষা,—এ কি মাধুরী বুঝিবে না?

মাধুরী কহিল, "এ বিবাহে আমার এই সুখ, যে দিনরাত্রি আমি তোমার সঙ্গিনী থাকিব। দিনরাত্রি সাধ্যমত আমি তোমার সেবা করিব! তোমারই জন্ম আজ এ বিবাহে আমার আপত্তি নাই। তবে দ্বিচারিণী হইব। তা কি আর করিব? যদি বিধাতার তাহাই অভিপ্রেত হয়।" মাধুরী উঠিতে চাহিল; আমি তাহার প্রতি করুণদৃষ্টিতে চাহিলাম। এ দৃষ্টির অর্থ, "বস, বস, এখন যেয়ো না; আরও কিছুক্ষণ থাক! আমাকে সুখী কর!"

মাধুরী আমার মনের ভাব বুঝিল! কারণ, বিনা বাক্যব্যয়ে সে আবার আমার পার্শ্বে বসিল। আমি তখন কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। আমার এ ব্যাকুল প্রাণের আকুল প্রার্থনা কি তিনি শুনিবেন না? আমি কাতর সন্তপ্তপ্রাণে ডাকিতে লাগিলাম, "ওগো প্রভু, ওগো দয়াময়, দয়াকর; একটা কথা দেব! শুধু একটা কথা বলিবার মত আমাকে সামর্থ দাও! দাও প্রভু, মুহূর্ত্তের জন্য আমার বাক্শক্তি ফিরাইয়া দাও! তাহার পর আজন্ম মূক করিয়া রাখ, আজন্ম অন্ধ করিয়া রাখ, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইব না! শুধু মুহূর্ত্তের বাক্শক্তি, একবার মাধুরীকে বলি, লাবণ্য জীবিত আছে, এই বাটিতেই সে আছে! দাও প্রভু, দাও দয়াময়, দাসী হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছে, তাহার মিনতি রক্ষা কর;

হে বিপদের আশ্রয়, দুঃখীর বন্ধু বিধাতা, দাও মুহূর্ত্তের জন্য বাক্‌শক্তি ফিরাইয়া দাও!"

যখন মনের আকুল প্রার্থনা আমি ভগবৎপদে উৎসর্গ করিতেছিলাম, তখন আমার চক্ষু, বোধ হয়, সে প্রার্থনার প্রভায় অমানুষিক জ্যোতি লাভ করিয়াছিল, নহিলে মাধুরী অমন বিস্ফারিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিবে কেন?

মাধুরী কহিল, "কি বলিবে রেণু? তুমি যেন কত কথা বলিবে বলিয়া মনে হইতেছে! একবার চেষ্টা কর! বল, কি বলিতে চাহিতেছ, বল! একবার চেষ্টা কর!" আমার সমস্ত শিরা কাঁপিয়া উঠিল। আমি প্রাণপণে আবার ভগবানকে ডাকিলাম, "ওগো নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, ওগো অন্তর্যামী দেবতা। মুহূর্ত্তের বাক্‌শক্তি দাও! মাধুরীকে রক্ষা কর; ওগো সতীর মানরক্ষক, ওগো বিপদভঞ্জন, সতী মাধুরীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।"

আমার ওষ্ঠ কম্পিত হইল! এ কয়দিন ওষ্ঠ অবশ ছিল! সহসা যেন শিরায় শিরায় একটা কিসের প্রবাহ বহিয়া গেল। আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম।

"মাধুরী!"

মাধুরী স্তম্ভিতভাবে কহিল, "একি, একি রেণু, রেণু দিদি কথা কহিলে? কি বলছ, বল—বল—আবার বল!"

মাধুরী আমার বুকে মাথা রাখিয়া আমার মুখের দিতে চাহিয়া বলিল, "বল, বল দিদি, কি বলবে—বল!"

আমি বুঝিলাম, অধিক কথা বলিবার আমার সামর্থ্য নাই! দুর্ব্বল জিহ্বা অধিক কথা কহিতে পারিবে না! কি বলিব, পূর্ব্বে স্থির করিয়া লইয়া আবার কথা কহিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম! বিধাতা মুখ ফিরিয়া চাহিলেন; স্বর ফুটিল!

"মাধুরী—বোন—প্রিয়শঙ্করকে—বিবাহ নহে! পিশাচ! লাবণ্য জীবিত—এই বাড়ীতে—অনুসন্ধান—প্রিয়কে—বিবাহ—কখনও—নহে!

প্রাণপণ চেষ্টায় এই কয়টি কথা কহিতে পারিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল! চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমি মূর্চ্ছিত হইলাম!

* * * * *

প্রায় দুইমাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি'র আশ্চর্য্য ক্ষমতাগুণে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। আরোগ্যলাভান্তে মাধুরী আমাকে সকল কথা বলিল;—আমার কথা শুনিয়া মাধুরী সে বাটিতে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া লাবণ্যকে বাহির করে। তাহাদের প্রথম সাক্ষাত বড়ই পুলকপ্রদ হইয়াছিল! আমার বাক্‌শক্তি লাভের দুইঘণ্টা পরে প্রিয়শঙ্কর বাটীতে আইসে। ইতিমধ্যে মিষ্টার গুপ্ত, তাঁহার পত্নী প্রভৃতি আসিয়া আমাকে ও লাবণ্যকে তাহাদের বাটি লইয়া যান্! প্রিয়শঙ্কর আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া মিঃ গুপ্তের বাটিতে গমন করে। তথায় মিঃ গুপ্ত তাঁহাকে বিস্তর তিরস্কার করেন ও তাঁহার সহিত মাধুরীর বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন! প্রিয়শঙ্কর তাহার পর জানিতে পারে, আমি না কি বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছি। ইহার দুই সপ্তাহ পরে প্রিয়শঙ্কর, আপনার বালিগঞ্জস্থ বাটি বিক্রয় করিয়া কোথায় চলিয়া যায়। সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে না কি এখন রেঙ্গুনে ডাক্তারী করিতেছে। সেখানকার জনৈক মিশনারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া খৃষ্টান হইয়াছে! লাবণ্যও সুচিকিৎসকের চিকিৎসার গুণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। "তাহার পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন! আমি বেশ আরোগ্য লাভ করিলেই মাধুরীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। আমার পীড়ার জন্যই তাহাদের বিবাহ স্থগিত রহিয়াছে। মিষ্টার গুপ্ত ও লাবণ্যকুমারের বিশেষ ইচ্ছা, যদি আমার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি যেন মাধুরীর সহিত চিরদিন তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় বাস করি। আর মাধুরী? সে ত স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছে, "তুমি যদি না কাছে থাক, তবে আমি কখনও বিবাহ করিব না।" এমন পাগলও মানুষে থাকে!

যাক্—অদৃষ্টে যে কষ্টটা ছিল, তাহা ত ভোগ করিলাম। এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি। এখন দৌর্ব্বল্য ছাড়া রোগের আর কোনও চিহ্ন বর্ত্তমান

নাই! এখন বেশ সুখীও হইয়াছি; মাধুরীর হাসিমুখ দেখিয়াও যদি সুখী না হই, তাহা হইলে ত আমার মরণই মঙ্গল!

লাবণ্যকুমারের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইলেই আমরা সকলে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য একবার ওয়াল্টেয়ারে যাইব। কাল মাধুরীর বিবাহ! আমাদের বাটিতে যেন আমোদের পুলকহাস্য জ্যোৎস্নার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে!

এতদিন পরে তবে সেই চির-ঈপ্সিত দিন আসিল! এখন একবার সেই ম্লানমুখী মাধুরীর পানে চাহিয়া দেখ দেখি, এখন যেন সে হাসির প্রতিমা-খানি! এইমাত্র সে আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, "গান গাহিতে হইবে!" আমি কহিলাম, "একটু পরে যাইতেছি।" তাহার আর এক-মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিল না;—ঐ যে পিয়ানো বাজিতেছে! আর ঐ না মাধুরীর কণ্ঠ! হাঁ মাধুরীই যে গাহিতেছে,—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো॥"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামচন্দ্র।

(৩০৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তখন হনুমান মনে মনে রামসীতাকে অজস্র প্রণাম করিলেন। সীতার দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ হইল। সীতা অসংখ্য রাক্ষসী পরিবৃতা! তাহাদের বিকট বদন দেখিলে, স্বতঃই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাহারা মদ্যপানে মত্ত ও আমমাংস ভক্ষণ করিতেছিল, তাহাদের দেহ রক্তপ্লুত হইয়াছিল। এমন সময়ে তথায় রমণী—পরিবৃত রাবণ উপনীত হইল। রাবণ পাছে দেখিতে পায়, এই ভয়ে হনুমান বৃক্ষে আরোহণ

করিলেন। সীতা, হরিণ যেমন ব্যাঘ্র দর্শনে কম্পান্বিতা হয়, রাবণ দর্শনে সেইরূপ কম্পান্বিতা হইতে লাগিলেন। রাবণ তাঁহাকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিতে লাগিল।—সীতে, দেবশিল্পী তোমায় প্রস্তুত করিয়া নিশ্চয়ই মোহিত হইয়াছিলেন। সীতে, তুমি আমায় ভজনা কর; আমি তোমায় আমার প্রধানা মহিষী করিব। ত্রিভুবনে যত রত্ন আছে, আমি সমুদয় তোমায় দিব, আমার সমুদয় রাজ্য তোমার চরণে অর্পণ করিব। রাম তোমায় উদ্ধার করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। আর কেন বৃথা রামের আশায় কষ্ট পাও। রাবণ এইরূপে অনেক অনুনয় করিল, কারণ রাবণের প্রতি শাপ ছিল যে, সে অনভিলাষিণী রমণী বলপূর্ব্বক অভিগমন করিলে তদ্দণ্ডেই তাহার মৃত্যু হইবে।

রোদনপরায়ণা সীতা ধীরে বলিলেন, "আমার প্রতি মন অর্পণ করিও না, তোমার পত্নীদিগের প্রতি মন দাও। আমি পতিগতপ্রাণা, আমার আশা ত্যাগ কর। ধনে বা সম্পদে আমায় মোহিত করিতে পারিবে না। পৃথিবীর সম্পদ আমি অতি তুচ্ছ মনে করি। যেমন সূর্য্যের দীপ্তি সূর্য্যেরই, আমিও তেমনি শ্রীরামের জানিও। আমাকে আমার রামের নিকট ফিরাইয়া দাও, তোমার মঙ্গল হইবে। রামের সহিত মৈত্রী স্থাপন কর, তিনি দয়ার অবতার। রাঘব ক্রুদ্ধ হইলে তোমার নিস্তার নাই।"

তৎপরে, রাবণ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; অবশেষে আর দুই মাস মাত্র অপেক্ষা করিয়া তোমায় খণ্ড খণ্ড করিব বলিয়া, রাক্ষসীদিগকে তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে আদেশ পূর্ব্বক, স্বীয় প্রাসাদে প্রস্থান করিল। সীতা সতী তাঁহার সতীত্ব বলেই চির বিজয়িনী! দশ মাস কাল সীতা রাক্ষসগৃহে বাস করিতেছেন, অশেষ উৎপীড়ন—অশেষ যন্ত্রণা—কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দুর্ব্বলতা আর কোমলতা দুটি স্বতন্ত্র গুণ। সীতা কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু তিনি দুর্ব্বলা নহেন।

রাবণ চলিয়া গেলে, রাক্ষসীগণ সীতার চারিদিকে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। সীতা ধীরভাবে বলিলেন, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, আমায় ভক্ষণ কর! আমার স্বামীকে তোমরা ভিখারী বলিতে

পার, কিন্তু তিনিই আমার স্বামী, আমার পরম গুরু; আমি চিরদিন তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি, হনুমান যে বৃক্ষে ছিলেন, সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী তথায় আসিয়া, অন্যান্য রাক্ষসীদিগকে বলিল যে, সে এক ভীষণ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। যেন রাম ও লক্ষ্মণ দৈবরথে আরোহণ করিয়া আছেন, সীতা দুগ্ধফেনবৎ সুশুভ্র বসনে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন। আর রাবণের মস্তকহীন দেহ কর্দ্দমাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। বিভীষণ ব্যতীত আর যত রাক্ষস যমালয়াভিমুখে গমন করিতেছে, অতএব আর সীতাকে উৎপীড়ন করিবার আবশ্যক নাই। অনন্তর তাহারা দূরে চলিয়া গেল।

এ দিকে হনুমান বৃক্ষের উপর বসিয়া ভাবিতেছেন, কিরূপে সীতাকে বার্ত্তা জ্ঞাপন করি। অবশেষে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় রামচরিত বর্ণনারম্ভ করিলেন। সীতাহরণ ও বানরগণের, অনুসন্ধান কাহিনী বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি যে লঙ্কায় আসিয়া তাঁহার সাক্ষাত পাইয়াছেন, একথাও জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বাক্যে, প্রথমে সীতা আশ্চর্য্য হইয়া বৃক্ষপানে চাহিয়া দেখিলেন। রাক্ষসীরা দেবভাষার বাক্য কিছুই বুঝিল না। সীতা দেখিলেন, বৃক্ষোপরে একটি বানর। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সীতার বিশেষ আনন্দ হইল না, প্রত্যুত মনে ভয়ের উদয় হইল। এমন সময়ে হনুমান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, রাম-মহিষী বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিলেন এবং রামের কুশল জ্ঞাপন পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের আকৃতি ও গুণ বর্ণনা করিয়া অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন।

ক্রমশঃ

মহাজনো যেন গতঃ স

পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

Printed by B C. Sanyal, at the Bengal Chemical Steam Printing Works,
91 Upper Circular Road Calcutta

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। | মাঘ, ১৩১০ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

(পূর্ব্ব সংখ্যা ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

বিরহ।

গোপীদের বিরহ এক অপূর্ব্ব শিক্ষা। ধর্ম্ম জগতে এরূপ শিক্ষা আর নাই। বিরহে গোপী একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিরহোন্মাদে তাঁহারা একবারে কৃষ্ণময়ী হইয়াছিলেন। ভক্ত হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য

বিরহলীলা এক মাত্র উপায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই লীলার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই লীলা প্রকট করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জগন্নাথ ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর অবস্থান অত্যন্ত রহস্যময়। শচীমাতার আজ্ঞা কেবল উপলক্ষণ মাত্র। মূল প্রয়োজন বিরহলীলার বিকাশ। ভাগবতে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, অক্রূর কর্তৃক কৃষ্ণহরণের পর গোপীদিগের দিব্য বিরহ যাহা শুকদেব বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিজ জীবনে তাহা প্রকট করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শন করিলেই মহাপ্রভুর মনে এক শ্লোকের উদয় হইত।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র ক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ॥
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলা বিধৌ
রেবা রোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এই শ্লোকানুগত মহাপ্রভুর ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

এই বিরহভাব চৈতন্য লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব। চৈতন্য লীলায় এই বিরহ ভাবের পূর্ণ বিকাশ। রাসলীলার বিরহোন্মাদ এই বিরহ ভাবের প্রথম আবির্ভাব।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইবযুথপম্॥ ১০-৩০-১-

ভগবান্ এইরূপে সহসা অন্তর্হিত হইলে, ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার অদর্শনে যূথপতি গজেন্দ্রের অদর্শনে কারণীগণের ন্যায় অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ
মনোরমালাপবিহার বভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ॥　　১০-৩০-২

ব্রজরমণীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ চেষ্টায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। আহা, শ্রীকৃষ্ণের সেই সবিলাস নিরীক্ষণ! কখনও মন্দগতি, কখনও অনুরাগের লহরী, কখন বা মধুর হাস্য। এই জন্য বঙ্কিম নয়নের কতই ভঙ্গিমা। আর সেই মনোরম আলাপ, চিত্তহারী ক্রীড়া, আর কত যে বিলাস। ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত একবারে সেই সকল বিলাসে পরিপূর্ণ। তাঁহারা কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া সেই সকল চেষ্টার অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকাঃ
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥　　১০-৩০-৩

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গতি, হাস্য প্রেক্ষণ, ভাষণ ইত্যাদিতে গোপীদের চিত্ত গাঢ় সংলগ্ন। ঐ সকলে তাঁহারা অত্যন্ত আবিষ্ট। অবলাগণ একবারে তদাত্মিকা। তাঁহাদের আর নিজের বিলাস কি চেষ্টা থাকিল না। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাই তাঁহাদের বিলাস ও চেষ্টা হইল। এখন কি তাঁহারা আপনাদিগকে কৃষ্ণমনে করিয়া পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। "তত্বমসির" আর বাকি থাকিল কি?

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশ বদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥　　১০-৩০-৪

তাহার পর সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন। উন্মত্তবৎ তাঁহারা বন হইতে বনান্তরে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। বনস্পতি সকলকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি। শ্রীকৃষ্ণ ত আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত।

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ১০-৩০-৫

হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, তোমরা ত দূরদর্শী। নন্দপুত্র প্রেম ও হাস্য বিলসিত অবলোকন দ্বারা আমাদের মনহরণ করিয়া চোরের ন্যায় কোথায় পলাইয়া গেলেন, দেখিয়াছ কি ?

কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনা মিতোদর্পহরস্মিতঃ॥ ১০-৩০-৬-

হে কুরবক, অশোক, নাগপুন্নাগ, ও চম্পক, তোমরা পুষ্পদ্বারা অনেকের উপকার করিতেছ। একবার বল দেখি মানিনীব দর্পহারী হাস্য বিশিষ্ট রামানুজ কোথায় গেলেন।

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥ ১০-৩০-৭

হে তুলসি, হে কল্যানি, তুমি ত গোবিন্দের চরণ প্রিয়। অলিকুলের সহিত তিনি তোমাকে ধারণ করেন। তিনি তোমার অতি প্রিয়। তুমি কি সেই অচ্যুতকে দেখিয়াছ ?

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ১০-৩০-৮-

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি যূথিকে তোমরা ত স্ত্রীজাতি বট, আমাদের দুঃখ তোমরা বুঝিতে পারিবে। আর তোমাদের অত্যন্ত গুণ থাকিলেও তোমরা নম্র। মাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া কি এ দিকে গিয়াছেন বলিতে পার !

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।

যেঽমী পরার্থভবকা যমুনোকুলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণ পদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ১০-৩০-৯
আম্র পনস পিয়াল জম্বুকোবিদার
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা পাইলা দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো ব্রত কেশবাঙ্ঘ্রি
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥ ১০-৩০-১০

হে ক্ষিতি, তুমি কি তপস্যা করিয়াছিলে। কেশবের চরণ স্পর্শে তোমার নিত্য উৎসব। ঐ দেখ কুশাদি রোম সকল পুলক ধারণ করাতে তোমার কি শোভা হইয়াছে। তোমার এ রোমাঞ্চ কি এখন তোমার কৃষ্ণচরণ স্পর্শ জনিত, না বামন অবতারের পাদ সংক্রমণ দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই আছে। অথবা তাহারও পূর্ব্বে বরাহদেব কর্তৃক তুমি আলিঙ্গিত হইয়াছ বলিয়া। যাহা হউক তুমি ত কৃষ্ণকে নিশ্চয় দেখিয়াছ। দেবি, তুমি তাঁহার উদ্দেশ বলিয়া দাও।

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ১০-৩০-১১
বহমৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা নাহিক অন্যথা॥
রাধার প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার জৈছে অঙ্গ গন্ধ॥
রাধা অঙ্গ সঙ্গ কুচ কুঙ্কুম ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীত পদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১০-৩০-১২

আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প ফল ভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব কর নমস্কার।
কৃষ্ণ গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে॥
নীলপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিতে॥
তোমরা প্রণাম কি করিয়াছ অবধান।
কিবা নাহি কর কহ বচন প্রমাণ॥

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ ১০ ৩০ ১১

এই লতা সকলকে জিজ্ঞাসা কর। যদিও ইহারা বনস্পতির বাহু আলিঙ্গন করিয়া আছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নখস্পৃষ্ট না হইলে এমন পুলক হবে কেন?

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০-৩০-১৪

এইরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে কাতর হইয়া উন্মত্তবৎ বাক্য বলিয়াছিলেন। এবং তদাত্মিকা হইয়া তাঁহারা ভগবানের প্রসিদ্ধ লীলা সকল অনুকরণ করিয়াছিলেন। কেহ বা পূতনা হইয়া কৃষ্ণকে স্তন দিয়াছিলেন, কেহ বা কৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন পান করিয়াছিলেন। কেহ বা বালক হইয়া পদ দ্বারা শকট ভঞ্জন করিয়াছিলেন। কেহ তৃণাবর্ত্ত হইলেন, কেহ বক হইলেন। কেহ বৎসহইলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন। কেহ গোচারণ করিতে লাগিলেন। কেহ বেণুবাদন করিতে লাগিলেন। কেহ সাধু সাধু কহিতে লাগিলেন। কেহ অন্যের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া

চলিতে লাগিলেন এবং একান্ত তন্মনা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমি কৃষ্ণ, আমার গতি কেমন মধুর।" কেহ বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বাত বর্ষা হইতে ভয় পাইও না। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" এই বলিয়া অতি যত্নে আপনার উত্তরীয় হাত দিয়া ঊর্দ্ধে তুলিলেন। কেহ বা কাহারও মাথায় চড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দুষ্ট সর্প তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। জাননা কি আমি খলের দণ্ডকর্ত্তা?" একজন বলিলেন, "হে গোপগণ, দেখ কি উগ্র দাবানল। তোমরা সত্বর নয়ন মুদিত কর। আমি তোমাদের মঙ্গলবিধান করিব" কেহ যেন উলূখলে বদ্ধ হইয়া ভীতের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

আবার গোপীগণ বৃন্দাবনের তরুলতাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥ ১০-৩০-২৫

দেখ, দেখ, মহাত্মা নন্দনন্দনের পদ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ধ্বজপদ্ম বজ্রাঙ্কুশযবাদি চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজিত রহিয়াছে।

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোহগ্রতো বলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমাব্রুবন্॥ ১০-৩০-২৬

সেই সকল পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গোপবালাগণ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পদের সহিত অন্য রমণীর পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহারা কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন।

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥ ১০-৩০-২৭

আহা! কোন্ ভাগ্যবতী নন্দপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে? কাহার এই সকল পদচিহ্ন? করিণীর কর যেমন গজেন্দ্র আপনার স্কন্ধদেশে বহন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রকোষ্ঠ দেশ আপনার স্কন্ধের উপর রাখিয়াছিলেন।

অয়নারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ১০-১০-২৮

ইনিই যথার্থ ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন। নিশ্চয় সেই আরাধনাই আরাধনা। দেখ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ প্রীত মনে ইহাকে নির্জ্জন প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

নিশ্চয় রাধিকা, তুমি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলে। তোমার রাধিকা নাম জগতের মধ্যে সার্থক। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণকালে অন্য গোপীর ন্যায় তোমার আত্ম অভিমান হয় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ত্যাগ করেন নাই। তুমি গোপীর অগ্রণী। তুমি জীবের অগ্রণী। তুমিই শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তি।

দেবীকৃষ্ণময়ীপ্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ। দানকেলি কৌমুদী

রাধাপ্রেম বিভু আর বাড়িব নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥
যাহা হইতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥

হরিরেব ন চেদবাতরিষ্য
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষত স্তদাত্র॥ বিদগ্ধ মাধব।

হে মধুর-নয়না বৃন্দে, যদি কৃষ্ণ ও রাধা মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে জীবসৃষ্টি বিশেষতঃ কামের সৃষ্টি জগতে বিফল হইত।

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥ ১০-৩০-২৯

হে সখীগণ, এই সকল গোবিন্দের চরণপদ্মরেণু অত্যন্ত পবিত্র। ব্রহ্মা, শিব, রমা, দেবী ইঁহারাও আপন অর্ঘ বিনাশের জন্য এই রেণু মস্তকে ধারণ করেন। ক্রমে আমরাও এই রেণু আপন আপন মস্তকে ধারণ করি। তবে যদি কৃষ্ণের দর্শন পাই।

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥ ১০-৩০-৩০

সেই আরাধিকার পদচিহ্নগুলি আমাদের মনে ক্ষোভ জন্মাইতেছে। গোপীদের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা। সে একলা তাহা হরণ করিয়া ভোগ করিতেছে।

ছি! ছি! গোপীগণ এটি ত তোমাদের উপযুক্ত কথা নয়। রাধিকা ত কাহারও কোন দোষ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে যেমন অধিকার দিয়াছেন, সে তাহাই করিতেছে। রাধিকারও যদি গর্ব্ব হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও ত্যাগ করিতেন। যখন তাঁহার গর্ব্ব হইবে, তখন তাঁহাকেও ত্যাগ করিবেন। তবে এখন তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা আপন গর্ব্ব খর্ব্ব কর।

বাস্তবিক গোপীদের এ ক্ষোভ হিংসার ক্ষোভ নহে। তাঁহারা রাধিকাকে প্রাণের অধিক জানেন। তথাপি মিশ্রিত পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদের নিজকষ্ট আরও অধিক হইয়াছিল।

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ১০-৩০-৩১

এইখানে ত আর সেই বালিকার পদচিহ্ন দেখা যায় না। নিশ্চয় তৃণাঙ্কুরে তাহার সুকুমার অঙ্ঘ্রিতল ব্যথিত হইয়াছিল। তাই প্রিয়বর প্রেয়সীকে আপন স্কন্ধে উঠাইয়াছেন।

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥ ১০ ৩০-৩২

দেখ, বধুকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন বলিয়া এখানে ভারাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের পদ অধিক মগ্ন। আবার দেখ এইখানে পদচিহ্ন নাই। পুষ্প চয়নের জন্য নিশ্চয় তিনি কান্তাকে এইখানে নামাইয়াছেন।

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে॥ ১০-১০-৩২

এই খানেই তিনি প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। কারণ প্রপদে ভর করিয়া যাওয়াতে, এই পদচিহ্নগুলি খণ্ডিত।

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ১০-৩০ ৩৩

দেখ! এইখানে জানুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই বালিকাকে রাখিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন। নিশ্চয় এইখানে তাহার কেশ বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং নিজে উপবিষ্ট হইয়া তাহার ফুলের চূড়া করিয়া দিয়াছেন।

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥ ১০ ৩০-৩৪

শুকদেব বলিতেছেন, গোপীগণ! কেবল তাহাই নয়। সেই আত্মারাম, আত্মরত, বিকারবিহীন শ্রীকৃষ্ণ সেই বালিকার সহিত সেই স্থানে রমণ করিয়াছিলেন। কেন তিনি রমণ করিয়াছিলেন! সেই আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, অখণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে রমণ করিয়াছিলেন। কারণ এখন ত আমরা বুঝিতে পারিয়াছি; জগতের বিশেষ প্রয়োজন ভক্তির নিগূঢ় মর্ম্ম না থাকিলে ভগবান্ রমণ করেন না। তাঁহার নিজের রমণেচ্ছা অসম্ভব। যে হেতু তিনি আত্মারাম, আত্মরত ও অখণ্ডিত। তাই শুকদেব বলিতেছেন, এ রমণের উদ্দেশ্য কেবল স্ত্রীজাতির দুরাত্মতা, কামীর দীনতা, ও নিজের অখণ্ডিতত্ব দেখাইবার জন্য। "অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈরনাকৃষ্টঃ"—শ্রীধর। রমণী যেমনই বিলাস দেখাক্ না কেন, কিছুতেই তিনি আকৃষ্ট হইতেন না।

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যোবিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়োবনে॥ ১০-৩০-৩৫
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ১০ ৩০-১৬
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র ত মনঃ॥ ১০-৩০-৩৭

এইরূপ পরস্পরকে দেখাইতে দেখাইতে গোপীগণ বিমনা হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অন্য রমণী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে গোপ রমনীকে নির্জ্জন বনে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি ও আপনাকে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। "দেখ শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই অবলম্বন করিয়াছেন।" মনে মনে তাঁহার গবব হইল। কিছু দুর গিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ, আর ত আমি চলিতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে বহন কর।

রাধিকে, এবার তুমিও ফাঁদে পড়িলে। দিদি! তুমিই যে সকলের ভরসা। জগৎ তোমার পানে চাহিয়া আছে। যদি তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, তবেই ত সকলে সম্মুখীন হইবে। ছি! ছি! আজ তুমিও স্ত্রীজাতির নাম হাসাইলে। ঐ শঠ, আজ তোমাকে দিয়াও স্ত্রীজাতির দুরাত্মতা পরীক্ষা করিল। কিছুতেই না পেরে, শেষে সেই একান্ত রমণ। আর কৃষ্ণ আমরা এবার তোমাকে পরীক্ষা কবিব। দেখি তুমি রাধিকার ফাঁদে পড় কি না।

"এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহস্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।" এইরূপে কথিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন এই আমি বসিতেছি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।

এইবার, এইবার কামীর দৈন্য কে দেখায়। পুরুষ হইলেই কি কামে অবশ হয়। তুমিও পুরুষ। তুমিও কামের দৈন্য দেখাইলে। এইবার ত কাঁধে চড়াইতে হবে। আমরা না হয় নিত্য চড়াইতেছি। তুমি ত একদিনও চড়াও। শ্রীমতি রাধিকে! ভাল করিয়া কাঁধে চড়।

ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥ ১০-৩০-৩৮

যেই সে গোপী কাঁধে চড়িতে যাবেন সেই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

আর সেই বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর, তোমাকে কামী বলিয়া বড় পাপ করিয়াছি। দীন বৎসল, দোষ লইবে না। আমরা শ্রীমতী রাধিকাকে তোমা অপেক্ষাও ভালবাসি। তাই তাঁহার জন্য তোমাকে কামী বলিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সত্য সত্য, তুমি অখণ্ডিত সত্য, সকল জীবই তোমার পরীক্ষার স্থল ও তুমি পরীক্ষার অতীত। আমাদের শ্রীমতীও তোমার পরীক্ষার স্থল।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০-১০-৩৯

হে নাথ, হে প্রিয়তম, হে মহাভুজ। কোথায় তুমি, কোথায় তুমি! দেখ তোমার দাসী অত্যন্ত কাতর। এইবার আমি তোমার চির দাসী। আর গরব করিব না। আর কাঁধে তুলিতে বলিব না। সখে, দেখাও তোমার নিকটে কিরূপে যাব।

শ্রীমতীর রোদনে জগৎ ভরিয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করিয়া হাহাকার রব উত্থিত হইল। ঋষিগণ, দেবগণ মূর্চ্ছিত হইলেন।

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥ ১০-১০-৪০

ভগবানের মার্গ অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ অদূরে প্রিয় বিচ্ছেদ মোহিতা দুঃখিতা নিজ সখীকে দেখিতে পাইল।

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ১০-৩০-৪১

সখীর নিকট তাঁহার মান প্রাপ্তি এবং দুরাত্মতা নিবন্ধন অবমান শ্রবন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহারা এখন সকলে সমবেত হইয়া একবার বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, পরে অন্ধকার দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥ ১০-১০-৪৩

তন্মনস্ক, তদালাপ, তদ্বিচেষ্ট ও তদাত্মিক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আপনার গৃহ আদি কেহই আর স্মরণ করিলেন না।

এস, সকলে মিলিয়া একবার গোপীগণকে প্রণাম করি। একবার তাঁহাদের চরণ ধুলি মস্তকে ধারণ করি।

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ১০-৩০-৪৪

পুনরায় সকলে যমুনার পুলিনে আগমন করিয়া কৃষ্ণের ভাবনা করিতে করিতে কৃষ্ণের আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া সমবেত স্বরে কৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

পরাবিদ্যা।

(পৌষ সংখ্যার ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে 'পছন্দের' কথা উঠে কেন? Hellenismকে Hebraismএর বিপরীত ভাবা হয় কেন? উভয়ের সম্মিলন কিকল্পনাতীত? ভগবানের শ্রীচরণে মিশিয়া যাইবার জন্য সকলেরই আন্তরিক বাসনা রহিয়াছে, ইহাকেই ভগবানের জন্য অনুরাগ বলে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুটনের জন্য অর্থাৎ ভগবানরূপ মহান্ আদর্শের ন্যায় হইবার জন্য কি সকলের ঐরূপ সমান বাসনা অন্তরে জাগিতেছে না? ভগবানের ভক্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতি জগতে প্রকাশ করিতে কি আমাদের স্বতঃই ইচ্ছা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভগবানের দুই বিভাব,—প্রথম, পরিবর্ত্তনহীন (Eternal) নির্গুণ সর্ব্বৈকত্ব ভাব, এবং দ্বিতীয়, পরিবর্ত্তনশীলভাবময় সগুণ (personal) ভাব। যদি ভগবানে এই দুই সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাঁহার আদর্শে গঠিত মনুষ্যে, তাহা সম্ভবপর না হইবে কেন? সুতরাং যাঁহারা

আমাদিগকে ব্রহ্মরূপ পূর্ণসত্তার অংশ বলিয়া মানিয়া লইয়া ব্রহ্মবিদ্যার ঘোষণা করিতে চান, তাঁহারা আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ভাবিয়া ব্যক্তিত্ববাদের (Individualisn) সত্য হৃদয়ঙ্গম করুন। ব্যক্তিত্বই সৃষ্টিতত্ত্বের একটী মূল উপাদান, তাহা না হইলে ভগবান আমাদের মনে ব্যক্তিত্বের বা অহংভাবের সঞ্চার করিতেন না। *

বেদে এবং উপনিষদে এই উভয় প্রকার ধর্ম্মপথেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য মহান্ সংবিতের ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলে, অর্থাৎ যখন তিনি অন্তর মধ্যে শান্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন ইন্দ্রিয়জ জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নির্দ্দিষ্ট পার্থিব কার্য্য করা উচিত ; তিনি বাহ্য জগতের কেহ নন কিন্তু সদা সর্ব্বদা অন্তর্জ্জগতে অবস্থিত রহিয়াছেন, এই জ্ঞান থাকা উচিত। বাহ্য জগৎ নিজ মায়া বা ভ্রম নহে, কিন্তু যখন আমরা বাহ্যজগতে থাকি তখন ভগবান হইতে এবং অপর সকল হইতে আমরা নিজেকে যে পৃথক ভাবি এবং বিষয় সকলের সুখকর অথবা দুঃখকর ইত্যাদি ধারণা করি সেই ধারণাকেই ভ্রম বা মায়া বলে। এই সকল উপদেশ ব্যক্তিত্ববাদ নয়তো আর কি? আমরা যন্ত্রী, ভগবান আমাদের দ্বারা এবং আমাদের ভিতর দিয়া স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন, এবং আমরা প্রত্যেকে এই বিশ্বের এক একটী অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, ভগবানের আদর্শে কার্য্য করিতেছি এবং এই বিশ্বরূপ নাট্যালয়ে অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগকে এক একটী অভিনয়াংশ অর্পিত হইয়াছে, এই প্রকার ধারণা সকলের নামই যথার্থ ব্যক্তিত্ববাদ।

উপনিষদে একস্থানে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, জনৈক শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, 'মনুষ্য যদি জ্ঞানামৃত পান করে তাহা হইলে তাহার আবার ইন্দ্রিয়জ জগতে ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজন কি?

---

* ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার সৃষ্টির মূল উপাদান বটে কিন্তু নিষ্কল মায়ালেশশূন্য ব্রহ্মে ব্যক্তিত্ব নাই। আর ভগবানের সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার জ্যোতি প্রকাশ করিতে গেলে যে ভক্তির আবশ্যক তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তিত্বের ভানও থাকে না। ভক্তিই "তত্ত্বমশির" মধুর ভাবের অবস্থা বা বিকাশ ভিন্ন কিছুই নহে।—পং সং॥

গুরু বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়জ জগত হইতে যতবার আভ্যন্তরিক আনন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়, ততবার অমৃত-স্বাদের বৈচিত্রতা অনুভূত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক মনুষ্য তাহার বাহ্যিক জীবন যেরূপ ভাবে যাপন করিয়াছে, সেই অনুসহারে প্রত্যেকে প্রতিবারে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ উপভোগ করিয়া থাকে।" যখন মনুষ্য অনন্তে মিশিবার জন্য অন্তর্জগতে অগ্রসর হয়। তখন মনুষ্য পূর্ণকে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে না। তাহার পরিচ্ছিন্ন আত্মা যতটুকু ধারণা করিতে পারে, সে ততটুকু পূর্ণের অংশ প্রাপ্ত হয়* ; এবং মনুষ্য বাহ্য জগতে যে পরিমাণে আবার ব্যক্তিত্বের উন্নতি গঠন করিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহার ধারণা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের নামই ব্যক্তিত্ববাদ। সেই জন্যই এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়া, মনুষ্যজাতির অন্তরের নিকট দণ্ডায়মান থাকেন, তিনিই তাঁহার আত্মাকে বিশেষরূপ অবগত আছেন। ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী হইতে বহির্গত হইয়া ঐন্দ্রিয় সংস্কার-পূর্ণ জগতে আমাদিগকে যাইতে হইবে এবং সেখানকার সমুদয় বস্তুর সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে হইবে, মনুষ্যত্বের রাজত্বে গিয়া প্রত্যেক জীবের কষ্টের জন্য সহানুভূতি করিতে হইবে এবং আমাদিগকে যে সকল কর্ম্ম অর্পিত হইয়াছে তাহা সম্পাদনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার নামই ব্যক্তিত্ববাদ।

ব্যক্তিত্ববাদ হইতে অধ্যাত্মবাদের (Spiritualism) জন্ম হইয়াছে। অধ্যাত্মবাদের দ্বারা ঐন্দ্রিয় জগতের বিশেষরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে ; সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া করিয়া মনুষ্য সূক্ষ্ম জগতে কিরূপে কার্য্য করিতে পারে এবং স্থূল শরীর ধারণ স্থূল জগতে কিরূপে কার্য্য করিতে পারা যায় তাহা অধ্যাত্মবাদ হইতে শিক্ষা করা যায়। কেবল মাত্র নিজেকে

---

* লেখকের এ কথাটী আমরা সমীচীন বোধ করি না। বক্তিত্ব ভেদাত্মক, ও ভেদ সীমা বা আবরণের কারণ। কর্ম্মের দ্বারা বক্তিত্বের প্রসার হয় বলিয়া কর্ম্ম প্রয়োজনীয়। কিন্তু উক্ত প্রসারণের সমাপ্তি, ব্রহ্মবিদ্যার একমাত্র বেদ্য, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ।—পং সং।

লইয়া এবং নিজের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া ব্যক্তিত্ববাদ সন্তুষ্ট নহে। সেইজন্য যাহাতে অন্য জগতের সত্তাগণের সংস্রবে আসিয়া মহান্ আদর্শের জ্ঞান জন্মে, এবং সেই আদর্শ যাহাতে অনুসরণ করা যাইতে পারে, তাহাই ব্যক্তিত্ববাদের লক্ষ্য। সূক্ষ্ম জগতের উন্নত সত্তাগণের সংস্রবে আসিয়া মনুষ্যের মহান্ আদর্শের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে এবং মনুষ্য সেই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই প্রকার অগ্রসরের নামই অধ্যাত্মবাদ। ব্রহ্মবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদের ইহাই পার্থক্য। সর্ব্বৈকত্ববাদ (unity) রূপ ধর্ম্মের নামই 'থিওসফি'। বৈচিত্র্যবাদ (divisity) রূপ ধর্ম্মের নামই অধ্যাত্মবাদ। অমৃতহ্রদে মগ্ন হওয়ার নামই ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহা হইতে বহির্গত হওয়ার নাম অধ্যাত্মবাদ। আমরা যে ঐশ্বরিক অস্তিত্বেরই স্বরূপ, এই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মবিদ্যা এবং আমরা যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত এক একটী পৃথক ঐশ্বরিক জীব, এই জ্ঞানের নামই অধ্যাত্মবাদ। ইহারা উভয়েই আমাদিগকে আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বরূপ গণ্ডী হইতে বাহিরে লইয়া যায়। একটীর দ্বারা আমিত্বের ধ্বংস হয় এবং অপরটীর দ্বারা আমিত্বের প্রসার হয়। ব্রহ্মই সত্য, মৌনই বল, ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকে; সামাজিক অবস্থার ভিতর নিমজ্জন কার্য্যশীল জীবন গ্রহণ, চেষ্টা, উৎসাহ ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদ শিখাইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আমাদিগকে এমন স্থানে লইয়া যায় যেখানে ব্যষ্টি ভাব নাই, যেখানে পরিবর্ত্তন, দেশ, কাল ও পাত্র নাই এবং যেখানে সমুদয় অভিজ্ঞতা একেবারে সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) আমাদিগকে পার্থিব জগতের ভিতর দিয়া এমন স্থানে লইয়া যায় যেখানে অস্তিত্বের বিস্তার হইয়াছে, যেখানে আমাদিগকে জীবন সংগ্রামের জন্য অবস্থার দাস হইয়া থাকিতে হয় না; তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য জীবের সহিত ভালবাসার বন্ধনে গ্রথিত হইয়া জাতির উপকার করিতে পারা যায়।

অধ্যাত্ম উন্নতির এই দুই পথের কোন পথই তুচ্ছ নহে। ঈশ্বরের দুইটী

বিভাব যেমন চিরস্থায়ী এই দুই পথও তেমনি চিরস্থায়ী। যতদিন আমরা সেই পরমাত্মার সহিত নিজেকে এক বলিয়া ধারণা করিতে না পারি, ততদিন ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় লইয়া এমন শিক্ষা করিতে হইবে যেমন আমরা বলিতে পারি যে "অহং ব্রহ্মোস্মি"। এবং যতদিন উন্নতজীব সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোক হইতে আসিয়া আমাদের প্রত্যেককে উন্নত করিতে না পারেন, ততদিন আমাদিগকে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিত্বের প্রসারণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদ কাহাকে বলে, তাহা এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম। একটী দ্বারা আমিত্বের ধ্বংশ হয় এবং অপরটীর দ্বারা আমিত্বের প্রসার হইয়া থাকে। একটী দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মে নিমজ্জিত হওয়া যায় এবং অপরটীর দ্বারা সগুণের পূজা করা যায়। একটী পথের দ্বারা ব্রহ্মে উপস্থিত হওয়া যায় এবং অপর পথের দ্বারা ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। *

বর্ত্তমান 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর' সহিত সেই প্রাচীনতম ব্রহ্মবিদ্যার কি সম্বন্ধ আছে তাহা দেখা আবশ্যক। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগকে যে,—

নিষ্ক্রিয়ৈব পরা-পূজা মৌনমেব পরং তপঃ।
অনিচ্ছৈব পরং ধামং অচিন্তৈব পরং পদং॥

অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হওয়াই শ্রেষ্ঠ পূজা, মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ইচ্ছাশূন্যতাই শ্রেষ্ঠ ধাম এবং চিন্তার অতীত হওয়াই শ্রেষ্ঠপদ। এইরূপ হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তখন মনুষ্য বুঝিতে পারে যে,

"ওঁ মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারদিত্তাদিনাহং
নচ শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং।
নচ ব্যোম ভূমির্নতেজো ন বায়ুঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥"

---

* ঐরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জীবন্মুক্তের আর পৃথক সত্তা বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। প্রত্যেক জীবন্মুক্ত আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক "অহং" বলিয়া ভাবেন না। দুইটী concentric বৃত্তের ন্যায় তাঁহার অহং ভগবানের সহিত এক হইয়া সেই পরমাত্মাই থাকিয়া যায়। পং সং

অর্থাৎ আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্তাদি নহে, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ কিম্বা নেত্রও নহি ; আকাশ, ভূমি, অগ্নি কিম্বা বায়ু ও নহি ; আমি কেবল চিৎস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম। তখন দ্বৈতজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয় এবং মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, জগৎ মায়াময় উহা মায়া প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং কেবল একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব রহিয়াছে।

কিন্তু দুর্ব্বল মানব, সেই গুরু সম্মুখে সমাসীন, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ঋষিদের প্রতিভা কোথায় পাইবে? যম, নিয়মাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষা কেমন করিয়া ধারণ করিবে, জ্ঞানপথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? একারণ তাঁহাদের শিক্ষা মানব চরিত্রের বিকৃতি অনুসারে, শীঘ্র বিকৃত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মবিদ ঋষিদিগের শিক্ষার অবনতি ঘটিয়া ধর্ম্ম কেবল স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইয়া উঠে। মনুষ্যেরা তখন ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে "নেতি নেতি" করিতে করিতে ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করে। চিত্তশুদ্ধি না থাকাতে, তাহারা শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া ফেলে *। তাহারা কেবল বৈতণ্ডিক (destructive) বেদান্তবাদী হইয়া থাকেন। তাহার একবার ভাবেন না যে ব্রহ্ম, কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। মুনি ঋষিগণের পবিত্র শিক্ষাকে তাহারা নিরস জ্ঞানবাদের না হয় মায়াবাদের কাষ্ঠবৎ কঠোরতায় পরিণত করিয়া ফেলেন। এই পথে ইহাই বিপদ্।

---

* "নেতি নেতি" র প্রকৃত উপকারিতা সকলে বুঝিতে পারে না। Hegel, Ficlhte প্রভৃতি দার্শনিকদের Dialecticএ কতকটা বুঝিতে পারা যায়।—পং সং

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

প্রণব, ছবি ও গান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বেশ্বর রূপ।

ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে আমরা হরিহরের যুগল রূপ দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমজগতের রূপ জ্ঞান জগতে ঢালিয়া দিয়াছেন। বৃন্দাবনধামকে মহাশ্মশানে বসাইয়াছেন। রাখালবালক এবং গোপগোপিনীর প্রেম জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন। বৃন্দাবনের রাখালরাজা তখন মহাযোগীশ্বর। প্রেমের বংশীধ্বনি উন্মাদিনী যমুনালহরীগুলিকে স্থির, নিশ্চল, জলধির অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। ভক্তবৃন্দের তখন উদাস প্রাণ। সখা তখন সন্ন্যাসী। সখার আশ্রম তখন কোন অদৃশ্য, মহা-ভীতিময় প্রদেশে। তাহার সম্মুখে মহা অগ্নি জ্বলিতেছে। অর্জ্জুন সেই অগ্নি দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভয়াকুল চিত্তে কেবল মাত্র বলিলেন "হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও"।

জগতের যত সুখ সৌন্দর্য্য সেই মহা অগ্নিতে বিলীন হইয়া যায়। জগতের যত চিত্র ও ছবি সেখানে কেবল আলোকময় হইয়া উঠে। জগতের যত গান সেখানে সমে আসিয়া পড়ে। সেখানে বৈষম্য নাই। সেখানে ছবি ও গান, গান ও ছবি। সেখানে বংশী ও বীণা উভয়ই যোগীশ্বরের পদতলে। হরের নিকট হরি শিশু। কিন্তু হরিহর একাত্মা।

গীতা অতি সুন্দর শৃঙ্খলাবিণ্যস্ত ধর্ম্মক্ষেত্রে পরম বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে সংহার কার্য্যে উদ্যত হইতে পরামর্শ দিলেন তখন প্রেমে লালিত অর্জ্জুনের বিষাদ উপস্থিত হইল। তোমার প্রেমে জগতকে ধারণ করিতে চাহি, তবে সংহার কেন? এ প্রেম বিসর্জ্জন করা কি পাপ নহে?

এ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কি সংহারক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে? এ বিষাদ যে মায়া, তাহা বুঝাইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী ছাড়িয়া ত্রিশূল এবং ডম্বুরু ধরিলেন। মহাকাল তালে তালে ডম্বুরু নিনাদিত করিয়া পাঞ্চজন্যের পূর্ব্বধ্বনিকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিলেন। জীবের বিষাদে হরির জ্ঞাননেত্র, প্রজ্জ্বলিত হইল। এ জগত কি? কেবল কালের সংখ্যামাত্র। রূপ ও সংখ্যা, শব্দ ও সংখ্যা। মহাচৈতন্য সংখ্যাবশে স্ফুরিত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। তাহারই সমষ্ঠি জীব। এই স্ফুরণের নাম কর্ম্ম। এই কর্ম্ম হইতে জ্ঞান হয়। পিতামহ ব্রহ্মা এই মহাযজ্ঞে, এই স্ফুরণ কর্ম্মে, প্রাণ বলিদান দিয়া জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাহাই স্তরে স্তরে ধারণ করিয়া, প্রেমের তুলিকায় সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, সুন্দর রাগে ধ্বনিত করিয়া, জগতকে মোহিত করিতেছেন। এ বলিদান কষ্টের নহে, প্রেমের। এ জগতে বিষয় ধরিয়াও যত সুখ, ছাড়িয়াও তত সুখ। ধরিলে একদিকে কষ্ট, ছাড়িলে অন্য দিকে কষ্ট। অভ্যাস বশতঃ প্রাণ ধারণায় সুখ হয়। দুই প্রকার প্রকৃতিই বিশ্বে অপ্রতিহত ভাবে কর্ম্ম করিতেছে। উভয়ের সংঘর্ষণে সৃষ্টি, উভয়ের সংঘর্ষণে জ্ঞান। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত সাংখ্যবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, জ্ঞান কর্ম্মসংন্যাস কৌশল, অভ্যাস কৌশল, জ্ঞান বিজ্ঞান, অক্ষর ব্রহ্মরূপ, রাজবিদ্যা এবং বিভূতি সকলের আভাস দিয়া শ্রীকৃষ্ণ গুরুর ন্যায় শিষ্যের মনে জ্ঞানালোক প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন জানিলেন যে আত্মার সংহার নাই, জন্ম ও নাই। আত্মা অব্যয়, অশব্দ, অস্পর্শ। অর্জ্জুন তখন মহর্ষি কপিলের আসনে বসিয়া কেবল অব্যয় আত্মাকে দেখিতেছেন। প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার নিকট উভয়ই অনাদি। জন্য ঈশ্বর তাঁহার নিকট অসিদ্ধ। কিন্তু অর্জ্জুন তখনও শিষ্য। তখনও মুক্ত নহেন। তখনও ভগবান অর্জ্জুনের হৃদয়ে কর্ম্ম প্রবৃত্তি সঞ্চার করিতেছেন। এ কর্ম্ম প্রয়োজনীয়। জীবই ঈশ্বরের হস্ত পদ। জীব কর্ম্ম না করিলে ঈশ্বরের প্রকৃতি লোপ পাইয়া যায়। জগৎ থাকে না। জীব নিমিত্ত মাত্র। জীবের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হইলেও প্রকৃতি বশে তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। সে মুক্ত

হইলেও কর্ম্ম করিবে। অর্জ্জুনের জ্ঞানের সঞ্চার হইলেও তিনি সে জ্ঞানের পরীক্ষা করেন নাই। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান হয়, কর্ম্মেই তাহার পরীক্ষা। এমতাবস্থায় অর্জ্জুনের স্বতঃই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল যে এই অব্যয় আত্মা প্রকৃতিবলে যে মায়াময় কর্ম্মদেহ ধারণ করিয়া থাকেন তাহার রূপ কি? সে রূপ আমার সখা শ্রীকৃষ্ণের রূপ কিনা। যদি তাহা না হয় তবে প্রভেদ কি? ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় কিরূপে হইয়া থাকে?

তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজে জ্ঞানচক্ষুতে যাহা দেখিয়া ছিলেন তাহা অর্জ্জুনকে দেখাইলেন। মহাযোগেশ্বর হরি তখন অর্জ্জুনকে বিশ্বেশ্বর রূপ দেখাইলেন। বিজ্ঞান জড়জগতের মধ্যে ও এইরূপ দেখিয়া থাকেন কিন্তু বিপরীত দিক হইতে। যাঁহারা কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে চাহিয়া দেখেন তাহাদের নিকট এই রূপ বড় হইলেও ছোট। যেমন চিত্রকর দুরস্থ বিরাট চিত্রকে বুদ্ধিকৌশলে একটা ছোট পর্দ্দায় আঁকিয়া সসীম হইতে অসীমের দিকে লইয়া যায়, যেমন কবি দুইটি কথায় বিশ্বের ব্যথা কহিয়া হৃদয় ভগ্ন করিয়াদেন, যেমন নায়ক একটি মধুর গানে প্রাণ উন্মাদ করিয়া দেয়, তেমনি একই জ্ঞানচক্ষু দিয়া চাহিয়া দেখিলে বিশ্বের মহান্ দেহ বুঝিতে বেশী সময় লাগে না। সেই দেহ অনেকমুখনেত্র বিশিষ্ট। এদেহের বাহিরে কিছুই নাই। সব-ই ভিতরে। এদেহের বাহিরে মহাশ্মশান। ইহার মধ্যে সর্ব্বত্রই সুখ। শত সহস্র সূর্য্যপ্রভা-সমন্বিত আভা। শ্মশানের মধ্যেও সৌন্দর্য্য। অতি বৃদ্ধ শ্মশানবাসী মহেশ্বরও তরুণ সুন্দর। সেখানে কমলাসনস্থ ব্রহ্মা। সে দেহের অনেকবাহু অনেক উদর এবং অনেক নেত্র। প্রত্যেক পরমাণুর জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দেহেরই মধ্যে। এক ভাগে কর্ম্ম হইতেছে, অন্য ভাগে অনুভূতি এবং জ্ঞান। তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। প্রাণ প্রাণকেই গ্রাস করিতেছে। ইহা যেমন সুন্দর আবার তেমনিই ভয়ঙ্কর। সকলেই বিস্মিত হইয়া অবলোকন করিতেছে। এই জীবন সংগ্রাম দেখিয়া বিজ্ঞান স্তম্ভিত হইয়া যান এবং ইহার আদি নির্ণয় করিতে পারেন না। অন্তরীক্ষ-ব্যাপী তেজোময় অনেক বর্ণ, অনেক

প্রদীপ্ত বিশালনেত্র। ইহা দেখিতে শান্তি থাকে না। সেই মুখমণ্ডলে কালাগ্নি দেদীপ্যমাণ। যোদ্ধাগণ ধাবমান হইয়া পতঙ্গের ন্যায় সেই মুখে প্রবেশ করিতেছে। এই উগ্র রূপ কাহার? এই উগ্রশক্তির সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তাহা জানিনা। তাহাই তোমাকে শত সহস্রবার প্রণাম করিতেছি। ভক্তি তোমাকে প্রণাম করিতেছে। ইন্দ্রিয়গণ রূপ এবং শব্দ দ্বারা সেই মহাশক্তিকে প্রণাম করিতেছে। রূপ ও শব্দ কারণশরীরে একতালাভ করিয়া প্রণবরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই প্রনব যাঁহার বাহণ তিনিই মহেশ্বর। ঈশ্বরাখ্যাত অ, উ ম, তাঁহার পদতলে। শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রাণের ও প্রাণ। মায়ার আবরণ সেখানে নাই। পূর্ব্বে যে শক্তি তাঁহার বক্ষে দাঁড়াইয়াছিল এখন সে মহাশক্তিও তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিতা!

অর্জ্জুন বলিলেন "নাথ! তোমার এ বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখি নাই। ভ্রমবশতঃ তোমাকে সখা বলিয়াছি, যাদব বলিয়াছি, মার্জ্জনা কর"। যখন বিজ্ঞান অবক্তের দিকে তাকাইয়া এই মহাকালের মূর্ত্তি দেখেন তখন বিজ্ঞান বলেন "তোমার প্রেমময় ঈশ্বর কোথায়? তোমার করুণার সাগর কোথায়?" তখন আমরা লজ্জিত হই। তখন আমরা অপরাধ স্বীকার করি। তবে কি সেই মহাকালের সুন্দর মূর্ত্তি নাই। তাঁহার এই সংহারের মধ্যে কি করুণা নাই? এই দ্যুলোক ব্যাপ্ত মহা অগ্নির মধ্যে কি প্রেম নাই? আমরা কি এই অগ্নি দেখিয়া পুড়িয়া মরিব। তবে জ্ঞানে সুখ কোথায়?

তাই বিশ্বেশ্বর আবার অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রেমের রূপ দেখাইলেন। বৎস্য! তুমি বিমূঢ় হইও না। তুমি হৃদয়ে ব্যথা পাইওনা। তুমি আশ্বাসিত হও। তপস্যা, এবং যজ্ঞদ্বারা এ প্রেমের রূপ দেখা যায় না। ভক্তি দ্বারা ইহা দৃষ্ট হয়। ভক্তিদ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাতে ভয় এবং মোহ নাই। ভক্ত কি? যাঁহারা "তাঁহার" কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

এই বিশ্ব দেহরূপী সুদর্শন চক্রের মধ্যে ভগবান জ্ঞান, ভক্তি, এবং কর্ম্মের সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। জ্ঞান দৃষ্টিতে কর্ম্মের

সংখ্যা কাল। কর্ম্মের রূপই সংহার। একটার সৃষ্টি অন্যটার সংহার। কিছু না গেলে কিছু হয় না। আজ আমি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিলাম, কতই সুখের! কালি সেটা চলিয়া গেল। কতই দুঃখ। আজ আমি গড়িলাম, কালি সেটা ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার দেহের মধ্যে তিনি ভাঙ্গিতেছেন এবং গড়িতেছেন। এ বিশ্বদেহের বাহিরে কিছুই নাই। দেহের এক স্থানে কেন্দ্রস্থাপন করিয়া তিনি আপনাকেই টানেন এবং সেই কেন্দ্রস্থান হইতে কল্পনা করিয়া সেই টানের বিপরীতে বহুদূরে চলিয়া যান। যে শক্তি কেন্দ্র হইতে ব্যয় হইল তাহারই পরিবর্ত্তে পরিধির অংশে সৃষ্টি। ইহারই মধ্যে ভারকেন্দ্র, মাধ্যাকর্ষণ এবং ভার চৈতন্য। এই যে টানাটানির ব্যাপারে প্রাণের এক অংশ ছিঁড়িয়া অন্য দিকে লইয়া গেলেন তাহার সংখ্যা, কাল, এবং দূরত্ব তাহারই পরমাণুবিভাগ এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব সাংখ্যেরা দেখিলেন। বিজ্ঞান ও সাংখ্যশাস্ত্রের খানিকটা বুঝিয়াছেন। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে চৈতন্য আছে কেন না বিরাট বিশ্বকর্ম্ম তাহার দেহে প্রতিঘাত হইতেছে। মহাস্পন্দনের মধ্যে সে স্বীয় কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে তাহার ক্ষুদ্র স্পন্দনের পরিধি বিস্তার করিতেছে। তাহার কেন্দ্রের মধ্যে আছে কে? কে তাহাকে রক্ষা করিয়া আছে? বিজ্ঞান বলিবেন-প্রকৃতি। এক প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন করে, একপ্রকৃতি ধারণ করে, পালন করে, সংহারকেও মধুর করে। বুঝিলাম তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতিকে দেখিতেছ। তুমি হয়ত শাক্ত, ঈশ্বর মান না, আমি না হয় শৈব এবং বৈষ্ণব। তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জানিয়াও তুমি ব্যথা পাইয়া কাঁদ কেন? আবার কাঁদিয়া কারণের দিকে যাও কেন?

এই বিশ্ব দেহের মধ্যে বহুতর ক্রন্দন তাঁহারই প্রকৃতির। তিনি যেদিকে ভাঙ্গেন প্রকৃতি সেদিকে কাঁদেন, সেদিকে তাঁহার ব্যথা লাগে। যেদিকে গড়েন সেদিকে তিনি হাসেন। একটী ছেলে মরিয়া গেলে মাতা অন্য একটী পাইয়া পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হয়। কিন্তু তাঁহার পক্ষে সুখ—দুঃখ। কম্মব্যয় কর্ম্ম সঞ্চয়। যাহা আছে তাহাই পরিবর্ত্তন। কেন? শাস্ত্র বলেন জ্ঞানের

জন্য। জানিতে পারিলে তাঁহারই আসনের তুমি অধিকারী। তাঁহারই এক পার্শ্বে শত সহস্র চক্ষু কাঁদিতেছে এবং শত সহস্র চক্ষু হাঁসিতেছে! সংখ্যা সমান। ইহা যদি সত্য না হয় তবে বিজ্ঞানের শক্তি সাতত্ববাদ (Law of Energy) মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু উহা সত্য। প্রকৃতিই তাহাই। জড় চৈতন্য এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী। কিন্তু জ্ঞানীর চৈতন্য বৈষম্যের চৈতন্য নহে। জীবনসংগ্রামের চৈতন্য নহে।

আবার জ্ঞান, কঠোর, প্রদীপ্ত হুতাশনও নহে। তাহার মধুরত্ব সিঞ্চন করিতেছেন কে? তিনিই হরের কোলে হরি। তিনিই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ। মহা চৈতন্যময়ী গায়ত্রী তাঁহার শক্তি। সে বৈষ্ণবী শক্তি। হুতাশনকেও মধুর করিয়া তুলে। সে শক্তি বড় না আমার হরের শক্তি বড়? হর কালাগ্নি কণ্ঠে ধরিয়াছিলেন কিন্তু বিষে জর্জ্জরিত হন নাই। তিনি যোগবলে প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্ত। কিন্তু হরি সে বিষের জ্বালা সেই কালের অগ্নি, আবার নিজে লইয়া জীবকে শিক্ষা দেন যে তাহা সহিয়াও সুখী হইতে পারে। দুঃখ আবার কি। দুঃখের মধ্যে থাকিয়া সুখী হও। দুঃখ পাইয়া জীবকে সুখী কর। সেইজন্য হর হরির ভক্ত।

ইহা হইতে জগতে কি উচ্চ শিক্ষা আছে। ইহা হইতে ক্ষমতা এবং বিভূতি আর কি আছে। জ্ঞান হইতে ভক্তি কম নহে, ভক্তি হইতে জ্ঞান কম নহে। উভয়ের মধ্যেই কর্ম্ম এবং অভ্যাস প্রকৃতি শিখাইতেছেন। আমি কর্ম্ম করিতেছি, সমগ্র বিশ্বদেহ তাহার ফল পায়। এ কর্ম্মের আবার ফলাফল কি? ইহার মধ্যে আবার অদৃষ্ট কি, জন্ম কি, মরণ কি? এই জ্ঞান হরির চক্রে হরহরি একত্রিত হইয়া সমগ্র বিশ্বদেহে পরিপ্লুত করিতেছেন। উহাই বিশ্বেশ্বরের রূপ। উহাই প্রণব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ধর্ম্মরাজ্য।

১।—সুফী সম্প্রদায়ী সিদ্ধপুরুষগণের সাধনলব্ধ উক্তি।

কার্য্য করিবার কালে মনে করিবে, যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন। কথা বলিবার কালে স্মরণ করিবে, যাহা তুমি বলিতেছ তাহা ঈশ্বর শুনিতেছেন। মৌন থাকিবার কালে মনে করিবে যে, ঈশ্বর জানিতেছেন, তুমি কি ভাবে মৌন আছ।—"তাপস হাতম আসম। তাপস মালা ১ম খণ্ড।"

চারি অবস্থাতে আত্মানুসন্ধান করিও (১) নিষ্কপটে সদনুষ্ঠান করিতেছ কি না, (২) নিস্পৃহভাবে কথা কহিতেছ কি না, (৩) উপকারের প্রত্যাশাশূন্য হইয়া দান করিতেছ কি না, (৪) অকৃপণ হইয়া ধন রক্ষা করিতেছ কি না। —ঐ। ঐ।

সুফী মৃত্তিকাবৎ, তাঁহার উপর সমুদয় জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তাহা হইতে সমুদয় কল্যাণ বহির্গত হইয়া থাকে।——তাপস জনিদ বগ্দাদী।

যে ঘটনায় অসত্য না বলিলে রক্ষা পাওয়া যাইবে না, এরূপ জানিয়াও যিনি সত্য বলেন, তাঁহারই যথার্থ সত্যনিষ্ঠা।—ঐ। ঐ।

হৃদয়ের মধ্যে এই ধ্বনি হইল, "বায়েজিদ, আমার ভাণ্ডার নানা ধন রত্নে পরিপূর্ণ, যদি আমাকে চাও, এরূপ কিছু লইয়া এস, যাহা আমার নাই।" আমি বলিলাম, "প্রভো, তাহা কি, যাহা তোমার নাই?" উত্তর করিলেন, "দীনতা।"——তাপস বায়েজিদ বস্তামী। তাঃ মাঃ ২য়।

ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বলিয়াছি, "প্রভো, এরূপ কর, এরূপ দাও।" যখন তাঁহাকে চিনিলাম, বলিলাম "নাথ, তুমি আমার হও এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"——ঐ। ঐ।

প্রাতঃকালে তাঁহার স্মরণে যে প্রেমপূর্ণ "আ" শব্দটী আমার প্রাণ হইতে নির্গত হয়, সমুদয় জগতের সম্পদের সঙ্গে আমি তাহার বিনিময় করিতে প্রস্তুত নহি।——ঐ। ঐ।

একদিন রাত্রিতে মনকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু পাইলাম না। প্রাতঃকালে এই ধ্বনি শুনিলাম, "বায়েজিদ, আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্য বস্তু কেন অন্বেষণ কর? মন দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?"—ঐ। ঐ।

যাঁহাদের বন্ধনে কোন বস্তু আবদ্ধ নাই ও যাঁহারা কোন বস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারাই সুফী। সুফীর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রণালী নয়, জ্ঞান নয়, কিন্তু চরিত্র। নিয়ম প্রণালী হইলে যত্ন করিলেই তাহা লাভ করা যাইত, জ্ঞান হইলে শিক্ষা করিলেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের চরিত্রের ন্যায় চরিত্র লাভ করা নিয়ম প্রণালীতে ও জ্ঞানে হয় না।—তাপস আওল্ হোসেন নুরী বগদাদী। তাঃ মাঃ ২য়।

ধ্বনি হইল, "আওল্ হোসেন, সমুদয় তোমাকে দিব, কিন্তু প্রভুত্ব দিব না।" আমি বলিলাম "প্রভো, এই দান বিতরণ রহিত কর, তোমার সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ নাই, ইহা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকুক। সম্পর্কিতভাব যেন আমার সঙ্গে না হয়।"—তাপস আওল্ হোসেন খর্কানী। তাঃ মাঃ ৩য়।

যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে উপনীত হন, ঈশ্বর হইতে এমন কিছু তাঁহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় যে, তাঁহাদের নিজের বলিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাদিগের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া যায় ও তিরোহিত হয়।—ঐ। ঐ।

যখন তুমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিবে, "তুমি" থাকিবেনা, তখন "তুমি" সম্পূর্ণ থাকিবে। ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু সুফীকে সৃষ্টি করি নাই। অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে গণ্য নয়।——ঐ। ঐ।

মনুষ্যের পূর্ণতা তিনটী বিষয়ে, (১) আপনাকে এরূপ জানা ঈশ্বর যেরূপ জানেন, কিন্তু কাহাকেও জানি না যে এইরূপ আপনাকে জানে। (২) তোমার তাঁহাতে স্থিতি, তোমাতে তাঁহার স্থিতি। (৩) তুমি কিছুই থাকিবে না, সম্পূর্ণ তিনিই থাকিবেন। ঐ। ঐ।

সুফী মন রাখেন, কিন্তু মন তাঁহা হইতে অপহৃত হইয়াছে; শরীর রাখেন, কিন্তু তাহা তাঁহা হইতে গৃহীত হইয়াছে; প্রাণ রাখেন, কিন্তু তাহা দগ্ধ।——ঐ। ঐ।

যাহারা বলে প্রণাম দ্বারা ঈশ্বর পরিচয় লাভ হয়, তাহাদের কথায় হাস্য সম্বরণ করা যায় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর * দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, সৃষ্ট বস্তুর প্রমাণ দ্বারা কেমন করিয়া জানিবে।—ঐ। ঐ।

যিনি দান করেন, গ্রহণ করেন না, তিনিই পুরুষ; যিনি গ্রহণ করেন ও দান করেন, তিনি অর্দ্ধ পুরুষ; যিনি গ্রহণ করেন, দান করেন না, তিনি কাপুরুষ।—তাপস আবু এস্‌হাক এব্রাহিম গারজোনী। তাঃ আঃ ৩য়।

ঈশ্বরত্ব অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় নিয়ম প্রণালী বিলুপ্ত করে ও তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। যখন তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন যোগ হইবে, যখন নিজের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন বিচ্ছেদ হইবে।—তাপস আবুবেকর ওয়াসতী। তাঃ আঃ ৩য়।

আত্মোৎসর্গ ব্যতীত নির্ভর স্থাপন ঠিক হয় না, আত্মচেষ্টা ত্যাগ না করিলে আত্মোৎসর্গ হয় না। নির্ভরের তিনটী লক্ষণ, (১) অন্যের নিকট প্রার্থী না হওয়া, (২) কিছু উপস্থিত হইলে গ্রহণ * না করা, (৩] গ্রহণ করিলে বিতরণ করা। নির্ভরশীলকে তিনটি বিষয় দেওয়া হয়, (১) সার বিশ্বাস,(২) অধ্যাত্মিক তত্ত্বের দীপ্তি, (৩) ঐশ্বরিক সান্নিধ্য দর্শন। কিছু থাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থায় তোমার স্থির থাকাই নির্ভর। অন্য সম্পর্ক শূন্য হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি জীবনযাপন করিবে, ইহাই আন্তরিক নির্ভর।—† তাপস মহল তস্তরী। তাঃ আঃ ৪র্থ।

পাঁচটী বিষয় জীবনে অমূল্য মণি সদৃশ;—এমন দীনতা যে, সম্পদ প্রদর্শন করে; এমন অনশন যে তৃপ্তি প্রদর্শন করে; এমন দুঃখ যে, প্রসন্নতা প্রদর্শন করে; এমন বীরত্ব যে, শত্রুর প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন করে; এমন নিশাজাগরণ ‡ করিয়া সাধন ও দিবাভাগে উপবাস ব্রতপালন যে, শক্তি সামর্থ্য প্রদর্শন করে।—ঐ। ঐ।

---

* অহং রূপী ঈশ্বর। পং সং। * ক্ষেম। পং সং।

† Cf. Sell all thou hast and follow me (Bible), সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা। পং সং।

‡ গীতার গুড়াকেশ ভাব। পং সং।

তিনটী বিষয়ে বীরত্ব ;—(১) অসত্যাচরণ না করিয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা, (২) দান না পাইয়া প্রশংসা করা, (৩) প্রার্থনা ব্যতিরেকে দান করা। —তাপস মারুফ গোরখী। তাঃ মাঃ ৪র্থ।

যে লোক আধিপত্যপ্রিয়, সে কখন মুক্তিলাভ করে না। জিহ্বাকে যেমন লোকনিন্দা হইতে বিরত রাখিবে, তদ্রূপ লোকস্তুতি হইতে নিবৃত্ত রাখিবে। ঐ। ঐ।*

সাধনার মূল সংসারে বৈরাগ্য, পুরুষকারের মূল সংসারের প্রতি বিমুখ হওয়া।—তাপস সর্‌রি মকতী। তাঃ অঃ ৪র্থ।

তুমি ঈশ্বরের নিকট স্বর্গ কামনা করিবে না; নরক হইতেও রক্ষা পাইবার প্রার্থী হইবে না, ইহাই স্বীকৃতি। আমি বৈরাগ্যের কোন সীমা, নিবৃত্তির কোন অন্ত জানি না, কিন্তু তাহার কিছু পথ অবগত আছি। —তাপস আবু সোলয়মান দায়ারী। ঐ। ঐ।

যে ব্যক্তি সম্পদ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যদশায় পতিত হয়, যদি সেই দরিদ্রতা তাহার নিকট বহু সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হয়, তবে সে দুইটী দুঃখে পতিত হইয়া থাকে, সংসারে দুঃখ ও পরলোকে দুঃখ। যে ব্যক্তি সম্পদ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যদশায় পতিত হয়, যদি সেই দরিদ্রতা তাহার নিকটে সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, তবে সে দুইটী আনন্দ লাভ করে, পৃথিবীতে আনন্দ ও পরলোকে আনন্দ।—তাপস আবু আলি শকিক।

কেহ প্রশ্ন করিলেন, যদি আমি ব্যবসায় বাণিজ্য না করিয়া নির্জ্জনতা আশ্রয় করি, তদ্বিষয়ে আপনি কি বলেন? উত্তর হইল—ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া বল, এমন কোন ধর্ম্মভীরু লোককে দেখি নাই যে, তিনি জীবিকার জন্য ব্যবসায়ের প্রার্থী হইয়াছেন।—তাপস সুফিয়ান সুবি বসোরী।

তোমার যে কোন অবস্থা ঘটুক না কেন, কোন অবস্থাতেই যদি ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ না কর, তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস আছে বলা যায়। পরম পবিত্র সেই ঈশ্বর, তিনি আমাকে গৃহ হইতে, দেশ হইতে বহিষ্কৃত

---

* তুল্যনিন্দা স্তুতির্মৌনী—গীতা। পং সং।

করিয়াছেন, ও আমার ধন হরণ করিয়াছেন; আমি তাঁহাকে প্রেম করিতেছি। তুমি মন্দলোক সত্ত্বেও যদি তোমাকে কেহ ভাললোক বলে, মন্দলোক বলা অপেক্ষা তাহা তোমার নিকট সন্তোষকর হয়, তবে এ বড় আশ্চর্য্য!—ঐ। ঐ।

ঈশ্বর কিঙ্কর প্রকৃতপক্ষে যখন ঈশ্বরগুণানুবাদকারী হন তখন তিনি একটী স্রোতস্বতীর ন্যায় হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের আদেশে ইতস্ততঃ তাহা হইতে নব জীবনের পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়। তিনি ঈশ্বর গুণানুবাদ করিয়া যে জ্যোতি লাভ করেন, * তাহাতে সমুদয় দর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃত একত্ববাদ এ স্থানে পূর্ণতা লাভ করে।—তাপস আবু ওস্মান সয়িদ মগরবী। তাঁঃ মাঃ ৫ম।

আত্মাভিমানী অপেক্ষা পাপী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পাপী আপনাকে পাপী বলিয়া স্বীকার করে ও বিনীত হয়। আত্মাভিমানী অভিমান শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। ঐ। ঐ।

তাহাই উত্তম ভ্রাতৃসঙ্গ, যে সঙ্গে তুমি নিজের স্বাধীনতার ন্যায় ভ্রাতাকে স্বাধীনতা দান কর, তাহার কোন বস্তুতে লোভ না কর, এবং তদ্‌কর্ত্তৃক উৎপীড়ন বহন কর, তাহা ক্রটী স্বীকারকে তুমি গ্রাহ্য কর, তাহার প্রতি তুমি ন্যায়াচরণ কর ও তুমি নিজের প্রতি তাহার ন্যায়াচরণের প্রত্যাশী না হও, তুমি তাহার অনুগত থাক এবং তাহাকে নিজের অনুগত না কর, তাহা হইতে তুমি যে উপকার প্রাপ্ত হও তাহা বহু জ্ঞান কর এবং তুমি তাহাকে যে উপকার কর, তাহা সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান। ঐ। ঐ। †

বিধাতার অধীনতায় ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত রাখাই প্রকৃত তপস্যা।—ঐ। ঐ।

আদেশ পাইয়া আদেশের অনুসরণ করাই দাসত্ব। লোকে যে সকল বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষয় আত্মজীবনের আলোচনা, এবং প্রজ্ঞাবান হইয়া জীবনের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহা অনুধ্যান করা (ইহাই ধর্ম্ম)।—ঐ। ঐ।

---

* "Glorifying the Father in Heaven—Bible ও গীতার "মৎকর্ম্ম" কৃৎ। পং সং

† আধুনিক ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনের প্রয়াশগণের নিকট ছুফী সাধুপুরুষের উক্তি বিশেষ আদৃত হওয়া উচিৎ। পং সং।

সুখের অবস্থায় মৃত্যুকে প্রেম করাই অনুরাগের লক্ষণ।—যে ব্যক্তি দাতার দানেতে অনুরক্ত, তাহাতে কোন পদার্থ নাই ; যে ব্যক্তি দাতার প্রতি অনুরক্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠ লোক।- তাপস আবুল্ কাসেম নসরাবাদী। তাঃমাঃ ৫ম।

প্রসন্নতার ভূমিতে উপস্থিত হইতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, তাহাকে বল ঈশ্বরের যে বিষয়ে প্রসন্নতা, সে যেন তাহাকে ধারণ ও আশ্রয় করে। ঐ। ঐ।

নির্ম্মলতা ঐশ্বরিক জ্যোতিঃবিশেষ, উহা ঈশ্বরের দিকে পথ প্রদর্শন করে।—ঐ। ঐ।

যে ব্যক্তি স্বীয় প্রাণকে প্রেমাস্পদের গৃহদ্বারের সম্মার্জ্জনী করিতে পারে না, সে প্রেমিক নহে*।—তাপস আবু আলি দক্কাক। তাঃ মাঃ ৫ম।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদিগকে প্রেম করি ও তাহারা আমাকে প্রেম করে।" এই কথায় উচ্চ সাধনভজনের উল্লেখ নাই, হেতুর প্রসঙ্গ নাই, বরং প্রেমকে প্রকৃতিগত অহেতুকী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ। ঐ।

দুইটী কথার মধ্যে সমগ্র জ্ঞান রহিয়াছে। ঈশ্বর তোমা হইতে যে ক্লেশ যন্ত্রণা দূর করিয়াছিলেন, তুমি তাহা আর আপনার উপর টানিয়া আনিও না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তোমার প্রতি যাহা বিধি করিয়াছেন, তুমি তাহার অপচয় করিও না, তাহা সম্পাদনে ক্রটী করিও না। তাপস আবু এস্হাক এব্রাহিম খওয়াস। ঐ। ঐ।

সচ্চিন্তা ধ্যানকে আনয়ন করে এবং ধ্যান নিগূঢ় প্রেমকে আনয়ন করিয়া থাকে। ঐ। ঐ।

যে বিষয় তোমার নিকটও গুপ্ত থাকা আবশ্যক, তাহা তুমি অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না।- তাপস হমদুন্ কস্সার নেশাপুরী। ঐ।

যাঁহার চরিত্রে কোন কল্যাণগুণ দেখ তাহা হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইও না। তাহা হইলে সম্ভবতঃ সত্বরই তাঁহার কল্যাণগুণের কিছু তোমার অন্তরে সঞ্চারিত হইবে।—ঐ। ঐ।

ইহ পরলোকে নিজের নিজের সম্বন্ধে কাহাকে প্রার্থী বোধ না করাই বিনয়।———ঐ। ঐ।

* Light on the path—"Aud the power while the disciple shall covet is that which makes him appear as nothing in the eyes of man"—পং সং।

আমি উপাসনায় প্রবৃত্ত, লোকে ইহা দেখিতেছে, ইহা ভাবিয়া যাহার আনন্দানুভব হয়, তাহার উপাসনা ব্যর্থ হয় কি না, এ বিষয় আমি প্রথমে ভাবিতেছিলাম, এক্ষণে আমার স্থির প্রতীতি হইয়াছে যে, উহা ব্যর্থ হয় *।—তাপস হারেম মহাসবী। তাঃ মাঃ ৫ম।

বিপদ্‌রূপ শরের লক্ষ্য হইয়া থাকাই ধৈর্য্য। বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে অন্তরে বাহিরে নির্ব্বিকারভাবে স্থির থাকাই আত্মোৎসর্গ।—ঐ। ঐ।

যে ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ধৈর্য্য ধারণ করে, সে নিজের ধৈর্য্য বিষয়েও ধৈর্য্যশীল হয়; সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিরক্তি বা নিন্দা প্রকাশ করে না।—তাপস আহম্মদ খদেরুয়া বল্‌খী। তাঃ মাঃ ৫ম।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেমিক তাহার মনে ঐহিক পারত্রিক কোন বস্তুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থান পায় না। যেহেতু তাঁহার অন্তর ঈশ্বরমননে পূর্ণ থাকে; তাঁহার সেবা ভিন্ন প্রেমিকের অন্তরে অন্য কোন বাসনা থাকে না, যেহেতু ঐহিক পারত্রিক কোন গৌরব তাঁহার দৃষ্টিতে স্থান পায় না, এবং তিনি আত্মীয় পরিবার মধ্যে স্থিতি করিয়াও আপনাকে বিদেশী বলিয়া জানেন; যেহেতু তিনি সখার পরিচর্য্যায় যে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত, তদ্বিষয়ে কেহই তাঁহার সহযোগী নহে।—ঐ। ঐ।

কোন নিদ্রা আলস্যনিদ্রা অপেক্ষা সমধিক গাঢ় নহে, কোন শত্রু কামশত্রু অপেক্ষা সমধিক সবল নহে। আলস্যনিদ্রার গাঢ়তা না হইলে কাম জয়লাভ করিতে পারে না।—ঐ। ঐ।

কোন বস্তু জ্ঞানীকে মলিন করে না, বরং সমুদায় মালিন্য তাঁহার দ্বারা পরিষ্কৃত হয়।—তাপস আবু তোরাব। তাঃ মাঃ ৫ম।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারেই সম্পদ, তাহার আনুগত্যেই তোমার বিপদ।—ঐ। ঐ।

বিশ্বাস রূপ জ্যোতিঃ ঈশ্বর ধর্ম্মসাধকের অন্তরে সঞ্চারিত করেন। সেই জ্যোতিতে সাধক সমুদয় পারলৌকিক ব্যাপার দর্শন করেন, তাঁহার

---

* Cf The Pharisees of the Bible. Methed vi—5,6. । পং স

পরলোকের মধ্যে যে সকল আচরণ থাকে সেই জ্যাতির তেজে তিনি তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তখন সেই জ্যোতির সাহায্যে পারলৌকিক সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ তিনি অবলোকন করেন। তাপস আহ্মদ এস্তাকী। তাঃ মাঃ ৫ম।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে জীবিত হই, তুমি তাহাকে বল হৃদয়কে ভগ্ন কর ও লোভ পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে সকল মলিন বিষয় হইতে মুক্ত হইবে, ও নবজীবন † লাভ করিবে।- তাপস অবদোল্লা খবিক। তাঃ মাঃ ৫ম।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, সাধনবলে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইব, সে আপনাকে অসীম ক্লেশে নিক্ষেপ করে, অপিচ যে ব্যক্তি মনে করে সাধনবলে তাঁহার নিকট পৌছিবে সে অসাম আকাঙ্ক্ষাজালে জড়িত হইয়া পড়িবে।- তাপস আবুসয়িদ খররাজ। তাঃ মাঃ ৫ম।

সংসারে এমন কোন বস্তু নাই যে, তুমি তাহাতে আনন্দলাভ করিবে, নিশ্মল আনন্দ সংসারে নাই —তাপস আবু হাজেম মক্কী। তাঃ মাঃ ৫ম।

যে পর্য্যন্ত তোমা হইতে অভয়লাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না।—ঐ। ঐ।

মনুষ্যত্বের বিলোপে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরত্বের প্রকাশে একাত্মতা।—তাপস আবু মোহম্মদ রবিম। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ। *

যিনি আপনার সমুদয় হৃদয় প্রভুকে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং লোকের সেবাতে দেহকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ লোক।—তাপস আবু আলি জরজানি। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে উত্তম অনুভূতিতে তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চাবস্থা প্রকাশ প্রায়, আপনাকে নিকৃষ্ট অনুভব করাই তত্ত্বজ্ঞানের মূল।—ঐ। ঐ।

---

* "দ্বিজিত্ব" ?—পং সং।

† Voice of the Sielence ,, The self of Matter and the self of Spirit can never both remain , one of the twain must die,, এই বিলোপই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। পং সং

তুমি স্থিরতার অধীশ্বর হও, অলৌকিকতার প্রার্থী হইও না। * যেহেতু তোমার প্রবৃত্তি অলৌকিক ক্রিয়ার অভিলাসী, ঈশ্বর স্থিরতা চাহেন। —ঐ। ঐ।

কিছুই না পাইয়া যিনি প্রফুল্লচিত্ত, না পাইলেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উত্তম উৎসাহ প্রকাশ করা উচিত মনে করেন, ও সহিষ্ণুতা সহকারে দুর্গতিভোগে প্রস্তুত এবং মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে সম্মত, তিনিই বিরাগী। তাপস আবুবেকর কেতানী। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ।

পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার নিজ কর্ম্মোপযোগী আত্মপরিচয় দান করেন। যে পরিমাণে তাহাকে সেই কর্ম্মফল প্রদান করেন, সেই সেই পরিমাণে তাহার আপদ বিপদে তাহার আনুকূল্যের আয়োজন করিয়া রাখেন।—তাপস জাফের জল্‌দি। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ।

সেবাতে জীবন সমর্পণ করা, মানবীয় ভাব হইতে বহির্গত হওয়া, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে দৃষ্টিস্থাপন করাই ঋষিত্ব।—ঐ। ঐ।

প্রকৃত যত্ন চেষ্টা ভ্রাতৃবর্গের জন্য হউক, নিজের জন্য নয়।—ঐ। ঐ।

প্রমত্ত প্রেম প্রেমিকের অন্তরে অনল স্বরূপ। যখন এই প্রেম প্রবল হয়, ঈশ্বর ভিন্ন যাহা কিছু থাকে তৎসমুদয় দগ্ধ করে এবং ভস্ম সদৃশ করিয়া বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে †।—তাপস আবু নজর সেরাজ।

পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর অন্বেষণ করেন, পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর আহ্বান করিয়া থাকেন, পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর জানেন। তাপস আবুল আব্বাস্ কস্‌সাব। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ।

ধর্ম্মগুরু তোমার দর্পণ স্বরূপ, যে পরিমাণে তোমাতে অনুরাগের জ্যোতিঃ সেই পরিমাণে তুমি তাঁহাকে যোগে দর্শন করিতে সমর্থ হও।—ঐ। ঐ।

যখন একাত্মজ্ঞানের সত্বেও প্রভুর গৌরবের প্রতি সাধকের দৃষ্টি নিপ-

---

* কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আধুনিক তত্ত্বান্বেষিগণের মধ্যে অলৌকিকতাই সাধনার ফল বলিয়া গণ্য হইতেছে। পং সং

† এই প্রেমাত্মক জ্ঞানই গীতার জ্ঞানাগ্নি। পং সং

তিত হয়, তখন তাহার মন উন্মুক্ত হইয়া যায়।— তাপস ওমর এবন্ ওস্মান মক্কী। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ।

সমুদয় নিজের ভাব ও নিজের জ্ঞান হইতে আপনাকে শূন্য না করিয়া আমি কখন কোন ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হই নাই।—তাপস মমশাদ দলয়বী। ঐ। ঐ।

পরমেশ্বর সম্বন্ধে শুদ্ধসঙ্কল্প না হইলে অন্তর শুদ্ধ হয় না, সাধু পুরুষদিগের সেবা না করিয়া দেহ শুদ্ধ করা যায় না।—তাপস আবুল খয়র আকতা। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ।

যে সাধক ক্লেশ বহনের প্রার্থী, তাঁহার দুঃখ ক্লেশ হইতেই আনন্দ হয়। —তাপস আবু আবদোল্লা মোহম্মদ। ঐ। ঐ।

সমুদয় জগতে নিগূঢ় জ্ঞান বিদ্যমান, যে পরিমাণে প্রভুর প্রকাশ সেই পরিমাণে প্রত্যেকের সেই নিগূঢ় জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।—তাপস আবুবেকর শিব্লানী। ঐ। ঐ।

দূরত্বের মলিনতার অবসান, নৈকট্যের নির্ম্মলতা লাভ সূফীর ধর্ম্ম। —তাপস আবুলানী আহমদ্ রুদবারী। ঐ। ঐ।

আপনাকে স্বীয় প্রেমাস্পদে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবে, তোমার নিজের বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহাই প্রেম।- ঐ। ঐ।

ইহাই প্রকৃত একাত্মকতা যে, তোমার অন্তরে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুর উদয় হয় না। অর্থাৎ একত্বের এতদূর পরাক্রম হয় যে, অন্য যাহা অন্তরে উপস্থিত হয়, তাহা একত্বে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং একত্বের আকারে প্রকাশ পায়। প্রথমে সমুদয় এক হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, এখন সমুদয় এক ত্মকতাতে নিমগ্ন হইয়া একের আকার ধারণ করে।— তাপস আবুল আব্বাস্ সৈয়ারী। ঐ। ঐ।

যেরূপ সন্মান লাভে সন্তুষ্টি হয়, তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত অবমাননায় সন্তুষ্টি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের প্রকৃত বিশ্বাস হয় না।—ঐ। ঐ।

(ক্রমশঃ)

জনৈক জিজ্ঞাসু।

বিচার-সাগর।

পঞ্চম তরঙ্গ।

শ্রীগুরু ও বেদাদির ব্যবহারিক পতিপাদন, ও মধ্যম অধিকারী সাধন নিরূপণ।

"গুরুমুখ নিঃসৃত বেদ বিচার শ্রবণে, অদ্বৈত ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করে হয়" পূর্ব্ব তরঙ্গ কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অদৃষ্টি নামক দ্বিতীয় শিষ্যের হৃদয়ে এইরূপ সংশয় জন্মিল যে—"বেদ ও গুরু সত্য হইলে দ্বৈতহেতু অদ্বৈত সিদ্ধান্তের খণ্ডন হয়: অসত্য হইলে, তদ্দ্বারা পুরুষার্থপ্রাপ্তি সম্ভবে না। উভয় রীতিতে বেদ ও গুরু হইতে অদ্বৈত জ্ঞান হইতে পাবে না।

অদৃষ্টি কহিলেন :—

মিথ্যা যদি বেদ গুরু কহ ভগবন।
তাহে ভব খেদ ধ্বংশ না হয় কখন॥
মরুস্থলে যথা মিথ্যা মরীচিকা দল।
পিপাসা নাশিতে তাহা নাহি ধরে বল॥ ১॥
সত্য যদি বেদ গুরু কহ কৃপাময়।
রহেনা অদ্বৈত বাদ, দ্বৈত সে উভয়॥
মধ্যাচার্য্য আদি বিজ্ঞ সুপণ্ডিত যত।
অশুদ্ধ বলিয়া ত্যজে শঙ্করের মত॥ ২॥
এ আশঙ্কা দয়াময় হতেছে উদয়।
কোপ নাহি কর প্রভু মিটাও সংশয়॥

শ্রীগুরু কহিলেন :- কহে গুরু শুনি এই বচন শিষ্যের।
পরম প্রমাণ সিদ্ধ মত শঙ্করের॥ ৩॥
মধ্য আদি চারি বন্ধু তারা যাহা কয়।
বেদের বিরুদ্ধ মত জান তা নিশ্চয়॥
ব্যাসের বচন শুন কহে যা পুরাণ *।
তাহাই শঙ্কর মত করে সপ্রমাণ॥ ৪॥

* বায়ু ও কূর্ম্ম প্রভৃতি পুরাণ।

"নানা অর্থে বেদ যবে কলিতে প্রচার।
আসিবেন শ্রীশঙ্কর শম্ভু অবতার॥
বদ্রীনাথ মূর্ত্তি প্রভু করি উত্তোলন।
গঙ্গা হতে করিবেন স্বস্থানে স্থাপন॥
জৈন বুদ্ধ মত যত করি উৎপাটন।
বেদের যথার্থ অর্থ করিবে মণ্ডন॥ ৫॥
ভানু যথা নীলাকাশে হইয়ে উদয়।
নাশে জগ আবরণ অন্ধকার ময়॥
সংশয় বা বিপর্য্যয় করিয়ে ছেদন।
প্রকাশে সকল বস্তু যে আছে যেমন॥ ৬॥
বেদার্থ-বিচারে তথা শঙ্কর ব্যাখ্যান।
বিনাশে সংশয়, ভ্রম, সকল অজ্ঞান॥ ৭॥
বেদের অপর অর্থ করে যেই জন।
সে শঠ বিফল শ্রম করে অকারণ॥
পুরাণে যে অর্থ ব্যাস করেছে প্রকার।
শঙ্কর ব্যাখ্যান সেই মত অনুসার॥ ৮॥
পুরাণে জেলেছে ব্যাস দীপ জ্ঞানময়।
মধ্যমত ভ্রান্ত তাহে দেখি সুনিশ্চয়॥
বাল্মিকী সে আদি কবি তাপস রতন।
বাশিষ্ঠে অদ্বৈত বাদ করিল কীর্ত্তন॥ ৯॥
সেই সে অদ্বৈত বাদ শঙ্কর ঘোষিল।
এই হেতু তার মত প্রামাণ্য হইল॥ ১০॥
ভেদ বাদ বাল্মিকীর বচন বিরুদ্ধ।
দেখি ভেদবাদ শিষ্য সকল অশুদ্ধ॥ ১১॥

(টীকা :—পুরাণে ব্যাসদেব বলিয়াছেন "কলিতে যখন বেদের নানা অর্থ প্রচার হইবে, তখন কৃপাময় শিব শঙ্কর নামে অবতীর্ণ হইয়া সুরদর গঙ্গা হইতে বদ্রীনাথ মূর্ত্তি উদ্ধার করিবেন ও স্বস্থানে স্থাপন করিবেন।

জৈনবুদ্ধমত খণ্ডন ও বেদের যথার্থ ব্যাখ্যান করিবেন।" এই ব্যাস বচন শ্রীশঙ্কর মতের প্রমাণ। মধ্যাদির ভেদ মত অপ্রমাণ। আদি কবি সর্ব্বজ্ঞ বাল্মিকী ঋষি উত্তর রামায়ণ বাশিষ্ঠ নামক গ্রন্থে বহুবিধ ইতিহাস আদি দ্বারা অদ্বৈতমত প্রধান দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং, অদ্বৈত মত বাল্মিকী বচন অনুসার প্রমাণ। বাল্মিকী বচন-বিরুদ্ধ ভেদবাদ অশুদ্ধ। ভেদবাদ যুক্তি বিরুদ্ধ। খণ্ডন খণ্ড খাদ্য নামক গ্রন্থে শ্রীহর্ষ মিশ্র ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভেদবাদ খণ্ডণ যুক্তি সুকঠিন, সুতরাং লিখিত হইল না।

শ্রীহর্ষ রচিত গ্রন্থ একত্ব খণ্ডন।
খণ্ডখাদ্য নাম তার ভেদের খণ্ডন॥
ভেদ ছেদ যুক্তি তাহে আছয়ে প্রচুর।
খণ্ডখাদ্যে আছে রস অতি সুমধুর॥ ১২॥
যেই গ্রন্থে ভেদ বাদে আচ্ছায়ে ধিক্কার।
পূর্ণ তাহে ভেদ ছেদ বহুল বিচার॥
কঠিন দুরূহ তর্ক খণ্ডণের অতি।
সে তর্ক বুঝিতে শিষ্য নহে তব মতি॥ ১৩॥
এই হেতু সেই তর্ক না করি বিচার।
ভেদের খণ্ডণ যুক্তি যাহাতে অপার॥
অপ্রমাণ যবে মত ভেদ লক্ষ্য যার।
যুক্তির নাহিক কাজ * খণ্ডণে তাহার॥ ১৪॥
ভেদের প্রতীতি হতে মহা দুঃখ ভার।
ধর্ম্মরাজ যম † কণ্ঠে এ বাক্য প্রচার॥
তেঁই চিত্ত হতে কর ভেদবাদ ত্যাগ।
একই অদ্বৈত বাদে কর অনুরাগ॥ ১৫॥

* অর্থাৎ, কোন যুক্তির আবশ্যক নাই।

† কঠোপনিষদে নচিকেতা প্রতি যমের উপদেশ।

পরমাত্মা নানারূপ দেখে যেই জন।
শ্রুতি কহে সে পুরুষ পায়রে মরণ॥
দ্বৈত মতে মতি তার লয় যেই জন।
বেদ কহে সেই তার ভয়ের কারণ॥
জ্ঞেয় ধ্যেয় আমা হতে ভিন্ন কিছু আর।
যে দেখে সে পশু ইহা বেদেভে প্রচার॥ ১৬॥
এইহেতু দ্বৈতবাদী মধ্বাদি বচন।
দুঃখ মূল জানি শিশু হও বিস্মরণ॥
যতকাল দ্বৈতবাত হৃদয়ে রাখিবে।
অদ্বৈত সাক্ষাৎ তব নাহিক মিলিবে॥ ১৭॥

রাজমন্ত্রী ভচ্ছুর্ উপাখ্যান।

দ্বৈত বচন বৎস হলে বিস্মরণ।
অদ্বৈত সাক্ষাৎ তবে পায় সর্ব্বজন॥
অদ্বৈত সাক্ষাৎ নাশে দ্বৈতস্মৃতি আর।
শুন বৎস কহি এক আখ্যান তাহার॥ ১৮॥
ভচ্ছুর্ নামে মন্ত্রী এক আছিল রাজার।
সাধে বাজ সব রাজ মন্ত্রণায় তার॥
অন্য পারিষদ মন্ত্রী যতেক আছিল।
সকলে ভচ্ছুর্র হিংসা করিতে লাগিল॥ ১৯॥
ভচ্ছুর্র অনিষ্ঠ কেহ সাধিতে না পারে।
রাজার সুপ্রিয় পাত্র জানি যে তাহারে॥
মিলে সব করে এক উপায় মন্ত্রনা।
গোপনে বিদ্রোহ এক করে উত্তেজনা॥ ২০॥
বিদ্রোহ সম্বাদে রাজা করিতে বিধান।
ডাকেন সমীপে যত অমাত্য প্রধান॥

কহে রাজা "যাও দ্রুত লয়ে সৈন্যদল।
নিবাও সমরে ঘোর বিদ্রোহ অনল॥" ২১॥
তবে সব মন্ত্রিগণ কহিল কুমতি।
"কেবল ভচ্ছুকে প্রিয় জান নরপতি॥
মরিতে সমরে এবে আমা সবে চাও।
ভচ্ছুকে কেন না রণে এখন পাঠাও?" ২২॥
করযোড়ে কহে ভচ্ছু শুন মহারাজ।
আজ্ঞা হয় বধি গিয়ে অরাতি সমাজ॥"
ভচ্ছুর বচন শুনি কহে নৃপবর।
"যাওহে সত্বর তুমি সাধিতে সমর॥" ২৩॥
সমরে প্রবেশি ভচ্ছু কারল নিধন।
বণিক কৃষাণ আদি যত অরিগণ॥
ভচ্ছুর বিজয় বার্ত্তা শুনি মন্ত্রিগণ।
রাজার নিকটে করে অলীক রটণ॥ ২৪॥
"করিতে নারিল এবে বিদ্রোহ দমন।
রণে পরাজিত ভচ্ছু হয়েছে নিধন॥
শুনিয়া ভূপতি এই অলীক বচন।
অন্য পারিষদে কহে মন্ত্রিত্বে বরণ॥ ২৫॥
ছত্র, পাখা, পাল্কী দিয়া বরে নরপাত।
প্রধান মন্ত্রির পদ পায় সে দুর্ম্মতি॥
আপন মন্ত্রনা কার্য্য করে সে বিস্তর।
ভচ্ছুর না আনে গুণ রাজার গোচর॥ ২৬॥
শুনিয়া তখন ভচ্ছু সব সমাচার।
তপস্বীর বেশ ধরে করিয়া বিচার॥
রাজার শ্রবনে বার্ত্তা নাহি মোর আনে।
রাজ দ্বারে গেলে মোরে বধিবে পরাণে॥ ২৭॥
এতকালে সব বস্তু করেছি সম্ভোগ।

ইন্দ্রিয় ও দেহে মোর নাই কোন রোগ ॥
চারি পশু, চারি ফুল, চারি ফল আর।
চারি যুগে মন মোর করেছে বিহার ॥ ২৮ ॥

চারি পশু।

করি কর উরু, মুখ ভার গুরু,
জঘন হরিণ ক্ষুর।
ক্ষীণ কটিতট, করিয়ে সাপট,
মৃগরাজে করে দূর ॥
সদা চল চল, সে আঁখি যুগল,
চপল তুরঙ্গ ধন্দ।
করে মন চুরি, রসের চাতুরী,
যৌবন যাতনা ফন্দ ॥

চারি ফুল।

বদন কমল, জিনি শতদল,
চপলা চমক হাস।
অতসী লাঞ্ছন, চিবুক শোভন,
মতি বাঁধা জনি ফাস ॥
তিল ফুল নাশা, সঘন নিশাসা,
প্রকাশে হিয়ার আশ।
চম্পক কাঞ্চন, তনুর বরণ,
নাগর দেখি উদাস ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

Printed by B. C. Sanyal, at the Bengal Chemical Steam Printing Works.

ওঁ
পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩১০ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

অনাহত ধ্বনি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অহো! একবার কর দরশন
জীবকুল দলে দলে,
ঘুরে শূন্যে হায়, কিজানি কেন যে
ব্যাকুলিত প্রতিপলে।
মানব জীবন দারুণ সাগর
ঝটিকা সঙ্কুল অতি,
গর্জ্জিছে গভীর ভীষণ আরাবে
নহে স্থির এক রতি।

ঘুরিতে ঘুরিতে একে একে জীব
ক্রমেতে অবশ হয়,
ভগ্ন পক্ষ হয়ে রুধিরাক্ত দেহে
পড়িছে সাগর মগ্ন।
সাগর তরঙ্গে ভীম বায়ু সঙ্গে
এধারে ওধারে ভাসি,
প্রবল আবর্তে যায় শেষে ডুবি
ডাকে তারে জলরাশি।
কিন্তু অন্তেবাসী যদি তব আশা
জ্ঞান-গৃহ পরিহরি,
আনন্দ সুখদ মঞ্জু-কুঞ্জ মাঝে
পশিবারে যত্ন করি।
হও সাবধান, ইন্দ্রিয় নিরোধ
কর ধীরে সাবধানে,
দ্বৈতজ্ঞান যাহে শান্তি সুখ নাশে
রেখো না তোমার প্রাণে।
অমৃত-উদ্ভব যে টুকু তোমার
অমৃত আশ্রয় ছাড়ি,
মায়ার সাগরে যেন নাহি ডুবে
লয়ে চল তাড়াতাড়ি।
সেই অগ্নিরূপা শক্তি কুণ্ডলিনী
লহ ব্রহ্ম-পুরে তাঁরে,
জগত-মাতার নিকেতন সেই
নিশ্চয় কহি তোমারে।
যবে কুণ্ডলিনী হৃদয় হইতে
ভ্রু-সন্ধির মাঝে তব,
ষষ্ঠ চক্রে আসি হবেন উদয়
এক হয়ে যাবে সব।

তুমিও তখনি　　　　খেচর হইবে
বায়ুতে চলিয়া যাবে,
তরঙ্গ উপরে　　　　হেঁটে যদি যাও
পায় জল নাহি পাবে।
স্বরময় এই　　　　সোপান মঞ্চের
সর্ব্ব উচ্চ স্তরোপরে,
উঠিবার আগে　　　　পাইবে শুনিতে
হৃদে তুমি সপ্তস্বরে।
প্রাণের দেবতা　　　　সেই সপ্ত স্বরে
প্রকাশ করেন সদা,
সে সকল স্বর　　　　পাইলে শুনিতে
ঘুচে যায় সব বাধা।
প্রথমে শুনিবে　　　　পাখীর কুজন
সখার বিরহে যেন,
কাতরে ডাকিছে　　　　কতই কাতরে
মনেতে হইবে হেন।
তারপরে তুমি　　　　পাইবে শুনিতে
যেন কোন ধ্যানীজন,
রৌপ্য করতাল　　　　বাজায়ে মধুরে
জাগাইছে তারাগণ।
তারপরে ক্রমে　　　　অন্তরে বাহিরে
পাবে তুমি শুনিবারে,
অতি সুমধুরে　　　　হয় শঙ্খধ্বনি
জাগাতে যেন তোমারে।
তারপরে পাবে　　　　বীণার ঝঙ্কার
পরে পাবে বংশীধ্বনি,
পরে তূর্য্যনাদ　　　　হবে ঘোরতর
শেষে হবে বজ্রধ্বনি।

সপ্তম স্বরেতে স্বর যাবে মিশে
শান্ত হবে দিক দশ,
ছয়ের নাশেতে গুরু পদতলে
পড়িবে হয়ে অবশ।
মিশে গিয়ে তবে এক হয়ে যাবে
একেতে করিবে বাস,
সর্ব্ব ব্রহ্মময় তখন তোমার
পূরিবে মনের আশ।

৪)

কিন্তু সেই পথে প্রবেশের আসে
কাম-দেহ নাশ চাই।
মানস দেহটি নির্ম্মল করিলে
হৃদে নির্ম্মলতা পাই।
স্থির জেনো মনে অনন্ত জীবন
সলিল নির্ম্মল অতি,
অতিশয় স্বচ্ছ অতীব তরল
নাহি তাহে মলা মাটি।
সংসার ঝটিকা আবর্ত্তে ঘূর্ণিত
জীবের জীবন জল,
পাপতাপ আদি কর্দ্দমে পঙ্কিল
হয়ে আছে অবিরল।
এই দুই জল মিশিতে পারে না
নিশ্চয় জানিও মনে,
মিশাও যদিও ভেবে দেখ মনে
নির্ম্মল হবে কেমনে?
কমল হৃদয়ে শিশিরের বিন্দু
করেছ কি দরশন?

দেখদেখি ভেবে　　　　অরুণ কিরণে
সে বিন্দু শোভে কেমন !
কিন্তু সেই বিন্দু　　　　যবে ভুমে পড়ে
কিবা দশা হয় তার,
সে সুষমা তার　　　　আর ত থাকেনা
হয় সে কর্দ্দমাকার ।
তাই বলি মনে　　　　আছে চিন্তা যত
নির্ম্মল কর যতনে,
নহিলে মলিন　　　　করিবে তোমারে
সতত রাখিও মনে ।
যেন তারা তোমা　　　　নাশিবারে চায়
নাশ তুমি তা সবায়,
অন্তরে রাখিয়া　　　　দিওনা বাড়িতে
নাশিবে তবে তোমায় ।
কামনার ছায়া　　　　হয় যদি সেই
দিওনা তাহারে স্থান,
ছায়া ধরি কায়া　　　　হবে মুর্ত্তিমান
বধিবে তোমার প্রাণ ।
কুণ্ডলিনী শক্তি　　　　জাগাবার আগে
করি তুমি প্রাণপণ,
লভ হেন শক্তি　　　　কাম দেহ যাহে
পার করিতে নিধন ।
দেহে আত্মজ্ঞান　　　　যত দিন রবে
অধ্যাত্ম বঞ্চিত রবে,
এটি না ছাড়িলে　　　　ওটিরে পাবেনা
সার তত্ত্ব এই ভবে ।

(ক্রমশঃ)

বিচার-সাগর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চারি ফল।

ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব, দশন দাড়িম্ব,
উরজ শ্রীফল ভার।
কোহর * সুডোল, পদমূল গোল,
ভামিনী পিরীতি সার॥

চারি খগ।

ঠমক চলনী, চকিত সে ধনী,
মরাল মন্থর গতি।
কপোতী সুঠাম, কণ্ঠ অভিরাম,
মতিহারে হরে মতি॥
মিঠি মিঠি কয়, অতি মধুময়,
পিকবর লাগে দ্বন্দ্ব।
সঘন চিকুর, মাথায় বঁধুর,
শিখিপিচ্ছ লাগে ধন্ধ॥

নারী নিন্দা।

পাপহারী গাঙ্গ বারি না ত্যাগে কখনে।
অনুরাগ হয় যাতে রসিকের মনে॥
অন্ত এক তিলোত্তমা বিধি সিরজিল।

* সালগাম।

এ সুন্দরী * কিন্তু নাহি নিসুন্দে বধিল ॥ ৩৩ ॥
অলক্ত † রক্তিম রাগ কর পদে তার।
তিলেক না করি তারে নয়নের বার ॥
স্ত্রীসম্ভোগে আছে যত করণ কারণ। ‡
সকলি ভুঞ্জেছি এবে নিকট মরণ ॥ ৩৪ ॥
হাধিক জগতে মূঢ় আমার সমান।
কেবা আছে এতকাল লম্পট প্রধান ॥
মদনের পূরি § মূত্রে আর্দ্র নিশিদিন।
ক্ষত বিনা ঝরে তাহে রুধির মলিন ॥ ৩৫ ॥
মাংস মেদ চর্ম্মকেশ বীভৎস বেহদ্দ।
পূতি গন্ধময় তাহা অতীব অশুদ্ধ ॥
এ হেন পদার্থে এত কি আছে সুন্দর।
পূতি অতি অপবিত্র গ্লানির আকর ॥ ৩৬ ॥
জঘন্য সে জঙ্ঘা অতি বসা মাংসছার।
রম্ভা করিকর হয় উপমা যাহার ॥ ৩৭ ॥
যে স্থূল নিতম্ব দেখ নয়নে সুন্দর।
মধ্যে তার মলদ্বার পূতিগন্ধ কর ॥
অন্ধবিনা হয় কেবা আসক্ত তাহাতে।
বসা, মাংস, পূতিগন্ধ আছয়ে যাহাতে ॥ ৩৮ ॥
নারীর অধর আর্দ্র রসনার রসে।
চুম্বনে সে নিষ্ঠীবন নিজমুখে পশে ॥
দৃষ্টিমাত্র যে নারীতে মত্ততা বিকার। * *

---

* ভচ্ছু আপন স্ত্রীকে তিলোত্তমার সহিত রূপে তুলনা করিতেছেন। তবে তিলোত্তমা সুন্দ নিসুন্দ নিধণের কারণ বলিয়া বলিতেছেন যে তাঁর স্ত্রী তিলোত্তমা হইতে গুণে শ্রেষ্ঠা।　　† পশ্চিম প্রদেশে মেউদি পাতার জারক ব্যবহার করে।

‡ উপকরণ।　　§ স্ত্রীযোনী।

* * অর্থাৎ যে নারীকে দৃষ্টিমাত্রেই, চিত্তে মত্ততা জন্মে।

শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহা করহ বিচার ॥ ৩৯ ॥
কহে লোকে নারী সঙ্গ সুরূপ সুন্দর।
বিচার করিলে তাহা হয় অন্যতর ॥

ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য।

কালকন্দ দধি পেড়া পায়স প্রচুর।
তণ্ডুল ব্যঞ্জন ঘৃত আদি ভরপূর ॥
বিবিধ ভোজন বস্তু যেবা যত আছে।
রসনা তাহার রস সকলি পেয়েছে ॥ ৪১ ॥
তাতে তৃপ্তি এ অবধি হয় নাই যার।
নিশ্চিত বিফল দেখি পোষণ তাহার ॥
ক্ষুন্নিবৃত্তি যদি কন্দ বন ফলে হয়।
পরাধীন হয়ে দাস তবে কেবা রয় ? ৪২ ॥
গিরিগুহা অট্টালিকা উদ্যান কানন।
রাজার কিঙ্কর তবে কেন হয় জন ?
শিলা শয্যা নিজ ভুজ যদি শিরোধান।
শয়নে কেন রে চায় খাট উপাধান ॥ ৪৩ ॥
বিমল নির্ঝর জলে তৃষ্ণা নিবারণ।
অঞ্জলি থাকিতে কিবা পাত্রে প্রয়োজন ॥
বসিয়া বিরলে ভর্ত্তৃ লভে পরানন্দ।
বিনা সে একান্ত কভু নামিলে আনন্দ ॥ ৪৪ ॥

স্থূলকায় মহীপতি, বলিষ্ঠ সুদৃঢ় অতি,
সুপণ্ডিত তাতে যদি হয় নিরাময়।
যেন তবে সেই মন্দ, মানুষের সুখ হন্দ,
উপভোগে ধরামাঝে অন্য কেহ নয় ॥ ৪৫ ॥

সেই নৃপ হইতে মানবগন্ধর্ব্ব, মানবগন্ধর্ব্ব হইতে দেবগন্ধর্ব্ব, দেব গন্ধর্ব্ব হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে অজ্জদেবতা অজ্জদেবতা হইতে কর্ম্ম

দেবতা, কর্ম্মদেবতা হইতে মুখ্য দেবতা, * এবং মুখ্য দেবতা হইতে ত্রিলোকপতি ইন্দ্র শতগুণ সুখভোগ করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি, ইন্দ্র হইতে শতগুণ সুখ উপভোগ করেন। বৃহস্পতি হইতে প্রজাপতি ও প্রজাপতি হইতে ব্রহ্মা শতগুণ সুখভোগ করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা যিনি রাজা আদি হইতে অধিক সুখভোগ করেন, তিনি সর্ব্বদা একান্তে আছেন, এবং তাহার হৃদয় কাম দগ্ধ নহে।

সদাই একান্তে শিষ্য হয় এই সুখ।
যুবতী সন্তান ধন সঙ্গে সদা দুখ॥

যুবতী সঙ্গ দুঃখের কারণ ঃ—

যাহার যুবতী, কুবোলনী অতি,
কুরূপা কুমাত তায়।
সো তাপ সোঙরি †, গোঙরি গোঙরি ‡
মরমে বেদনা পায়॥ ৫২॥

যাহার কামিনী, চমক দামিনী,
সুরূপা সুবানী ধনী।
কুরূপা ঘরণী, হইতে তাপিনী,
ফণিনী দংশায় জনি §॥ ৫৩, ৫৪॥

সো পিয়া পিরীতি, ধরয়ে কুরীতি,
বঁধুয়া মোহন কারী।
পিয়ারী পিয়াসা, প্রাণ মন নাশা,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষহারী॥ ৫৫, ৫৬॥

(১) যুবতী সঙ্গে ধন বিকার ঃ—

মিঠি মিঠি বোলে, অথবা কোন্দলে,
নাশয়ে পতির মতি।

---

* একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও অষ্টবসু এই একত্রিশ জন মুখ্যদেবতা।

† স্মরিয়া। ‡ গুমরে। § যেন।

কামিনী ধেয়ান, কামিনী গেয়ান, *
কান্ত কাম অন্ধ অতি ॥ ৫৭ ॥
যাহা কিছু পায়, কামিনী সেবায়,
সব অপচয় করে।
বস্ত্র অলঙ্কার, সকলি প্রিয়ার,
পিতামাতা নাহি স্মরে ॥ ৫৮ ॥
ভক্তি সহকারে, পূজয়ে প্রিয়ারে,
ক্ষীর ননী ছানা সরে।
নাহি টুটে নেশা, না ছুটে পিয়াসা,
বাঁধে গিয়া প্রেম ডোরে ॥
পিরীতি নাঙলে, জুড়ি কুতুহলে,
ধরি নারী নাথ † ফাঁস।
তাড়য়ে নয়ন, সাধয়ে আপন,
যৌবন ক্ষেতের চাষ ॥ ৫৯ ॥

(২) যুবতী সঙ্গে ধর্ম্ম বিকার :—

পড়া পাখী প্রায়, যে বুলি শিখায়,
চতুরা পরাণ ধনে।
সে বুলি শিখিঞে, পুরুষ শুনাঞে,
পিতামাতা গুরুজনে ॥ ৬০ ॥
ময়ুরীর আগে শিখি অনুরাগে,
নাচয়ে তুষিতে তায়।
বসনে ভূষণে, তথা পিয়া মনে,
তুষিয়ে সন্তোষ পায় ॥ ৬১ ॥
পরে দোঁহ মন, উছলি যখন,
প্রেম অনুরাগে মাতে।

---

* জ্ঞান। † নাথ, অর্থাৎ নাশাপ্রোতরজ্জু।

বেশ আলু থালু,　　　　আঁখি ঢুলুঢুলু,
মদন মদিরা তাতে ॥ ৬২ ॥
ধরি প্রেতরূপ,　　　　নগন কুরূপ,
ফিরে ঘুরে ঝাঁপে দোঁহে।
মোহ পায় রুচি,　　　　মলিন অশুচি,
না দেখে নারীর দেহে ॥ ৬৩ ॥
সোই পিয়া সঙ্গ,　　　　করে কত রঙ্গ,
অঙ্গ তার অঙ্গে বাঁধে।
মদন মদিরা,　　　　নর মতি হরা,
সুখে পুন বাদ সাধে ॥ ৬৪ ॥
এইরূপে দোঁহে,　　　　মুগ্ধ কাম মোহে,
পরিহরে লোক লাজ।
না বিচারে নর,　　　　জায়া পর ঘর,
সাধয়ে মদন কাজ ॥ ৬৫ ॥
কাম সুরা পানে,　　　　প্রমাদ যে আনে,
বিরাগী বিস্ময় মানে।
মদন বিকারে,　　　　শুক্র দুখ ভারে,
হয় সারা নর প্রাণে ॥ ৬৬ ॥
পিয়া অনুরাগে,　　　　পিরীতি সোহাগে,
মধু নাই শুন বঁধু।
গরল সো কাল,　　　　ইহ পরকাল,
কহে সুধী নাশে সুধু ॥ ৬৭, ৬৮ ॥

(৩) যুবতী সঙ্গে বিন্দু ক্ষয় :—

জঠর অনলে ভোক্তা যা কর আহুতি।
মল রক্ত বিন্দু তার হয় পরিণতি ॥
সে বিন্দু ধারণে বাড়ে দেহীর জীবন।
সেই বিন্দু ক্ষয়ে হয় নিকট মরণ ॥

মনের সন্তাপ বিন্দু হতে দূরে যায়।
মনের আনন্দ যত বিন্দুতে বাড়ায় ॥ ৬৯ ॥
মলেতে যখন মন করয়ে বসতি।
নিরাশ অন্তর সদা হয় দুঃখ অতি ॥
রুধিরে যখন মন করয়ে রমণ।
চঞ্চল অধিক হয় রজস তখন ॥ ৭০ ॥
বিন্দুতে যখন মন করয়ে নিবাস।
চাঞ্চল্য সন্তাপ তবে পায়রে বিনাশ ॥
বিন্দু বলে বলীয়ান হয় নর যবে।
করে শুভ অনুষ্ঠান আনন্দে যে তবে ॥ ৭১ ।
যাহার শরীরে বিন্দু বাড়ে যতোধিক।
তনুতে সুন্দর কান্তি ধরে ততোধিক ॥
বিন্দুই প্রকাশে কান্তি সমান কাঞ্চন।
বিন্দুনাশে পড়ে দেহ কৃপানে যেমন ॥ ৭২ ॥
যার বিন্দু কোন কালে নাহি পায় ক্ষয়।
গলিত পলিত * সেবা কভু নাহি হয় ॥
কল্যাণ কারণ বিন্দু রাখিবার তরে।
উত্তম খেচরী মুদ্রা যোগীগণ করে ॥ ৭৩ ॥
অষ্ট সিদ্ধি যেই যোগী করয়ে ধারণ।
বিন্দুর পতনে তার হয়রে পতন ॥
এই সে উত্তম বিন্দু আয়ু রসায়ন।
আপন জঘনে নারী করে আকর্ষণ ॥ ৭৪ ॥
ইক্ষু ফলে ধরি ইক্ষু কৃশান যেমন।
সকল পীযুস তার করে নিষ্পেষন ॥
ইক্ষু ফলে ইক্ষু যথা ধরি বারবার।
নিচুড়ে সকল রস খোসামাত্র সার ॥ ৭৫ ॥

---

* লোল মাংস ও পক্ক কেশ।

তথা নারী ভুজদ্বয়ে নিচুড়ি লম্পটে
জীবন পীযুস তার ভরে নিজঘটে ॥
থাকে দেহে শেষ বিন্দু বিন্দু যতক্ষণ।
নিতি নিতি রতি লোক করে ততক্ষণ ॥ ৭৬ ॥

* * * *

শোষয়ে পুরুষ রস নারী নিজ কায়.
ফুল পরিমল যথা হরে ফুলেলায় ॥
নারীর হৃদয় সম নাহিরে কঠিন।
কহে মুনি ঋষিগণ জ্ঞানেতে প্রবীন ॥
পঠিত পুরাণ বেদ স্মৃতি গীতা আর।
তর্কেতে হটাতে তায় সাধ্য আছে কার ॥
এহেন দিগ্‌গজে নারী তুড়িতে চালায়।
বাজীকর দেখ যথা বান্দরে নাচায় ॥ ৮১, ৮২ ॥
উক্তি যুক্তি লুপ্ত, নহে চিত্ত নিজ বশ।
সুপণ্ডিত হয় যবে নারী পরবশ ॥
নারীর কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ যেবা নর।
না রহে সরল কভু তাহার অন্তর ॥ ৮৩, ৮৪, ৮৫ ॥

* * * *

মদন মদিরা মত্ত, মোহ তার চিতে।
হইতে সংসার দুঃখ না পারে তরিতে ॥ ৮৮ ॥
বিবেক বিচারি, দেখিয়ে বিকারি,
ছাড়য়ে নারীর লেহা।
নাশে ধর্ম্ম অর্থ, আনয়ে অনর্থ,
মোক্ষমূলে দেয় ছেহা ॥ ৮৯ ॥

পুত্র দুঃখের হেতু :—

পুত্র না জন্মিলে দুঃখ, দুঃখ গর্ভহলে।
প্রসবের কালে দুঃখ, আর দুঃখ ম'লে ॥ ৯০ ॥

যদবধি প্রাণ প্রিয়া গর্ভ নাহি ধরে।
তদবধি মন কষ্টে দম্পতী গুমরে॥
গর্ভ যদি হল তবু চিন্তা নাহি নাশে।
পুত্র কিম্বা কন্যা হয় এই চিন্তা আসে॥ ৯১॥
যায় কিম্বা থাকে গর্ভ ঘোর এই চিন্তে।
ভয়ে তনু কৃশ হয়, নারে ব্যাধি চিন্তে॥
দশ মাস গত হলে প্রসব যথন।
মাতা পিতা কত কষ্ট পায়রে তথন॥ ৯২॥
বিধাতা পুরুষ পুত্র কি লিখে কপালে।
নিশিদিন চিন্তা তাই বসি অন্তরালে॥
যদি শিশু কোন হেতু নাহি খায় স্তন।
অমনি আতঙ্কে দোঁহে করয়ে রোদন॥ ৯৩॥
দশন উদ্‌গম কালে কত শিশু মরে।
কত ঘোর চিন্তা ভয়ে বাক্য নাহি সরে॥
শীতলার আবির্ভাব হইলে পাড়ায়।
ভয়ে ভীত সে দম্পতী কত দুঃখ পায়॥ ৯৪॥
স্নানাহার ত্যাগি থাকে মলিন বসনে।
সভয়ে শীতলা পূজা মানে ক্ষণে ক্ষণে॥
এইরূপ কত কষ্ট সন্তান পালনে।
ভোগে দোঁহে, নাহি পায় শান্তি নিশিদিনে॥ ৯৫-১০১॥
কত দুঃখ দেয় সুত যেতে পাঠশালে।
মরণ অধিক কষ্ট কন্যাদায় কালে॥
তরুণ বয়সে পুত্র নারী পরবশে।
মুষ্টি মেয় অন্নে পিতা মাতা নাহি তোষে॥ ১০২-১০৪॥
শয্যাগুরু নারী মন্ত্র দেয়রে নিশিতে।
সুপুত্রে কুপুত্র করে দেখ আচম্বিতে॥ ১০৫॥
বিবাদ বিতণ্ডা ভাঙে সোণার সংসার।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয় ছার খার ॥ ১০৬ ॥
কুপুত্র হইতে কত যাতনা অশেষ।
কুবাক্যে পীড়িত, সদা নাহি সুখ লেশ ॥ ১০৭-১০৮ ॥
বিচারি দেখিলে পুত্র সদা দুঃখ রূপ।
পুত্র হতে সুখ চায় মূর্খ সে অনুপ ॥ ১০৯ ॥

ধন সঙ্গ দুঃখের হেতু।

জায়া পুত্র ছাড়ি পুন যেবা চায় ধন।
তাহার মুখেতে ছাই, মূর্খ সেইজন ॥
সঞ্চয় রক্ষন ব্যয় ক্ষয়ে দুঃখ পায়।
কপালে আঘাত কত করে হায় হায় ॥ ১১০ ॥
অর্থের সঞ্চয়ে যার সদা ধায় মন।
করয়ে অনর্থ * সেই কত অগনণ ॥ ১১২ ॥
হিংসা চৌর্য্য মিথ্যা পাঠ্য গর্ব্ব কাম ক্রোধ।
স্পর্দ্ধা মোহ অবিশ্বাস বিচ্ছেদ বিরোধ ॥
ব্যসনে আশক্তি সদা অনর্থ বাড়ায়।
ভয় চিন্তা মনস্তাপ অর্থ হতে পায় ॥ ১১২ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে কদর্য্য আখ্যান দ্রষ্টব্য।

"Beauty is Truth. Truth Beauty, that is all ye know on earth"-Keats.

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

গোপীগীত।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্রহি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ ১০-৩১-১

হে দয়িত, তোমার জন্মে ব্রজ অধিকতর জয়যুক্ত হইয়াছে। ইন্দিরা দেবী সর্বদা ব্রজ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। সকলেরই আনন্দ। কিন্তু আমরা যদিও তোমারি, তথাপি অতি কষ্টে তোমারি নিমিত্ত জীবনধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছি।

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥ ১০-৩১-২

শরতের নির্ম্মল জলাশয়ে বিকশিত পূর্ণ কমলের যে শোভা, হে সুরত নাথ, সে শোভাও তোমার নয়ন হরণ করিয়াছে। হে বরদ, আমরা তোমারবিনা মূল্যের দাসী। সেই নয়ন দ্বারা আমাদিগকে বধ করা কি তোমার বধ নয়।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥ ১০-৩১-৩

হে ঋষভ, বিষময় জল হইতে, ব্যাল রাক্ষস হইতে, বর্ষা, বায়ু, অগ্নিপাত হইতে, বৃষ হইতে, ব্যোম হইতে এবং অন্যান্য সকল ভয় হইতে তুমিই ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে কেন উপেক্ষা করিতেছ!

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ ১০-৩১-৪

হে সখে! নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি গোপিকানন্দন নহে। তুমি অখির প্রাণীর অন্তরাত্মা ও বুদ্ধি সাক্ষী। ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্ব পালনের জন্য তুমি সাত্বতের কুলে উদিত হইয়াছ

এইবার, গোপীগণ! সত্য সত্যই তোমরা "আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিত" হইলে। তোমরা জ্ঞানালোকে পূর্ণ হইলে। এইবার কৃষ্ণের স্বরূপ প্রকৃতি হইবার বাকি কিছু থাকিল না। তোমরাই হ্লাদিনী। তোমরাই সম্বিৎ।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ১০-৩১-৫

হে বার্ষ্ণেয়, সংসারের ভয়ে যাহারা তোমার চরণ আশ্রয় করে, আপন হস্ত দিয়া তুমি তাহাদিগকে অভয় দাও। ঐ হস্তে তুমি লক্ষ্মীর করগ্রহণ কর। হে কান্ত, আমরা সংসার ভয় হইতে রক্ষা চাই না। লক্ষ্মীর সঙ্গিণী হইতে চাই না। আমরা কেবল তোমার প্রেম চাই। তোমর প্রমদ করকমল একবার আমাদের মস্তকে দাও।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্মরধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্মনো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ১০-৩১-৬

হে বীর, তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহারক। নিজজনের গর্ব্ব বিনাশক তোমার মধুর হাস্য। আমরা তোমার কিঙ্করী। আমাদিগকে নিশ্চয় আশ্রয় দাও। তোমার চারু মুখপদ্ম একবার আমাদিগকে দেখাও।

প্রণতদেহিনাং পাপকর্শর্ষনং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ১০-৩১-৭

তোমার পাদাম্বুজ প্রণত দেহীর পাপনাশক। কৃপায় ঐ পাদ তৃণচরের পশ্চাৎ গমন করে। লক্ষ্মীর নিবাস ভূমি, ফণীর ফণায় অর্পিত তোমার ঐ চরণ পদ্ম আমাদের বক্ষে (কুচ দেশে) স্থাপিত কর। আমাদের হৃদয় রোগ না

প, স্ত ব প

াব ধক ীর া ীর মুহ্যতী-
রধরসীধুন প্যায়য়স্ব নঃ॥ ১০-৩১-৮

হে পদ্মলোচন! তোমার মধুর হৃদ্য ও গম্ভীর বাক্যদ্বারা আমরা মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বীর! আমরা তোমার দাসী। অধর সুধাদ্বারা আমাদিগকে বাচাও।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ১০-৩১-৯

পণ্ডিতেরা বলেন, বিরহে গোপীদের দশ দশা হইয়াছিল।

চিন্তাহি জাগরোদ্বেগোতানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ॥

অক্রূর কর্তৃক কৃষ্ণ হরণের পর, এই দশ দশা প্রত্যেকে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাসকালীন বিরহে ও সকল দশাই সূচিত হইয়াছিল। চিন্তা জাগরণ, উদ্বেগ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ এ সকল আমরা পূর্ব্বেই দেখিলাম। তনুতা ও মলিনাঙ্গতা ও কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি ভাব এক একটি সর্প হইয়া তাঁহাদিগকে যেরূপ দংশন করিয়াছিল,

তাহাতে তাঁহাদের মোহ ও বেশ বুঝিতে পারা যায়। "করসরোরুহ," "জলরুহানন," "পদাম্বুজ," "মধুরয়া গিরা"—এ সকল আমরা এখনই দেখিলাম। তবে যে গোপীর মৃত্যু হয় নাই, তাহার কারণ কেবল মাত্র কথামৃত।

তোমার কথামৃত তপ্তের জীবন স্বরূপ। দেবভোগ্য অমৃতকে যাঁহারা তুচ্ছজ্ঞান করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণও এই কথামৃত আদরের সহিত পান করিয়া থাকেন। কাম, কর্ম্ম প্রভৃতি সকল পাপ ইহা হইতে বিনষ্ট হয়। এই কথামৃত শ্রবণমাত্র মঙ্গলপ্রদ। ইহাতে মাদকতা নাই। ইহা অতি সুশান্ত। এই কথামৃত যাঁহারা ভুবন মধ্যে বিস্তৃত ভাবে বিতরণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ দাতা। তাঁহারাই লোকের প্রাণ দেন অধিক কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণ! তোমার সেই কথামৃত দ্বারা এখনও আমরা বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু বাস্তবিক গোপীরা না জানিলেও, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ব্যষ্টি গোপী আর জীবিত নাই। জীব প্রকৃতি গোপী অতীতের গর্ভে। ব্রজবাসিনী কিরূপে জানিবে "সাত্বতাং কুলে"। গোপরমণী কেমনে জানিবে "বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে"। আর উন্মাদ নাই। আর বিকার নাই। এখন ভাব গাম্ভীর্য্য। প্রেমের অতল সমুদ্র। জ্ঞানের "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"। আর এ গোপী সে গোপী নাই। সকল গোপী মিলিয়া এক। এক প্রাণ এক মন। সে প্রাণ সে মন বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের প্রাণ ও মনের সহিত এক তান। এক সঙ্গীত সমগ্র বিশ্ব হইতে উত্থিত। সে সঙ্গীত প্রণবাত্মক। গোপীদের সত্তা সমষ্টি সত্তা। গোপীরা ঈশ্বরের প্রকৃতি। গোপীগীত প্রণবের লহরী।

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহকনো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০-৩১-১০

যদি বল কথামৃত শ্রবণেই বাঁচিয়া আছ ত আর দর্শনে প্রয়োজন কি? তাতে যে মনের শান্তি পাই না। হে প্রিয়, সেই মধুর হাঁসি প্রেমের চাহনি,

সেই পবিত্র বিহার, যার ধ্যান মাত্রেই মঙ্গল হয়, আর নির্জ্জনে তোমার যে সকল সংকেত নর্ম্ম, যাহা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া আছে। বল দেখি, কুহকময়! এ সকলে আমাদের ক্ষুভিত হইতে হয় কি না।

আমরা ত সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য চাই না। আমরা ত তোমাতে লীন হইবার জন্য সাযুজ্য চাই না। তুমি যে ঈশ্বর, তুমি সেই ঈশ্বর থাক। তুমি যে ভগবান্, তুমি সেই ভগবান্ থাক। আমরা ঐশ্বর্য্য চাই না, ভগবত্ত্বা চাই না। তাহার নিকটেও যেতে চাহি না। আমরা চাহি কেবল তোমার মুখখানি দেখিতে। চাহি কেবল তোমার চরণ সেবিতে। চাহি তোমার আনন্দে তোমাকে আনন্দিত করিতে। তুমি ত সকলকে দেখ, তোমাকে দেখি। সকলে ত তোমার ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ। আমরা তোমার প্রেমে আকৃষ্ট। তুমি চাও না চাও, আমারা তোমার জন্য তোমাকে চাই।

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১০-৩১-১১

হে নাথ! হে কান্ত! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চারণ করিতে করিতে বাহিরে যাও, তখন নলিন সুন্দর তোমার পদ পাছে শিলতৃণাঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত হয়, এই ভাবিতে ভাবিতে আমাদের মন অত্যন্ত অসুস্থ হয়। বল দেখি ব্রহ্মাদিও কি তোমার জন্য এই ভাবনা ভাবে?

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১০-৩১-১২

আবার দিনক্ষয়ে নীলকুন্তলাবৃত ধূলায় ধূসর অলিমালাকুল পরাগচ্ছুরিত পদ্মতুল্য তোমার মুখখানি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কেবল রতি উৎপাদন করাও।

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥　　১০-৩১-১৩

হে আধিহন্তা, হে রমণ, প্রণতের কামদ, কমলযোনির অর্চ্চিত, ধরণীর মণ্ডন, আপদ কালে ধ্যানমাত্র আপন্নিবর্ত্তক, সেবাকালেও সুখতম, তোমার চরণপঙ্কজ আমাদের বক্ষে অর্পণ কর।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥　　১০-৩১-১৪

হে বীর, সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশক, নাদিতবেণু দ্বারা উত্তমরূপে চুম্বিত তোমার অধরামৃত একবার আমাদিগকে দাও। সে অধরামৃতের এমনি গুণ যে মনুষ্য অন্য রাগ একবারে ভুলিয়া যায়। বিষয় রাগ আর থাকে না। কেবল তোমাতেই অনুরাগ, রতি ও সুরতরূপ প্রেম বৃদ্ধি করায়।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥　　১০-২১ ১৫

দিবাভাগে যখন তুমি বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত কালও আমাদের এক যুগ হয়। আর দিনান্তে কুটিল কুন্তলাক্রান্ত পরম শোভাময় তোমার মুখখানি যখন আমরা উর্দ্ধনেত্রে দেখি তখন মনে মনে ব্রহ্মাকে নিন্দা করি। ব্রহ্মা! তুমি কি মূর্খ, আমাদের চক্ষে পলক কেন দিয়াছিলে। সে যে, কৃষ্ণ দর্শনে বাধা দেয়। "কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদ-দর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্টা সর্ব্বসঙ্গে পরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামু-পাগতাস্তস্ত কথমস্মাং স্ত্যক্তু মুৎসহসে"—শ্রীধর। ক্ষণমাত্র তোমার অদর্শনে আমাদের দুখ। তোমাকে দেখিয়াই আমাদের সুখ। এই জন্য সর্ব্বসঙ্গ

ত্যাগ করিয়া যতির ন্যায় আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। আমরা কামী বিষয়ী নই। তবে কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছ।

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১০-৩১-১৬

এই জন্যই হে অচ্যুত, পতি পুত্র সম্বন্ধী ভ্রাতৃ বান্ধব সকলকে অত্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া, তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমার গতি জানিয়াই আমরা তোমার উচ্চগীতে মোহিত হইয়া আসিয়াছি। হে শঠ! এসকল রমণীগণকে রাত্রিকালে তোমা ছাড়া আর কে ত্যাগ করিতে পারে।

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১০-৩১-১৭

তোমার রহস্যে আমাদের হৃদয়ে রোগ জন্মিয়াছে। তোমার প্রহসিত আনন, প্রেমের বীক্ষণ, লক্ষ্মীর আবাসরূপী বিশাল বক্ষ, দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে। আমাদের মন পুনঃ পুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্॥ ১০-৩১-১৮

হে অঙ্গ মনুষ্যরূপে তোমার যে অভিব্যক্তি সে ব্রজবাসীমাত্রেরই দুঃখ-নাশের জন্য, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল জন্য। তবে আমরা যে তোমাতে স্পৃহাময়, আমাদের হৃদ্রোগের ঔষধ তুমিই জান, সে ঔষধ দিতে কেন কুণ্ঠিত!

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১০-১১-১৯

হে প্রিয়, তোমার সুকুমার চরণকমল আমরা ভয়ে ভয়ে শনৈঃ শনৈঃ আমাদের স্তনদেশে ধারণ করি। মনে করি আমাদের স্তনও তোমার চরণ অপেক্ষা অত্যন্ত কর্কশ। আজ সেই চরণ লইয়া তুমি এই বনে ভ্রমণ করিতেছ। উহু, উহু, কি জানি কত সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথা পাইতেছ। তুমিই যে আমাদের একমাত্র জীবন। আর পারিনা, আর দেখ না, আমাদের মস্তক ঘুরিতেছে বুক [illegible] প্রাণ [illegible] হইতেছে।

ধন্য গোপীগণ। ধন্য তোমাদের প্রেম।

আত্মসুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন॥
এদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥
আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥

এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী প্রেম নাহি কামদোষে॥
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধ হীন॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে পুষ্ট।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হইয়া সন্তুষ্ট॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি।
প্রীত বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজ প্রেমানন্দ কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥
সহায়া গুরুবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিংমে ভবন্তিন॥

গোপী প্রেমামৃত।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণ মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত॥
তথাহি আদিপুরাণে
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥"
চৈতন্য চরিতামৃত।

যে জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা এখন সিদ্ধ হইয়াছে। এখন আর গোপীর জন্য গোপী তিলার্দ্ধমাত্র নাই। এখন সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপী। আর কেন অন্তর্দ্ধান?

(ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

——(০)——

পরাবিদ্যা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) আমাদিগকে তাহা শিখাইয়াছে। ক্রমোন্নতির যে সোপানে অবস্থিত, সেই অনুসারে আমরা আদর্শ গঠন করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার যেরূপ বিস্তার হইতে থাকে, আমাদের উক্ত আদর্শও সেইরূপ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই জন্য যাহারা এই পথে অগ্রসর হন, তাহারা অভিজ্ঞতা বিস্তার করিবার জন্য অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রাজত্বে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং সেই রাজত্বের উন্নত সত্তার সংসর্গে যত আসিতে থাকেন, ততই তাহার আদর্শ পূর্ণভাবে গঠন করিতে থাকেন। এই সকল উন্নত সত্তাকে কেহ মহাপুরুষ, কেহ মহাত্মা, কেহ দেবতা, কেহ বা ইষ্টদেব ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল সত্তার সংস্রবে আসিতে হইলে নিজেরও যথেষ্ট উন্নতি করিতে হইবে, নতুবা এই

সকল মহাত্মা মহাপুরুষ বা দেবতার স্বাক্ষাৎ ঘটিবে না। মনুষ্যের উন্নতি অনুসারে মনুষ্যের আদর্শ মহাপুরুষের পরিবর্ত্তে ভগবানে গিয়া উপনীত হয়। মনুষ্য যতই এই পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহার সর্ব্বভূতে দয়া জন্মে এবং সে বুঝিতে পারে যে, সকল মনুষ্যই এক পরমপিতার সন্তান বলিয়া তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। অধ্যাত্মবাদের (spiritualism) দ্বারা মহান্ আদর্শ গঠিত হইয়া থাকে এবং ভক্তিপথ সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ পথ এত চাকচিক্যময়, যে এ পথেও অনেক বিপদ আছে। এ পথে মনুষ্য অতি শীঘ্র নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মজগতের ব্যাপার সকল আলোচনা করিতে করিতে, সে তাহার আদর্শ হারাইয়া ফেলে এবং সূক্ষ্ম-জগতের ঘটনা ও অধিবাসির প্রতি তাহার সকল মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া থাকে। ইহারা অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ (spiritualist) না হইয়া প্রেততত্ত্ববিদ্ (spiritist) হইয়া পড়েন। এ পথের ইহাই বিপদ।

মনু বলিয়াছেন যে,—

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

মনুসংহিতা-১-৮৫

সত্য যুগে একপ্রকার ধর্ম্ম, ত্রেতায় আর একপ্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার এবং কলিযুগের ধর্ম্মও পৃথকরূপ। সুতরাং দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে দেখিতে গেলে সহজেই অনুভূত হইবে যে পূর্ব্বোক্ত দুই পথের কোন পথটী আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মনুষ্যজাতির পক্ষে নিষ্কণ্টক নহে। সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত জ্ঞানপথ এক্ষণে কাষ্ঠবৎ কঠোরতার এবং ভক্তিপথ জড়ত্বে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের এমন পথে যাইতে হইবে যেখানে মায়াবাদ বা জ্ঞানবাদের কঠোরতা নাই, ভক্তি পথের জড়ত্ব নাই, কিম্বা কর্ম্মপথের বিভূতিরূপ চাকচিক্য নাই। এমন পথে যাইতে হইবে যেখানে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও অধ্যাত্মবাদের (spiritualism) মিলন হইয়াছে। দেশ, কাল পাত্রানুমোদিত এই পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই থিওসফিক্যাল সোসাইটীর জন্ম। ইহাতে জ্ঞানবাদের কঠোরতা কিম্বা সূক্ষ্ম জগতের চাকচিক্য *

* 'ভূতুড়ে কাণ্ড'। লেখক।

নাই। অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত। এই সভা যে কেবলমাত্র সেই পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইতেছে তাহা নহে, ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism) বা ব্যক্তিত্বের প্রসারণ ও শিখাইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক, 'থিওসফিক্যাল সোসাইটী' কিরূপে এই দুই বিষয়ের মিলন করিয়াছে।

'থিওসফিক্যাল সোসাইটী' তিনটী নিয়ম করিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হইবে যে, ঐ তিনটী নিয়ম বিশেষ কিছুই ব্যক্ত করিতেছে না; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখিবেন যে, এত তিন নিয়মের উপর আধুনিক পরাবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। আর্য্য এবং অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করা ঐ সভার একটী নিয়ম। কেন এই নিয়মটী করা হইয়াছে? বিশেষরূপ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যাহাতে সেই প্রাচ্য মনীষিগণের জ্ঞানালোকে আমরা আলোকিত হইতে পারি, তাহাই এই নিয়মটীর দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানপথে অগ্রসর হও,—থিওসফিকাল সোসাইটী এই কথাই বলিতেছে। আর একটী উদ্দেশ্য, প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের এবং মনুষ্যের ভিতর যে সকল গুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে, তাহাদিগের তথ্যানুসন্ধান করা। এই নিয়মটীর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? ইহা সাধন বা কর্ম্ম পথ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর' ইহাই সাধনমার্গ, এই পথের দ্বারা মনুষ্য নিজেকে চিনিতে পারে এবং যে নিজেকে চিনিয়াছে, পরমাত্মাকে চিনিতে তাহার আর বাকি থাকে না। এবং যে নিজেকে চিনিয়াছে, সে অপরকেও চিনিয়া থাকে। সে তখন দেখিতে পায় যে, ভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। সে তখন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলে যে,—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥"

সে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে ভগবানের অস্তিত্ব দেখিতে পায় বলিয়া সকল নর-নারীকে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মতন দেখিয়া থাকে। যাহাতে সকল নরনারীকে ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া সকলের ধারণা হয়, তাহা করিবার জন্য 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর' প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে সকলে ভ্রাতৃত্ব-ভাব গঠন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানবের উদ্ধারের জন্য ভগবান গীতাতে যে তিনটী মহৎপথ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন,—জ্ঞানপথ, ধর্ম্মপথ ও ভক্তিপথ,—দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সেই তিন পথের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর' জন্ম। যাঁহারা এই সভার আভ্যন্তরিক কার্য্য সকল লক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এই সমিতি ভক্তির পথ সম্প্রসারিত করিয়া জ্ঞানবাদের কঠোরতা ভাসাইয়া গিয়াছে। এখানে Hellenism এবং Hebraismএর মিলন হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যা ও আধ্যাত্মবাদের (spiritualism) মিলন হইয়াছে, জ্ঞান ও ভক্তির মিলন হইয়াছে। যাঁহারা 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর' আভ্যন্তরিক ব্যাপার অর্থাৎ সাধন-ভজন অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, উক্ত সভা প্রদর্শিত পথে ব্রহ্মজ্ঞানের কঠোরতা নাই, কিম্বা যে সকল দোষে আধুনিক অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) দূষিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ উহাতে নাই। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর' মত সকল যাহা আধুনিক 'থিওসফি' বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে এইরূপ শিখাইতেছে যে, এক ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা বা মায়া; সংসারের জ্ঞানকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বা শুক্তিতে রজত জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজ্ঞান বলিয়া 'থিওসফি' বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু সর্পের স্থানে যে একটা রজ্জু আছে এবং রজতের স্থানে যে একটা শুক্তি আছে, তদ্বৎ সংসারের স্থানে যে একটা কিছু আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই একটা কিছুকে 'থিওসফি' বলেন পরব্রহ্ম।

আমরা যদি সংসারকে মায়া বলিয়া ত্যাগ করি, তাহা হইলে অচিরে মায়াবাদের কঠোরতায় পতিত হইয়া যাই। ব্রহ্মজ্ঞানের এই বিপথ

হইতে রক্ষা করিবার জন্য, 'থিওসফি' শিখাইয়াছে যে, "সূত্রে মণিগনা ইব" সকল বস্তুতে ব্রহ্ম অনুভব করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হও। এই পথই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ। এই পথে অগ্রসর হইলে সর্ব্বজীবে ভালবাসা জন্ম। 'থিওসফি' শিখাইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পথে অগ্রসর হও, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে দৃঢ় কর; তাহার পর ব্যক্তিত্ববাদের (Individualism) পথ ধরিয়া এই ঐন্দ্রিয়ক জগতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বজীবে ভালবাসা বিতরণ করিতে থাক; যাহাতে মনুষ্য জাতির উন্নতি করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর। 'থিওসফি' আমাদিগকে বলিতেছে যে, জ্ঞানপথে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানকে হৃদয়ে দৃঢ় কর, তাহার পর ভক্তিপথে ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়ে ভক্তিকে দৃঢ় কর, তাহাব পর নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পথে অগ্রসর হইয়া কেবল নিজের উন্নতি করিলে, তাহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ঐরূপে নিজের উন্নতি করা, স্বার্থসাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া এবং নির্জ্জনে বাস করিয়া আত্মসুখ ভোগ করা অপেক্ষা, আত্মদেবকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এবং সর্ব্বভূতকে সেই আত্মদেব জ্ঞান করিয়া, সমাজে গিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করা, সহস্র গুণে বরণীয়। 'থিওসফি' আরও শিখাইয়াছে যে, যদি এই পথে চলিতে তোমার কষ্ট হয়, তাহা হইলে এক মহান্ আদর্শ তোমার সম্মুখে সদাসর্ব্বদা রাখিয়া দাও। যতদিন না বিশ্বের প্রত্যেক জীব উন্নত হয়, ততদিনের জন্য নিজের নির্ব্বাণ বা মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষ মহাত্মা বা দেবতার মহান্ আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, এবং যত অগ্রসর হইবে তত এই সকল মহান্ সত্তারও সাক্ষাৎ পাইবে এবং তখন নব বলে বলীয়ান্ হইবে। 'থিওসফি' আরও শিখাইতেছে যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ভ্রমজ্ঞান দূর হইতে থাকিবে এবং তখন তুমি শরীররূপ আবরণ সকল হইতে মুক্ত হইয়া, শুদ্ধ বোধ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলিবে "সোঽহং"

কিন্তু 'থিওসফি' আমাদিগকে বারবার সতর্ক করিয়া বলিতেছে যে, যখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোকে প্রবেশ করিতে থাকিবে, তখন ঐ সকল লোকের চাকচিক্যে ভুলিও না, কারণ উহারা বিভূতি,—ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরায়। আজ অনেকদিন পরে সেই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যা দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী 'থিওসফি' রূপে মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদিগের বাক্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ডাকিতেছে,—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" কঠোপনিষৎ

মোহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হও, জাগরিত হও, না উঠিলে, না জাগিলে, এই ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে? যদি যথেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে 'থিওসফিষ্ট' হইবার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, হিন্দুধর্ম্মই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, 'থিওসফিষ্ট' হইবার জন্য আমরা আমাদের পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না; কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে 'থিওসফি' সংক্রান্ত জ্ঞান থাকিলে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করিলে আমরা যথার্থ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হিন্দু হইতে পারি। অধিকাংশ হিন্দুর নিকটে হিন্দুধর্ম্মের যে সকল গভীর আধ্যাত্মিক সত্য সকল অস্পষ্ট, বিপরীত এবং বৈষম্য ভাবযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, 'থিওসফি' সেই সকল সত্যকে আধুনিক কালে আমাদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। একদিকে যাহাতে আমরা ঈশ্বর ও স্বধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা না হারাই এবং অপর দিকে যাহাতে আমরা আমাদের বিচার জ্ঞানকে খর্ব্ব না করি, একদিকে যাহাতে আমরা অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি এবং অপরদিকে যাহাতে আমরা সুখবাদের (scepticism) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারি, এক দিকে যাহাতে আমরা আমাদের পিতৃ পিতামহগণের সনাতন ধর্ম্ম পালন করিতে পারি এবং অপরদিকে যাহাতে আমরা নাস্তিকতার হস্ত

হইতে উদ্ধার পাইতে পারি,—'থিওসফি' কেবল সেই পথই প্রদর্শন করিয়াছে। 'থিওসফি'ই সকল ধর্ম্মের সার, সুতরাং যাহারা 'থিওসফির' চর্চ্চা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন।

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, 'থিওসফিষ্ট' হইবার প্রয়োজন কি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পবিত্র ও পরোপকারের জন্য জীবন যাপন করিতে হইলে এবং স্বর্গে সুখভোগ করিতে হইলে, যে কোন আধুনিক ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী, খৃষ্টীয় অথবা মুসলমান ধর্ম্মে থাকিয়া ধর্ম্মাত্মা হওয়া যায়। কিন্তু আধুনিককালে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহার ফলে বিশ্বপূর্ণ সন্দেহযুক্ত হইয়া থাকেন। এখনকার যুগ-ধর্ম্ম এইরূপ হইয়াছে কেহ আর শ্রুতিতে বিশ্বাস করিতে চাহে না, সকলেই প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ চাহিয়া থাকে। ইহার ফলে বিদ্বান্ লোকদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী হইতেছেন, এবং তাঁহারা ধর্ম্মকে অজ্ঞ লোকদের অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া মনে করিতেছেন। জড়বাদীদের এই চিন্তাস্রোতকে ফিরাইবার জন্য 'থিওসফির' জন্ম। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া 'থিওসফি' ধর্ম্মের তথ্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, পূজাদি প্রভৃতি ধর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ সকলের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, এবং কেবল পুস্তকে নহে, কার্য্যেও ইহা এমন উপায় সকল প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহার ফলে মনুষ্য নিজেকে বুঝিতে পারে এবং মৃত্যুর পর মনুষ্যের কিরূপ গতি হয় তাহাও ইহা বুঝাইয়া দিয়া থাকে। যে কেহ ব্যক্ত যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি যদি 'থিওসফির' চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে নিজধর্ম্ম সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য সকল, যাহা বিদ্বান্ পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, তাহা 'থিওসফিষ্টরা' শীঘ্র বুঝাইতে পারেন। যদি কোন হিন্দু, 'থিওসফির' চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টীয় মিশনারি অথবা অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্মকে অক্লেশে রক্ষা করিতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য অপর ব্যক্তিতে সুন্দররূপে বুঝাইতে পারিবেন। কিন্তু সকলের অপেক্ষা বিপদ হইতেছে অপরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ; এই

বিদ্বেষের ফলে, সামাজিক বিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং যুদ্ধাদি সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য যখন 'থিওসফির' চর্চ্চা করিতে থাকে, তখন সে জানিতে পারে যে সকল ধর্ম্মের মূল একই; ইহা অবগত হইয়া সে সমদর্শী ও ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইয়া থাকে। একজন হিন্দু 'থিওসফিষ্ট' কখন কোন খৃষ্টানকে 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া সম্বোধন করিবে না; কিম্বা একজন খৃষ্টান 'থিও-সফিষ্ট' একজন হিন্দুকে "গোঁড়া পৌত্তলিক" বলিবে না, কিম্বা কোন মুসলমান 'থিওসফিষ্ট' হিন্দু খৃষ্টানকে "কাফের" বলিবে না। যখন মনুষ্য 'থিওসফির' আশ্রয় লয়, তখন ধর্ম্মবিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া থাকে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

সৃষ্টি-তত্ত্ব।

প্রকৃতি পুরুষের একত্বই সৃষ্টির অতীত, বা পূর্ব্বাবস্থা পৃথকত্বই সৃষ্টি। সুতরাং যখনই সৃষ্টি, তখনই প্রকৃতিতে পুরুষের, এবং পুরুষে প্রকৃতির অভাব। সেই অভাব পূরণ জন্য আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের উৎপত্তি। সৃষ্টির এই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ক্রিয়া হইতে প্রকৃতির অনন্ত অবস্থা এবং অনন্ত প্রসবিনী শক্তি। অতএব অভাবই অভাবের মূল। সৃজিত পদার্থ মাত্রই অভাব হেতু আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ক্রিয়াশীল। এই আকর্ষণ ও বিক্ষে-পণ * মানবের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া হইয়া শরীর ক্ষয়ের কারণ হইয়াছে। যে অভাব জন্য অভাবের (ক্ষয়ের) সৃষ্টি হইল সে অভাব পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতিতে অনন্ত অভাব বিদ্যমাণ থাকিয়া চিরদিনই অভাব ঘটাইবে।

একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় সৃষ্টির সঙ্গেই যে অভাবের আবির্ভাব সেই অভাবটী কি? ইহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে সেই অভাব স্রষ্টার এবং স্রষ্টার সেই অভাব পূরণ জন্যই আকর্ষণ বিক্ষেপণের উৎপত্তি।

---

* পদার্থ মাত্রই আক্ষেপণ-বিক্ষেপণ-ক্রিয়া-শীল। যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি "পদার্থ-বিদ্যা" অধ্যয়ন করিবেন। লেখক

এই বিক্ষেপণ-মূলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিবিধ বাসনা এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ইত্যাদি অপরাপর যাহা কিছু আমাদের ভোগবিলাসের অভাব বা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আবার সেই খাদ্য ও স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ এই দুই ক্রিয়া হইতেই অন্যান্য সমস্ত ভোগবিলাসের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ভোগবিলাসের সহায়তা যাহার দ্বারা যতটুকু পাই তাহার সহিত আমাদের ততটুকু ভালবাসা এবং তাহার অভাবেই ততটুকু যাতনা; ইহারই নাম মায়া। যে অভাব সৃষ্টির মূল অথবা সৃষ্টির দ্বারা যে অভাব ঘটিয়াছে সেই অভাব পূরণ হইলে কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। জগতের মূল অভাব যাহার যে পরিমাণে পূরণ হইয়াছে তাহার সেই পরিমাণে মায়ার হ্রাস হইয়াছে, কেননা কামনাই মায়ার কারণ।

জীবের যখন কোন এক অভাব গুরুতররূপে প্রতীয়মান হয়, তখন সে আর দ্বিতীয় বস্তু বা বৃত্তি মনে ধারণা করিতে পারে না; এবং মন যখন কোন এক বিশেষ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তখন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-গুলিও সেই লক্ষে সংযুক্ত থাকিয়া সহস্র সহস্র অন্য লক্ষ্য বিদ্যামান থাকিতেও তাহাতে ধাবিত হয় না।

যেমন গুরুতর অভাব গুরুরূপে অনুভূত হইলে সংসার শূন্যময় বোধ হয় অথবা যেমন পুত্র-বিয়োগকালীন শোকসন্তপ্ত পিতামাতা সংসার শূন্যময় বোধ করিয়া থাকেন সেইরূপ শান্তিহারা ঘোরপাপাত্মা মানব অধীরতা-প্রযুক্ত মূহূর্ত্তকালের জন্য ও হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব অনুভব করিতে পারে না; বিশেষতঃ বিষয়-ভাবের যে সমস্ত ক্রিয়া তাহার একটী নষ্ট হইলে অপরটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়।

যেমন আলোক অন্ধকার অভাবের কারণ সেইরূপ ক্রোধে দয়ার অভাব, দয়ায় ক্রোধের অভাব, জ্ঞানে অজ্ঞানতার অভাব, অজ্ঞানতায় জ্ঞানের অভাব, কামনায় নিষ্কামের অভাব, সম্মান গৌরবে নম্রতার অভাব, একজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের অভাব এবং অনন্ত জ্ঞানই এক জ্ঞানের অভাব। এইরূপ বিপরীত ক্রিয়ার যে পরিমাণে উদ্রেক হয় সেই পরিমাণে অপরটীর অভাব জন্মায়; সুতরাং সকলেই বলিতে পারেন তাহা হইলে বর্ত্তমান

সংসারে ধর্ম্ম-ভাবের অভাব হেতু ধর্ম্মের জন্ম সংসার ত্যাগ করা প্রয়োজন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে অভাব হইতে সকল অভাবের সৃষ্টি সেই অভাব পূরণ হইলে আর কোন অভাবই থাকিবে না, অতএব সংসার ও অরণ্যে কোন পার্থক্যই নাই। যদি বল অভাব (ভগবানের অভাব) হইতে যে সমস্ত অভাব ঘটিয়াছে সেই অভাবের মূলেই মূল অভাবের অর্থাৎ ভগবৎ অভাবের ভুল হইয়াছে; সুতরাং অভাব হইতে যে অভাবের উৎপত্তি সেই অভাবের তিরোধাণ না হইলে মূল অভাবের অন্ত হইয়া ভগবৎ অভাব বোধ হইবে না। এই স্থলে গুরুর উপদেশ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা অভাব-মূলক অভাবের ভিতর দিয়া মূল অভাবের বোধ জন্মিলে, সত্বরে সমস্ত অভাব পূরণ হইয়া আত্মা-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবে।

ওঁ শান্তি ? ওঁ শান্তি ? ওঁ শান্তি ?

বসন্ত-যোগাশ্রমী

স্বামী কেশবানন্দ।

মুক্তি ও তাহার সাধন।

প্রথম অংশ।

মুক্তি ও তাহার সাধন আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। মুক্তি ও তাহার সাধন আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, কাহার মুক্তি, ইহাই আলোচনা করিতে হয়। আলোচ্য মুক্তি, নিশ্চয় জীবত্মার মুক্তি। জীবাত্মার মুক্তি আলোচ্য হইলে, জীবাত্মা কাহাকে বলে, সর্ব্বাগ্রে এই প্রশ্নেরই মীমাংসার প্রয়োজন হয়।

অতিশয় স্থূলবুদ্ধি লোক সকল নিজ শরীরের ন্যায় পুত্রশরীরেও মমতা দর্শনে এবং পুত্রশরীরের পুষ্টিতে বা ক্ষয়ে নিজ শরীরের পুষ্টির বা ক্ষয়ের অনুভবে ভ্রান্তিবশতঃ পুত্রকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা বিশিষ্ট বুদ্ধি লোক সকল প্রদীপ্ত গৃহ হইতে নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও

নিজের নির্গম দর্শনে এবং 'আমি স্থূল আমি কৃশ' ইত্যাদি অনুভব হেতু অন্নময় স্থূল শরীরকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল প্রাণের স্পন্দনে স্থূল শরীরের স্পন্দন দর্শনে স্থূল শরীরের পরিচালক ক্রিয়াশক্তিশালী প্রাণকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল মনের লয়ে প্রাণের লয় দর্শনে ইচ্ছাশক্তিশালী মনকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধিশালী লোক সকল বুদ্ধিরূপ কর্ত্তার অভাবে মনোরূপ করণের ক্রিয়ালোপ দর্শনে বিজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল সুষুপ্তিকালে উক্ত বুদ্ধিরও অজ্ঞানে লয় দর্শনে এবং 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাকার অনুভব হেতু অজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল তদবস্থাতেই প্রকাশ ও অপ্রকাশ উভয় স্বভাবেরই দর্শন হেতু এবং 'আমি আমাকে জানি না' ইত্যাকার অনুভব হেতু অজ্ঞানোপহিত চিদাভাসরূপ অহঙ্কারকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল মোক্ষদশায় অজ্ঞানরূপ উপাধির নাশে তদুপহিত চিদাভাসরূপ অহঙ্কারের ও বিনাশ দর্শনে উক্ত মতে দোষারোপ করিয়া অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল উক্ত মতেও নিম্নলিখিত প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সকল উত্থাপন করিয়া ঐ সকল পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনসহকারে স্বমত সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মের অংশ? ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের উপাধিস্বীকারে সার্ব্বজ্ঞের হানি হয়; সার্ব্বজ্ঞের হানিতে সৃষ্ট্যাদিব্যাপার অসম্ভব হইয়া উঠে। শেষ পক্ষে, জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ অংশ, ব্রহ্মের স্বাংশ অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ অংশ, কি ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ? ব্রহ্মসংস্থ ব্রহ্মাংশেরও ব্রহ্মবৎ উপাধিসম্বন্ধ অসম্ভব। উক্ত দোষের বারণার্থ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাংশের পরস্পর অবয়বাবয়বিভাব স্বীকার দ্বারা অবয়বের অবয়বিবিষয়ক অজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মাংশের অংশিব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানরূপ উপাধি সিদ্ধ করিতে পারিলেও, ব্রহ্মের জড় অবয়বীর ন্যায় পরিণাম দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। চিৎস্বভাব বস্তুর অবয়বাবয়বিভাব জড়স্বভাব বস্তুর অবয়বাবয়-

বিভাবের ন্যায় সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ ভেদে নহে, কিন্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অর্থাৎ অভেদে, এই কথা বলিলেও দোষের বারণ হয় না; কারণ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী ও অনুযোগীরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ের ধর্ম্মভেদ অর্থাৎ একের অজ্ঞান অপরের জ্ঞান অসম্ভব হয়। অধিকন্তু তর্কপরিহারার্থ ব্রহ্মাংশের ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও, ব্রহ্মাংশের সর্ব্বজন-প্রতীতিসিদ্ধ স্ববিষয়ক অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। তদ্দোষপরিহার্থ পুনর্ব্বার উক্ত অজ্ঞানের ব্রহ্মব্রহ্মাংশোভয়বিষয়তা স্বীকারে, অর্থাৎ, ঐ অজ্ঞান ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাংশ এতদুভয়বিষয়ক, এইরূপ স্বীকারে, পুনর্ব্বার প্রথম দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্নিবারণার্থ উপাধির মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে, বন্ধমোক্ষব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। অতএব ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মাংশ জীবাত্মা নহেন, কিন্তু ব্রহ্মের বিভিন্নাংশই জীবাত্মা। ঐ বিভিন্নাংশ টঙ্কাচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের বিচ্ছিন্ন অংশ নহেন; কারণ, অপরিণামী কূটস্থ ব্রহ্মবস্তুর বিচ্ছিন্ন অংশই সম্ভব হয় না। উহা ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মশক্তিবিশেষ। ব্রহ্মের শক্তি ত্রিবিধা; অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা, ও তটস্থা। নিত্যব্রহ্মসাম্মুখ্যবিশিষ্টা ব্রহ্মশক্তির নাম অন্তরঙ্গা শক্তি; কখন ব্রহ্মসাম্মুখ্যবিশিষ্ট এবং কখন ব্রহ্মবৈমুখ্যবিশিষ্ট ব্রহ্মশক্তির নাম তটস্থা। ঐ শক্তির বৈমুখ্যরূপে ছিদ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া উহার স্বরূপজ্ঞান আবরণ ও অস্বরূপে আবেশ উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম বহিরঙ্গা শক্তি। আর ব্রহ্মের যে শক্তি ব্রহ্মবিমুখ সেই তটস্থা শক্তিই জীবাত্মা। জীবাত্মার ব্রহ্মবৈমুখ্য স্বাভাবিক। ব্রহ্মবিষয়িণী অজ্ঞাতাই জীবাত্মার ব্রহ্মবৈমুখ্য। ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি জীবাত্মার ঐ ব্রহ্মবৈমুখ্যরূপ ছিদ্রেই অবস্থান করেন। তিনি জীবশক্তির ঐ ব্রহ্মবৈমুখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান আবরণ পূর্ব্বক অস্বরূপ দেহা-দিতে আবেশ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই বহিরাঙ্গা শক্তিই মায়া বা অজ্ঞান এবং তৎকৃত আবরণাদিই জীবাত্মার বন্ধন। জীবাত্মার বন্ধনের মূল ব্রহ্মবৈমুখ্য এবং তৎসাম্মুখ্য দ্বারাই উক্ত বন্ধনের নাশে মোক্ষ সিদ্ধ হয়। বৈমুখ্যানুগত অজ্ঞানই জীবাত্মার বন্ধন এবং সাম্মুখ্যানুগত জ্ঞানই তাঁহার মোক্ষের সাধন।

ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। শক্তির অস্বীকারে প্রতীতিসিদ্ধ অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। শক্তি স্বীকারে সকল দোষেরই বারণ হইয়া যায়। শক্তি সকলের পরস্পরাভিভাবকতা বিজ্ঞান সম্মতা। ব্রহ্মের এক শক্তি অপর শক্তিকে অভিভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপশক্তি সহকারে কূটস্থভাবে অবস্থান করেন। মায়া শক্তি কর্তৃক জীবশক্তির অভিভবে ব্রহ্মস্বরূপের অভিভব হয় না; অতএব ব্রহ্মের কূটস্থভাবে অবস্থানও সঙ্গত হয়। শক্তি স্বীকার ব্যতিরেকে প্রতীতিসিদ্ধ অজ্ঞান রক্ষা করিতে হইলে, ব্রহ্মে স্বজাতীয় ভেদ বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়। জীবজাতীয় ব্রহ্মকে মায়াজাতীয় ব্রহ্ম আবরণ করেন, কূটস্থ জাতীয় ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপে বিরাজ করেন, এই কথা না বলিলে, প্রতীতিসিদ্ধ অজ্ঞানের রক্ষা হয় না। ঐ অজ্ঞানকে মিথ্যা বলিলেও নিস্তার নাই, অজ্ঞানের অধিষ্ঠান দেখাইতে হয়, মিথ্যাভূত অজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে দেখাইতে হয়। পঞ্চদশীকারও মায়াশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

"মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্যাদৈন্দ্র জালিক শক্তিবৎ।
শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্‌বদ্‌দৃষ্টে র্ন চাভিদা॥
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যাভাবে তু কস্য সঃ।
শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্।
জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধতা॥"

পঞ্চদশী ১৩ পরিচ্ছেদ।

"পরব্রহ্ম ঐন্দ্রজালিক; জগৎ ইন্দ্রজাল; জীবাত্মা ঐ ইন্দ্রজালে মোহিত। মায়া ঐন্দ্রজালিক শক্তি। শক্তি শক্ত হইতে অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ অনুভব সিদ্ধ। অগ্নির দাহিকাশক্তিকে কেহ কখন অগ্নির স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত দেখেন না। শক্তি শক্তের ক্রিয়াসামর্থ্য। ক্রিয়াতেই ক্রিয়াসামর্থ্যের প্রতীতি। ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ; প্রকাশক্রিয়া সামর্থ্য ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। ব্রহ্মের প্রকাশ ক্রিয়াতে তাঁহার স্বরূপশক্তির প্রতীতি হয়। উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও নহে। স্বরূপাভিন্ন স্বরূপশক্তির

ন্যায় স্বরূপাতিরিক্ত মায়াশক্তিও স্বীকার করিতে হয়। স্বরূপশক্তির কার্য্য যে প্রকাশ করেন, তাহার প্রতিবন্ধ দর্শনে, স্বরূপশক্তি হইতে অতিরিক্ত মায়াশক্তি স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। প্রকাশের প্রতিবন্ধক শক্তি স্বীকার না করিলে, প্রতিবন্ধ নির্বিষয় হয়। প্রকাশ স্বরূপশক্তির কার্য্য। উহা অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় হইলেও কার্য্যলিঙ্গ দ্বারা উহার উহার প্রতিবন্ধ অনুমিত হইয়া থাকে। কারণ সত্ত্বে কার্য্যের অনুৎপত্তি দর্শনে প্রতিবন্ধ অনুমান করা যায়। জ্বলনশীল অগ্নিকে যদি কখন দাহ করিতে না দেখা যায়, তবে মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।" মায়া শক্তি স্বীকার করিলেও আবার তদাশ্রয়ে জীবশক্তিও বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কূটস্থ চৈতন্য মায়ার আশ্রয় হইতে পারেন না। ইহাতে অদ্বৈতেরও হানি দেখা যায়। অদ্বৈত রক্ষার্থ মায়াকে ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা কল্পনা বলিলে, ঐ মিথ্যা কল্পনার কারণ কি এবং কাহার নিমিত্ত, তাহ দেখাইতে হয়। লীলাই কল্পনার কারণ বলিলে, ব্রহ্মের স্বক্রিয়ভাব অনিবার্য্য হয়। বিশেষতঃ শক্তি স্বীকারে তর্কশাস্ত্রানুসারে লাঘবও দেখা যায়। ব্রহ্মের প্রকাশ প্রতিবন্ধরূপ কার্য্যের অনুপপত্তি দর্শনে, উক্ত অনুপপত্তির নিরাসার্থ, কূটস্থজাতীয় ব্রহ্ম, জীব জাতীয় ব্রহ্ম ও মায়াজাতীয় ব্রহ্ম, ইত্যাকার ব্রহ্ম বিষয়ক কল্পনাগৌরব অপেক্ষা ব্রহ্মের স্বগতভেদ অর্থাৎ একশক্তিকে অপর শক্তির প্রতিবন্ধের কারণ বলিয়া স্বীকার করা লাঘবাধীন ন্যায্য। শক্তি সকলের পরস্পরাভিভাবকতা প্রীতিতিসিদ্ধা। ইহাতে অদ্বৈতের ও হানি হয় না কারণ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সর্ব্ববাদি সম্মত। বেদেও শক্তি উক্ত হইয়াছে ;—

"পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

পরব্রহ্মের জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপিণী স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছেন।

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।"

জগৎকারণাজ্জিজ্ঞাসু মুনিগণ ধ্যান পরায়ণ হইয়া স্বপ্রকাশ চন্দ্রূপ পরব্রহ্মের এক প্রকাশশক্তিকে অপর অপ্রকাশ শক্তির কার্য্যভূত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি দ্বারা আবৃত দেখিয়াছিলেন। বশিষ্টদেবও বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্বং শক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্।
যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি।
চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপলভ্যতে॥"

পরব্রহ্ম নিত্য, পরিপূর্ণ ও অদ্বয়। অপর যাহা কিছু সকলই উহার শক্তি। তিনি যখন যেরূপে উল্লাসিত হয়েন, তখন তদ্রূপেই তাঁহার শক্তিও প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রকাশশক্তি দেবমানবাদিশরীরে জীবরূপে প্রকাশিত হয়েন।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥"

পরব্রহ্মের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা নামে তিনটি শক্তি আছেন। তন্মধ্যে অপরা বা মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ নিজমুখেও বলিয়াছেন ;—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

এই জড়া মায়া হইতে ভিন্না আমার এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টা জীবরূপা শক্তি আছে। ঐ শক্তি দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।

পরব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপশক্তির সহিত নিত্য কূটস্থভাবে তুরীয়রূপে বিরাজ করেন; আর তাঁহার মায়াশক্তি তাঁহারই জীবরূপা শক্তিকে আশ্রয় ও আবরণ করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন। কোন উপায়ে ঐ প্রতিবন্ধকতার নাশ করিতে পারিলেই পুনর্ব্বার স্বরূপপ্রকাশে জীবাত্মার মোক্ষ সিদ্ধ হয়।

এই প্রকার তর্কের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয় না। উক্ত হইয়াছে ;—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; শ্রুতি সকল পরস্পর বিভিন্ন; এমন ঋষি দেখা যায় না, যাঁহার মত ভিন্ন না হয়; ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গূঢ়; অতএব মহাজন কর্ত্তৃক অধ্যুষিত পথেরই অনুসরণ করা উচিত। শ্রুতি বলিতেছেন;—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।"

প্রিয়তম নচিকেত, তুমি যে বুদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহাকে তর্কে প্রয়োগ করিও না; কারণ, তোমার এই বুদ্ধি, অন্য তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, উৎকৃষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করিবে।

আত্মার সম্বন্ধে মতভেদত হইবারই কথা। শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে;—

"শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো জ্ঞাত কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

অনেকের ভাগ্যে যাঁহার শ্রবণ লাভ হয় না, যাহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানিতে পারেন না, সেই আত্মার নিপুণ বক্তা দুর্লভ। তাদৃশ বক্তা পাইলেও, তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তি অতি দুর্লভ; কারণ, নিপুণ বক্তা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও অত্যন্ত দুর্লভ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥ কালীদাস

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্র নাথ

এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত।

কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটী হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, দ্বারা প্রকাশিত।

"পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ মাত্র।

প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী।

Printed by B. C. Sanyal, at the Bengal Chemical Steam Printing Works.

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

সপ্তম ভাগ। চৈত্র, ১৩১০ সাল। ১২শ সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

মহিম্নঃ পার তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতি ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্না স্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতি পরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥ ১॥

নাহি জানে যেবা তব মহিমার পার
স্তুতি তার হয় যদি অযোগ্য তোমার
হে পিনাকি। ব্রহ্মাদিরো স্তবমালা তবে
নিতান্ত অযোগ্য তব, কিন্তু প্রভো, যবে

নিজ জ্ঞান অনুসারে আরতি তোমার
করে কেহ; অকৃত্রিম সে পূজা তাহার
লহ তুমি সমাদরে; সে সাহসে আজি
আনিয়াছে ভক্ত তব ভক্তি পুষ্পরাজি
সাজাইয়া স্তোত্রাকারে॥ ১॥

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিত মভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥ ২॥

তব যে মহিমা
বাক্য কিম্বা মনাতীত, যাহার গরিমা
সন্তর্পনে শ্রুতি নিজে করে প্রকটিত
কে করিবে স্তুতি তার? কে আছে বিদিত
গুণাবলি? কে জানে প্রকৃতি? চন্দ্রচূড়!
কিন্তু কহ কেবা হেন আছে মহামূঢ়
এ সংসারে, মনোহর মূরতি তোমার
চাহে না যে ধরিবারে মানস মাঝার
ধ্যান-যোগে? ২॥

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃত নির্ম্মিতবত
স্তব ব্রহ্মন্ বাগপি সুরগুরো র্ব্বিস্ময়পদং।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুণামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধি র্ব্যবসিতা॥ ৩॥

জানি মনে হে মরমবাসি!
অমৃত মধুর বাণী গাঁথি রাশি রাশি
না পারিলা প্রকাশিতে মরম তোমার
সুরগুরু; তেঁই নহে বাসনা আমার।
প্রচারিতে গূঢ় তত্ত্ব; শুধু আশা মনে,

হে ত্রিপুরহর! তব গুণানুকীর্ত্তনে
পবিত্র করিব বাণী। ৩॥

তবৈশ্বর্য্যং যত্ত জ্জগদুদয়রক্ষা প্রলয়কৃৎ
ত্রয়ী বস্তু ব্যস্তং তিস্রিষু গুণভিন্নাসুতনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ॥ ৪॥

সত্ব রজ তমঃ
গুণাশ্রয়ে কর, তুমি হে পুরুষোত্তম!
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপে সৃষ্টি স্থিতি লয়
জগতের বার বার কহে বেদত্রয়;
কিন্তু নাথ! সে ঐশ্বর্য্য না পারি বুঝিতে
নিন্দে তোমা মন্দ জনে সতত মহীতে,
নষ্ট যাহে নিজ ইষ্ট, তুষ্ট দুষ্টগণ
রুষ্ট যাহে সাধু-চিত্ত হয় অনুক্ষণ। ৪॥

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায় স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্কৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃ স্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোয়ং কাংশ্চিন্ মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥ ৫॥

"আপনা আপনি হয় জগত সৃজন,
শ্রষ্টা তার নাহি কেহ। যদি ত্রিভুবন
সৃষ্টি বিধাতার, তবে কহ কি কারণে
কি উপায়ে কি আধারে কি উপকরণে
বিশ্ব বিরচিলা বিধি কোন অবয়বে?"
এমনি কুতর্ক কত কূটবুদ্ধি সবে
মুখর করয়ে সদা মোহের কারণ
জগতের, কিন্তু নাথ! না পারে কখন
পরশিতে, তর্কাতীত! মহিমা তোমার। ৫॥

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ব বন্তোপি জগতা
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধি রনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাদ্ ভুবনজননে কঃ পরিকরং
যতো মন্দা স্বাং প্রত্যমরবর সংশেবত ইমে ॥ ৬ ॥

সাকার ভুবন যবে, আকার তাহার
অবশ্য দিয়াছে কেহ; জগত-রচনা
সর্ব্বেশ্বর বিনা কভু নাহি সম্ভাবনা;
কর্ত্তাহীনে কোথা ক্রিয়া? মন্দ বুদ্ধি নর।
সতত সন্দিগ্ধ তবু হে অমরবর!
তোমা'পরে। ॥

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য মিতি চ।
রুচানাং বৈচিত্র্য দৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭ ॥

বেদত্রয়, শাস্ত্র পাশুপত,
সাংখ্য, দরশন, কিম্বা বৈষ্ণবীয় মত
ধরে সবে মোক্ষকামী নরের নয়নে
পথ নানা; ভিন্নরুচি চলে পান্থগণে
কেহ ঋজু, কেহ পুন বক্র পথধরি'
মুক্তি-আশে; কিন্তু শেষে, সিন্ধু মুখে মরি!
নানা পথগামী নদী মিলয়ে যেমতি,
তেমতি, তোমারি মাঝে ওহে বিশ্বপতি!
সবে আসি হয় সম্মিলিত। ৭ ॥

মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরশু রজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয় ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণং।
সুরাস্তা স্তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥

হে শঙ্কর!

ইন্দ্রাদি অমর ভোগ্য ঐশ্বর্য্যনিকর
যদিও জনমে জানি ভ্রূভঙ্গে তোমার;
উপেক্ষি সে সবে, দেব! করিয়াছ সার
মহাবৃষ, প্রেতশয্যা, পরশু, অজিন,
ফণীমালা, ইকপাল, বিভূতি মলিন,
নেত্রানল, হলাহল আদি। যোগিবর!
যোগমগ্ন আত্মারাম ও তব অন্তর
বিচলিত বিষয়ের মৃগ-তৃষ্ণিকায়
নহে কভু, তেঁই প্রভু সাজে হে তোমায়
সর্ব্বভোগ বিসর্জ্জন। ৮॥

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপর স্ত্ব ধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যা ধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্ত বিষয়ে
সমস্তেহ প্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈ র্ব্বিস্মিত ইব
স্তবন্ জিহেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা। ৯॥

কোনো মহাজন!

কহেন অনিত্য সব, নিত্য কেহ কন,
নিত্যানিত্য কারো মতে অখিল সংসার
মতভেদে সবিস্ময়ে হৃদয় আমার
সন্দেহ-দোলায় দুলি' নির্ণিতে না পারে
প্রকৃত স্বরূপ, তেঁই পূজিতে তোমারে
লাজে ভয়ে কাঁপে বাণী; কিন্তু দয়াময়!
ধৃষ্ট মুখরতা মম ক্ষমিবে নিশ্চয়
অন্তরের একাগ্রতা করিয়া স্মরণ।
এই আশে দাসের এ পূজা প্রলোভন॥ ৯॥

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্ যদুপরি বিরিঞ্চি র্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল মনলস্কন্ধ বপুষঃ।

তেতো ভক্তি শ্রদ্ধাভরগুরু গৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তি র্ন ফলতি ॥ ১০ ॥

বিরাট অনলমূর্ত্তি ওহে ভবধব!
পরিমাণ নির্দ্ধারিতে মহিমার তব
বিরিঞ্চি ভ্রমিয়া ঊর্দ্ধে বিষ্ণু অধোদেশে
সীমা তার না পাইলা কভু। দোঁহে শেষে
অজ্ঞতা বুঝিয়া নিজ গুরু ভক্তিভরে
জপিলা তোমারে যবে, দোঁহার অন্তরে
পরম স্বরূপ তব হ'ল স্বপ্রকাশ
হে ভক্তবৎসল হর! ওহে অবিনাশ!
শ্রদ্ধা ভরে সেবে যেবা চরণ তোমার
ব্রহ্মজ্ঞান মহাফল করগত তা'র। ১০॥

অযত্না দাসাদ্য ত্রিভুবন মবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃ-পদ্মশ্রেণীরচিত-চরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্‌ভক্তে স্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জিত মিদং ॥ ১১ ॥

হে ত্রিপুরহর! পুরা দশানন বলী
হানি' রণকণ্ডূবশ বাহুরদম্ভোলি
অবৈর করিল বিশ্ব, প্রভু! সে কেবলি
তব পাদপদ্মতলে শির-পদ্মাবলি
লুটাইয়া স্থির ভক্তিভরে ॥ ১১ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

——ঃ(০)ঃ——

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চৌপাই।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যথা দহাজনো ভ্রম থয়ো জীবনে,
এটলে দেহ মানে পোতে আপনে।
তে সারু ফরে চৌবাশী লক্ষ যোনিনে,
ফরি ফবি পায়ে জন্ম মবণনে ॥ ১ ॥

টীকা। অনেক দিবস হইতে জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। উহাতে "আপনিই [স্বয়ংই] দেহ" এই অঙ্গীকার করে। সেই হেতু [অর্থাৎ এই ভ্রম সংস্কারের নিমিত্ত] চৌরাশী লক্ষ* যোনিতে নিয়ত ভ্রমণ করে, আর পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ দুঃখ ভোগ করে ॥১॥

* পরব্রহ্ম স্বরূপ নিষ্কল (অখণ্ড) শিব নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর এবং নির্ম্মলোদয়; (যাঁহার আবির্ভাবে জীবের নিখিল-কামনাকষায়-মলরাশি উন্মূলিত হয়।) ইনি জ্যোতি স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, পরাৎপর নির্গুণ (গুণাতীত), সচ্চিদানন্দ (নিত্য-জ্ঞান-আনন্দ স্বরূপ), তাঁহারই অংশ সকল অসতী (স্বরূপতঃ মিথ্যা) অবিদ্যায় উপহিত (সংক্রান্ত) হইয়া জীব নামে অভিহিত হয়। অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল যেমন নিঃসৃত হয়, ব্রহ্মরূপ শিব হইতেও তদ্রূপ জীবসকল নিয়ত নিঃসৃত হইতেছে। এই জীবসকল সুখ দুঃখ ফলজনক স্বায় স্বীয় পাপ পুণ্যরূপ অনাদি কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত ও সর্গ নবকাদি উপাধি ভেদে ভিন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ পশু-পক্ষী মানবাদি-জাতিবিশিষ্ট দেহ, পরমায়ুঃ ও ভোগসকল প্রতি জন্মে লাভ করে এবং সেই কর্ম্ম পরম্পরা প্রাপ্ত নানা জন্মে নানা দেহেরও অন্ত হয় না।

স্থূলদেহের অন্তর্নিহিত সেই জীবাংশ সম্ভব সূক্ষ্মদেহ, যতকাল মোক্ষ না হইবে ততকাল অক্ষয় থাকিবে। এই সূক্ষ্মদেহ লইয়া চৌরাশী লক্ষ যোণি ভ্রমণ হয়। চৌরাশী লক্ষ যোণি ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রকাশ যে, অশীতি লক্ষ যোণি ভ্রমণ করিয়া শেষে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয় তদ্বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। যথা—

"স্থাবরা ক্রমশশ্চাব্জাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকা স্ত্রিদশা স্তদ্বৎ মোক্ষিণশ্চ যথা ক্রমাৎ॥"

প্রথমতঃ স্থাবর [বৃক্ষ,গুল্ম, লতা,জল,পর্ব্বত ইত্যাদি] তৎপর অব্জ [জলজীব, মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মকর, শঙ্খ, শম্বুকাদি] তৎপর পক্ষীসমূহ, পশুসমূহ, ও নরসমূহ। এই নব জাতির মধ্যে আবার বিশেষ অর্থাৎ অনেকবার মনুষ্য জন্মের পর জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে স্তরে স্তরে উন্নত হইয়া তবে মানব ধার্ম্মিক হয়, এইরূপে ধার্ম্মিকভাবে বহুজন্ম অতিক্রম করিলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষচারণ প্রভৃতি দেবযোনিতে জন্মলাভ করে। তাহাতেও ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তবে জীব সম্পূর্ণ দেবদেহধারী হয়। এই দেবদেহে স্বর্গভোগের পর কর্ম্মানুসারে উচ্চধাম ব্রহ্মলোকাদিতে অথবা নিম্নধাম মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া তখন তাহার মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকার ও অভিলাষ জন্মে, ইহাই জীবের ক্রমসিদ্ধি বা ক্রমোন্নতি। [কাহারও সাধ্য নাই, এ ক্রম অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে মোক্ষাধিকারী হইতে পারে।]

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক্রম।

বৃক্ষাদি স্থাবর	২০ লক্ষ।
কৃমি	৩০ লক্ষ।
জলচর	৯ লক্ষ।
পক্ষী	১১ লক্ষ।
অশ্বাদি...	৬ লক্ষ।
বানরাদি	৪ লক্ষ।
	৮০ লক্ষ।

শূদ্রাদি হীনজাতি	..	...	...	...		২ লক্ষ।
বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়	..	...	...	...		১ লক্ষ।
ব্রাহ্মণ ...	...	...	...	..	...	১ লক্ষ।
						৮৪ লক্ষ।

এই অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে মনুষ্যজন্ম হয়; কিন্তু তাহাতে দুই লক্ষ জন্ম কুৎসিৎ ও হীন জাতিরূপে অতিক্রম করিতে হয়, পরে বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদিতে লক্ষ জন্ম বিগত করিয়া, পরিশেষে বহুপুণ্যফলে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম লাভ হয়। অতএব এতাদৃশ অসামান্য কুলে জন্মিয়া উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতাকে সংপ্রাপ্ত হইয়া নিজ আত্মাকে যে উদ্ধার না করে সে আত্মঘাতী নরাধম পুরুষ সে পুনশ্চ কর্ম্মসূত্রানুরূপ উক্ত যোনিগত যাতনা সকলকে প্রাপ্ত হয়।

(২—৫ বিবেক চুড়ামণি।)

চতুর্ব্বিধ শরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতান্মানকো ভূত্বা জ্ঞানী যেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ শরীর সহস্র সহস্র জন্মে ধারণ করিয়া তবে জীব পুণ্য ফলে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করে। এই মানব জন্মে যদি জীব তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, তবেই মোক্ষলাভ করে।

(ক্রমশঃ)

পৌরাণিক কথা।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

রাস।

গোপীরা ভগবানকে বুঝিলেন, ভগবান গোপীদিগকে বুঝিলেন। আর কেহ কাহাকেও বুঝিতে বাকি থাকিল না। আর কোন বাধ থাকিল না।

সকল বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। হু হু শব্দে প্রণয়বাহিনী জগৎপাবনী তরঙ্গিণীগণ সমুদ্রে পতিত হইল। সমুদ্র শত শত প্রেমভাবিত তরঙ্গময় হস্তকমল দ্বারা সেই তরঙ্গিণীগণকে আলিঙ্গন করিল। প্রতি গোপীর মধ্যে কৃষ্ণ। কিন্তু সকলে মিলিয়া এক। সকলেরই পৃথক নর্ত্তন। কিন্তু সকল নর্ত্তন মিলিয়া এক মহানর্ত্তন।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। ১০-৩৩-৩

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগবল দ্বারা দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপিকাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপিকা মনে করিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য যোগের প্রভাব দেখিয়া দেবতারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আকাশ দেব বিমানে পরিপূর্ণ হইল। প্রকৃতি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ভবিষ্য ধর্ম্মের মধুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবতারা পুলকিত চিত্তে দুন্দুভি বাজাইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সপত্নীক গন্ধর্ব্ব পতিরা ভগবানের নির্ম্মল যশ গাইতে লাগিলেন। গোপীদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া প্রেমের মধুর সঙ্গীত নির্গত হইল। সেই উচ্চ সঙ্গীতে বিশ্ব আপ্লুত হইল। "যদ্গীতেনেদমাবৃতম্"। আহা সেই গীতের মধুর লহরী প্রেমের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তের কর্ণে এখনও প্রবেশ করিতেছে।

ভগবানের বিশ্ব সঙ্গীত যে সঙ্গীত বিশ্বের শিরায় শিরায় নিত্য মধু ঢালিতেছে—সেই মুকুন্দ সঙ্গীতের সহিত গোপীদিগের সঙ্গীত একতান হইয়া মিলাইয়া গেল। আবার কোন গোপী ষড়জাদি স্বর আলাপ করিতে করিতে ধ্রুবতালে এমন উচ্চ গাহিতে লাগিলেন, যে সে সঙ্গীত শ্রীকৃষ্ণের গীত হইতেও উচ্চ ও স্বতন্ত্র বোধ হইতে লাগিল। ভক্তের হৃদয় খুলিয়া গিয়াছে। আজ ভগবানও সে হৃদয়ের অন্ত পান কি না পান। ক্রমে মিলন গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তম।

বিবর্ত্ত, এইবার তোমাকে আশ্রয় করিব।

পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি।
বস্তুত পরিণাম বাদ সেই ত প্রমাণ
দেহে আত্ম বুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান। চৈতন্য চরিতামৃত।

দেহে আত্মবুদ্ধিই সত্য সত্য বিবর্ত্তের স্থান। আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। আত্মার পরিণাম দেহ নহে। আত্মা অপরিণামী। তবে যে আত্মায় দেহ জ্ঞান হয়, তবে যে মনে হয় আমি রাম কি শ্যাম, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, সে আত্মার সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, বিবর্ত্ত জ্ঞান, মায়া মরীচিকা জ্ঞান। ত্রিগুণময়ী মায়ার জলে ডুবিয়া আছি বলিয়া সেই জ্ঞান। শরীরের মধ্যে ডুবিয়া আছি বলিয়া শরীরী জ্ঞান। "তত্ত্বমসি" বলিয়া ত্বংকে শরীর হইতে বাহির কর। আত্মার উদ্ধার কর। রাগ দ্বেষময়, বিক্ষিপ্ত, দেহ মন রূপ প্রাকৃতিক সমুদ্রে মগ্ন, আত্মাকে আত্মা বলিয়া অনুভব কর। শরীরের মধ্যে থাকিয়া জান যে আমি শরীরী নই। তবে ত প্রথমে জীবন্মুক্ত হবে। জীবন্মুক্ত হলে তবে গোপীভাব হবে। গোপীভাব হলে, তবে রাস মিলন হবে।

জ্ঞানী মহাবাক্য বিচার করিয়া, অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় দ্বারা সংসারকে ও মায়াময় প্রকৃতিকে ব্রহ্মে বিবর্ত্তমাত্র জানিয়া আত্মার উদ্ধার করেন।

গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্য ভুলিয়া কৃষ্ণময় হইয়া আত্মাকে কৃষ্ণরূপ জানেন।

জ্ঞানীর আত্মা বিবর্ত্তজ্ঞানে স্বরূপলাভ করিলে দ্বৈত শূন্য হয়। আর তাহার নিজ সত্তা একবারে থাকে না।

গোপীর আত্মা জীবন্মুক্ত হইলে তাহার দেহাভিমান থাকে না। কিন্তু সেই আত্মা কৃষ্ণের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও অংশরূপে আপনাকে পৃথক্ জ্ঞান করে। এবং অংশরূপে সেই আত্মার নিজ সত্তা থাকে।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের বাণ।
জীবতত্ত্ব হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা।
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া বাক্তিরীষ্যতে॥ বিষ্ণুপুরাণ।

গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন, অংশ ও অংশীর মিলন। সে মিলন যতই নিকটতাপন্ন হউক, যতই ঘন হউক, যতই অবিচ্ছিন্ন হউক, সে মিলনে কামের আভাস থাকিতে পারে না। সে মিলন ভাই ভগিনীর মিলন। সে মিলন আপন অঙ্গলাভের মিলন। সে মিলন মরীচিমালীর মরীচি আকর্ষণ। সে আকর্ষণে প্রগাঢ় আনন্দ আছে কিন্তু সে আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ কামকলুষিত নহে।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১০-৩৩ ১৬

রমাপতি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ঠিক এমনই ভাবে রমণ করিয়াছিলেন, যেমন বালক দর্পনে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া ক্রীড়া করে। বালকের কি তুচ্ছ কামের উদয় হয়? অসম্পূর্ণতা ও ভেদজ্ঞানে কামের জন্ম। একত্বে কাম নাই।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ১০ ৩৩-১৯

শ্রীকৃষ্ণের ইহা ত যোগলীলা। তিনি ইচ্ছায় যতগুলি ব্রজযুবতী ততগুলি ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিলেন। এবং যদিও তিনি তাহাদিগের সহিত রমন করিলেন, সে রমণ তাঁহার লীলামাত্র। রমনেচ্ছায় তিনি রমণ করেন নাই। যেহেতু তিনি আত্মারাম। তিনি কেবল নিজের আত্মাতেই রমণ করেন, এবং গোপীরা আত্মায় অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি আত্মারাম হইয়া তাহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। আত্মার সহিত আত্মারাম

পরমাত্মার রমণ হইয়াছিল। ললিতা বিসাধার সহিত গোপ বালকের রমণ হয় নাই।

রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥　　　১০-৩৩-২৩

"তত্ত্বমসি" বলিলে যদি ধর্ম্মের মস্তকে বজ্রাঘাত না হয়, তাহা হইলে এই মায়া রহিত 'ত্বং' রূপী গোপীর সহিত 'তৎ' রূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলনে ধর্ম্ম বিপ্লব হইতে পারে না।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রাখিয়া ঈশ্বরের সহিত এই শেষ মিলন। ঈশ্বর প্রেমের এই পূর্ণ বিকাশ ও সেই বিকাশের এই চরম ফল। মধুর লীলায় এই শারদীয় পূর্ণিমা। এই শশিশোভনা গত। ঘনা্ধকা ভক্তজীবনের আদর্শ। এই পূর্ণিমা রজনীর সুধাময় রশ্মি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া জগৎ মধুর আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াই প্রতি গোপী জগতে প্রেম প্রতিদান করিবে।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতংনৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত গৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিমু নামসংকীর্ত্তন
চারি ভাবে ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

এখনও ত জগৎ ললিতা বিশাখাদির ভাব প্রত্যক্ষ দেখে নাই। প্রতি গোপীই রাসলীলার পর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রতি গোপীই রাসলীলার পর আলোকে আলোক মিশাইয়া সেই আলোকে জগৎ আলোকিত করেন। রাস অভিসারে গোপীরা "অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ"। রাসের জলন্ত শিক্ষায় তাঁহারা একতালে আবদ্ধ। সকলেরই এক উদাম, এক মন, এক ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়চিকীর্ষা। শ্রীকৃষ্ণেরও "নানবাপ্তম্ বাপ্তব্যং"।

তাঁহার সকল কর্ম্ম, সকল ইচ্ছা, সকল জ্ঞান কেবল জগতের জন্ম। শক্তিময়ের সকল শক্তিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্ম। গোপীরা অভাবনীয় ত্যাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হইলেন। রাসলীলার যিনি প্রধানা গোপী, অন্য গোপীরাও যাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন-অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ তিনিই সেই শক্তির পরাকাষ্ঠা।

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বাকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

এখনও ঐ শক্তির কৃষ্ণপক্ষী জ্যোৎস্না। যখন পূর্ণিমার মধ্য রজনীতে ঐ শক্তি জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া মধুর জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিবে, তখন জগৎ কি মধুরভাব ধারণ করিবে।

এই নূতন অভিনয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখিয়া দেবতারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা এই নূতন ভাবে মুগ্ধ হইলেন। যে যেখানে ছিলেন, তিনি সেইখানেই থাকিলেন। বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক আর চলিতে পারিলেন না। রাত্রিও সুদীর্ঘ হইল। অবশেষে লীলার অবসান হইল।

আকাশে সুবর্ণরেখায় ঐ লীলা অঙ্কিত হইল। দিব্যবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় রাসচক্র গগণে উত্থিত হইল। অমৃত ঝরিতে লাগিল। পিপাসী চাতক মনের সুখে সেই অমৃত পান করিতে লাগিল। ভক্তি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইল। প্রেমের নদী বহিতে লাগিল। এক এক জন প্রেমিক মহাপুরুষ সেই নদীর জলে দেশ সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রেম অবতার চৈতন্যদেব সেই নদীতে মহাবন্যার সঞ্চার করিলেন ও সেই নদীর জলে জগৎ ভাসাইয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

মহাকাশ।

হিন্দু দার্শনিকগণ যে পঞ্চম মহাভূতকে আকাশ বলেন উহার স্বরূপ বুঝিতে গেলে বায়ু যে পদার্থে লয় হয় তাহাই ধারণা করিতে হইবে। আমরা বায়ু দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিতে পারি, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ুর অন্তর্গতি ও বাহ্যগতি বুঝিতে পারি এবং ইহা হইতে আমরা যে এক বায়ু সাগরে ডুবিয়া আছি ইহা আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি। ভূতল হইতে যত উপরে উঠা যায় ততই ঐ বায়ু ক্রমেই পাতলা হইয়া পড়িয়াছে ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। এই বায়ু ক্রমে ক্রমে পাতলা হইয়া শেষে এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থে লয় হইয়া গিয়াছে। সেই সূক্ষ্ম পদার্থে বায়ুর স্পর্শ গুণ আর নাই। বায়ু যে পদার্থে লয় হয় উহার নাম আকাশ পদার্থ। এই আকাশ জড় জগতে সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। হিন্দু দর্শনিকগণ বলেন 'শব্দ' এই আকাশের গুণ। এই শব্দ অর্থ স্পন্দন (pulsation)। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে স্থিতি স্থাপকতা (elasticity) গুণ যাহাতে আছে উহাতেই স্পন্দন (pulsation) হইয়া থাকে; হিন্দুদের কথা ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা মিলাইলে স্থিতিস্থাপকতাই আকাশের গুণ বলিতে হইবে। বায়ুর কম্পনে বা তানপুরার তারের কম্পনে যে শব্দ উত্থিত হয়, বায়ুর ও তানপুরার তারের মধ্যে যে আকাশ পদার্থ থাকায় উহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, সেই আকাশই ঐ শব্দের কারণ। এই যে আকাশ পদার্থ উহা ভৌতিক পদার্থ। এই আকাশ বাহিরের আকাশ; ইহা ছাড়া আর এক আকাশ আছে যাহা অন্তরের আকাশ; এই অন্তরের আকাশের নাম মহাকাশ; এই মহাকাশের উপর চিদাকাশ যাহা অনন্ত ও অনাদি পুরুষের আধার ক্ষেত্র। মহাকাশই আমাদের মানস ক্ষেত্র (field of memory) আমরা যখন একটি কথা বার বার উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করি তাহার ফল এই হয় যে, সেই কথাটি আমার বরাবর স্মরণ থাকে। বাহিরের আকাশের স্পন্দন বার বার হইয়া, অন্তরের আকাশে উহা স্থিরভাবে অঙ্কিত হইয়া

পড়ে। যাঁহাদের অন্তদৃষ্টি স্ফুরিত হইয়াছে তাঁহারা এই অন্তরের আকাশের চিত্র সকল দেখিতে পান। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মই এই মহাকাশে কোন না কোনরূপ আকার উৎপাদন করে। ঐ সমস্ত রূপ সজীব রূপ। যে কর্ম্মে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়, সেই পরিমাণ শক্তি ঐ কর্ম্মজন্য রূপের প্রাণস্বরূপ হইয়া থাকে। মহাকাশের যে গুণ থাকাতে কর্ম্মজন্য রূপ সমূহের সৃষ্টি হয় উহা বাহ্যিক ভৌতিক পদার্থের কোন গুণের সমান নহে। বীজ নিহিত আকার গর্ভোদকে যেমন পরিস্ফুট হয়, কর্ম্মজন্য আকার সেইরূপে মহাকাশে সৃষ্ট হয়। কর্ম্মবীজ, মহাকাশগর্ভ; প্রাণ মহাকাশের শক্তি। এ ভিন্ন অন্য কোনরূপে মহাকাশের শক্তি বুঝান যায় না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ্য।

পরমহংস সদাশিব ব্রহ্মস্বামীর মহা-সমাধি।

সে আজ তের বৎসরের কথা যখন বিল্লপুরম্ গণ্টাকোণ রেলপথ নির্ম্মাণের দ্বিতীয় ডিষ্ট্রীক্টের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ইষ্টকোষ্ট রেলপথের কার্য্যবশতঃ আমাকে বিশাখাপত্তনে যাইতে হয়। তথায় উক্ত রেলপথ নির্ম্মাণের এষ্টিমেট ইত্যাদি হইতেছিল, উহা শেষ হইলে শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পরেই কার্য্যারম্ভের আদেশ আসিল এবং তখন আমাকে এল্লুরে যাইতে হইল। আমি গো-শকটারোহণে বিশাখাপত্তন হইতে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে কৃষ্ণ-ক্যানল পথে নৌকাযোগে এল্লুরে যাই। (১) সেই দিন অপরাহ্ণ ৩টার সময় নৌকায় আরোহণ করিয়া তৎপর দিবস বেলা ১১টার

---

(১) পাঠকগণ ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত "তীর্থদর্শনের" তৃতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন। লেখক

সময় এলুরে পৌঁছাই। ঐ কেনালের যাত্রীদের জন্য নৌকার দুই পাশে দুইটি কামরা থাকে তাহার একটি কামরা আমরা রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিলাম। সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর বলিয়া কামরার জানালা দরজা বন্ধ রাখা হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে আরোহীদিগের নিকট শুনিলাম, সেই নৌকায় একটী সাধু আছেন, এবং তিনি আলাপ করিতে ইচ্ছুক। আমি বাহিরে আসিলে একজন প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া ইংরাজীতে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথোপকথনে জানিলাম, পূর্ব্বে তিনি বিশাখাপত্তণেরই পুলিশের ইন্সপেক্টর ছিলেন। তাহার জন্মস্থান মধুরায় (Madura) এবং তাঁহার পূর্ব্ব নাম সুব্রহ্মণ্য আয়ার ছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে, যেরূপে তিনি দীক্ষিত হন, তাহার বৃত্তান্ত পশ্চাৎ জানাইবেন বলিয়া তৎকালে প্রকাশ করিলেন। তৎপর আমার বিজয়বাবায় (Bezvada) অবস্থান কালে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনবার দর্শন দিয়াছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি যে স্বীয় আত্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সময়ে ডিসেম্বর মাসে তিনি মান্দ্রাজ অভিমুখে যাইতেছেন শুনিয়া আমি আমাদের সভাপতি কর্ণেল অলকট্ মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি উক্ত বর্ষের বার্ষিক কন্‌ভেন্‌শনের সময় উপস্থিত থাকেন, সেই সময় তাঁহার যে প্রতিকৃতি উঠান হয়, তাহার এক খণ্ড আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা অদ্যাপি আমার গৃহে আছে।

তিনি স্বীয় আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন। বিশাখাপত্তনে থাকিবার সময় তিনি তিন মাসের অনুগ্রহ বিদায় লইয়া মধুরার বাড়ীতে আগমন করেন। তথায় তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের প্রথানুযায়ী মন্দির প্রাঙ্গনস্থ পুষ্করিণীতে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে যাইতেন। এক দিবস প্রাতে পরমহংস সদাশিব ব্রহ্মস্বামী নামে একটী অবধূত সন্ন্যাসী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সেই পরমহংসদেব ইঙ্গিতক্রমে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরমহংশদেব নানা কথার পর বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়াই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে ভগবদ্গীতা পড়াইতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

তুমি যদি পড়িতে চাও আমি পড়াইব।" তিনি তদনুসারে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার ছুটীর সময় অতিবাহিত হইয়া আসিলে, তিনি তাহা পরমহংসদেবকে জ্ঞাপন করিলেন। পরমহংসদেব বলিলেন গীতার অনেকটা পড়া হইয়াছে, অবশিষ্টাংশের পাঠও সম্পূর্ণ করা আবশ্যক, অথচ তোমার কার্য্যস্থানে যাওয়ার প্রয়োজন, এরূপস্থলে আমি তোমার সঙ্গে বিশাখাপত্তনে যাইয়া গীতার অবশিষ্টাংশ তোমাকে অধ্যয়ন করাইব। তদনুসারে পরমহংসদেব তথায় যাইয়া গীতাপাঠ পরিসমাপ্ত করিলেন।

এদিকে গীতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গে আয়ার মহাশয়ের সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মিতে লাগিল। গীতাপাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি পরমহংসদেবের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রার্থনা করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে এই বিষয়টী কিছুকাল ধীরভাবে ভাবিতে সময় দিলেন। আয়ার মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণে ব্যগ্র হইলে, পরমহংসদেব শাস্ত্রোক্ত বিধানে সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া "বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী" এই নূতন নামে অভিহিত করিলেন। বারাণসীতে যাইয়া বেদান্ত শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়া এবং প্রয়োজনমত বারানসীতেই তাঁহার দর্শন পাইবার কথা জ্ঞাপনপূর্ব্বক পরমহংসদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই নবীন সন্ন্যাসী গুরুদেবের আদেশমত কাশীতে যাইয়া বেদান্ত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্রমে বেদান্ত পাঠ সম্পূর্ণ হইলে, তাঁহার গুরুদেব অন্য দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে কাশীতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীও তাঁহাদিগকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনি অন্য দুই গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুদেবের সম্মুখে আনিয়া ধরিতেন। গুরুদেব ভিক্ষান্ন হইতে এক এক গ্রাস পরিমাণে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তাহা আহার করিতেন এবং অবশিষ্ট শিষ্যবর্গকে আহার করিতে অনুমতি প্রদান করিলে, তাঁহারা আহার করিতেন।

এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে, একদিন গুরুদেব শিষ্যদিগকে বলিলেন, অদ্য তোমরা শীঘ্র শীঘ্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

অদ্য অপরাহ্নে যে ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহার সম্যক্ বৃত্তান্ত পশ্চাৎ জানিতে পারিবে। শিষ্যগণ গুরুবাক্য শিরোধার্য্য পূর্ব্বক ভিক্ষান্বেষণে বহির্গত হইলেন, এবং লব্ধভিক্ষা পূর্ব্ববৎ গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। গুরুদেব ভিক্ষান্ন যথারীতি গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"শরীরটা বড় জীর্ণ হইয়াছে, অদ্য অপরাহ্নে সময়টা ভাল, মহাসমাধিতে বসিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তোমরা ভয় পাইওনা। জীর্ণ শরীরকে জলসমাধি না দিয়া মৃৎসমাধি দিও। আবশ্যক হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে তবে বল।"

আমাদের বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী জানিতেন যে, তাঁহার গুরুদেবের নিকট সর্পভ্রষ্টের ঔষধ ছিল; তাঁহার মনে অমনি উক্ত ঔষধের ডিবাটী পাইবার ইচ্ছা হইলেও তিনি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না, কেবলমাত্র গুরুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। গুরুদেবের দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির উপর পতিত হইবামাত্র তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সুব্রহ্মণ্য, তোমার উদ্দেশ্য সৎ, কিন্তু বিশেষ শতর্কতার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, যেন কর্ম্মের বিপক্ষে না যাইতে হয়, নচেৎ তোমার মনের শান্তি ভঙ্গ হইলেও হইতে পারে। সাবধান হইতে পারিবে কি? যদি পার, তবে এই লও।" এই বলিয়া পরমহংসদেব ঔষধের ডিবাটী তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

তদনন্তর পরমহংসদেব মহাসমাধিতে উপবিষ্ট হইলে শিষ্যবর্গ তাঁহার সম্মুখে যথারীতি উপবেশনপূর্ব্বক গুরুদেবের মস্তকোপরি স্থিরদৃষ্টিতে অবস্থিতি করিয়া রহিলেন। ক্রমে গুরুদেবের শরীরের নিম্নাঙ্গ স্থির হইয়া আসিতে লাগিল, এবং প্রাণায়ামের বাহ্য প্রক্রিয়াদি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গেল। এই সময় তাঁহারা দেখিলেন গুরুদেবের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে একটী উজ্জল জ্যোতিঃ বহির্গত হইল। তৎপরে গুরুদেবের সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। তখন জ্যোতিঃ নির্গমনের স্থানে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, ব্রহ্মরন্ধ্রটী যেন একটু বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী প্রমুখ শিষ্যমণ্ডলী গুরুদেবের আদেশমত তাঁহার

পরিত্যক্ত স্থূলদেহ মৃৎসমাধি করাইয়া তথা হইতে উত্তরাখণ্ডাভিমুখে ভ্রমণান্তর পশুপতিনাথ, অমরনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনপূর্ব্বক দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় ইতিপূর্ব্বে গুরুদেব একবার তাঁহার আদিদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন (১) এবং দ্বারকায়ই সেই পরিত্যক্ত দেহের সমাধি ছিল। শিষ্যগণ সেই সমাধি সন্দর্শন করিয়া আপনাপন অভীষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন।

তৎপর বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী কাশীতে আগমন করিয়া গুরুদেবের দ্বিতীয় সমাধিস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় এক দিবস তাঁহার নিকট নিম্নলিখিতরূপ একটী তারের সংবাদ আসিল ঃ—

From Madura From Sadashiva Brohmoswami
To Benares. To Bal Subrohmonya Brohmoswami.

"Come and see me."

অর্থাৎ –

মধুরাস্থ সদাশিব ব্রহ্মস্বামী হইতে বারানসীতে বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামীর নিকট
"আসিয়া আমাকে দেখ।"

বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী এই অদ্ভুত তারের সংবাদটী হস্তগত করিয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে গুরুদেবের সমাধির নিকট উপবেশন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে একটী কৃশকায় দীর্ঘাকৃতি বয়োবৃদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী তাঁহাকে সন্ন্যাসীদিগের প্রথামত "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিলে, আগন্তুক সাধুও তাঁহাকে সেইভাবে প্রত্যভিবাদন করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস," তুমি কি জন্য অন্যমনস্ক হইয়া রহিয়াছ? তদুত্তরে বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী এই তারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, এই অপূর্ব্ব সংবাদটীর বিষয় ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। গুরুদেব এই কাশীধামেই দেহত্যাগ করিয়াছেন, আবার মধুরায় যাইবার জন্য তাঁহার আদেশ; এদিকে মধুরায়

(১) যোগীগণ যে স্বেচ্ছাক্রমে দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে পাঠকগণ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীবনীতেও দেখিতে পাইবেন।

যাইবার পাথেয় খরচাই বা কোথায় পাইব?" সেই আগন্তুক সাধু তাহা শ্রবণ করিয়া আশ্বাস বাক্যে তাহাকে বলিলেন, "তাহার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আবশ্যকীয় পাথেয় অর্থ তোমার ভস্ম ঝুলীর ভিতরেই রহিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী ভস্ম-ঝুলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তন্মধ্যে হস্ত প্রদান করিবামাত্রই ভিতরে টাকা আছে বুঝিতে পারিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর সেই আগন্তুক সাধুকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি ইতিপূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। (১) ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোথাও আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। তৎকালে বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামীর মন তদ্গতচিত্ত হওয়ায়, ক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথে আসিল যে, ঐ মূর্ত্তি তিনি পূর্ব্বে মধুরায় দেখিয়াছিলেন, তখন ঐ আগন্তুক মধুরাপুরীর পূজারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তখন ভস্ম-ঝুলীর ভিতর হইতে টাকা বাহির করিয়া দেখিলেন যে, মধুরা যাইবার তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়াটী ঠিক পরিমাণে রহিয়াছে। তিনি তৎপর রেলযোগে মধুরায় উপস্থিত হইয়া বরাবর মন্দির-প্রাঙ্গণে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পূজারীর অনুসন্ধান লইলেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে, কোন গুরুতর পীড়াবশতঃ চিকিৎসকগণ উক্ত পূজারীর জীবনরক্ষায় নিরাশ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে, তদ্দেশীয় প্রথামত তাঁহাকে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। সন্ন্যাস দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার পর তাঁহার দেহ মৃত্যুবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই অবস্থায় যখন তাঁহার দেহ মৃৎসমাধিস্থ করার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় দেখা গেল মৃত শরীর ক্রমেই সজীব হইয়া উঠিল। তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করিতে করিতে ও নৃত্য করিতে করিতে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর হইতে কাহারও সহিত একটীও কথা না বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে কেবল নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেই, দেখা যাইত। তারপর কয়েক দিবস হইল, তিনি মানমধুরার (Man-madura) রাস্তার দিকে চলিয়া

---

(১) এই ব্যাপারটী সূক্ষ্ম দেহাশ্রিত আত্মার কার্য্য। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীদিগের গ্রন্থে এরূপ ঘটনা বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গিয়াছেন, এরূপ শোনা গেল। তখন বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী অনুসন্ধানে আরও অবগত হইলেন যে, যে দিবস কাশীধামে তাঁহার গুরুদেব মহাসমাধিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই দিন অপরাহ্নেই উক্ত পূজারীও মৃত্যুবৎ হইয়া পড়েন। যে দিবস বারাণসীতে বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী পূর্ব্বোক্ত তারের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দিবস হইতেই উক্ত উন্মাদ সন্ন্যাসী দক্ষিণ দিকের পথে চলিয়া গিয়াছিলেন। (১)

অনন্তর বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী মানমধুরার দিকে গমন করিলেন। রাস্তায় সর্ব্বত্রই উন্মাদ সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে পাইলেন। বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামী তথায় তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, এবং সেই উন্মাদ সন্ন্যাসী তাঁহাকে উত্থিত করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন—"বুঝিতে পারিয়াছ ত? আমার দেহান্তর গ্রহণটা ঠিক হয় নাই, ইহাও ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি।" এই সময় রামনাদের রাজা সেতুপতি তথায় আসিয়াছিলেন। ক্রমে এই (তৃতীয়) মহাসমাধির কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি অন্যান্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উহা দেখিবার জন্য তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলে দেহে মহাসমাধির সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, এবং পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া গেল। সেতুপতি মহাসমাধির সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিজব্যয়ে সেই পরিত্যক্ত দেহের মৃৎসমাধি সম্পাদন পূর্ব্বক তদুপরি লিঙ্গস্থাপনাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

আমি বাল সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামীর প্রমুখাৎ এই অত্যাশ্চার্য্য কৌতুহলপূর্ণ ঘটনাটী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"আপনি কি এই তৃতীয় সমাধির পরেও আপনার গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"স্বপ্নযোগে তাঁহার সাক্ষাৎ পইয়াছি।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিরূপ মূর্ত্তিতে?" তিনি বলিলেন, "মুসলমান ফকীরের মূর্ত্তিতে।" পুনরায় এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য এরূপ দেহান্তর গ্রহণের আবশ্যক

(১) মথুরা হইতে বারাণসী ১১৭৮ মাইল ব্যবধান।

হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রারব্ধ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ক্ষয় করিতে হয়। এই জন্য পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আদৌ সাম্প্রদায়িক প্রথা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বটে, কিন্তু সকলকে ভ্রাতৃ-ভাবের অভেদ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার সময় সাম্প্রদায়িকভাব পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইলেও, বাস্তবতঃ কেহ কেহ তাহা করেন না, এরূপও দেখা যায়। ফলতঃ আত্মোন্নতি যতই সাধিত হইতে থাকিবে, ততই আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বালিঙ্গনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ভেদজ্ঞান রহিত হইতে থাকিবে। আমার নিজের সম্বন্ধে জানিবেন যে, আমি এখনও ততদূর উন্নত হইয়া হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদ শূন্য হইতে পারি নাই। আমি এখন কাগপাড়ায় (কোকনদে) থাকিয়া যথাসাধ্য সাধারণের উপকারে ব্রতী রহিয়াছি। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর উদ্দেশ্য মহৎ, কর্নেল অল্‌কটের সহিত সাক্ষাতে বিশেষ প্রীতি পাইয়াছি। আমার অবশিষ্ট জীবন লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। (১) তৎপরে অন্যান্য কথার পর পূর্ব্বোক্ত সর্প ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করায় আমাদের নবীন অবধৌত সন্ন্যাসী তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ বলিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিতেছি।

তিনি কহিলেন যে "মানমধুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় মধুরায় আসিয়া শুনি যে, কোন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের পুত্র সর্পদ্রষ্ট হইয়া মরিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রথামত তাহাকে মৃৎসমাধী দিবার জন্য যাওয়া হইয়াছে। তথায় যাইয়া দেখিলাম পুত্রকে মৃত সমাধীতে বসান হইতেছে, নিবারণ করিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া মৃতের মুখে ঔষধ ঘসিয়া দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ ঘসিয়া দিলাম। কিয়ৎকাল পরে মৃতের শরীরে জীবনসঞ্চার, হইল এবং কহিল, 'আর কেন এ যাত্রায় এই পর্য্যন্ত শেষ" তৎপরেই আবার মৃতবৎ হইল। তখনই আমার গাত্রদাহ আরম্ভ হইল, মন উদ্বিগ্ন হইল, কয়েক দিন ধরিয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকিলাম, সমাধীতে বসিতে পারিলাম না। তখন গুরুদেবের

(১) তিনি তিলক ধারণ সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমার নিকট করিয়াছিলেন, তাহা আমার প্রণীত তীর্থ দর্শনের ১ম ভাগে বিবৃত আছে

শরণাপন্ন হইলাম ও প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলাম। এই অবস্থায় আছি, আমি যেন শুনিতে পাইলাম, 'বৎস তোমাকে ঔষধ দিবার সময় সতর্ক করিয়াছিলাম তোমার অসতর্কতাবশতঃ এই কষ্টে পড়িয়াছ, এরূপ কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিবে না, এরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর। গুরু আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রই ভস্ম-ঝুলি হইতে ঔষধের ডিবাটি বাহির করিয়া নদীতীরে বালুকায় পুতিয়া দিলাম আর তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহ যন্ত্রনা কমিয়া আসিল। যাহা বলিলাম তাহা অদ্ভুত তথাচ সত্য জানিবে (১)। এই জগতে এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহারা অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিতে সমর্থ। অদ্ভুত বলি কেন, অপর সাধারণে তাহা করিতে বা দেখিতে পায় না। সাধুরা আত্মোন্নতি করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই সকল ক্ষমতা সকল প্রাণিতেই বীজরূপে নিহিত আছে, কারণ সকল প্রাণীতে সেই পরমাত্মাই নিহিত আছে। আমরা অজ্ঞানবশতঃ উহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই ইহা স্মরণ রাখিও।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

পরাবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকে বলিতে পারেন যে, "গীতা হইতে আমরা নৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ পাইয়া থাকি, তবে 'থিওসফির পুস্তকাদি পাঠ করিবার কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গীতা হইতে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৈতিক ও ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া থাকি, কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, আমরা যে সকল উপদেশ চাই, তাহার সকলগুলি 'গীতাতে' পাই না। যেমন মৃত্যুর পর মনুষ্যের কিরূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ

(১) চৈতন্যদেবও একটি মৃত বালককে কথা কহাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুই পাওয়া যায় না, কর্ম্মের ফল কি প্রকারে ফলিয়া থাকে তাহাও পাওয়া যায় না, কি প্রকারে পুণর্জন্ম হয় তাহারও কিছু উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না, মনুষ্যের যে সকল বিভিন্ন শরীর আছে তাহারও সবিশেষ বর্ণনা নাই, এবং ইহা ভিন্ন আরও যে সকল পারমার্থিক তথ্যের জন্য আমরা ব্যাকুল, তাহার সকলগুলি "গীতাতে" উল্লেখ দেখিতে পাই না। হিন্দু ধর্ম্ম যদি 'থিওসফি' ভিন্ন চলে, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের এত অধঃপতন কেন? শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহার প্রতি এত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কেন? এবং থিওসফির চেষ্টার দ্বারাই বা ইহার পুণরুদ্দীপনা হইতেছে কেন?

আর এক কথা; হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া 'থিওসফি' রূপ সার উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র সাধারণের পক্ষে এত দুর্গম, এবং এত বিশদ যে, ইহাদিগকে সাধারণে আয়ত্ত করিতে পারে না; এবং যাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়। কিন্তু অল্প কথার ভিতর এবং অল্প স্থানের ভিতর থিওসফির পুস্তকাদিতে এত সহজ ভাষায় পারমার্থিক তথ্যসকল সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 'থিওসফির একখানি পুস্তক পড়িলে যে জ্ঞান জন্মে, হিন্দু অথবা অপর ধর্ম্মের পঞ্চাশখানি পুস্তক পড়িলে সে জ্ঞান জন্মে না।

অনেকে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, যদি 'থিওসফিক্যাল' সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা আমাদের 'থিওসফির' জ্ঞান জন্মে, তবে 'থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিবার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কিছু প্রয়োজন আছে। মনুষ্য জাতির উন্নতির জন্য যে সকল ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির সহিত বা তাঁহাদের কার্য্যে যোগ দিলে অল্পাধিক পরিমাণে সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টিকে পরিপুষ্ট করা যায়; এবং এইরূপে অল্পাধিক পরিমাণে মনুষ্য জাতির উন্নতিসাধনে সাহায্য করা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ আমাদিগের নিমিত্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী প্রধান যজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপণের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমাদের উপকার হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির নিকট

আমরা ঋণী, সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র আমরা যে তাঁহাদের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইব তাহা নহে, যাহাতে তাঁহাদের উপদেশ সকল আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞলোককে প্রদান করিতে পারা যায় ও তাঁহাদের মহৎ কার্য্যে "নিমিত্ত মাত্র" হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। যদি 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর পুস্তকাদি হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মের উপদেশ এবং দর্শনের দ্বারা আমাদের উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে আমরা সেই সকল উপদেশ আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ লোকদিগকে দান করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা উচিত; এবং ইহা করিবার জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টা বিশেষ বলবতী ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আর এক কথা,'থিওসফির পুস্তকাদির হরপ পড়িলেই যদি যথার্থ থিওসফি' বুঝিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। যে ব্যক্তি 'থিওসফি' প্রদর্শিত পথে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ 'থিওসফি' বুঝিয়াছে। গ্রন্থাদি পাঠে আমাদের উদ্দীপনা হয় মাত্র সুতরাং যাঁহারা যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংসর্গে আসিলে আমরা উন্নতির পথ জানিয়া লইতে পারি, এবং সেই অনুসরণ করিতে পারি। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীর ভিতর আধ্যাত্মিক উন্নত ব্যক্তি যথেষ্ট আছেন। এই সোসাইটীতে যোগ দিলে আমরা অনেক উন্নত ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে পারি। সুতরাং 'থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে যোগ দিলে, ইহা আমাদের একটা পরম লাভ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভূত, প্রেত কিম্বা পিশাচাদির কথা এবং উহাদের কাণ্ড সকল হিন্দু ধর্ম্মে যথেষ্ট আছে, সুতরাং ঐ সকল শিখিবার জন্য আমরা 'থিওসফির' আশ্রয় লইতে চাহি না। যাঁহারা এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডকে 'থিওসফি' বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা 'থিওসফির' কিছুই জানেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, 'থিওসফি' আমাদিগকে বলিতেছে যে,

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজি নোঽপিমাম্। গীতা—৯ ২৫

অর্থাৎ যাহারা ভূতের ভজনা করে তাহারা ভূতকে পায় এবং যাহারা

ভগবানকে ভজনা করে তাহারা ভগবানকে পায়। ভূতের ভজনা করা এবং বজরুকি অথবা অলৌকিক কার্য্যাদি প্রদর্শন করা 'থিওসফির' উদ্দেশ্য নহে। থিওসফি' বারবার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছে যে, এই সকল অলৌকিক বিষয় সাধনপথের বিভূতি মাত্র, সুতরাং ধর্ম্ম পথের অন্তরায়; ইহাদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই সকল ভৌতিক কাণ্ড শিক্ষা করিবার জন্য "থিওসফিক্যাল সোসাইটী"তে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহাদের "থিওসফির" আশ্রয় লওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিম্বা যাহারা এই সকল বিষয় শিক্ষা করাকে 'থিওসফিক্যাল সোসাইটী'র, উদ্দেশ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তাহাদিগকে কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, ভূত প্রেতাদির সম্পর্কে আসা অথবা বজরুকি শিক্ষা করা যদি থিওসফির, উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এমন থিওসফি অধঃপাতে যাউক, এমন 'থিওসফিক্যাল সোসাইটী'র নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হউক, আমরা উহার আশ্রয় চাহি না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে 'থিওসফি' আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে না। 'থিওসফি'—নির্দ্দিষ্ট সাধনপথে ঐ সকল পৈশাচিক অথবা অলৌকিক কাণ্ড সকলকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দূরীভূত করা হইয়াছে। সামান্য ভূত প্রেতের কথা কি বলিব, যাহাতে আমরা ভগবানের চরণকমল লাভ করিতে পারি, 'থিওসফি' আমাদিগকে তাহাই শিখাইয়াছে। অনেকে আবার বলেন যে, ইহাই যদি 'থিওসফির' উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'থিওসফির' পুস্তকাদিতে প্রেতলোকাদির বর্ণনার বাহুল্য কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'থিও-সফি' কোন একটী বিশেষ ভূমি বা লোকের বিশেষ প্রকার বর্ণনা করে নাই। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোকের প্রত্যেক লোকের যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রেতলোকেরও সেইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পর মনুষ্যের কিরূপ গতি হয়, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য, মৃত্যু হইলেই মনুষ্যের সকল ফুরাইয়া যায় না এইরূপ ধারণা করাইয়া দিবার জন্য, মৃত্যু ভয় দূর করিয়া দিবার জন্য, এবং এই পৃথিবীর ন্যায় ভুবর্ল্লোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি লোক যে ক্ষণস্থায়ী, এবং যে সকল শরীর ধারণ করিয়া আমরা ঐ সকল লোকে বিচরণ করিতে

পারি, তাহারাও যে ক্ষণস্থায়ী এবং একমাত্র আত্মাই যে চিরস্থায়ী, ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'থিওসফি' ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছে। সুতরাং 'থিওসফির' উদ্দেশ্য যে ভূত প্রেত নহে, তাহা সুধীগণেরাই অবগত আছেন। 'থিওসফি' আমাদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত, দেবালোকাতীত শান্তির মন্দিরে লইয়া যায়। সেখানে,—

"কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, নাহি মৃত্যু আর!
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ—তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত, আত্মা শান্তাকাশ মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত শান্তি-পারাবার।" (অমিতাভ)

অনেকে আবার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কতকগুলি 'থিওসফিষ্টের' কার্য্যে দোষারোপ করিয়া বলেন যে, 'থিওসফি' জুয়াচুরি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা এইরূপ বলেন, তাহারা 'থিওসফি' কাহাকে বলে তাহা জানেন না। তাহারা হয়তো কতকগুলি ভৌতিক কাণ্ডকে 'থিওসফি' বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। ধরিলাম যে, 'থিওসফিষ্টের' ভিতর অনেক মন্দ লোক আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের ভিতর একেবারে মন্দ লোক নাই? যে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য হিন্দু ধর্ম্ম সঞ্জীবিত রহিয়াছে, যে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য হিন্দু ধর্ম্মের এত আদর, সেই সাধু সন্ন্যাসীদের ভিতর যে কত দুষ্ট লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বলিব যে, হিন্দু ধর্ম্ম কিছুই নহে। সেই জন্য বঙ্গের কৃতীসন্তান লিখিয়াছেন যে,—

"No religion ought to be judged by the behaviour in private or social life of its latter-day-votaries. The purest metals are covered with dross or rust in course of time: and actual life seldom illustrates ideals"

[Maharaja Nabkissen p 226]

সুতরাং আমরা ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যের জন্য কোন সম্প্রদায়কে দোষ দিতে পারি না। যদি আমরা যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কোন সত্যের আলোচনা করিতে যাই, তাহা হইলে মনুষ্যের পরিবর্ত্তে কেবল সত্যকেই আশ্রয় করিব,

এই নীতি স্মরণ করা উচিত। তাহা হইলে, আমরা ব্যক্তি বিশেষের ধূষ্টতা অথবা দুষ্টতার জন্য সম্প্রদায় বিশেষকে দোষ দিতে পারিব না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ম্লেচ্ছ ইংরাজ যে আমাদের ধর্ম্ম আমাদেরই শিখাইবে ইহা প্রাণে সহ্য হয় না। ইহার উত্তরে মানিয়া লইলাম যে, ইহারা ম্লেচ্ছ ইংরাজ, কিন্তু তাহাতে আর কি হইয়াছে? শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণে দোষ নাই। যাস্ককৃত নিরুক্তে ঋষি বলিয়াছেন যে, তত্ত্বদর্শী ম্লেচ্ছ জাতীয় পুরুষের কাব্যও বেদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মনুও বলিয়াছেন যে,—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

(মনু সংহিতা—২—৩৮)

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চাণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে, ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রের চক্ষে দেখিতে গেলে, ইহাতে দোষ নাই। অনেকে আবার দেশ হিতৈষিতার (patriotism) দোহাই দিয়া বলেন যে, আমাদের সকল গিয়াছে কেবল আছে এক মাত্র ধর্ম্ম, সেই বাপ পিতামহের ধর্ম্মে অন্যে আবার আধিপত্য করিবে? এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য যে সৎ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা দেশের গতি ও কালের গতি লক্ষ্য করেন নাই। একবার দেশের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল লোকে ত্যাগ করিয়া বাহ্যাঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত। কতিপয় অর্থ পিশাচের মোহজালে পড়িয়া অধুনা ভারত জড়োপাসক হইয়া উঠিতেছে। অন্ধ সংস্কার লোক সকলকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া লোক সকল জ্ঞান হইতে দূরে পড়িয়া অজ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে, যথার্থ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অন্ধেনৈর্নীয়মানা যথান্ধাঃ,” তদ্বৎ অর্থলোলুপ যাজক ও মূর্খ যজমান উভয়েই মজিতেছে। শাস্ত্র সকল দেশাচার ও লোকাচারের বশীভূত হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ সত্যের মুখ চাহিয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা

হইলে সমাজ তাহার উপর খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবে। শক্তি ও নিষ্ঠার তারতম্যানুসারে সত্যেও ধর্ম্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য ও অধর্ম্ম্য আমাদের অবলম্বনীয় নহে। এক্ষণে আমরা সত্য ছাড়িয়া, অসত্য লইয়া এবং মুখ্য ছাড়িয়া গৌণ লইয়াই ব্যস্ত।

এইত, দেশের অবস্থা। একবার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক, তাহা হইলে অবগত হইতে পারিব যে, বিভিন্ন জাতির কিরূপ অবস্থা। আমরা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ ইংরাজ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে অনেক অধ্যাত্মমার্গে যে কতদূর উন্নত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক ঋষিতুল্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। ইঁহারা চা কফি পায়ী, মৎস্য মাংস ভোজী, সাধনবিহিন আধুনিক সন্ন্যাসী-দিগের মত নহেন। যাহারা ইঁহাদের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, ইঁহাদের ন্যায় ব্রহ্মচারী, নিরামিষ ভোজী, শুদ্ধাচারি এবং অধ্যাত্মবিদ্ ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের আমরা ম্লেচ্ছ ইংরাজ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, তাঁহাদের ভিতর যে সকলেই নরক তাহা নহে, তাঁহাদের ভিতর দেব তুল্য ব্যক্তিও আছেন। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ 'থিওসফির' সত্য প্রচারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইতেছেন অধ্যাত্ম জগতের উন্নত সত্তা সমূহ। তাঁহাদেরই আদেশ অনুসারে এই সকল সাত্ত্বিক ব্যক্তি 'থিওসফি' রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ধ্বজা দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছেন। ম্লেচ্ছ ইংরাজ সম্বন্ধে জনৈক দার্শনিক লিখিয়াছেন "ইঁহারা বিদেশী হইয়াও, সত্যের আবিষ্কারার্থ যাদৃশ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, পিতৃদ্বেষী, স্বদেশের প্রতি মমতাবিহীন, পরপিণ্ডাদ, শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জন সত্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য তাদৃশ শ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত? ভগবান গুণানুসারে সুখ দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য দেশ সত্যসন্ধ, জ্ঞান পিপাসু, স্বদেশ প্রিয়তাদি বিবিধ গুণ বিশিষ্ট, সৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন, সধর্ম্মনিষ্ঠ।"* ভগবান তাই তাহাদিগকে এত বড় করিয়াছেন। আমরা যে তাহাদের পদতলে বসিয়া কেবল রাজনীতি শিক্ষা

* পরলোক, দ্বিতীয় খণ্ড।

করিতে পারি, তাহা নহে, আমরা তাহাদের পদতলে বসিয়া আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারি।

দেশ, কাল ও পাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং হিন্দুরা যে পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের দেশের একজন শিক্ষিতাগ্রণী লিখিয়াছেন যে,—

"The hope of the devout Hindu is in the Enropean. He may well fear that he will have no other heir in the spiritual sphere." Maharaja Nabkissen, p. 227

অর্থাৎ ইউরোপীয়েরাই ধার্ম্মিক হিন্দুদিগের আশা ভরসা; যদি এই পৃথিবী হইতে হিন্দুনাম লোপ পায় তাহা হইলে অধ্যাত্মজগতে একমাত্র ইউরোপীয়েরাই তাহাদের স্থান অধিকার করিবে। কথাটা অনেকের নিকট অপ্রিয় বোধ হইলেও, সত্য। এক জাতি যে চিরকাল ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। কর্ম্মফলে আজ ভারত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিষ্পেষিত হইয়া রহিয়াছে, এবং কর্ম্মফলে আজ ইংরাজেরা মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, ভগবানের কাছে ম্লেচ্ছও নাই, হিন্দুও নাই, আছে কেবল এক সত্য। সেই জন্য ঋষিরা বলিয়াছিলেন যে, শ্রেয়স্করী বিদ্যারূপ সত্য যার তার কাছে শিক্ষা করা যায়। আর এক কথা 'থিওসফি' আমাদিগকে এমন কিছু শিখাইতেছে না যে, তোমরা তোমাদের বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণ কর। বরঞ্চ আমরা হিন্দু হইয়া যাহাতে হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে পারি, যাহাতে আমরা আমাদের ইষ্টদেবের চরণ প্রান্তে উপনীত হইতে পারি, 'থিওসফি' আমাদিগকে কেবল তাহাই শিখাইতেছে। যাহাতে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ হওয়া যায়, যাহাতে অন্ধ বিশ্বাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, যাহাতে সত্য জ্ঞান লাভ হয়, 'থিওসফি' কেবল তাহাই শিখাইতেছে। সুতরাং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া অথবা বিপরীতগামী হইয়া, অথবা বাপ পিতামহের সনাতন ধর্ম্ম অগাধজলে নিমজ্জিত করিয়া কেবল কতকগুলা অন্ধসংস্কারের এবং গোঁড়ামীর বোঝা

ঘাড়ে লইয়া থাকা অপেক্ষা 'থিওসফি'রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত কিন্তু তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীআশুতোষ দেব।

কর্ম্ম।

১—বীজ বপন (৪৭৫ খৃঃঅব্দ)।

গ্রীষ্ম কাল। সূর্য্যদেব যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া স্বীয় প্রচণ্ড কিরণ মালায় ধরিত্রী দেবীকে দগ্ধ করিতেছেন। পবন দেব এখন সময় পাইয়া জীবকুল সহ লুকাচুরী খেলায় রত। এইবার তাহার পালা তিনি লুকাইলেন। সখীগণ তাঁহাকে কতই অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথায়ও দর্শন পাইল না। ইহা দেখিয়া রঙ্গ করিবার মানসে উচ্চ বৃক্ষে থাকিয়া তিনি একবার শাঁ শাঁ রব করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া তাহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, ভাবিল এইবার নিশ্চয় খুজিয়া বাহির করিবে। পুনরায় তাহারা গম্য স্থান সমুদায় পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাইল না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তাহারা নিশা দেবীর আগমন প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া রহিল। এমন সময় সৌরাষ্ট্র দেশের রাজধানী বিজয়পুর নগরে জনৈক মুমূর্ষ ব্যক্তি সুরম্য ত্রিতল হর্ম্যের একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, গিহ্লোট বংশীয় পূর্ব্ব নরপতি কনকসেনের বংশধর বিজয়সেন এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় নামানুসারে ইহার নাম বিজয়পুর রাখিয়াছিলেন। মুমূর্ষুর নাম দলীপ সিংহ। বিজয়পুরে তিনি সম্ভ্রান্ত ও সর্ব্বজন পরিচিত। এক্ষণে তাঁহার আনুমানিক বয়স প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর। অধুনা স্বাস্থ্যভঙ্গে জীর্ণ শীর্ণ হইলেও আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, তিনি সুস্থ দেহে অসামান্য রূপবান ও বীর্য্যবান

ছিলেন। একে মৃত্যু যন্ত্রণা, তাহার উপর প্রখর উত্তাপ; তিনি শয্যার উপর উপবেশন করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট দুই জন পরিচারকের গলদেশ দুই হস্তে ধারণ করিয়া প্রবলবেগে শ্বাস টানিতেছেন। দুইজন ভৃত্য মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত মেজের উপর অবিরত গোলাপজল ছিটাইতেছে, কিন্তু ভ্রমণ মার্গে বিচরণ করিতে করিতে মার্ত্তণ্ডদেব এখন এমনি ক্ষুৎপিপাসিত যে, জল পাইবা মাত্র তিনি সহস্র কর বিস্তারে তাহা গ্রাস করিতেছেন। দেওয়ালের ভিতর পার্শ্বে পৌরাণিক দেব দেবীর অনেক গুলি মূর্ত্তি অতি সুচারুরূপে চিত্রিত রহিয়াছে। তিনি সেই সমুদায় চিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মনের শান্তি মিলিল না। তৎকালীন তাঁহার ঘৃণা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাব অবলোকন করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, কোন পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহার হৃদয় পটে উদিত হওয়ায়, তাঁহার মানসিক দৃষ্টি তৎপ্রতি সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত।

সকলে নীরব, নিস্তব্ধ; কেবল সেই মুমূর্ষ ব্যক্তির দীর্ঘ শ্বাস, এবং মধ্যে মধ্যে মেজের উপর গোলাপজল ছিটান শব্দ ব্যতীত কক্ষাভ্যন্তরে আর কিছু শ্রুতি গোচর হইতেছে না, এবং বাহিরের প্রাচীরের উপর দাম্পত্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুইটী ঘুঘু পক্ষী ঘু-ঘু-ঘু, ঘু-ঘু-ঘু রবে তান ধরিয়া প্রেমালাপ করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে সোহাগ ভরে নাচিতে নাচিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া আবার মানভরে পশ্চাদ্গামী হইতেছে। সহসা সিঁড়ির উপর পদ শব্দ শুনা গেল; দেখিতে দেখিতে একটা অলৌকিক রূপবান যুবক কক্ষা মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগীর কিয়দ্দূরে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহার প্রতি মন এতক্ষণ ন্যস্ত ছিল, দলীপসিংহ যেন তাহাকেই সম্মুখে পাইলেন। তাঁহার নেত্র যুগল দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; প্রাণপণে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগে তাঁহার হস্ত পদাদি শিথিল হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা প্রভুর পূর্ব্ববৎ আয়ত্তাধীন নহে। জ্ঞান বিষয়ী, অতএব অবিনাশী—জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই; সুতরাং দলীপ সিংহের জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। কিন্তু পদার্থ বিষয়, অতএব বিনাশী; হস্ত পদাদি এক্ষণে জীর্ণ শীর্ণ, তাদৃশ শক্তি আর তাহারা বহন করে না। দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অবনত হইয়া বাম পার্শ্বস্থ পরিচারকের বক্ষোপরি

তিনি মস্তক স্থাপন করিলেন। ক্রোধ দুর্জ্জয় রিপু; কোথা হইতে সেই রিপু আসিয়া পুনরায় তাহার হৃদয় অধিকার করিল। ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি সেই নির্ভীক যুবকের প্রতি দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল। তিনি একবার বিদ্রূপসূচক মুখ বিকৃতি করিলেন; তৎকালে ঘৃণাব্যঞ্জক তেজোরাশি তাঁহার নেত্রযুগল দিয়া স্ফুরিত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বদ্ধস্বর নিবন্ধন তিনি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন :—

"পাপ—পাপ—পাপ। সম্মুখ হতে দূর হ! যদি আমার সমুচিত শক্তি থাকিত, এই মুহূর্ত্তেই তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিতাম। দেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, যদি পরলোক থাকে, সেখানেও তুই আমার ঘৃণার্হ—ঘৃণার্হ—ঘৃণার্হ!" এই বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি স্থির হইল, অঙ্গুলী সমূহের কাঠিন্যভাব অনুভূত হইল। অন্তরে ও বাহিরে ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে দলীপসিংহ চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

তদ্দর্শনে যুবক কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে সেই ভয়ঙ্কর বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "যদি পরলোক থাকে। রে নির্ব্বোধ। যদি পরলোক থাকে। যেমন মনঃকষ্ট ইহলোকে তোরে দিয়াছি, ইহজন্মে যেমন কৌশল জালে প্রতারিত করিয়া নিজ ইষ্ট সাধন করিয়াছি, পরলোকে তাহার বিন্দু মাত্র ক্রুটী করিব না। পথের কণ্টক দূর হইল, এখন প্রাণ ভরিয়া আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিব।" অনন্তর পরিচারকদ্বয়কে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পয়োকুম্ভ বিষোমুখ যুবক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

২—ফলাহরণ (১৮৯৫ খৃঃ অব্দ)।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। দিনমনি অস্তাচল চূড়ায় আরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে কমলিনী বিরহানল সহ্য করিতে না পারিয়া বিরস বদনে অবনত মস্তকে বসিয়া পড়িলেন। কুমুদিনীর আর আনন্দ ধরে না। এতক্ষণ সূর্য্যের প্রতাপে

অতি সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হইয়াছিল; এখন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে লাগিলেন এবং পতির আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া এক দৃষ্টে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখস্থ উদ্যানে একটী ষোড়শী যুবতী ভ্রমণ করিতে করিতে একবার এ ফুল, একবার ও ফুল আঘ্রাণ করিতে লাগিল কিন্তু কোনটী বৃন্তচ্যুত করিল না। সহসা একটী যবক উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল —যেন সাক্ষাৎ রতিপতি প্রেয়সীর বিরহে কাতর হইয়া স্বর্গধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্তে অবতীর্ণ! দেখিতে দেখিতে যুবক যুবতী একটী অশোক বৃক্ষতলে মিলিত হইয়া আনন্দ ও নৈরাশ পূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ কমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সরোজিনী, আমি তোমাকে যথার্থই ভালবাসি। তোমাকে যে ভালবাসি, কেবল এই কথা বলিবার জন্যই আজ তোমাকে এই স্থানে আসিতে বলিয়াছিলাম। অধিক কিছু আমার বলিবার নাই, কারণ তুমি আর আমার নও; এখন তুমি নরেশের। তোমাকে কেবল একবার জন্মের মত দেখিবার জন্য আজ দুই দিন হইল কলিকাতা হইতে আসিয়াছি, এবং এক্ষণে জীবনের অবশিষ্ট কাল কলিকাতায় যাপন করিব মনস্থ করিয়াছি। তোমায় অধিক কথা বলিবার আর আমার অধিকার নাই এবং বলিতেও সাহস করি না। কিন্তু সরোজ! তোমার বিবাহের কথাটা একবার আমাকে শুনাইলে কি কোন ক্ষতি হইত? আমি কি তোমার সুখের পথের কণ্টক হইতাম? আমি কি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী নহি? এই কি ভালবাসার প্রতিদান?"

যুবতী ব্যঙ্গস্বরে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "আমার বিবাহের কথা তোমাকে কি জন্য বলি নাই, তা কি জান না? পুরুষে সকল বিষয় গোপন করিতে জানে, আমরা কি জানি না? তুমি বিবাহ করিলে, আমায় কি এক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

যুবকের অকপট ও বিস্মিত ভাব অবলোকন করিয়া যুবতীর ঘৃণা বাক্যে মিশাইয়া গেল; ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। সরোজিনী পুনরায় বলিল, "তোমার বিবাহ হয় নাই, একথা বলিও না। আমার স্বামী চাতুরী করিয়া

মিথ্যা কথায় যে ভুলাইয়াছেন, একথা আমার বিশ্বাস হয় না ; কারণ আমাদিগের বিবাহের কথা উত্থাপন হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তিনি আমাকে তোমার বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন।" কিন্তু বাল্যকাল হইতে যে সুরেশ সরোজিনীকে অকপটে ভালবাসিয়া আসিতেছে, এবং যে সরোজিনী কেবল সুরেশ ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া জানিত না, সেই সুরেশের তৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়া সরোজিনী ভীত কম্পিত কলেবরে বলিল, সুরেশ! তোমাকে আজ এমন দেখিতেছি কেন ? তোমাকে দে—।"

যুবতীর কথায় বাধা দিয়া সুরেশ বলিল, "নরেশ তোমাকে বলিয়াছে! নরেশ আমার সম্পর্কীয় ভ্রাতা তোমার স্বামী! হাঁ, সেই নরাধম জানিত, আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। সরোজিনী! এখন বুঝিলাম, সে মিথ্যা কথায় তোমাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিয়াছে ; কিন্তু সরোজ, তুমি কি যথার্থই আমাকে ভালবাস ? যদ্যপি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি এখনও সুরেশের হৃদয়তোষিনী, নরেশের নহ।

ইতিমধ্যে কুমুদিনী নাথ স্বীয় অনুচরবর্গকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া প্রণয়িনীর নিকট আপন আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং অদ্য কি সাজে প্রিয়তমার মনোরঞ্জন করিবেন, এখন সেই চিন্তায় ব্যস্ত। বৃক্ষশাখায় দুই একটী নিশাচর পক্ষীর কণ্ঠস্বর শ্রুতি গোচর হইল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া যুবতী গর্ব্বিত স্বরে বলিল, "সুরেশ, আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতেই ভাল বাসিয়াছি, এবং এখনও সেইরূপ তোমাকে ভালবাসি। নরেশকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার শেষ কথাটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুন। "এই নিশাবসানে তোমরা কেহই আর এ হতভাগিনীকে দেখিতে পাইবে না। আমার অন্তরে যাহাই থাকুক, হিন্দু রমণী হইয়া লোক সমাজে কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া বাহির হইতে পারিব না। যে হিন্দু রমণীগণ সতীত্বের জ্বলন্ত প্রতিমা, যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়া, তাঁহাদের কন্যা হইয়া কোন্ কর্ম্মফলে যে আমার মন এতাদৃশ নীচভাবাপন্ন হইল বলিতে পারি না। আমি তাঁহাদের কন্যা নামের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। এখন জন্মের মত বিদায় হই। আমি চলিলাম।" এই কথা শুনিয়া সুরেশ অতিশয়

অধৈর্য্য হইল, আর দাঁড়াইতে পারিল না। যুবতী গমনোদ্যত হইয়া কয়েক পদ পশ্চাদগামী হইবা মাত্র অতিশয় ভীতা হইয়া পুনবায় সুরেশের নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া একটী দীর্ঘকায় পুরুষ হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "তোমাদিগের উভয়েরই কথা শুনিয়াছি। দৈবযোগে আমি এই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম, এবং তোমাদিগকে এমন সময় এরূপ নির্জ্জন স্থানে দেখিয়া আমার মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, সুরেশ, আমি মিথ্যা বলি নাই; সরোজিনী মিথ্যা বলিয়াছে। তোমার বিবাহ হইয়াছে, একথা আমি বলি নাই। আমি জানিতাম সরোজিনী যথার্থ ভালবাসে বলিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছে। আমি ধনী, তুমি তাদৃশ না হইতে পার; এখন দেখিতেছি, সরোজিনীর নিকট প্রণয়াপেক্ষা অর্থই অধিক গৌরবের জিনিষ। অর্থ লোভে সরোজিনী আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। সরোজিনী আমার অর্থের দাসী কিন্তু তোমার প্রণয়ের দাসী।"

"রে মিথ্যাবাদী!" এই কথাটী ক্রোধে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে সুরেশের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে না হইতে সে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় এক লম্ফে নরেশের উপর পতিত হইয়া বাম হস্তে তাহার গলদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক বলিল, "রে নরাধম! সরোজিনী মিথ্যা বলিয়াছে? মিথ্যাবাদী কে, এখনই তাহা জানিতে পারিবি।" এই বলিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে অধীর হইয়া সুরেশ নিকটস্থ অশোকবৃক্ষ মূলে তাহাকে সবলে নিক্ষেপ করিল। নরেশ সেই সাজ্যাতিক আঘাতে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া মৃতবৎ পতিত রহিল। ইহাতেও সুরেশের ক্রোধ শান্তি হইল না; পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। যুবতী কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া মৃদু সুরে কেবল কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই নরেশের প্রাণ পাখি দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল।

* * * * *

৩—ভোগে ক্ষয়।

সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত কারাগার। অপরাহ্নে কারাধ্যক্ষ মহাশয় এক দল পরিচিত ভদ্র দর্শকমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া কারাগার পরিদর্শন কার্য্যে ব্যাপৃত। কারাগার জাত দ্রব্যাদি এবং কে কি অপরাধে দণ্ডিত, এই বিষয়ের নানাপ্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল; কিন্তু তন্মধ্যে এক ব্যক্তি মৌনভাবে সঙ্গীগণ সহ গমন করিতেছিলেন। তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি সঙ্গীগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক পরিলক্ষিত হইল। বন্দীগণের পূর্ব্ব দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি অলক্ষিতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া পরম পিতার নিকট—তাহাদিগের হিত কামনা করিলেন। তাঁহারা সদাচরণের নিমিত্ত অতঃপর আমরা তাঁহাকে "সাধু" নামে অভিহিত করিব। এমন সময় একদল বন্দী নিরূপিত দৈনিক কর্ম্ম সমাপনান্তে লজ্জাবনত মস্তকে শ্রেণীবদ্ধরূপে তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। পাছে বন্দিগণের দৃষ্টি তাঁহাদিগের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে অধিক লজ্জিত করে, এই কারণে তাঁহারা মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু সাধু সকরুণ নয়নে প্রত্যেক বন্দীকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে ৪৯ সংখ্যক দীর্ঘকায় অলৌকিক রূপবান যুবকের প্রতি তিনি বিস্মিত হইয়া অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছেন দেখিয়া কারাধ্যক্ষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতেছি আপনিও ৪৯ সংখ্যক বন্দীকে লক্ষ করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি একজন হত্যাকারী। সে এবং তাহার এক সম্পর্কীয় ভ্রাতা উভয়ে একটী সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণে সচেষ্ট হয়, কিন্তু অবশেষে তাহার ভ্রাতা কপটাচরণে তাহাকে বিবাহ করে। এই কারণে এক দিবস তাহাকে সম্মুখে পাইবা মাত্র সামান্য কারণে সহসা প্রচণ্ড ক্রোধ পরবশে তাহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং বিচারালয়ে আগমন পূর্ব্বক নিজ অপরাধ স্বীকার করে। সেই কন্যাও তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিল; এবং সহসা যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যা করিয়াছে একথাও বলিয়াছিল; সুতরাং তাহার মুক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে বিচারপতি সমীপে বলিল,

আমি সহসা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যা করি নাই। জ্ঞানাবধি আমি তাহাকে বিষবৎ দেখিতাম, এবং সুযোগক্রমে তাহাকে হত্যা করিব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কি জন্য যে তাহার প্রতি জন্মাবধি আমার মানসিক ভাব এইরূপ ছিল তাহা বলিতে পারি না'। যাহা হউক এই সমস্ত কারণে তাহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়; তন্মধ্যে তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার কার্য্যে ও শিষ্টাচরণে উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে এখানে যে সমস্ত অদম্য উদ্ধতস্বভাব বন্দী আসিয়াছে বা ছিল, তাহারা ইহার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া জনৈক দর্শক বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ প্রকার সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যে সহসা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যা করে, ইহার কারণ কি?"

কারাধ্যক্ষ মহাশয় উত্তর করিলেন, "ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ-সাধ্য নহে। দেখা যায়, লোকে কখন কখন স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদিগের স্বভাব বিশেষরূপে আলোচনা করিলে তাহাদিগের দ্বারা যে সেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। আমরা পাপকর্ম্মে অভ্যস্ত নহি, কিম্বা পাপ কর্ম্ম একবার চিন্তাস্রোতেও আইসে না, তত্রাচ সহসা পাপ কর্ম্ম করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হই। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব জন্মে প্রকৃতিতে যেরূপ বীজ বপন করা যায়, পর জন্মে তদনুরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতিকে যাহা দান করিবে, প্রকৃতি তাহাই প্রত্যার্পণ করিবে। মনে করুন, যদি আপনি ইহজন্মে সত্যব্রত অবলম্বন করেন, পরজন্মে মিথ্যা আপনার নিকট স্থান পাইবে না। সীতাহরণ কালে যখন মারীচ রাক্ষসী মায়াপ্রভাবে সুবর্ণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল, তিনি তাহার রূপে বিমোহিতা হইয়া শ্রীরাম-চন্দ্রের নিকট মৃগটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্য পরায়ণ লক্ষ্মণ রাক্ষসের মায়া বুঝিতে পারিয়া তৎকার্য্যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ

করিয়াছিলেন। যেরূপ চিন্তা, তদনুরূপ কার্য্য এবং যেরূপ, বাসনা, তদনুরূপ সুযোগ প্রকৃতি আনিয়া দেয়। পূর্ব্ব জন্মে যাহাতে উৎকট বাসনা জন্মে, কোন না কোন জন্মে নিশ্চয়ই সে বাসনা চরিতার্থ হয়। অতএব পূর্ব্বজন্ম কৃত প্রবল চিন্তা ও বাসনা বশে পরজন্মে আমরা সহসা অন্যায় কর্ম্ম আচরণ করি। ইহাই প্রকৃতির গূঢ় রহস্য।"

এই বলিতে বলিতে দর্শকমণ্ডলী কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কেবল সাধু একা পশ্চাতে রহিলেন। তিনি মঙ্গল কামনায় প্রথমে চিন্তাশক্তি* প্রয়োগে সুরেশকে আশ্বাসিত করিলেন। তৎপরে ৪৯ সংখ্যক সংকীর্ণ গৃহের ক্ষুদ্র গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ইহজন্মে ভোগ করিয়া ক্ষয় করিতেছ। ইহজন্মে কাহার পরিণাম বিচার করিলে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মের এবং ইহজন্মে কাহার স্বভাব আলোচনা করিলে পরজন্মে তাহার প্রকৃতির বিষয় বলিতে পারা যায়। রাগ, দ্বেষ, কুচিন্তা প্রভৃতি অসংবৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হও; এবং এই সময় হইতে সংবৃত্তির দ্বারা নিজের অন্যের উন্নতিসাধনে যত্নবান হও। তোমার দুঃখ যামিনী প্রায় অবসান হইয়াছে—ধৈর্য্যাবলম্বন কর।"

* এই প্রপঞ্চ জগত পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। চিন্তা শক্তির দ্বারা চতুপার্শ্বস্থ চিন্তার অনুরূপ পরমাণু সমূহ স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং তৎপরে তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়া একটী সূক্ষ্ম জীবে পরিণত হয়, শাস্ত্রে তাহাকে কৃত্যা বলে। যাহার প্রতি চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করা যায়, সেই বীজ তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া সুযোগক্রমে তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করে। কুচিন্তার দ্বারা যে কেবল অন্যের অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা নহে। যদি সেই জীব তাহাকে আক্রমণ করিবার সুবিধা না পায়, তাহা হইলে সে পূর্ব্ব পথাবলম্বনে প্রয়োগকারীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া সতত তৎসন্নিধানে অবস্থান করিতে থাকে, এবং সুবিধাক্রমে তাহাকেই আক্রমণ করে। এই জন্যই আমরা সহসা অনেক প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলি। এই প্রকার কত জীব যে আমরা অজ্ঞান বশতঃ অহরহ সৃষ্টি করিয়া নিজের ও অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই অধিকন্তু স্রষ্টাকেই এই সমস্ত জীবের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। চিন্তার গভীরতা ক্রমে তাহাদিগের পরমায়ু নিরূপিত হইয়া থাকে। কুচিন্তার দ্বারা যাদৃশ অনিষ্ট সাধিত হয়, আবার সুচিন্তার দ্বারা ~~তাদৃশ ইষ্ট সাধিত~~ হইয়া থাকে।

শ্রীবিরাজমোহন দে।